সচিত্র

গীতা ও গীতাসহচরী।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মূল শ্লোক, অন্বয়দীপিকানাম্নী বিশদ অনুবাদ ও বহু টীকা ভাষ্য অনুসরণপূর্ব্বক মূলের তত্ত্ব ও তাৎপর্য্যের 'গীতাসহচরী' নাম্নী কবিতা ব্যাখ্যা।

রামকৃষ্ণ শর্ম্মা-

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

রাজসংস্করণ — সাধারণ সংস্করণ ১৷০ মাত্র।

প্রকাশক
শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ সান্যাল, বি, এ,
৩নং যুগীপাড়া মেন্ রোড
কলিকাতা।

প্রিন্টার শ্রীললিতমোহন চৌধুরী
সত্যবত্ন প্রেস,
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

উপহার পত্র।

এই "গীতা ও গীতাসহচরী" গ্রন্থখানি

করকমলে

সহিত

অর্পণ করিয়া সুখী হইলাম।

১৩৪৩ সাল।

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃশাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

পদ্মনাভ-ভগবান্-শ্রীমুখ হইতে
বিনির্গত হইল যে গীতা মহাধন,
কর্ত্তব্য প্রচার তার সমগ্র জগতে
অন্য শাস্ত্রে আছে আর কিবা প্রয়োজন ?

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ

উৎসর্গ পত্র।

সেই আদি বা অনাদি মহাপুরুষ-প্রকৃতির পার্থিব অভিব্যক্তিস্বরূপ আমার সুমহান্ জনক ও মহীয়সী জননী, যাহাদিগের সুপবিত্র দেহের কণাংশ হইতে এই অহঙ্কারময় বিভিন্নরূপধারী নশ্বর দেহ প্রাপ্ত হইয়া আমি এই সংসারে সদসৎ কত না কর্ম্মই সম্পাদন করিতেছি এবং যাহাদিগের পবিত্র চিত্তবৃত্তিরও কণাংশ লাভ করিয়া অন্তরে ক্ষণপ্রভার ন্যায় ভগবদ্ভক্তি কচিৎ উদয় হইয়া এই দুঃখময় জীবনকে মুহূর্ত্তের জন্যও নন্দিত ও ধন্য করিতেছে, সেই জনক-জননীর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে আমার দুর্ব্বল চেষ্টার যৎসামান্য ফলস্বরূপ এই "গীতাসহচরী" উৎসর্গ করিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিলাম এবং ধন্য হইলাম।

দীন রামকৃষ্ণ

পঞ্চগ্রহজলধীন্দৌ শাকে সিংহস্থিতে রবৌ।
উত্তরভাদ্রনক্ষত্রে মীনরাশিগতে বিধৌ॥
জাতো লাহিড়িবংশেঽহং রামকৃষ্ণোঽভিনন্দনঃ।
মাতা রাখালদাসী মে রামলালঃ পিতাভবৎ॥
গীতাসহচরীপাঠনিরতজনসন্নিধৌ।
প্রার্থয়ে ক্রিয়তাং সর্ব্বৈঃ কৃপাং দানে চিরং ময়ি॥

নিবেদন

(১ম সংস্করণের)

এমন বিদ্যা বা অবিদ্যাজনিত স্পর্দ্ধা আমার নাই যাহা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া আমি গীতার ন্যায় মহাগ্রন্থের সমালোচনা করিয়া এক ভূমিকা লিখিতে পারি। পূর্ব্ব পূর্ব্ব টীকাভাষ্যকারগণ, পণ্ডিতগণ, বর্ত্তমান যুগের পশ্চিমদেশীয় সাহেব পণ্ডিতগণ এবং সমগ্র ভারতের মনীষিগণ গীতার উৎকর্ষ সম্বন্ধে এত কথাই বলিয়াছেন এবং বলিতেছেন যে প্রশংসা করিয়া গীতাকে সর্ব্বজনাদৃত করিবার প্রয়াসের কোন প্রয়োজনই নাই। কেবলমাত্র এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে **গীতা বেদোপনিষদাদি বহুশাস্ত্রসাগরমথিত অমৃতময় যোগ-ধর্ম্মশাস্ত্র।** পৃথিবীর প্রাণিগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুদুর্ল্লভ দেহধারী মনুষ্য নিয়ত কর্ম্মপরায়ণ, তাই কর্ম্ম অবলম্বনে কি প্রকারে মানুষ ক্রমশঃ সেই পরমপুরুষ ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া যোগসাধন পূর্ব্বক আত্মনিয়োগ দ্বারা ইহজন্মেই এবং দেহান্তে মুক্ত হইতে ও মোক্ষ লাভ করিতে পারে গীতা পুনঃপুনঃ বিবিধপ্রকারে সেই কথাই বলিয়াছেন। আত্মজ্ঞানের উল্লেখ গীতার নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অন্তরের বৃত্তিগুলির সম্বন্ধে মানসিক আলোচনা দ্বারা নিম্নের মন্দ বৃত্তিগুলির মূল অনুসন্ধান পূর্ব্বক উচ্ছেদ করিয়া চিত্তশুদ্ধির কথা এবং অসংখ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণ অনর্থক ব্যস্ত থাকায় মানুষকে একাগ্র হইতে না দিয়া তামস বা রাজস বৃত্তিগুলি জীবাত্মাকে অধোগামী করিতে থাকার কথা গীতায় নানাপ্রকারে কথিত হইয়াছে।

গীতা অসাম্প্রদায়িক গ্রন্থ, সার্ব্বজনীন ! পরমশ্রদ্ধাস্পদ স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত গীতার ভূমিকায় সত্য কথাই লিপিবদ্ধ করিয়া বলিয়াছেন, যে "গীতা দর্শনশাস্ত্র নহে, ধর্ম্মশাস্ত্র।" অনেকে গীতাকে রাজনৈতিক কর্ম্মের সহিত সংস্রবযুক্ত করিয়া গীতার মর্য্যাদার হানি করেন। গীতার সহিত রাজনীতির কোনও সম্বন্ধ নাই। প্রতি কথায় ধর্ম্মশাস্ত্রেরই অনুশীলন বিদ্যমান। মনীষী সত্যেন্দ্রনাথ আরও বলিয়া গিয়াছেন "গীতায় যে পথ প্রদর্শিত হইয়াছে সেই পথে চলিয়া সকল ধর্ম্মের যাত্রী আপন আপন লক্ষ্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। তাহাতে যে ঈশ্বরবাদ, যে সমস্ত সমুন্নত ধর্ম্মোপদেশ আছে তাহা বিশ্বজনীন। তাহা হইতে জ্ঞানী, কর্ম্মী, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, সাকার-নিরাকার-উপাসক সকলেই পরমার্থতত্ত্বরূপ রত্নসংগ্রহ করিতে সক্ষম হইবেন। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে এমন একটি সর্ব্বতোমুখী ধর্ম্মগ্রন্থ দ্বিতীয় আর নাই। শুধু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র কেন, জগতের যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গীতা সর্বোচ্চ আসন অধিকার করেন সন্দেহ নাই।"

বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য শিক্ষার কন্দটুকু প্রাপ্ত হইয়া এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অর্থাৎ বহুদর্শনবর্জ্জিত, মিথ্যা, মায়িক ও ক্ষণিক অন্তর্নিহিততত্ত্ববিহীন বাহ্যিক (superficial) ঘটনার উপর উপস্থাপিত যুক্তিতর্কের ভিত্তির উপর প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা করিয়া যাঁহারা বসিয়া আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে বলেন পরমার্থতত্ত্বজ্ঞান বা যে ঈশ্বরের অস্তিত্বেরই প্রমাণ পাওয়া যায় না সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে কোনও প্রকার জ্ঞান লাভ করার প্রয়োজন কি? এই অহঙ্কারমদিরাপানবিভ্রান্তচিত্ত আত্মহারা ব্যক্তিগণ একবার ভাবিলেই দেখিবেন, যে জগতের অধিকাংশ নরনারী ব্যাকুলচিত্তে নিয়ত ছুটিয়া বেড়াইতেছে একটি দ্রব্যে কিছুক্ষণের জন্য সুখের আস্বাদ গ্রহণ করিয়া পর মুহূর্ত্তেই তাহাতে বীতরাগ হইয়া সুখের আশায় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতেছে; অথচ সুখ নাই, তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই; সদাই দ্বন্দ্ব, সদাই হিংসা, সদাই প্রতিযোগীতা, সদাই

অকারণ আত্মাভিমান ; কার্ কোন্ কার্য্যে কতটুকু অধিকার তাহার আলোচনা নাই, সর্ব্বদাই ব্যস্ততাময় ক্ষণিক ইন্দ্রিয়-সুখের ভিতর হইতে কেবল হাহাকার ধ্বনি উঠিতেছে ; কৃত্রিম আলো জ্বালিয়া, কৃত্রিম নৃত্যে নাচিয়া, বাহিরের বিবিধ উৎসবে মাতিয়া, চিত্তকে সর্ব্বদা অস্থির রাখিয়া, কেবল চাঞ্চল্যই বৃদ্ধি হইতেছে। আমাদের এই তৃপ্তিহীন চাঞ্চল্য দেখিয়া মনে হয় যেন আমরা ঠিক যে জিনিষটি চাই সেইটিকে পাইতেছি না বলিয়া "এটা ওটা সেটা"তে সুখের অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া এত ছট্‌ফট্ করিতেছি। চক্ষের সমক্ষে দেখিতেছি যাঁহারা সকল ত্যাগ করিয়াও সর্ব্বদা প্রসন্ন, সর্ব্বদা আনন্দময়, তাঁহারা আমাদিগের নিত্য অভাবের ন্যায় শত শত কাল্পনিক ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিকর অভাবকে অভাব বলিয়াই বোধ করেন না। তাঁহারা কাহার বা কোন্ সুমহান্ দ্রব্যের আস্বাদ পাইয়াছেন যাহা তাঁহাদের হাহাকার ঘুচাইয়া শান্তি-ধারা প্রদান করিতেছে ? এই প্রশ্নই যদি নিজেকে করা যায় তাহা হইলে বোধ হয় অল্পকালের অনুশীলনেই সকল গোল চুকিয়া যায়। অনেক অসংযত ও বিকৃত-আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি একথা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে রসনার স্বাদশক্তিবিশিষ্ট এককালে অতিবচনপটু কত উকীল, অধ্যাপক বা শিক্ষিত ব্যক্তি (অথচ উন্মাদলক্ষণযুক্ত নহে) রসনাকে কেন অকল্যাণনিদান অযথা বাক্যব্যয়, নিন্দা বা অদম্য রসাস্বাদনপিপাসার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাকে ভগবানের নামগুণ গানে নিযুক্ত করিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। তাঁহারা কি নিতান্ত বুদ্ধিহীন ? আর ইন্দ্রিয়পরায়ণ আমরাই বুদ্ধিমান ? সেই পরমপদার্থবিষয়ক প্রশ্ন সুস্থচিত্তে উদিত হইলেই সেই **তিনিই** শান্তিলাভের পথ দেখাইয়া দিবেন। সেই পথের কথা গীতায় নানাপ্রকারে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য অধিকার ও যোগ্যতা অনুসারে অতি বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ কাহাকেও পরিত্যাগ করেন নাই—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥"

ভগবান্ পরমেশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়া, মনুষ্যকে বিবিধপ্রকার দেবদেবীর উপাসনা করিয়া, ক্রমে তাঁহাকে একমাত্র ভজনের বিষয় বলিয়া জ্ঞান হইলে এবং পরিণামে (জন্ম-জন্মান্তরে বা) পরব্রহ্মের সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে পারিবে বলিয়া লোকশিক্ষা দিতেছেন। ৯:২৩ শ্লোক।

যে সকল দুঃখ বা অতৃপ্তিময় পরিণামবিশিষ্ট ছোট ছোট কল্পিত ইন্দ্রিয়সুখের জন্য সর্ব্বদাই আমরা ছুটাছুটি করিতেছি, কেমন করিয়া মানুষ উপযুক্ত গুরূপদেশে দেহের ও আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়া ইন্দ্রিয়সম্পর্কশূন্য সুখের চরম অবস্থা শান্তি লাভ করিতে পারে গীতা সেই তত্ত্ব বারবার নিয়ত-কর্ম্ম-পরায়ণ মানুষকে শিক্ষা দিয়াছেন।

ভগবান্ **সংসার** ছাড়িতে বলেন নাই। তিনি **আসক্তি** ছাড়িতে বলিয়াছেন। অনাবিল কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া সাধনার সাহায্যে শান্তিময় ভগবান্‌কে লাভ করিবার উপদেশ দিয়াছেন।

গীতা মানুষকে শান্তিদান করিবার জন্য বারবার কত উপদেশই প্রদান করিয়াছেন। এই শান্তিই মানুষের প্রাপ্তব্য। কি করিয়া পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে ভগবানের কতকগুলি উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। তবে, একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, ভুল ইংরাজী শিখিবার বা লিখিবার উপযুক্ত হইতেই আমাদের জীবনের দশ বার বৎসর কাটিয়া যাইতেছে; আর এই পরম আনন্দময় বস্তু লাভ করিতে হইলে আমরা বিনা আয়াসে লাভ করিব, ইহা হইতেই পারে না। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায় নাই।

আমরা কলিহত দুর্ব্বলচিত্ত জীব, যদি গীতোক্ত নিম্নলিখিত শ্লোকগুলির প্রতি লক্ষ্য করি তাহা হইলে অবশ্যই শান্তির বার্ত্তা পাইব। কোনও প্রকৃত সাধু সংন্যাসী এমন কোন টোট্‌কা বলিয়া দিবেন না যাহাতে নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিব যে অবশিষ্ট জীবনে আর অশান্তির লেশমাত্র থাকিবে না। গীতোক্ত উপদেশগুলি অবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যাস ও সাধনাই শান্তিলাভের উপায়। অবশ্য সৎগুরু ও সৎসঙ্গ এই সাধনার প্রধান সহায়।

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥২।৫১॥
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥২।৬৪॥
আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥২।৭০॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥২।৭১॥
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৪ ৪০॥
যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥৫।১২॥ ইত্যাদি

বিনীত—

সম্পাদক।

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়সূচী।

প্রথম অধ্যায়, বিষাদযোগ।

দ্বিতীয় অধ্যায়, সাংখ্যযোগ।

তৃতীয় অধ্যায়, কর্ম্মযোগ।

চতুর্থ অধ্যায়, জ্ঞানযোগ।

৫ম অধ্যায়, সংন্যাসযোগ।

৬ষ্ঠ অধ্যায়, ধ্যানযোগ।

৭ম অধ্যায়, জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ।

শ্লোকসংখ্যা

৮ম অধ্যায়, তারকব্রহ্মযোগ।

৯ম অধ্যায়, রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ।

১০ম অধ্যায়, বিভূতিযোগ।

১১ অধ্যায়, বিশ্বরূপদর্শনযোগ।

১১ অধ্যায়, বিশ্বরূপদর্শনযোগ।

শ্লোকসংখ্যা

দ্বাদশ অধ্যায়, ভক্তিযোগ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়, আত্মযোগ।

শ্লোকসংখ্যা

চতুর্দ্দশ অধ্যায়, গুণত্রয়বিভাগযোগ।

পঞ্চদশ অধ্যায়, পুরুষোত্তমযোগ।

ষোড়শ অধ্যায়, দৈবাসুরসম্পদ্‌বিভাগযোগ।

সপ্তদশ অধ্যায়, শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ।

অষ্টাদশ অধ্যায়, মোক্ষযোগ।

গীতা পাঠের নিয়ম।

পাঠক বা পাঠিকা পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ করিয়া আসনে উপবেশন পূর্ব্বক, আসন স্পর্শ করিয়া বলিবেন—

"আসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ ."

ওঁ (স্ত্রীলোক বা শূদ্র হইলে "ওঁ" স্থানে সর্ব্বত্রই "নমঃ", শূদ্রত্ব অস্বীকারে
নিজ নিজ অধিকার, জ্ঞান ও বিবেচনা মত উচ্চারণ)

"পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥"

"ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ" নিজের দক্ষিণ দিকে ঈষৎ হেলিয়া "ওঁ গণেশায় নমঃ" এবং সম্মুখে "ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া প্রণাম করিবে।

গুরূপদেশমত 'ক্লীং'' মন্ত্রে যথাসাধ্য প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে।

ঋষ্যাদি ন্যাস যথা—

"ওঁ অস্য শ্রীভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাসঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মাদেবতা, অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে ইতি বীজং, সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ইতি শক্তিঃ, অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ইতি কীলকং ."

এই সঙ্গেই করন্যাস যথা—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া একসঙ্গে দুই হাতের তর্জ্জনী দ্বারা দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দুই হাতের তর্জ্জনীর অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্‌" বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা দুই মধ্যমার অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি অনামিকাভ্যাং হুং" বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই অনামিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি কনিষ্ঠিকাভ্যাং বৌষট্‌" বলিয়া দুই অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই কনিষ্ঠার অগ্রভাগ স্পর্শ করিবে।

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি করতল পৃষ্ঠাভ্যাং ফট্‌" বলিয়া দুই করতলপৃষ্ঠ ঘুরাইয়া লইয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী দ্বারা বামকরতলে অল্প আঘাত করিবে।

তাহার পরই অঙ্গন্যাস যথা—

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ইতি হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা দ্বারা হৃদয় স্পর্শ করিবে।

"ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুত ইতি শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা দ্বারা মস্তক স্পর্শ করিবে। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ইতি শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা শিখা স্পর্শ করিবে।

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন ইতি কবচায় হুঁ" বলিয়া দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলী দ্বারা দক্ষিণ স্কন্ধ এবং বাম স্কন্ধ স্পর্শ করিবে।

"পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশ ইতি নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া—

"নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ইতি অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দুই হাত ঘুরাইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা বাম করতলে আঘাত করিবে।

এইরূপে ন্যাস ক্রিয়া হইয়া গেলে গীতার ধ্যান করিতে হইবে। যথা—

ধ্যানম্।

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥১॥
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥৩॥
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥৫॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা ·
অশ্বত্থামবিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৬॥
পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথা-সম্বোধনাবোধিতম্ ।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৭॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥৮॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৯॥

ধ্যানের অনুবাদ ।

অর্জ্জুনেরে লক্ষ্য করি প্রভু, ভগবান্ হরি
কহিলেন বিস্তারিয়া তত্ত্বকথামৃত ;
মহাভারত ভিতরে ব্যাসদেব সে সবারে
ভগবদ্গীতারূপে করেন গ্রথিত ।
ওগো গীতে ! হে জননি পুনর্জ্জন্ম-বিনাশিনি !
অষ্টাদশাধ্যায়ে যেন অমৃতের ধারা
বরষিছ শিরে মাতা তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যযুতা
করি গো তোমার ধ্যান হ'য়ে আত্মহারা ॥১॥

বিকশিত পদ্মদল- সম লোচন যুগল
তোমার হে ব্যাসদেব ! প্রণমি চরণে।
মহাভারতের মত তৈলদ্বারা প্রজ্বালিত
তব জ্ঞানদীপালোক দীপ্ত এ ভুবনে ॥২॥

শরণাগতের স্বামী কল্পবৃক্ষসম তুমি
বেত্রদণ্ডযুক্তহস্ত অর্জ্জুন-সারথি।
সুধাসম জ্ঞান কথা জ্ঞানমুদ্রাযোগে গীতা
কহিলে শ্রীকৃষ্ণ তব চরণে প্রণতি ॥৩॥

গাভীকুলসম যত উপনিষাদাদি কত,
(বৎসসম অর্জ্জুনেরে উপলক্ষ করি)
দোহন করিয়া সার দুগ্ধসম গীতা-ধার
পিয়াইলে জীবে ভবব্যাধাহারী হরি ॥৪॥

কংস-চানুর-মর্দ্দন, দেবকী আনন্দ ধন
জ্ঞানের স্বরূপ বসুদেবের নন্দন,
জগদ্‌গুরু স্বরূপেতে আসিলেন অবনীতে
যে শ্রীকৃষ্ণ, করি তাঁর চরণ বন্দন ॥৫॥

রণনদী বহে যবে কুরুক্ষেত্র-মহাহবে
যে নদীর দুই কুল ভীষ্ম আর দ্রোণ,
জয়দ্রথ জল যার শল্য কুম্ভীর তাহার
নীলোৎপল তাহে যত গান্ধারীনন্দন।
কৃপাচার্য্য স্রোত যার, কর্ণ বেলাভূমি তার
অশ্বত্থামা ও বিকর্ণ মকর তাহার,
আবর্ত্ত যে দুর্য্যোধন, শ্রীকৃষ্ণ কাণ্ডারী হন
পাণ্ডুপুত্রগণ তাহা হইয়াছে পার ॥৬॥

ব্যাস পরাশরসুত রচিল যে গ্রন্থ কত,
সেই বাক্যসরোবরে ভারতকমল
হৃদয়ে ধরিয়া গীতা হইলেন প্রস্ফুটিতা,
চৌদিকে বহিল তাহে সুগন্ধ কেবল।
কলিকলুষনাশন গীতা-উপদেশধন
তার গন্ধে পূর্ণ হৈল সকল ভুবন,
ভ্রমররূপেতে কত সাধুজন শত শত
তত্ত্বকথামধুপানে রত অনুক্ষণ।
কৃষ্ণমুখবিনিসৃত বাক্যে যাহা সঞ্জীবিত
হেন গীতাসমন্বিত শ্রীমহাভারত-
মহাপদ্ম আমাদের গীতাধ্যায়ী সকলের
করুন মঙ্গল এই জগতে নিয়ত ॥৭॥

বাক্‌শক্তিহীন নর কথা কহে নিরন্তর,
শৈল অতিক্রম করে গতিশক্তিহীন
যাঁহার দয়ায় ভবে, দয়াময় সে মাধবে
পরমানন্দস্বরূপে বন্দি নিশিদিন ॥৮॥
ইন্দ্র, বায়ু, রুদ্র ও বরুণ দেবগণ
দিব্যস্তবে যাঁরে স্তুতি করে অনুক্ষণ,
সামগানরত সুপণ্ডিতগণ যত
বেদোপনিষদছন্দে গাহে অবিরত
যাঁহার মহিমা, যত জ্ঞানীযোগিগণ
ধ্যানস্থ হইয়া যাঁরে করেন দর্শন,
সুরাসুরগণ যাঁর নাহি জানে পার,
সে পরমদেবপদে কোটি নমস্কার ॥৯॥

ধ্যানের পর—ওঁ নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবী সরস্বতীঞ্চৈব ততোজয়মুদীরয়েৎ ॥

বলিয়া গীতাপাঠ আরম্ভ করিবেন। পাঠ সমাধা হইলে—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥" বলিয়া প্রণাম।

ওঁ তৎ সৎ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—(কহিলেন) সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (কুরুরাজপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মানুষ্ঠানভূমিতে) যুযুৎসবঃ (যুদ্ধকামী) মামকাঃ (দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ এব (এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ) সমবেতাঃ (সঙ্গতঃ) (মিলিত হইয়া) কিম্ অকুর্ব্বত (কি করিল?) ॥১॥

কুরুরাজপ্রতিষ্ঠিত বহুযজ্ঞ-অনুষ্ঠিত
মর্ত্ত্যে দেবগণপ্রিয় কুরুক্ষেত্র ধাম;
হেন পুণ্যময় স্থানে মিলিত হইয়া রণে
নিবৃত্ত হইতে পারে জীবহিংসা কাম।

এই ভাবি, ধীরে ধীরে ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়েরে
জিজ্ঞাসা করিল "তব অন্তর্দৃষ্টিবলে
কহ মোরে হে সঞ্জয়! কি করিল পক্ষদ্বয়—
মম ও পাণ্ডুনন্দন মিলি রণস্থলে"?

সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥
পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥

সঞ্জয় উবাচ—(কহিলেন) তদা (তখন) পাণ্ডবানীকং (পাণ্ডবসেনাগণকে) ব্যূঢ়ং (ব্যূহাকারে স্থিত) দৃষ্ট্বা তু (দেখিয়া) রাজা দুর্য্যোধনঃ আচার্য্যং উপসংগম্য (দ্রোণাচার্য্যের নিকটে গিয়া) বচনম্ অব্রবীৎ (এই বলিলেন) ॥২॥

(হে) আচার্য্য! (গুরুদেব) তব ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (আপনার গুণবান্ শিষ্য দ্রুপদরাজপুত্র কর্ত্তৃক) ব্যূঢ়াং (ব্যূহবদ্ধ) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (পাণ্ডবগণের) এতাং (এই) মহতীং চমূং (বিশাল সেনা) পশ্য (দেখুন) ॥৩॥

রণক্ষেত্রে চারিদিক দর্শন করিয়া,
পাণ্ডবের সেনাবল, ব্যূহ নিরখিয়া,
উত্তেজিত করিবারে দ্রোণাচার্য্য বীরে
রণোন্মত্ত দুর্য্যোধন কহে ধীরে ধীরে,

গুরুদেব! চেয়ে দেখ সম্মুখে তোমার
বিশাল পাণ্ডবসেনা—যেন পারাবার।
গুণবান্ শিষ্য তব দ্রুপদতনয়
ধৃষ্টদ্যুম্ন রচিয়াছে ব্যূহ সমুদয় ॥২।৩॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

অত্র (এই বিপক্ষসেনামধ্যে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারিগণ) শূরাঃ (বীরগণ) যুধি (যুদ্ধে) ভীমার্জ্জুনসমাঃ মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) যুযুধানঃ (শ্রীকৃষ্ণসারথি সাত্যকি) বিরাটঃ চ দ্রুপদঃ চ, বীর্য্যবান্ ধৃষ্টকেতুঃ, চেকিতানঃ, কাশিরাজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ (বলশালী) যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ, সৌভদ্রঃ (অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ চ (দ্রুপদ-দ্রৌপদীর পুত্রগণ) সর্ব্বে এব (ইহারা সকলেই) মহারথাঃ (মহাযোদ্ধা) ॥৪।৫।৬॥

হের ভীমার্জ্জুনসম যোদ্ধা ধনুর্দ্ধর,—
সাত্যকি বিরাট আর দ্রুপদ নৃবর
কাশিরাজ, ধৃষ্টকেতু, রাজা চেকিতান,
পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, মহাবীর্য্যবান্,
উত্তমৌজা, শৈব্য আর সুভদ্রানন্দন,
বীর যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পুত্রগণ।
এই যে সকল যোদ্ধা বিপক্ষে মিলিত,
সকলেই মহারথী বলিয়া বিদিত ॥৪।৫।৬॥

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম !
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥
ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥

(হে) দ্বিজোত্তম ! অস্মাকং তু (আমাদেরও) যে (যাঁহারা) বিশিষ্টাঃ (প্রধান) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ (আমার সৈন্যগণের নায়ক) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (অবগত হউন)। তে (আপনার) সংজ্ঞার্থং (অবগতির জন্য) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদিগের নাম করিতেছি) ॥৭॥

সমিতিঞ্জয়ঃ ভবান্ (সমরবিজয়ী আপনি স্বয়ং) ভীষ্ম চ (ও ভীষ্মদেব), কর্ণঃ চ, (কৃপাচার্য্য) অশ্বত্থামা, বিকর্ণঃ চ, সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা) (এবং) জয়দ্রথঃ ॥৮॥

খ্যাতনামা যোদ্ধা যাঁরা আজি এই রণে
উপস্থিত সবে মম কল্যাণ সাধনে,
সে নেতৃবৃন্দের নাম, হে দ্বিজপ্রবর
একে একে করিতেছি তোমার গোচর ॥৭॥

আপনি সমরজয়ী, ভীষ্ম পিতামহ,
(মম মঙ্গল কামনা যার অহরহ)
কৃপাচার্য্য, কর্ণ ও বিকর্ণ, জয়দ্রথ,
অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা সোমদত্তসুত ॥৮॥

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥
অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

মদর্থে (আমার জন্য) ত্যক্তজীবিতাঃ (প্রাণদানে প্রস্তুত) নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (বহুশস্ত্রপ্রহারকুশল) অন্যে চ বহবঃ (আরও অনেক) শূরাঃ (সন্তি) (বীরগণ আছেন) (তে) সর্ব্বে (তাঁহারা সকলেই) যুদ্ধবিশারদাঃ (রণনিপুণ) ॥৯॥

ভীষ্মাভিরক্ষিতং (ভীষ্মকর্ত্তৃক সুরক্ষিত) অস্মাকং (আমাদিগের) তৎ বলম্ (সেই সৈন্য) অপর্য্যাপ্তম্ (অপরিমিত) এতেষাং তু (কিন্তু ইহাদের) ভীমাভিরক্ষিতং (ভীম কর্ত্তৃক রক্ষিত) ইদং বলং (এই সৈন্য) পর্য্যাপ্তম্ (অল্প) ॥১০॥

আমাদেরো তরে যারা দিতে পারে প্রাণ,
এমন অনেক বীর আছে বিদ্যমান ॥৯॥
অসংখ্য মোদের সেনা ভীষ্মসুরক্ষিত।
পাণ্ডবের সেনা যেন অতি পরিমিত ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥
তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনোদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

ভবন্তঃ (আপনারা) সর্ব্বে এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (সকল ব্যূহপ্রবেশপথেই) যথাভাগম্ (নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থান বিভাগ অনুসারে) ভীষ্মম্ এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (রক্ষা করিতে থাকুন) ॥১১॥

প্রতাপবান্ (তেজস্বী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (পাণ্ডু ও ধৃতরাষ্ট্রের খুল্লতাত ভীষ্ম) তস্য (সেই দুর্য্যোধনের) হর্ষং (আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (অত্যুচ্চ) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহ গর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ করিয়া) শঙ্খং দধ্মৌ (শঙ্খধ্বনি করিলেন) ॥১২॥

আমাদের ব্যূহপথে নিজ নিজ স্থানে,
রক্ষা কর ভীষ্মে সবে অতি সাবধানে ॥১১॥
চিন্তাগ্রস্ত দুর্য্যোধনে রণে উৎসাহিয়া
শঙ্খধ্বনি করে ভীষ্ম আকাশ ভেদিয়া ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

ততঃ (তখনই) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ (শঙ্খ ও বড় ঢাক বিশেষ) পণব-আনক-গোমুখাঃ (মাদল, ঢাক, শিঙ্গা শ্রেণীর গম্ভীর শব্দ উৎপাদক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) সহসা এব (একসঙ্গে) অভি-অহন্যন্ত (বাদিত হইল) (এবং) স শব্দঃ তুমুলঃ অভবৎ (সেই সকল নানাবিধ শব্দ একত্র হইয়া ভীষণ হইয়া উঠিল) ॥১৩॥

ততঃ (পরক্ষণেই) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (সুলক্ষণসম্পন্ন শ্বেত অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (আরূঢ়) মাধবঃ (শ্রীকৃষ্ণ) পাণ্ডবঃ চ এব (এবং শ্রীঅর্জ্জুন) দিব্যৌ শঙ্খৌ (দিব্য শঙ্খদ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥১৪॥

আরও কত শঙ্খ, ঢাক, মাদল বাজিল।
তুমুল হইয়া শব্দ আকাশে উঠিল॥
যখনি বাজিল রণবাদ্য বিপক্ষের,
তখনি শ্বেতাশ্বযুক্ত সুন্দর রথের
উপরে বসিয়া সর্ব্বমঙ্গলনিদান
শ্রীমাধব আর সখা অর্জ্জুন ধীমান্,
নিজ নিজ দিব্য শঙ্খদ্বয় বাজাইল,
বিপক্ষসেনায় যেন প্রত্যুত্তর দিল ॥১৩।১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥

হৃষিকেশঃ (ইন্দ্রিয়াধীশ কৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পঞ্চজন নামক দৈত্যের অস্থিনির্ম্মিত শঙ্খ), ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত নামক শঙ্খ) ভীমকর্ম্মা (অসাধ্যসাধনকারী) বৃকোদরঃ (ভীম) মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং [পৌণ্ড্রনামক বৃহৎ শঙ্খ] দধ্মৌ [বাজাইলেন] ॥৫॥

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং [অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ], নকুলঃ সহদেবঃ চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ [দধ্মৌ] [এবং নকুল ও সহদেব সুঘোষ ও মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন ॥১৬॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক কৃষ্ণ ভগবান্,
"পাঞ্চজন্য" শঙ্খনাদে ভরিল বিমান।
দেবগণ যে বিজয় শঙ্খ দিয়াছিল,
অর্জ্জুন সে "দেবদত্ত" শঙ্খ বাজাইল।

"পৌণ্ড্র" বাজাইল ভীম, "অনন্তবিজয়"
বাজাইল যুধিষ্ঠির উদার হৃদয়।
নকুল "সুঘোষ" শঙ্খ দর্পে বাজাইল,
বীর সহদেব 'মণিপুষ্পকে' নাদিল ॥১৫।১৬॥

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

পৃথিবীপতে [হে রাজন্!] পরমেষ্বাসঃ, [মহাধনুর্দ্ধর] কাশ্যঃ চ [কাশিরাজ], মহারথঃ শিখণ্ডী চ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটঃ চ, অপরাজিতঃ [অজেয়] সাত্যকি চ, দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ [দ্রুপদ-দ্রৌপদীপুত্রগণ] মহাবাহুঃ [প্রবল পরাক্রম] সৌভদ্র চ [এবং অভিমন্যু] [এতে] সর্ব্বশঃ [সকলে] পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ [বাজাইলেন] ॥১৭।১৮॥

সঃ [সেই] তুমুলঃ ঘোষঃ [ভীষণ শব্দ] নভঃ পৃথিবীং চ এব [আকাশ ও পৃথিবীকে] অভ্যনুনাদয়ন্ [প্রতিধ্বনিত করিয়া] ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং [ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পক্ষভুক্ত যোদ্ধগণের] হৃদয়ানি [হৃদয়] ব্যদারয়ৎ [বিদীর্ণ করিল] ॥১৯॥

শিখণ্ডী, বিরাট, কাশিরাজধনুর্দ্ধর,
সাত্যকি, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন নরবর,
দ্রৌপদী-তনয়গণ, সুভদ্রানন্দন,
আপন আপন শঙ্খ বাজায় তখন ॥১৭।১৮॥

হে রাজন্! সেই শব্দ উঠি যুদ্ধস্থলে,
প্রতিধ্বনিত হইল আকাশে ভূতলে।
দুর্য্যোধনাদির কর্ণে সে শব্দ পশিয়া
বিদীর্ণ করিল যেন তাহাদের হিয়া ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥
অর্জ্জুন উবাচ—সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥

মহীপতে [হে রাজন্!] অথ [অনন্তর] কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ [যাহার রথচূড়ায় মহাবীর হনুমানের মূর্ত্তি বিদ্যমান এহেন অর্জ্জুন] ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ [দুর্য্যোধনাদিকে] ব্যবস্থিতান্ [প্রস্তুত] দৃষ্ট্বা [দেখিয়া], শস্ত্রসম্পাতে [শস্ত্রপ্রয়োগে] প্রবৃত্তে [উদ্যত দেখিয়া] ধনুঃ উদ্যম্য [ধনুক উঠাইয়াই] তদা [তখনি] হৃষীকেশম্ [শ্রীকৃষ্ণকে] ইদং বাক্যং আহ [এই কথা বলিলেন]। অচ্যুত! [হে ভক্তবৎসল কৃষ্ণ!] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে [দুই সৈন্যদলের মধ্যস্থলে] মে রথং স্থাপয় [আমার রথখানি রাখ] ॥২০।২১॥

বিপক্ষে প্রস্তুত দেখি যুদ্ধের লাগিয়া,
শরক্ষেপ জন্য নিজ গাণ্ডীব তুলিয়া
লইয়াই পার্থ কহে, হে ভক্তবৎসল!
রথ রাখ যেথা দুই সেনা মধ্যস্থল ॥২০।২১॥

যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চীকির্ষবঃ ॥২৩॥

যাবৎ [যতক্ষণ] অহম্ [আমি] এতান্ [এই সকল] যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান [যুদ্ধকামী ও যুদ্ধজন্য প্রস্তুত ব্যক্তিগণকে] নিরীক্ষে [দেখি], অস্মিন্ [এই] রণসমুদ্যমে [যুদ্ধারম্ভে] কৈঃ সহ [কাহাদের সহিত] ময়া যোদ্ধব্যম্ [আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে] ॥২২॥

অত্র [এই] যুদ্ধে দুর্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য [দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনাদির] প্রিয়চিকীর্ষবঃ [মঙ্গলকামী] যে [যে সকল] এতে [এই রাজগণ] সমাগতাঃ যোৎস্যমানান্ [তান্] [সমরোৎসাহী তাহাদিগকে] অহম্ [আমি] অবেক্ষে [দেখি] ॥২৩॥

ততক্ষণই রথ রাখ দেখি যতক্ষণ
কাহাদের সনে আমি করিতেছি রণ।
মন্দবুদ্ধি দুর্য্যোধনে উৎসাহিতে রণে
দেখি কোন্ কোন্ রাজা এ সমরাঙ্গনে ॥২২।২৩॥

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥২৫॥

সঞ্জয় উবাচ—[কহিলেন] [হে] ভারত। [ভরতবংশাবতংস ধৃতরাষ্ট্র] গুড়াকেশেন [নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুন কর্তৃক] এবম্ উক্তঃ [এইরূপ কথিত হইলে] হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে [উভয় সেনার মধ্যে] ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ চ [ভীষ্মদ্রোণের সম্মুখে] [এবং] সর্ব্বেষাং [সকল] মহীক্ষিতাং [রাজাদিগের] [সম্মুখে] রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা [রাখিয়া] ইতি উবাচ [এই বলিলেন] [যে] [হে] পার্থ! এতান্ [এই সকল] সমবেতান্ [মিলিত] কুরূন্ [কুরুবংশীয় কৌরব ও পাণ্ডবসেনাগণকে] পশ্য [দেখ] ॥২৪।২৫॥

সঞ্জয় কহিলেন—হে ভারত! পার্থমুখে শুনি এই কথা
শ্রীকৃষ্ণ রাখিয়া রথ মধ্যস্থল যথা,
(ভীষ্মদ্রোণাদিসম্মুখে) কহিল অর্জ্জুনে
"এইত উভয় সেনা, হের হে নয়নে" ॥২৪।২৫॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

পার্থঃ তত্র [তথায়] উভয়োঃ [উভয়] সেনয়োঃ অপি [সেনার মধ্যে] স্থিতান্ [অবস্থিত] পিতৄন্ [পিতৃব্যগণকে], অথ [ও] পিতামহান্, মাতুলান্, ভ্রাতৄন্, পুত্রান্, পৌত্রান্, তথা সখীন্ [মিত্রগণকে] শ্বশুরান্ চ এব [ও] সুহৃদঃ [বন্ধুগণকে] অপশ্যৎ [দেখিলেন] ॥২৬॥

সঃ কৌন্তেয়ঃ [সেই অর্জ্জুন] অবস্থিতান্ [যুদ্ধার্থ যথাস্থানে প্রস্তুত] তান্ সর্ব্বান্ বন্ধুন্ [সেই সমস্ত বন্ধুগণকে] সমীক্ষ্য [দেখিয়া] পরয়া [পরম] কৃপয়া [কৃপায়] আবিষ্টঃ [আচ্ছন্ন] [ও] বিষীদন্ [বিমর্ষ হইয়া] ইদম্ [ইহা] অব্রবীৎ [বলিলেন] ॥ ২৭॥

অর্জ্জুন হেরিল রণে উপস্থিত যারা,
পিতৃতুল্য, পিতামহ, মাতুল তাহারা,
কেহ পুত্র, কেহ পৌত্র, কেহ গুরু, ভ্রাতা,
শ্বশুর বা বন্ধু কেহ, কেহ বা জামাতা ॥২৬॥

কুন্তীসুত চারিদিকে স্বজন দেখিল,
মায়া হ'তে চিত্তে তার কৃপা উপজিল ;
সেই কৃপা হ'তে হ'ল বিষাদ উদয়।
রুদ্ধকণ্ঠে বাসুদেবে কহে ধনঞ্জয়॥ ২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

অর্জ্জুন কহিলেন—[হে] কৃষ্ণ! যুযুৎসূন্ [যুদ্ধকামী] ইমান্ [এই সকল] স্বজনান্ [আত্মীয়গণকে] সমবস্থিতান্ [সমবেত] দৃষ্ট্বা [দেখিয়া] মম গাত্রাণি [আমার সর্ব্বশরীর] সীদন্তি [অবসন্ন হইতেছে], মুখং চ [ও মুখ] পরিশুষ্যতি [শুষ্ক হইতেছে]। মে [আমার] শরীরে বেপথুঃ চ [কম্প], রোমহর্ষঃ চ [ও রোমাঞ্চ] জায়তে [হইতেছে]। হস্তাৎ [হাত হইতে] গাণ্ডীবং [বরুণদেবদত্ত ধনু] স্রংসতে [খসিয়া পড়িতেছে] ত্বক্ চ এব [এবং গাত্রচর্ম্মও] পরিদহ্যতে [যেন জ্বলিয়া যাইতেছে] ॥২৮।২৯॥

হেরি এই যুদ্ধকামী আত্মীয় স্বজন
হইল অবশ অঙ্গ, না সরে বচন।
কৃষ্ণ হে! কাঁপিছে দেহ, উঠে কাঁটা দিয়া,
জ্বলিতেছে যেন, পড়ে গাণ্ডীব খসিয়া ॥২৮।২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

[হে] কেশব! [অহং] অবস্থাতুং চ [আমি যেন আর স্থির থাকিতে] ন শক্নোমি [পারিতেছি না]; মে [আমার] মনঃ চ ভ্রমতি ইব [মন যেন অত্যন্ত অস্থির, ঘূর্ণায়মানের ন্যায় অনুভূত হইতেছে] চ [আরও] [আমি] বিপরীতানি [অস্বাভাবিক অনিষ্টসূচক] নিমিত্তানি [দেহ স্পন্দনাদি নানা দুর্লক্ষণ] পশ্যামি [দেখিতেছি] ॥৩০॥

[হে] কৃষ্ণ! আহবে [যুদ্ধে] স্বজনং হত্বা [আত্মীয় বধ করিয়া] শ্রেয়ঃ [মঙ্গল] ন চ অনুপশ্যামি [দেখিতেছি না]; বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে [জয়ের আকাঙ্ক্ষা করি না] রাজ্যং চ সুখানি [রাজ্য এবং সুখও] ন কাঙ্ক্ষে [চাহি না] ॥৩১॥

কেশব! রহিতে নারি স্থির এ আসনে,
উচাটন মন যেন ছুটে কোন্ খানে।
অমঙ্গলহেতু যত অশুভ লক্ষণ
করিতেছি অনুভব আর নিরীক্ষণ ॥৩০॥

এই যুদ্ধে হত্যা করি আত্মীয় স্বজন,
নাহি কোন পুরুষার্থ, হে মধুসূদন!
এ হেন বিজয় নহে কামনা আমার
না জাগে অন্তরে রাজ্যসুখবাঞ্ছা আর ॥৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥

[হে] গোবিন্দ! যেষাং অর্থে [যাহাদের জন্য] নঃ [আমাদের] রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ [রাজ্য, ভোগ ও নানাসুখ] তে ইমে [এই সকল সেই] আচার্য্যাঃ, পিতরঃ [পিতৃব্যগণ], পুত্রাঃ চ, তথা এব, পিতামহাঃ, মাতুলাঃ, শ্বশুরাঃ, পৌত্রাঃ শ্যালাঃ, তথা [ও] সম্বন্ধিনঃ [সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিগণ] প্রাণান্ ধনানি চ [প্রাণ ধন অর্থাৎ ধন প্রাণের আশা] ত্যক্ত্বা [ত্যাগ করিয়া] যুদ্ধে অবস্থিতাঃ [উপস্থিত]। [তবে আর] নঃ [আমাদের] রাজ্যেন কিম্ [রাজ্যে কি প্রয়োজন?] ভোগৈঃ [ভোগে] জীবিতেন বা [বাঁচিয়াই বা] কিম্ [কি প্রয়োজন?] মধুসূদন! [আমাদিগকে] ঘ্নতঃ অপি [হত্যা, করিলেও] এতান্ [ইহাদিগকে] হন্তুং [বধ করিতে] ন ইচ্ছামি [ইচ্ছা করি না] ॥৩২।৩৩।৩৪॥

হে গোবিন্দ! রাজ্যলাভে ভোগে বা বাঁচিয়া যাহাদের সঙ্গে লোক চাহে সুখভোগ,
কি ফল হইবে বল তাদের নাশিয়া, এই যুদ্ধে ঘটিবে ত তাদেরি বিয়োগ;
গুরু, পিতৃপিতামহ সবই নিজজন;
নিজেও মরিলে না মারিব কদাচন ॥৩২।৩৩।৩৪॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য (পৃথিবী, পৃথিবী ও সূর্য্যলোকমধ্যস্থ ভুবর্লোক ও স্বর্গের রাজত্বের) হেতোঃ অপি (জন্যও) (ইঁহাদিগকে নষ্ট করিতে চাহি না), মহীকৃতে (মর্ত্ত্যরাজত্বের জন্য) কিং নু (কি কথা)? (হে) জনার্দ্দন! ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (দুর্য্যোধনাদিকে) নিহত্য (মারিয়া) নঃ (আমাদের) কা প্রীতিঃ স্যাৎ (কি সুখ হইবে?) আততায়িনঃ (অনর্থক প্রহারোদ্যত শত্রু) (হইলেও) এতান্ (ইহাদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ (আমাদিগকে) পাপম্ এব (পাপই) আশ্রয়েৎ (আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (তাই) বয়ং (আমরা) সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (সবান্ধব দুর্য্যোধনাদিকে) হন্তুং (বধ করিতে) ন অর্হাঃ (চাহি না)। মাধব! হি (যেহেতু) স্বজনং হত্বা (বধিয়া) কথং (কি করিয়া) সুখিনঃ স্যাম (সুখী হইব?) ॥৩৫।৩৬॥

পৃথিবী কি কথা, যদি ত্রিভুবনও পাই,
তবুও স্বজনবধে কোন সুখ নাই।
যদিও ইহারা আততায়ী এই রণে,
তবুও অর্শিবে পাপ স্বজন-হননে।
তাই, না বধিব সবান্ধব দুর্য্যোধন,
হত্যা করি কি সুখ বা হবে জনার্দ্দন? ॥৩৫।৩৬॥

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥

যদ্যপি (যদিও) লোভোপহতচেতসঃ (লোভাচ্ছন্নমনা) এতে (ইহারা অর্থাৎ দুর্যোধনাদি) কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং (দোষ) চ (এবং) মিত্রদোহে (বন্ধুনাশে) পাতকং (পাপ) ন পশ্যন্তি (দেখিতেছেন না) (তথাপি) (হে) জনার্দ্দন! কুলক্ষয়কৃতং (কুলক্ষয়জনিত) দোষং প্রপশ্যদ্ভিঃ (দোষদর্শক) অস্মাভিঃ (আমাদের দ্বারা) অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে নিবর্ত্তিতুং (নিবৃত্ত হইবার জন্য) কথং (কেন) ন জ্ঞেয়ম্ (জ্ঞাতব্য বিষয় না হইবে? ॥৩৭।৩৮॥

যে পাতক হয় মিত্রনাশে, কুলক্ষয়ে,
বিপক্ষ না দেখে লোভে অভিভূত হ'য়ে।
কিন্তু, মোরা বুঝিয়াও ওহে জনার্দ্দন!
ক্ষান্ত না হইয়া পাপই করিব অর্জ্জন? ॥৩৭.৩৮॥

অর্জ্জুন কর্ম্মজগতের আশ্রমোচিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের অধীন না হইয়া, জ্ঞানের চরম অবস্থা প্রাপ্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় বেদান্তর্গত বাক্য "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি।" ইত্যাদি চরম উপদেশের ভাবে তন্ময় হইয়া যেন উপরোক্ত কথাগুলি বলিতেছেন।

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥
অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

কুলক্ষয়ে (বংশনাশে) সনাতনাঃ (পুরুষানুক্রমে প্রচলিত) কুলধর্ম্মাঃ (বিভিন্ন বংশানুযায়ী ধর্ম্মের বিশিষ্ট লক্ষণাদি ও সৎবৃত্তিসমূহ) প্রণশ্যন্তি (নষ্ট হয়); উত (আরও), ধর্ম্মে নষ্টে (গার্হস্থ্য বংশগত পবিত্র ধর্ম্ম লোপ হইলে) কৃৎস্নং (সমস্ত) কুলং (নবপ্রবর্ত্তিত বংশধারাকে) অধর্ম্মঃ (অসৎ যথেচ্ছাচারযুক্ত অধর্ম্ম) অভিভবতি (অভিভূত করিয়া ফেলে) ॥৩৯॥

(হে) কৃষ্ণ! অধর্ম্মাভিভবাৎ (অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রিগণ) প্রদুষ্যন্তি (দোষযুক্তা হন); বার্ষ্ণেয়! (হে বৃষ্ণিবংশধর) স্ত্রীষু দুষ্টাসু (স্ত্রীগণ দুষ্টা হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বংশধারা বিনষ্ট হইয়া ভিন্ন শুক্রসংযোগে নূতন এক সংস্কার-বৃত্তিযুক্ত মিশ্রজাতি বা কুল) জায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥৪০॥

অহিংসা, অলোভ, দান, তপ, সত্য আর
ব্রহ্মচর্য্য, ক্ষমা, দয়া, শান্তি, সদাচার,
ধর্ম্মের লক্ষণ বলি শাস্ত্রেই প্রচার,
করিছে পালন হিন্দুগণ সে সবার।

কুল কিংবা বংশগত ধারা যদি থাকে,
বংশের মর্য্যাদা যদি বংশধর রাখে,
শুধু ধর্ম্মেরি লক্ষণ কুলে নাহি থাকে
ভিন্ন ভিন্ন গুণ, কর্ম্ম কুল পুষ্ট রাখে।

যে শুক্র-শোনিতধারা বংশেতে বিস্তার
রহি করিবারে পারে মর্য্যাদা প্রচার ;
যদি সে ধারার লোপ পুরুষ বিয়োগে
হয়,—নারীগণ ভ্রষ্টা অন্যের সংযোগে ;
তাহাতে উৎপন্ন হয় নূতন সন্তান,
পূর্ব্বধারা নাহি রহে তাহে বিদ্যমান।
অভ্যুত্থান হয় এক নূতন বংশের ;
ইহারেই বলে জন্ম বর্ণ-সঙ্করের।*

নববৃত্তি-প্রবৃত্তিমূলক শুক্রযোগ
ঘটায় পূর্ব্বের ধর্ম্ম-গুণের বিয়োগ।
অধর্ম্মসংযোগে আনে দোষ কত শত,
হীনবৃত্তিচয় আর আধি ব্যাধি কত।
হে কৃষ্ণ ! হইলে নষ্ট কুলবালাগণ
বংশান্তর শুক্রজাত সন্তান-জনম
হইয়া করিবে পূর্ব্ব বংশধারা নাশ ;
হেন কুল অধর্ম্মেই করিবেক গ্রাস ॥৩৯।৪০॥

* পাশ্চাত্য প্রদেশেও বিশেষতঃ ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন দেশবাসিগণ আধুনিক সভ্যতার যুগেও কুলের বা বংশের মর্য্যাদা স্বীকার করেন ও মর্য্যাদার গৌরব করেন। ইঁহাদের মধ্যে dynasty, clan, family প্রভৃতির নাম দেখা যায়। ইঁহাদের মধ্যেও এক এক বংশে এক এক গুণ বা কর্ম্ম অবলম্বনের পরিচয় পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন পরিবারের মধ্যে কোনও পরিবার দানের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, যন্ত্রাদি প্রস্তুতের জন্য, উচ্চশিক্ষার জন্য, রাজভক্তির জন্য, বা বিশেষ বিদ্যার জন্য বিখ্যাত। জাতিবিভাগ সে দেশে প্রত্যক্ষভাবে না থাকিলেও সে সকল দেশের সম্ভ্রান্ত অধিবাসিগণ আভিজাত্যের গৌরব ও বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন। কন্যা বা পুত্র বিবাহযোগ্য হইলেও যেখান সেখান হইতে অজ্ঞাতকুলশীল পুত্রের বা কন্যার সংযোগ অনেকে অনুমোদন করেন না। পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ (Psychologists) ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ কাহারও একটা গুণ বা দোষ (ব্যাধি আদি) অনুসন্ধানকালে বংশের খবর (family history) চাহিয়া থাকেন। বংশে ব্যভিচার ঘটিলে সে সকল খবর দেওয়া অনেক সময়ে অসম্ভব হইয়া পড়ে।

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলঘ্নানাং (কুলনষ্টকারিগণের) কুলস্য চ (ও কুলের) নরকায় এব (নরকের নিমিত্তই) (জন্মে), হি (কেন না) এষাং (ইহাদের) পিতরঃ (পিতৃগণ) লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (সন্তঃ) (তর্পণজল ও পিণ্ডাদির অধিকারচ্যুত হইয়া) পতন্তি (পতিত হয়) ॥৪১॥

কুলঘ্নানাং (কুলনাশকগণের) এতৈঃ (এই সব) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ (বর্ণসঙ্করকারক) দোষৈঃ (নানাদোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ চ (জাতি ও কুলগত ধর্ম্মসকল) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন বা লুপ্ত হয়) ॥৪২॥

কুলনাশ করে যেবা তার ও কুলের
নরকের হেতু হয় জন্ম সঙ্করের।
মৃত পিতৃপিতামহ, শ্রাদ্ধাধিকারীর
অভাবে পতিত হৈয়া রবে ইহা স্থির ॥৪১॥
জাতি, ধারা, ধর্ম্ম নষ্ট সঙ্করের জন্মে।
হেতু হয় যারা, তারা অপরাধী কর্ম্মে ॥৪২॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥
অহোবত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

(হে) জনার্দ্দন! উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং (বিগতকুলধর্ম্ম মানবগণের) নিয়তং (অনন্তকাল) নরকে বাসঃ ভবতি (হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) অনুশুশ্রুম (আমরা গুরুজনসকাশে শুনিয়াছি) ॥৪৩॥

অহোবত (হায় কি দুঃখ) বয়ং (আমরা) মহৎ পাপং কর্ত্তুং (মহাপাপ করিতে) ব্যবসিতাঃ (উদ্যত), যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখলোভে আচ্ছন্ন হইয়া) স্বজনং হন্তুং (স্বজনবিনাশে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥৪৪॥

শুনিয়াছি মনুষ্যের কুলধর্ম্ম নাশ
ঘটিলে নরকে হয় নিয়ত নিবাস ॥৪৩॥
হায়, কি দুঃখের কথা! আচ্ছন্ন হইয়া
রাজ্যলোভে, পাপকথা মনে না ভাবিয়া
উদ্যত হয়েছি আজি বধিতে স্বজন।
এর চেয়ে কি দুর্ভাগ্য আছে জনার্দ্দন? ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অর্জ্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

যদি অপ্রতীকারম্ (প্রতিকার চেষ্টা শূন্য) অশস্ত্রং (শস্ত্রবিহীন বা নিঃস্ত্র) মাং (আমাকে) শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (দুর্য্যোধনাদি) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তাহা) মে (আমার) ক্ষেমতরং (মঙ্গলকর) ভবেৎ (হইবে) ॥৪৫॥

সঞ্জয় উবাচ [বলিলেন] অর্জ্জুনঃ এবম্ [এই প্রকার] উক্ত্বা [বলিয়া] সংখ্যে [যুদ্ধে] সশরং [শরযুক্ত] চাপং [ধনু] বিসৃজ্য [ত্যাগ করিয়া] শোকসংবিগ্নমানসঃ [সন্] [শোকাকুলচিত্ত হইয়া] রথোপস্থে [রথের উপরে] উপাবিশৎ [উপবেশন করিলেন বা বসিয়া পড়িলেন] ॥৪৬॥

নাহি হই যদি আমি প্রতিযুদ্ধে রত,
অশস্ত্র থাকিয়া হই যুদ্ধেতে বিরত ;
তাতেও বিপক্ষ মোরে বধ যদি করে,
কল্যাণ বলিয়া তাহা মানিব অন্তরে ॥৪৫॥

সঞ্জয় বলিলেন—এত বলি পার্থ, ধনুর্ব্বাণ ফেলি দিল,
অভিভূত হৈয়া রথে বসিয়া পড়িল ॥৪৬॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদগীতান্তর্গত অর্জ্জুন-বিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকা নাম্নী অন্বয়ের বিশদ বঙ্গানুবাদ ও "গীতাসহচরী" নাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

বিষয় ইন্দ্রিয় সুখে জীব যবে আনন্দে মগন,
জ্ঞান-হিত-তত্ত্বকথা সে সময় করে না গ্রহণ।
বিশ্বের নিয়মানুযায়ী যবে হয় দুঃখের উদয়,
জ্ঞান-তত্ত্ব-হিতকথা, তখনি শুনিতে ইচ্ছা হয়।
রণস্থলে পার্থের বিষণ্ণ ভাব উপলক্ষ করি,
কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তি-তত্ত্বকথাসার কহিলেন হরি।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ—[কহিলেন] মধুসূদনঃ, তথা [পূর্ব্বোক্ত প্রকারে] কৃপয়াবিষ্টম্ [কৃপাবিহ্বল] অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্ [গলদশ্রু-লোচন] বিষীদন্তং [বিষণ্ণ] তং [তাঁহাকে] ইদং [এই] বাক্যং উবাচ [কথা বলিলেন] ॥১॥

সঞ্জয় কহিলেন—আচ্ছন্ন মমতাবশে দুটী চক্ষু করে ছল ছল।
বিষাদে মলিন মুখ, দেহে যেন নাহি কিছু বল ॥
হেন ভাব অর্জ্জুনের দেখিলেন শ্রীমধুসূদন,
ব্রহ্মবিদ্যা কথা ধীরে লাগিলেন কহিতে তখন ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতত্ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ [কহিলেন] [হে] অর্জ্জুন! বিষমে [যুদ্ধসঙ্কটসময়ে ও ভয়াকুল স্থানে] কুতঃ [কি জন্য] ইদম্ [এইরূপ] অনার্য্যজুষ্টম্ [ধর্ম্মজ্ঞানহীন অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক আচরিত] অস্বর্গ্যম্ [স্বর্গপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধক] অকীর্ত্তিকরং [অযশস্কর] কশ্মলম্ [মোহ] ত্বা [তোমাকে] সমুপস্থিতম্ [প্রাপ্ত হইল ?] ॥২॥

[হে] পার্থ! ক্লৈব্যং [পৌরুষবিহীন ভাব] মাস্ম গমঃ [প্রাপ্ত হইও না], এতৎ [এইরূপ ইচ্ছা] ত্বয়ি ন উপপদ্যতে [তোমাতে উপযুক্ত হইতেছে না]; পরন্তপ! [শত্রুদমন] ক্ষুদ্রং [হেয়] হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা [ত্যাগ করিয়া] উত্তিষ্ঠ [যুদ্ধের জন্য গাত্রোত্থান কর] ॥৩॥

ভগবান্ কহিলেন—

কেন এ সঙ্কট কালে বদ্ধ হ'লে মোহ জালে
হে অর্জ্জুন! এই ভাবে হয় কীর্ত্তিনাশ;
আর্য্য-অননুচিত কর্ম্ম, ইহাতে যে হীন ধর্ম্ম;
স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া কা'র হয় স্বর্গবাস ? ॥২॥

অবসাদ মোহময়, তোমাতে শোভন নয়,
বীর বলি খ্যাত তুমি, হে গাণ্ডীবধারি!
শুন শুন মম কথা, দূর কর দুর্ব্বলতা,
উঠ উঠ সখা মোর, শত্রুনাশকারি! ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্ শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

অর্জ্জুন উবাচ—[হে] অরিসূদন [শত্রুমর্দ্দন] মধুসূদন! অহং [আমি] সংখ্যে [যুদ্ধে] পূজার্হৌ [পূজ্য] ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি [ভীষ্ম দ্রোণকে নির্দ্দেশ করিয়া] ইষুভিঃ [বাণদ্বারা] কথং [কিরূপে] যোৎস্যামি [যুদ্ধ করিব ?] মহানুভাবান্ [মহানুভব] গুরূন্ [গুরুজনগণকে] অহত্বা [বধ না করিয়া] হি [নিশ্চয়ই] ইহলোকে [এই জগতে] ভৈক্ষ্যম্ অপি [ভিক্ষান্নও ভোক্তুং [ভোজন করা] শ্রেয়ঃ [শুভকর] তু [কিন্তু] গুরূন্ হত্বা [গুরুগণকে হত্যা করিয়া] রুধিরপ্রদিগ্ধান [শোণিত-লিপ্ত] অর্থকামান্ ভোগান্ [অর্থ-কামরূপ ভোগ্যসমূহ] ইহ এব [এই জগতেই] ভুঞ্জীয় [ভোগ করিতে হইবে] ? ॥৪।৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন—

গোবিন্দ মধুসূদন! সর্ব্বশত্রুবিমর্দ্দন!
শুনিয়াছি কতদিন গুরুভক্তি কথা;
হেন গুরু ভীষ্ম দ্রোণে বল, আজি বা কেমনে
বক্ষে হানি শর দিব নিদারুণ ব্যথা ? ॥৪॥

রাজ্যলাভসুখে যবে গুরু বধিতেই হবে—
ভিক্ষান্নই ভাল তবে গুরু না বধিয়া;
ভোগ্যবস্তু যদি হয় গুরু-জ্ঞাতি-রক্তময়,
তাহা ভোগ করি কেন সংসারে আসিয়া ? ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামস্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

[ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে] নঃ [আমাদের] কতরৎ [কোন্‌টি] গরীয়ঃ [শ্রেষ্ঠ] ন বিদ্মঃ [জানি না]; যদ্বা [যদি বা] জয়েম [জয়ী হই] যদি বা নঃ [আমাদিগকে] [ইহাঁরা] জয়েয়ুঃ [জয় করেন] যান্ এব হত্বা [যাঁহাদিগকে বধ করিয়া] ন জিজীবিষামঃ [বাঁচিতে চাহিনা] তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ [সেই দুর্য্যোধনাদি স্বজনগণ] প্রমুখে অবস্থিতাঃ [সম্মুখে অবস্থিত] ॥৬॥

এই রণে পরাজয় হইলে মোদেরি ক্ষয়;
হারিলেও কুরুসৈন্য—আত্মীয়নিধন।
এই পরাজয়, জয় মধ্যে কিবা শ্রেয়ঃ হয়,
বুঝিতে না পারিতেছি বিপদভঞ্জন!
যাদের মরণ কভু কামনা না করি প্রভু,
যাহাদের মরণান্তে জীবন বিফল,
সেই সব গুরুজন কত আত্মীয় স্বজন,
রণভূমে সম্মুখেই দেখি যে কেবল ॥৬॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্‌যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ [অজ্ঞানাভিভূতচিত্ত] ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ [স্বধর্ম্মেসংশয়যুক্তচিত্ত] [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি [আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি] মে [আমার] যৎ শ্রেয়ঃ স্যাৎ [যাহা শুভকর হয়] তৎ [তাহা] নিশ্চিতং [নিশ্চয় করিয়া] ব্রূহি [বল]। অহং তে [আমি তোমার] শিষ্যঃ ত্বাং প্রপন্নম্ [তোমার শরণাগত] মাং শাধি [আমাকে উপদেশ দাও] ॥৭।

ভূমৌ [পৃথিবীতে] অসপত্নম্ [নিষ্কণ্টক] ঋদ্ধং [ঐশ্বর্য্যযুক্ত] রাজ্যং সুরাণামপি [দেবতাদিগের উপরেও] আধিপত্যং চ [প্রভুত্ব] অবাপ্য [পাইয়া] যৎ [যে কর্ম্ম] মম ইন্দ্রিয়াণাম্ [ইন্দ্রিয়গণের] উচ্ছোষণম্ [শোষক] শোকং অপনুদ্যাৎ [শোক অপনোদন করিতে পারে] [তৎ] [তাহার উপায়] ন হি প্রপশ্যামি [দেখিতেছি না] ॥৮।

বুঝি বা স্বভাবে মোর ঘেরিল অজ্ঞান ঘোর,
তাই, কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারি;
বল বল হে আমারে শ্রেয়ঃ যাহা সাধিবারে;
আমি যে তোমার শিষ্য, আশ্রিত তোমারি ॥৭॥

সুরলোক-অধিপতি, শত্রুশূন্য মহীপতি
হইয়াও কিছুদিন থাকি যদি ভবে,
সর্ব্বেন্দ্রিয়শুষ্ককর শোক সন্তাপআকর
না জানি কেমনে মন হ'তে দূর হবে ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯॥
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

সঞ্জয় উবাচ—পরন্তপঃ [শত্রুদমন] গুড়াকেশঃ [অর্জ্জুন] হৃষীকেশং গোবিন্দম্ [কৃষ্ণকে] এবম্ উক্ত্বা [এইরূপ বলিয়া] ন যোৎস্যে [আমি যুদ্ধ করিব না] ইতি উক্ত্বা [এই বলিয়া] তূষ্ণীং বভূব [নীরব হইলেন] ॥৯॥

[হে] ভারত! [ধৃতরাষ্ট্র] হৃষীকেশঃ প্রহসন্ ইব [যেন উপহাস করিতে করিতে] উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে [উভয়-পক্ষের সেনার মধ্যস্থলে] বিষীদন্তং [বিষাদগ্রস্ত] তম্ [তাহাকে অর্থাৎ অর্জ্জুনকে] ইদং বচঃ উবাচ [এই কথা বলিলেন] ॥১০॥

সঞ্জয় কহিলেন—এত বলি কৃষ্ণে, নতশির ধনঞ্জয়
"যুদ্ধ করিবনা" বলি মৌনী হয়ে রয় ॥৯॥
হে ভারত! যেন পার্থে উপহাস করি,
ধীরে ধীরে লাগিলেন কহিতে শ্রীহরি ॥১০॥

শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

ত্বম্ [তুমি] অশোচ্যান্ [শোকের অযোগ্যজনের জন্য] অন্বশোচঃ [অনুশোচনা করিতেছ] চ [এবং] প্রজ্ঞাবাদান্ [পণ্ডিতের মত কথা] ভাষসে [বলিতেছ]; [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ [পণ্ডিতগণ] গতাসূন্ অগতাসূন্ চ [মৃত ও জীবিত ব্যক্তিগণের জন্য] ন অনুশোচন্তি [শোক করেন না] ॥১১॥

পণ্ডিতের মত কথা কহিয়াও অজ্ঞানতা-
বশে করিতেছ শোক তাহাদেরি লাগি,
শোকের বিষয়ীভূত নহে যারা; সুপণ্ডিত
জীবিত বা মৃত লাগি নহে শোকভাগী।
শোকের বিষয়ীভূত নহে প্রতিপক্ষ যত;
কেন, তাহা স্থিরচিত্তে ভাব একবার।
অন্যায়, অধর্ম্ম যাহা আশ্রয় করিয়া তাহা
ধর্ম্মনাশে সমবেত রণে আজিকার।
একে ত দেহ-সম্বন্ধ স্থায়ী দেহান্ত পর্য্যন্ত
সে ছার দেহও যদি পুণ্যকর্ম্মে লিপ্ত
নাহি হয় মনুষ্যের তবে শোকই বা কিসের
তাহাদের লাগি যারা পাপে অভিষিক্ত।
এ স্থূল শরীর ভবে অবশ্য বিনষ্ট হবে
বিনাশ রোধিতে তুমি কভু না পারিবে।
তবে ছার দেহ লাগি কেন এত শোকভাগী?
সুবুদ্ধি হইয়া কেন শোক বা করিবে?
দেহনাশে আত্মনাশ, ত্যাগ কর এ বিশ্বাস;
মূর্খ যেবা এ বিশ্বাস তারি শোভা পায়।
তাহা ছাড়া তব কর্ম্ম কর্ত্তব্য-পালন, ধর্ম্ম,
সে দিক হ'তেও শোক উচিত ত নয় ॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

অহং [আমি] জাতু [কখনও] ন তু আসং [ছিলাম না] ত্বং ন [আসীঃ] [তুমি ছিলে না] ইমে জনাধিপাঃ [এই নৃপতিগণ] ন [আসন্] [ছিল না] ন তু এব [ইহা নহে] অতঃপরং চ [দেহনাশের পর] সর্ব্বে বয়ং [আমরা সকলে] ন ভবিষ্যামঃ [থাকিব না] [ইতি] এব ন [তাহাও নহে] ॥১২॥

যথা [যেমন] দেহিনঃ [দেহবিশিষ্ট আত্মার] অস্মিন্ দেহে [এই দেহে] কৌমারং যৌবনং জরা, তথা [সেইরূপ] দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ [এক দেহ ত্যাগের পর অন্য দেহ লাভ], তত্র [তাহাতে] ধীরঃ [ধীমান্, পণ্ডিত] ন মুহ্যতি [বিমুগ্ধ হন না] ॥১৩॥

দেখ তুমি এই ভবে　　ছিলে না বা না আসিবে,
　আমিও যে না ছিলাম নহেত এমন।
তুমি আমি সর্ব্বজন　　সম্মুখে রাজন্যগণ
　হয় ত বা দেহান্তরে আসিব কখন ॥১২॥
শিশুর কোমল কায়　　কুমার না খুঁজে পায়;
　যুবক হইলে সেই কুমারের ছায়া

শত চেষ্টা যদি করে　　দেখিতে না পায় তারে,
　যুবকে না পায় খুঁজে জরাগ্রস্ত কায়া।
এ দেহেই রূপান্তর　　হইতেছে নিরন্তর,
　দেহান্তর হবে ব'লে মনে হয় ভয়।
আত্মতত্ত্বদর্শী যারা　　ধীর ও বিবেকী তারা,
　দেহান্তর ব্যাপারেতে মুগ্ধ নাহি হয় ॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

(হে) কৌন্তেয়! মাত্রাস্পর্শাস্তু (ইন্দ্রিয়-বিষয়সংযোগ) শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (হিম, উত্তাপ, সুখ, দুঃখ, উৎপাদক) আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মশীল) (অতএব) অনিত্যাঃ চ (এবং অস্থিরভাবযুক্ত)। ভারত! (ভরত-বংশাবতংশ!) তান্ তিতিক্ষস্ব (সেই শীতোষ্ণাদি সহ্য কর) ॥১৪॥

রবিকরস্পর্শ যবে　　শীতার্ত্ত শরীরে হবে,
　　তখনি হইবে মনে সুখের উদয়।
সেই রবিকর যবে　　তপ্ত দেহ পরশিলে,
　　দুঃখ যে হইবে তাহে নাহিক সংশয়॥
যবে রবিকর পুনঃ　　আঁধারে হইবে লীন,
　　ইন্দ্রিয়সংসর্গ আর না হবে যখন,
এ সুখ দুঃখের কথা　　আনন্দ বা ব্যাকুলতা
　　অন্তঃকরণেতে স্থান পাবে না তখন।

সুখ, দুঃখ যত হয়　　অন্তঃকরণে উদয়
　　সব হয় ইন্দ্রিয়-বিষয় সহযোগে,
যতক্ষণই সংযোগ　　ততক্ষণ হয় ভোগ,
　　সুখ দুঃখ কিছু নাই দুইয়ের বিয়োগে।
এ সংসারে যত সুখ,　　কিংবা নানাবিধ দুঃখ,
　　অনিত্য সকলি ক্ষণে আসে আর যায়।
এই দুঃখবেগ তব　　বিষয়েন্দ্রিয়-প্রভব,
　　অনিত্য বুঝিয়া তুমি সহ্য কর তায় ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

(হে) পুরুষর্ষভ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ) এতে (শীতোষ্ণাদি) সমদুঃখসুখং (সুখে দুঃখে হর্ষবিষাদরহিত) যং ধীরং পুরুষং (যে পণ্ডিতকে) ন ব্যথয়ন্তি (পীড়িত করিতে পারে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি বা মোক্ষলাভের) কল্পতে (উপযুক্ত হন) ॥১৫॥

অসতঃ (অবিদ্যমান অর্থাৎ স্থিরভাবে চিরবিদ্যমান অনিত্য পদার্থের) ভাবঃ (স্থির অস্তিত্ব) ন বিদ্যতে (নাই), সতঃ (সৎ অর্থাৎ একভাবাপন্ন নিত্য পদার্থের) অভাবঃ (নাশ বা অস্তিত্বের অভাব) ন বিদ্যতে (নাই) তত্ত্বদর্শিভিঃ তু (কিন্তু তত্ত্বদর্শীগণকর্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই দুইয়েরই) অন্তঃ (শেষ মীমাংসা) দৃষ্টঃ (স্থির হইয়াছে) ॥১৬॥

শুন ওহে নরবর! যে ধীর পণ্ডিতবর,
এইরূপ সুখ-দুঃখে সমভাব তার,
ব্যথিত সে নয় দুঃখে, উৎফুল্ল না হয় সুখে
তার লাগি খোলা আছে অমৃতের দ্বার ॥১৫॥

* জন্মনাশশীল যাহা জানিবে অসৎ তাহা,
দেশকালবস্তুগত পরিচ্ছেদযুত।
হইলেও এক-আকার ভিন্ন ভিন্ন সত্তা তার,
যখন যেখানে তাহা থাকে প্রকাশিত।
স্থির সত্তা স্থির ভাব সদা অসতে অভাব,
আছে বলি মনে হয় অবিদ্যাপ্রভাবে;
কিন্তু, সখা, সৎ যাহা একই ভাবে ছিল তাহা
এখনও আছে তাহা, পরেও থাকিবে।

অসৎসঙ্গ বিবর্জ্জিত জন্মমরণরহিত
এই নিত্য সত্য বস্তু আত্মা তার নাম;
সর্ব্বপরিচ্ছেদমুক্ত সদা স্থিরভাবযুক্ত,
হৃদি পুণ্ডরীক মাঝে তাঁর অধিষ্ঠান।
আত্মস্বরূপই সৎ, মিথ্যা ক্ষণিক অসৎ,
বিশেষ বিচারি তত্ত্বদর্শী সুধীজন,
করিল সিদ্ধান্ত সার সৎই নিত্য নির্ব্বিকার
হয়েছে † উভয় তত্ত্বে শেষাবধারণ ॥১৬॥

---

* যাহা নশ্বর, কোন নির্দ্দিষ্ট দেশে বা সময়ে, কোন আকারে যাহা দৃষ্ট; যাহা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, ক্ষয়, পরিণাম ও বিনাশ এই ছয় বিকারযুক্ত, অথচ বিদ্যমান বলিয়া প্রতিভাত, ভাবিয়া দেখিলেই যাহা অজ্ঞানময় মায়িক সংযোগ তাহাই অসৎ বা অনিত্য অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী বা অল্পকাল স্থায়ী পরিবর্ত্তনশীল রূপ বা ভাবযুক্ত বস্তু।

† সদসৎ-তত্ত্ব।

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥১৮॥

যেন (যাঁহা কর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং (সমগ্র জগৎ) ততং (ব্যাপ্ত) তং তু (এব) (তাঁহাকেই) অবিনাশি (নাশধর্ম্মরহিত) বিদ্ধি (জানিও), কশ্চিৎ (কেহই) অস্য অব্যয়স্য (এই অব্যয় স্বরূপের) বিনাশং কর্ত্তুং (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সমর্থ হয় না) ॥১৭॥

নিত্যস্য (সর্ব্বদা বিকাররহিত) অনাশিনঃ (অবিনাশী) অপ্রমেয়স্য (প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণ দ্বারা অপরিচ্ছেদ্য) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই সকল দেহ) অন্তবন্তঃ (নাশধর্ম্মশীল) উক্তাঃ (তত্ত্বদর্শীগণমুখে কথিত)। ভারত (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (সেইজন্য) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥১৮॥

চরাচরে ব্যাপ্ত যিনি বিনাশরহিত তিনি
জানিও মনেতে পার্থ, স্থির সুনিশ্চয়,
সেই চিন্ময় স্বরূপ নিত্যানন্দরসকূপ,
নাশিতে না পারে তারে, সে যে গো অব্যয় ॥১৭॥

দেহমধ্যে আত্মা যিনি নিত্য অবিনাশী তিনি,
অপ্রমেয় স্বতঃসিদ্ধ স্থির জেনো মনে;
দেহ (স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম) অবশ্য নাশসাপেক্ষ,
দেহাত্মার তত্ত্ব জানি রত হও রণে ॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

যঃ (যিনি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (কাহারও হন্তা) বেত্তি (বলিয়া মনে করেন), যশ্চ (এবং যিনি) এনং (ইহাকে) হতং (কাহারও কর্ত্তৃক হত) মন্যতে (বলিয়া মনে করেন) তৌ উভৌ (এব) (তাঁহারা উভয়েই) ন বিজানীতঃ (প্রকৃততত্ত্ব জানেন না অর্থাৎ ভ্রান্ত)। অয়ং (এই আত্মা) ন হন্তি ন হন্যতে (হনন করেন না, হতও হন না) ॥১৯॥

আত্মা কাহাকেও বধে,　　কেহ বা আত্মাকে বধে,
এ কথা যে মনে ভাবে অজ্ঞানী সে জন।
আত্মা যে দেহের স্বামী,　　তিনিই প্রকৃত "আমি"
কভু নাহি হন কারো হত্যার কারণ।
আত্মা' ধ্বংস করিবার　　বল সাধ্য আছে কার?
নাশ-ধর্ম্মশীল দেহ ; আত্মা কভু নয়—;
দেহে আত্মবুদ্ধি যার,　　বুদ্ধির বিপাক তার,
দেহ সনে আত্মা নাশ, হেন কথা কয় ॥১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না), ন বা ম্রিয়তে (অথবা মৃত হন না) ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন ভবিতা (উৎপন্ন হয় না)। অয়ং অজঃ (জন্মশূন্য) নিত্যঃ (সর্ব্বদা এক প্রকার) শাশ্বতঃ (অবয়বশূন্য, ক্ষয়রহিত) পুরাণঃ (প্রাচীন, রূপান্তরশূন্য) শরীরে হন্যমানে (দেহ বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (হত হন না) ॥২০॥

জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি হয় পরিণাম, অপক্ষয়,
পরেতে বিনাশ, ছয় দেহেরি বিকার।
এই যে বিকার ছয় আত্মায় কভু তো নয়,
অবয়বহীন আত্মা অতি চমৎকার।
জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, তার কোন বৃদ্ধি নাই
নাই পুনর্ভব তার নিত্য নির্ব্বিকার।

হ'লে দেহ অবসান আত্মা নাহি লোপ পান,
জন্মবিরহিত আত্মা সর্ব্বত্র প্রচার।
হইলেও পুরাতন সদাই নূতনসম,
যেহেতু নাহিক কোন পরিবর্ত্তন।
দৈহিক ব্যাপারে শত আত্মা কভু নহে রত
হত নাহি হন, নাহি করেন হনন ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্ ।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

হে পার্থ! যঃ এনং (যে ব্যক্তি এই আত্মাকে) অবিনাশিনং (ধ্বংসবিহীন) নিত্যম্ (নিয়ত বিরাজমান) অজং (জন্মরহিত) অব্যয়ং (ক্ষয়রহিত) বেদ (বলিয়া জানেন) সঃ পুরুষঃ (সেই পুরুষ) কথং (কি প্রকারে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (বধ করান) (অথবা) কং হন্তি (কাহাকে বিনাশ করেন) ? ॥২১॥

কর্ত্তব্য বুদ্ধির বশে   সমূলে অধর্ম্ম নাশে
আজি যে সমরে তুমি প্রবৃত্ত হয়েছ,
যে দেহ অবলম্বনে   রত সবে এই রণে,
হেতু তার আমি, বুঝি তাই ভাবিতেছ।
কার্য্যকারণ সম্বন্ধ   দৈব প্রাকৃত নির্ব্বন্ধ,
প্রাকৃত সৃষ্টি রক্ষায় কর্ম্ম প্রয়োজন।
আত্মার যে তত্ত্ব জানে,   নিশ্চয় জানিও মনে
সে কভু না হয় কারো বধের কারণ।

যেহেতু সে দৃঢ় জ্ঞানে   আত্মার নিত্যত্ব জানে,
জানে আত্মা সদা ভাববিকাররহিত,
কর্ম্ম সম্পর্ক বাহিরে   মহামায়াশ্রয় করে,
আত্মা কভু কর্ম্ম সনে নহে বিজড়িত।
স্বপ্নাবেশে ঘুমঘোরে   মন, বৃত্তি খেলা করে,
দেহখানি পড়ে থাকে শয্যার উপরে ;
তেমনি এ জাগরণ   জীব ব্যস্ত অনুক্ষণ,
নির্ব্বিকার আত্মা রহে দেহের ভিতরে ॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

নরঃ (মানুষ) যথা (যেমন) জীর্ণানি বাসাংসি (জীর্ণবস্ত্রগুলি) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অপরাণি নবানি (অন্য নূতন) (বস্ত্র) গৃহ্লাতি (গ্রহণ করে) তথা (তেমনি) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি শরীরাণি (জীর্ণ দেহ সকল) বিহায় (ত্যাগ করিয়া) অন্যানি নবানি (শরীরাণি) (অন্য নূতন দেহ) সংযাতি (প্রাপ্ত হন) ॥২২॥

প্রয়োজন হ'লে পরে জীর্ণ বাস ফেলি দূরে
নরনারী করে নব বস্ত্র পরিধান ;
বসন ত্যাগের জন্য কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য
কভু নাহি হয় কারো দেহে বিদ্যমান।
তেমনি সময় যবে কারো উপস্থিত হবে,
মৃত দেহ যথা তথা রহিবে পড়িয়া,
আত্মা অবিকৃত রবে, নব দেহে প্রবেশিবে
না করিবে শোক পূর্ব্ব দেহের লাগিয়া।

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥

এনং (এই আত্মাকে) শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি (শস্ত্র ছেদন করে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং ন দহতি (ইহাকে দগ্ধ করে না), আপঃ চ (এবং জল) এনং ন ক্লেদয়ন্তি (ইহাকে আর্দ্র করে না), মারুতঃ ন শোষয়তি (বায়ু শুষ্ক করে না) ॥২৩॥

অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ, অয়ম্ অদাহ্যঃ, অক্লেদ্যঃ (আর্দ্র হইবার নহে) অশোষ্য চ এব (এবং শুষ্ক হইবার নহে) অয়ং নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী), স্থাণুঃ (স্থিতিশীল), অচলঃ, সনাতনঃ (আদিকাল হইতে সমভাবে বিদ্যমান) ॥২৪॥

আত্মারে ছেদন করে　　সে শক্তি না অস্ত্র ধরে,
　সর্ব্বভুক্ অগ্নি তারে না পারে দহিতে ।
যে জলেতে সিক্ত সব　　আত্মায় সে পরাভব,
　না পারে করিতে শুষ্ক প্রবল মারুতে ॥২৩॥

আত্মা হেন বস্তু নহে　　ছিন্ন হয় কিংবা দহে,
　কিংবা সিক্ত হয়, যায় অনলে শুষিয়া ।
বার বার কহি শুন　　অটল ও চিরন্তন
　নিত্য, স্থির আত্মা আছে সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া ॥২৪॥

অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

অয়ম্ (ইনি) অব্যক্তঃ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর অয়ম্) অচিন্ত্যঃ (মনের অবিষয়ীভূত) অয়ম্ অবিকার্য্যঃ (বিকার রহিত) উচ্যতে (বলিয়া খ্যাত); তস্মাৎ (তাই) এনং (ইহাঁকে) এবম্ (এই প্রকার) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুম্ (শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥২৫॥

অথ চ (ইহাতেও) (যদি) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যজাতং নিত্যং বা মৃতং (যখন তখন জন্মে ও মরে) মন্যসে (এইরূপ মনে কর) তথাপি (হে) মহাবাহো ! ত্বম্ (তুমি) এনং শোচিতুং (ইহাঁর জন্য শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥২৬॥

ইন্দ্রিয়-গোচর নহে তাই ত অচিন্ত্য কহে,
দেখা নাই ব'লে ইহা বুঝাবার নয়।
অবয়ব নাই বলে অবিকারী এরে বলে,
ইহারে জানিয়া শোক শোভা নাহি পায় ॥২৫॥

ইহাতেও যদি বল জনম-মরণশীল
এই আত্মা কালক্রমে জন্মে আর মরে,
আত্মা দেহ দুই নাশে পরকাল নাহি ভাসে,
তা'হলে দেহের লাগি শোক কেবা করে ॥২৬॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥২৮॥

হি (যেহেতু) জাতস্য (জন্মশীল প্রাণিগণের) মৃত্যুঃ ধ্রুবঃ (মরণ নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃতেরও) জন্ম ধ্রুবং (জন্ম নিশ্চিত); তস্মাৎ (তখন আর সেজন্য) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) ত্বং শোচিতুং (তুমি শোক করিতে) ন অর্হসি (পার না) ॥২৭॥

(হে) ভারত! ভূতানি (প্রণিগণ) অব্যক্তাদীনি (আদিতে অব্যক্ত), ব্যক্তমধ্যানি (জীবন মরণের মধ্যকালে ব্যক্ত), অব্যক্তনিধনানি এব (বিনাশান্তেও অব্যক্ত) তত্র (তাহাতে আর) কা পরিদেবনা (দুঃখ কি?) ॥২৮॥

জন্মিলে মরণ হবে, মরিলেও জনমিবে;
ইহা যদি সত্য মান, রোধিতে না পার;
নিশ্চয় ঘটিবে যাহা কেন মিছা ভাব তাহা,
অপরিহার্য্যের লাগি শোক কেন কর? ॥২৭॥
সহজ ভাবেই দেখ বিচারিয়া মনে;
বুঝিবে সবার লাগি শোক অকারণে।

জনমের আগে জীব ছিল বা কোথায়?
মরিলে যাইবে কোন্ দেশে পুনরায়?
কিছুই ত জানা নাই; শুধু এ সংসারে
দেখ, দিন কত জীব ছুটাছুটি করে।
অদর্শন হ'তে অদর্শনেই মিশায়,
তার লাগি শোক কভু শোভা নাহি পায় ॥২৮॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

কশ্চিৎ (কেহ) **এনম্** (এই আত্মাকে) **আশ্চর্য্যবৎ** পশ্যতি (দেখেন) তথৈব চ (সেইরূপ) **অন্যঃ** (একজন) **আশ্চর্য্যবৎ** বদতি (বর্ণনা করেন) **অন্যঃ চ** (কেহ বা) এনম্ (আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি (শ্রবণ করেন) **কশ্চিৎ চ** (আবার কেহ) **শ্রুত্বা অপি** (ইহার কথা শুনিয়াও) এনং নৈব বেদ (ইহাকে জানিতে পারে না) ॥২৯॥

ভারত! অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকলের) দেহে নিত্যম্ অবধ্যঃ (অবিনাশী); **তস্মাৎ** (তজ্জন্য) **ত্বং** (তুমি) **সর্ব্বাণি** ভূতানি (সকল প্রাণীর জন্যই) শোচিতুম্ ন অর্হসি (শোক করিতে পার না) ॥৩০॥

কিছুমাত্র আছে যার আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান,
যেজন পেয়েছে কিছু আত্মার সন্ধান,
সেও দেখে এই আত্মা আশ্চর্য্যের ন্যায়।
আশ্চর্য্য বলিয়া আত্মা কাহারো ব্যাখ্যায়।
কেহ শুনে আত্ম-কথা আশ্চর্য্য হইয়া
কেহ বা না জানে তার তত্ত্বও শুনিয়া ॥২৯॥

অনিত্য মরণশীল দেহের ভিতরে
নিত্য ও অবধ্য দেহী আত্মা বাস করে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি লক্ষ দেহ নামধারী
কত যায় কালগর্ভে সংখ্যা নাহি তারি।
অযুক্ত যে আত্মা দেহান্তরে চলে যায়।
এ ব্যাপারে শোক কভু শোভা নাহি পায় ॥৩০॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

স্বধর্ম্মং অপি চ (স্বধর্ম্মের দিকেও) অবেক্ষ্য (চাহিয়া) (তুমি) বিকম্পিতুং (কম্পিত হইবার) ন অর্হসি (যোগ্য নও); হি (কেন না) ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ (ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত) ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের) অন্যৎ (আর কিছু) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) ন বিদ্যতে (নাই) ॥৩১॥

পার্থ! সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ (ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই) যদৃচ্ছয়া চ উপপন্নম্ (বিনা চেষ্টায় আগত) অপাবৃতং (প্রতিবন্ধকরহিত) স্বর্গদ্বারং (স্বর্গলাভের সুযোগ) ঈদৃশং যুদ্ধং (এই প্রকার যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে) ॥৩২॥

ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক স্বধর্ম্ম পালন
না করিয়া, করি মূঢ়ভাবাবলম্বন,
কাঁপিতেছ থরথর এই রণভূমে,
ইহা ত তোমার যোগ্য নহে কোন ক্রমে;
যেহেতু সংসারে, ধর্ম্মযুদ্ধের উপর
ক্ষত্রিয়ের কোনও কর্ম্ম নাহি শ্রেয়তর ॥৩১॥

তুমি চেষ্টা কর নাই যুদ্ধের লাগিয়া;
পাপপ্রণোদিত যুদ্ধ আপনি আসিয়া
উপস্থিত হৈল, আততায়ী গুরুজন
সহ শত শত তব আত্মীয় স্বজন,
অযাচিত স্বর্গদ্বার সম এই রণ,
বীর ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়ঃ লাভের কারণ ॥৩২॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥
অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অথ চেৎ (যদি) ত্বং (তুমি) ইমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং (এই ধর্ম্মযুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তবে) স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিং চ (নিজের ধর্ম্ম ও যশকে) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপম্ অবাপ্স্যসি (পাপভাগী হইবে) ॥৩৩॥

অপি চ (আরও) ভূতানি (লোকসকল) তে অব্যয়াম্ অকীর্ত্তিং (তোমার অনন্তকালব্যাপী কুযশকাহিনী) কথয়িষ্যন্তি (ঘোষণা করিবে)। সম্ভাবিতস্য চ অকীর্ত্তিঃ (গুণবান পুরুষের কুযশ) মরণাৎ অতিরিচ্যতে (মৃত্যুরও অধিক) ॥৩৪॥

যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ নাহি কর, তবে
ধর্ম্ম, কীর্ত্তি ত্যাগ জন্য পাপই অর্শিবে।
অকীর্ত্তিরে গুণবান্ বড় ভয় করে,
মরণেরো চেয়ে তারা অকীর্ত্তিরে ডরে ॥৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥

•

মহারথাঃ (চ) ত্বাং (যোদ্ধাগণও তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়হেতু) রণাৎ উপরতং (যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত) মংস্যন্তে (মনে করিবে); ত্বং যেষাম্ (তুমি যাহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা চ (মাননীয় হইয়াও) লাঘবং (হেয়ত্ব) যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৫॥

তব অহিতাঃ চ (তোমার শত্রুগণও) তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ (তব সামর্থ্যের নিন্দা করিয়া) বহূন্ অবাচ্যবাদান্ (বহু অকথ্য ভাষা) বদিষ্যন্তি (প্রয়োগ করিবে); ততঃ দুঃখতরং (তদপেক্ষা দুঃখতর) কিং নু (আর কি আছে ?) ॥৩৬॥

যুদ্ধে ক্ষান্ত হৈয়া যদি কর পলায়ন,
ভীরু বাল সম্বোধিবে তব শত্রুগণ।
বীর বলি করেছিল যাহারা সম্মান,
তোমারে এখন করিবেক হেয় জ্ঞান ॥৩৫॥

তব সামর্থ্যের নিন্দা করি শত্রুগণ,
কতই কহিবে অতি কদর্য্য বচন।
এ'হতে দুঃখের কথা কিবা আছে আর ?
বিচার করিয়া মনে দেখ বার বার ॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥
সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

(হে) কৌন্তেয়! হতঃ বা (হত হইয়া) স্বর্গং প্রাপ্স্যসি (স্বর্গলাভ করিবে) জিত্বা বা মহীং ভোক্ষ্যসে (অথবা জয়লাভ করিয়া পৃথিবী ভোগ করিবে) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ (সন্) উত্তিষ্ঠ (যুদ্ধের জন্য মন স্থির করিয়া উঠ) ॥৩৭॥

সুখদুঃখে, লাভালাভৌ, জয়াজয়ৌ সমে কৃত্বা (সুখদুঃখে, লাভালাভে, জয়-পরাজয়ে সমান দৃষ্টি রাখিয়া) ততঃ যুদ্ধায় যুজ্যস্ব (তার পর যুদ্ধে নিযুক্ত হও); এবং (সতি) পাপং ন অবাপ্স্যসি (তাহা হইলে আর পাপ হইবে না) ॥৩৮॥

যুদ্ধে যদি হও হত, হবে স্বর্গগতি;
রণজয়ী হ'লে হবে পৃথিবীর পতি।
তাই বলি, হে কৌন্তেয়! মন কর স্থির,
উঠ নিঃসংশয়ে যুদ্ধে রত হও বীর ॥৩৭॥
সুখ, দুঃখ, পরাজয়, জয় লাভালাভ
তুল্য জ্ঞানে কর যুদ্ধ, নাহি তাহে পাপ ॥৩৮॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

[হে] পার্থ! *সাংখ্যে [পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে বা আত্মতত্ত্ববিষয়ে] এষা [এই] বুদ্ধি [জ্ঞান] তে [তোমাকে] অভিহিতা [কথিত হইল]। যোগে তু [কর্ম্মযোগবিষয়ে] ইমাং [অতঃপর কথিত] [বুদ্ধিং] [জ্ঞানকথা] শৃণু [শ্রবণ কর], যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] [যে বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হইলে] কর্ম্মবন্ধং [কর্ম্মের বন্ধন] প্রহাস্যসি [ত্যাগ করিবে] ॥৩৯॥

যে সাংখ্যবুদ্ধিতে হয় লাভ তত্ত্বজ্ঞান,
যে জ্ঞানেতে পায় জীব আত্মার সন্ধান,
যে জ্ঞানে হৃদয়ে ব্রহ্ম হয় প্রতিভাত
সেই বুদ্ধি, জ্ঞান হইল না উপজাত
শুনিয়া আমার মুখে, অন্তরে তোমার;
ইহাতে বুঝিনু আমি তব অধিকার
জন্মে নাই সেই শক্তি করিতে ধারণা;
তাই কহি কর্ম্মযোগ যাহার সাধনা
ধীরে ধীরে লয়ে যায় তত্ত্বজ্ঞান পথে,
কর্ম্মের বন্ধন মুক্ত হইবে যা হ'তে ॥৩৯॥

* সংখ্যা—সম্যক্ খ্যায়তে সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বম্ অনয়া ইতি সংখ্যা। অর্থাৎ যাহা দ্বারা পরম আত্মতত্ত্ব সর্ব্বোপাধিশূন্যরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহার নাম সংখ্যা অর্থাৎ উপনিষৎ। যে বস্তু সেই সংখ্যা বা উপনিষৎ দ্বারাই সর্ব্ববিধ তাৎপর্য্যের পরিসমাপ্তিরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহারই নাম সাংখ্য বা ঔপনিষদ পুরুষ। সেই সাংখ্যে বুদ্ধি অর্থাৎ সেই পুরুষ বা ব্রহ্মবিষয়ক সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তিকারণ জ্ঞানের নামই সাংখ্যবুদ্ধি।

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥

ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ ন অস্তি (আরব্ধ কর্ম্মের নিষ্ফলতা নাই), প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (তজ্জন্য পাপও হয় না) অস্য ধর্ম্মস্য (এই নিষ্কামকর্ম্মযোগরূপ ধর্ম্মের) স্বল্পং অপি (অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠানও) মহতঃ ভয়াৎ (জন্ম-মরণাদি বিবিধ সংসার ভয় হইতে) ত্রায়তে [(অনুষ্ঠাতাকে) রক্ষা করে] ॥৪০॥

শুভ অনুষ্ঠানে হয় বিশুদ্ধি অন্তরে,
তাই কর্ম্ম প্রয়োজন জ্ঞানহীন নরে।
যে কর্ম্মের কথা আমি বলিব তোমায়,
নিষ্কাম বলিয়া সদা জানিবে তাহায়।
সে সকল কর্ম্মে নাই ফলের আকাঙ্ক্ষা
ব্যাকুলতা, অশান্তির নাহিক আশঙ্কা!
সুসম্পন্ন কাম্য কর্ম্মে যে সকল ফল
লাভ হয়, তাহা জেনো নির্দ্দিষ্ট কেবল।

ভোগের পশ্চাতে রহে দুঃখ অবসাদ;
নাহিক নিষ্কাম কর্ম্মে হেন অপবাদ।
যদি সঙ্কল্পানুযায়ী ফল নাহি হয়,
নিষ্কাম বলিয়া তাহে ক্ষোভের উদয়
নাহি হয়, চিত্ত সদা রহে নিরমল,
চিত্তশুদ্ধি এ কর্ম্মের এক মহাফল।
ফল সমর্পিত যার ঈশ্বর চরণে
কুফলই বা তাহে বল হইবে কেমনে?

এই কর্ম্মফলের স্বরূপ পাপক্ষয়,
আরব্ধ হইবামাত্র জ্ঞানের উদয়।
নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মে আসক্তি না রবে,
তাই হেন কর্ম্মশেষে দুঃখ না সম্ভবে।
সজ্জনের, নিত্যকর্ম্মসম এ সকল
কর্ম্ম কভু অপেক্ষা না করে কোন ফল।

আত্মসমর্পণ করি যে কর্ম্ম আচরে
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন তারে কৃপা করে।
তাই, এইরূপ কর্ম্মে কোন প্রত্যবায়,
অঙ্গহানি কিংবা অপরাধ নাহি হয়।

আরম্ভ হইয়া যদি সমাপ্ত না হয়
তবু নাশ হয় জন্ম-মৃত্যু-মহাভয়,
যেহেতু নিষ্কামকর্ম্ম অনুষ্ঠান হ'তে
লয়ে যায় বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের পথে ॥৪০॥

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

[হে] কুরুনন্দন! ইহ [এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে] ব্যবসায়াত্মিকা [আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা] বুদ্ধিঃ একা [বুদ্ধি এক] অব্যবসায়িনাম্ [সকামকর্ম্মিগণের] বুদ্ধয়ঃ [বুদ্ধি] বহুশাখাঃ [নানাশাখায় বিভক্ত] অনন্তাঃ চ [এবং অন্তহীন] ॥৪১॥

বাসনার অন্ত নাই জীবের অন্তরে,
বাসনানুগামী হৈয়া জীব কর্ম্ম করে।
কাম্য কর্ম্মে নরনারী যবে রত হয়
ভিন্ন কর্ম্মে লয় ভিন্ন বুদ্ধির আশ্রয়।
বুদ্ধিরও থাকে না অন্ত বাসনার মত,
ফললাভে সকলেই ব্যস্ত যে সতত।
কিন্তু বুদ্ধি যবে ছাড়ে কামনার সঙ্গ,
যখন বুঝিতে পারে মিছা মায়ারঙ্গ,
বিষয় হইতে মন করি আকর্ষণ
লয়ে যায় পরমেশ চরণে তখন।
তখন না রহে বুদ্ধি বহুমুখী আর
নিশ্চয়-আত্মিকা বুদ্ধি নাম হয় তার ॥৪১॥

---

* ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি—স্থিরস্বভাবা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (শঙ্কর)। পরমেশ্বরে ভক্তিযুক্ত হইয়া অবশ্যই পরিত্রাণ পাইব এইরূপ স্থির নিষ্ঠা (শ্রীধর)

অব্যবসায়ীর বুদ্ধি—উহা অপেক্ষা ইতর বুদ্ধি (শঙ্কর)। ঈশ্বরারাধনাবহির্মুখী বুদ্ধি (শ্রীধর)।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

[হে] পার্থ! অবিপশ্চিতঃ [অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট অবিবেকী] বেদবাদরতাঃ [বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডেই অনুরক্ত] [যে] [যাহারা] অন্যৎ [স্বর্গধনরত্নাদির প্রাপ্তি ভিন্ন সুখের আর কিছু] ন অস্তি [নাই] ইতিবাদিনঃ [এইরূপ মতাবলম্বী], কামাত্মানঃ [কামাকুলচিত্ত], স্বর্গপরাঃ [স্বর্গসুখভোগই একমাত্র লক্ষ্য স্থির করিয়া স্বর্গলাভপরায়ণ], জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং [স্বর্গাদি ভোগাবসানে পুনরায় পুনর্জ্জন্মরূপ কর্ম্মফলদাত্রী] ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি [ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনভূত], ক্রিয়াবিশেষবহুলাং [বহুক্রিয়াকলাপসম্পন্ন] যাং ইমাং [যে এই] পুষ্পিতাং [গুণাগুণ না বুঝিয়া বাহিরে প্রস্ফুটিত গন্ধহীন ফুলরাশি যেরূপ আকর্ষণ করে সেইরূপ আপাতমধুর] বাচং [বাক্য] প্রবদন্তি [বলে]; তয়া [সেই বাক্যে] অপহৃতচেতসাং [আকৃষ্টচিত্ত] ভোগৈশ্বর্য্য-

প্রসক্তানাং [ভোগে ও ঐশ্বর্য্যে অনুরক্ত ব্যক্তিগণের] ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ [নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি] সমাধৌ [সমাধিতে] ন বিধীয়তে [স্থায়ী হয় না] ॥৪২।৪৩.৪৪॥

বেদবিধি অনুসারে,　　　　জপ, যজ্ঞ, কর্ম্ম করে,
যে জন, কামনামত পায় তার ফল ;
কেহ স্বর্গভোগ করে,　　　　কাহারও বা জন্মান্তরে
কর্ম্ম অনুষ্ঠান তার হয় ত সফল।
যে সকামকর্ম্মবাদী,　　　　আত্মতত্ত্বের বিরোধী
আপন কর্ম্মের করে প্রশংসা অশেষ,
সেই বাক্যে মুগ্ধ যারা,　　　　জ্ঞান হ'তে দূরে তারা
ভিন্ন কর্ম্মে করে ভোগ বিশেষ বিশেষ।
হেন কর্ম্মে রতি যার　　　　সমাধি না হয় তার,
বাসনার তাড়নায় ঘুরে ঘুরে মরে।
ঈশ্বরে নিশ্চয় বুদ্ধি,　　　　একাগ্রচিত্তের শুদ্ধি
তাহারি ত হয় কর্ম্ম নিষ্কাম যে করে ॥৪২।৪৩।৪৪॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

(হে অর্জ্জুন! বেদাঃ (সকল বেদের কর্ম্মকাণ্ড অংশসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণেরই ক্রিয়া-সম্পর্কযুক্ত); ত্বং (তুমি) নিস্ত্রৈগুণ্যঃ (কথিত তিন গুণের সকল গুণগুলিই অবলম্বন না করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণসম্পর্করহিত) নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ, দুঃখ, মান, অপমান, শীত, আতপ প্রভৃতি দ্বন্দ্বযুক্তবৃত্তির অতীত) (হইয়া) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (সর্ব্বদা কেবল সত্ত্বগুণযুক্ত কর্ম্মাবলম্বী), নির্যোগক্ষেমঃ (যোগ ক্ষেমরহিত) আত্মবান্ (আত্মস্বরূপান্বেষী অর্থাৎ পরমেশারাধনাপরায়ণ) ভব (হও) ॥৪৫॥

বেদে কর্ম্মকাণ্ডে যত যজ্ঞ আদি প্রশংসিত
সকলি সকাম কর্ম্ম ত্রিগুণজড়িত।
কর্ম্ম তিনগুণময় ফলও সেইরূপ হয়,
সুতরাং সেই ফল অশান্তিমিশ্রিত।
শুন শুন হে অর্জ্জুন ছাড় শীঘ্র তিন গুণ
একমাত্র সত্ত্বগুণে কর অবস্থান।
কামনা সুদূরে যাবে সহজে সমর্থ হবে
করিতে নিষ্কাম কর্ম্ম, ওহে বলিয়ান্।

সুখ দুঃখ আদি যত ভাব আছে দ্বন্দ্বযুত,
পরিহরি হও তুমি নির্দ্বন্দ্ব সুজন,
অলব্ধ বস্তুর প্রাপ্তি, প্রাপ্ত রক্ষাতে প্রবৃত্তি,
যোগ, ক্ষেম দুই ভাব কর হে বর্জ্জন।
এই দু'য়ের বর্জ্জনে, রজঃ, তমঃ দুই গুণে
করিতে পারিবে তুমি সহজেই জয়,
শুদ্ধ সত্ত্বগুণযুত হ'য়ে থাক হে সতত
আত্মস্বরূপ-অন্বেষী হও ধনঞ্জয় ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

উদপানে (ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে পরিমাণ) অর্থঃ (প্রয়োজন) (সাধিত হয়) (সেই সকল প্রকার প্রয়োজনই) সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদ প্রভৃতি নিরবচ্ছিন্ন বিস্তীর্ণ জলরাশিতে) তাবান্ (সেই পরিমাণ) (প্রয়োজন সিদ্ধ হয়); (সেইরূপ) সর্ব্বেষু বেদেষু (বেদের কর্ম্মকাণ্ড অংশে) [যাবান্ অর্থঃ (যে প্রয়োজন) তাবান্ (সে সকল)] বিজানতঃ ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের) (সিদ্ধ হয়) ॥৪৬॥

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় কত তৃপ্তিপ্রদ হয়,
অবশ্যই দূর করে যানপানাভাব;
কিন্তু হ্রদ বা সাগর অম্বুরাশি মনোহর
অভাব করিয়া দূর বিস্তারে প্রভাব।
যে দেখেছে পারাবার ডুবিয়াছে একবার
অনন্তের প্রতিচ্ছায়া বিশাল সাগরে,

অতি ক্ষুদ্র জলাশয়- কথা যদি মনে হয়
তুচ্ছ বলি তখনি সে মানিবে অন্তরে।
বৈদিকানুষ্ঠানে যত কাম্যফল হয় জাত,
স্বর্গলাভ কিংবা ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি হয়;
কিন্তু, ব্রহ্মেরে যে জানে মগ্ন ব্রহ্মানন্দে, জানে,
তার কাছে স্বর্গসুখও তুচ্ছ অতিশয় ॥৪৬॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥
যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥৪৮॥

কর্ম্মণি এব (কর্ম্মেই) তে অধিকারঃ (তোমার অধিকার) কদাচন ফলেষু মা (কখনও কর্ম্মের ফলে নাই); কর্ম্মফলহেতুঃ (ফল কামনা দ্বারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত) মা ভূঃ (হইও না); অকর্ম্মণি (কর্ম্মত্যাগে) তে সঙ্গঃ মা অস্তু (তোমার প্রবৃত্তি না হউক) ॥৪৭॥

(হে) ধনঞ্জয়! যোগস্থঃ (সন্) (হইয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (সকল কামনা ত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ ভূত্বা (ভাবান্তরশূন্য হইয়া) কর্ম্মাণি কুরু (কর্ম্ম কর)। সমত্বং যোগঃ উচ্যতে (এই সমতাই যোগ বলিয়া কথিত হয়) ॥৪৮॥

যাহা কিছু অধিকার আছে কর্ম্মেই তোমার,
কর্ম্মফলে কিছুমাত্র নাহি অধিকার।
কর্ম্মফলের কারণ নাহি হবে কদাচন;
কর্ম্মত্যাগে রতি যেন না হয় তোমার ॥৪৭॥

ছাড়ি কর্ত্তৃত্বাভিমান ঈশে সঁপি মনঃপ্রাণ,
যত কিছু কর্ম্ম কর ওহে ধনঞ্জয়।
হউক বা কার্য্যসিদ্ধি কিংবা তাহাতে অসিদ্ধি,
রাখিবে সমান দৃষ্টি—এরে যোগ কয় ॥৪৮॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ (অন্যৎ) (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত নহে এমন) কর্ম্ম (কাম্য কর্ম্ম) দূরেণ অবরং (অত্যন্ত নিকৃষ্ট); হি (তজ্জন্য) বুদ্ধৌ (পরমাত্মবুদ্ধিতে) শরণং অন্বিচ্ছ (আশ্রয় ইচ্ছা কর)। ফলহেতবঃ কৃপণাঃ (ফলকামিগণ হীন) ॥৪৯॥

কাম্যকর্ম্ম যত আছে নিষ্কাম কর্ম্মের কাছে
নিতান্ত নিকৃষ্ট তাহা জানিবে নিশ্চয়।
ফলকামিগণ যারা কাজেই নিকৃষ্ট তারা;
পরমাত্মবুদ্ধিতেই লহ গো আশ্রয়।

কৃপণ তাহার ধন দরিদ্রেরে বিতরণ
করিয়া আনন্দ লাভ না পারে করিতে;
সেইরূপ কর্ম্মী শত ফল ত্যাগে যে বিরত,
অশান্ত কৃপণ সম ভ্রমে অবনীতে ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধি দ্বারা পূর্ব্বকথিত সমজ্ঞানসম্পন্ন) ইহ (সংসারে) উভে সুকৃতদুষ্কৃতে (ভাল মন্দ উভয় প্রকার কার্য্যই) জহাতি (ক্রমে ত্যাগ করেন) ; তস্মাৎ (সেইজন্য) যোগায় যুজ্যস্ব (যোগেরই জন্য যত্ন কর)। কর্ম্মসু কৌশলং যোগঃ (কর্ম্মে কৌশলই যোগ) ॥৫০॥

বুদ্ধিযুক্তাঃ (ঐরূপ সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন) মনীষিণঃ (জ্ঞানিগণ) কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (সন্তঃ) (হইয়া) অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি (নিশ্চয় পরমপদ লাভ করেন) ॥৫১॥

সমত্ববুদ্ধির যোগে সমর্থ যে ফলত্যাগে,
নরক, স্বর্গের হেতু পাপ কিংবা পুণ্য,
অনায়াসে ত্যাগ করে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারে ;
এই জন্মে সেই বুদ্ধিমান হয় ধন্য।
অতএব ধনঞ্জয় ! কর তাহা যাহে হয়
লাভ তব একমাত্র কর্ম্মের কৌশল,
বিষয় বৈষম্যনাশ, বুদ্ধিসমত্ববিকাশ,
কর্ম্মযোগ পথে যাহা প্রধান সম্বল ॥৫০॥

বুদ্ধিযোগপরায়ণ মহামতি জ্ঞানিগণ
সাধনার কর্ম্মফল ত্যজিয়া ধরায়,
জন্ম-বন্ধন-কারণ কুবাসনা অগণন
অনায়াসে নাশিয়া পরম পদ পায় ॥৫১॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥
শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

যদা তে (যখন তোমার) বুদ্ধিঃ মোহকলিকং (বুদ্ধি ভ্রান্তিরূপ কলুষ) ব্যতিতরিষ্যতি (পরিত্যাগ করিবে) তদা (তখন) শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ (শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৫২॥

যদা (যে সময়ে) তে (তোমার) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (ধর্ম্মকর্ম্মসংক্রান্ত নানাকথা শুনিয়া সন্দেহযুক্ত) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (পরমেশ্বর সম্বন্ধে) নিশ্চলা (অন্তে আসক্তিরহিত) অচলা (স্থির) স্থাস্যতি (থাকিবে), তদা (তখন) (তুমি) যোগং (যোগফলস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৫৩॥

যখন তোমার জ্ঞান,　　দেহে আত্মঅভিমান-
সব অবিবেক, মোহ করিবে বর্জ্জন,
কত না কর্ম্ম-কাহিনী　　শুনেছ বা যা শোননি
সে সবে বৈরাগ্যোদয় হইবে তখন ॥৫২॥

সংশয় ত' হয় কত,　　শুনি শাস্ত্র কথা শত,
সুবুদ্ধির যোগে দূর কর সে সংশয় ;
যবে পরম-আত্মায়　　হবে মন, বুদ্ধি লয়,
তখনি হইবে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় ॥৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

অর্জ্জুন উবাচ (বলিলেন)—কেশব! সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (ও যার অবিচলিত বুদ্ধি এমন ব্যক্তির) কা ভাষা (কি লক্ষণযুক্ত ভাষা?) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) কিং প্রভাষেত (কি প্রকার কথাবার্ত্তা কহেন?) কিং আসীত (কি ভাবে অবস্থান করেন?) কিং ব্রজেত (কিরূপে ভ্রমণ করেন?) ॥৫৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—পার্থ! আত্মনি (আপনাতে পরমাত্মরূপে) আত্মনা (আপনি) তুষ্টঃ (পরিতৃপ্ত যোগী) যদা (যখন) সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ (মনোমধ্যে উদিত বাসনা সকল) জহাতি (ত্যাগ করেন) তদা (তখন) (তিনি) স্থিতপ্রজ্ঞঃ (বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) ॥৫৫॥

অর্জ্জুন—স্থিরবুদ্ধির লক্ষণ কহ কেশব এখন,
কি ভাবেতে সমাধিস্থ কিবা কথা কন,
কি ভাবেতে তাঁর স্থিতি কি ভাবেতে বা বসতি,
কি ভাবে করেন এই সংসারে ভ্রমণ ॥৫৪॥

শ্রীভগবান—কামিনী, কাঞ্চন আর দারাসুত পরিবার
ছাড়িয়া, আত্মার সনে ক্রীড়া যেবা করে,
মনে যে কামনা উঠে নাশি মারে তার মাঝে,
বাহিরের লাভালাভে ভ্রূক্ষেপ না করে,
আত্মার অমৃত লাভে থাকে পরিতৃপ্ত ভাবে
কভু নাহি জানে অসন্তোষ বলে কারে,
হেন মহাভাব সার বিরাজে অন্তরে যার,
স্থিতপ্রজ্ঞ আত্মারাম বলা যায় তারে ॥৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ [দুঃখে নিরুদ্বেগচিত্তে] সুখেষু বিগতস্পৃহঃ [সুখে আকাঙ্ক্ষারহিত] বীতরাগভয়ক্রোধঃ [অনুরাগ, ভয়. ক্রোধবিহীন] মুনিঃ [মনোভাবসম্পন্ন পুরুষ] স্থিতধীঃ উচ্যতে [স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন] ॥৫৬॥

স্থির যে † ত্রিবিধ দুখে কোন স্পৃহা নাহি সুখে
কাহারও প্রতি অনুরাগ নাহি যার ;
কাহারেও শত্রুবোধ নাই, তাই ভয় ক্রোধ
অন্তর মাঝারে স্থান নাহি পায় যার ;
হেন ব্যক্তি ভবে যেই সংন্যাসী ও মুনি সেই
স্থিতপ্রজ্ঞ বলি সদা জানিবে তাহারে,
অক্রোধ পরমানন্দ নির্ভয়রাগসম্বন্ধ
হইয়া বিহরে সেই ভুবন মাঝারে ॥৫৬॥

† (১) আধ্যাত্মিক—পরমার্থ ও পুরুষার্থবিষয়ক। (২) আধিদৈবিক—ঝড়, ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি আকস্মিক দৈব ঘটনা হইতে উৎপন্ন। (৩) আধিভৌতিক প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী স্থূলদেহের স্বাভাবিক পীড়াদি হইতে যে দুঃখ বা ক্লেশ।

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

যঃ সর্ব্বত্র অনভিস্নেহঃ [যিনি সকল ধনজনাদিতে স্নেহশূন্য] তৎ তৎ শুভাশুভং প্রাপ্য [সেই সেই পদার্থ সংক্রান্ত অনুকূল বা বিরুদ্ধ ফললাভ করিয়া] ন অভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি [প্রফুল্ল হন না বা দ্বেষও করেন না] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [তাহার বুদ্ধিবৃত্তি ঈশ্বর বিষয়ে অবিচলিত হইয়াছে ॥৫৭॥ যদা চ অয়ং [যখন এই যোগী] কূর্ম্মঃ অঙ্গানি ইব [কচ্ছপের কুঞ্চিত অঙ্গ সকলের ন্যায়] ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ [ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য বিষয় হইতে] ইন্দ্রিয়াণি সংহরতে [চক্ষুকর্ণাদি প্রত্যাহার করেন] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [তাহার বুদ্ধি পরমাত্মবিষয়ে প্রতিষ্ঠিত] ॥৫৮॥

যিনি স্নেহপরায়ণ　　কারো প্রতি নাহি হন,
অশুভ হলেও ক্ষতি বোধ নাহি যাঁর,
ঘটিলেও সু-ব্যাপার　　আনন্দ নাহিক যার,,
ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তার ॥৫৭॥
বাহিরের আক্রমণ　　করিবারে নিবারণ
কূর্ম্ম তার পদ শির করে সঙ্কুচিত ;

তেমতি সুবুদ্ধিমান্　　শ্রেয়োলাভে যত্নবান্
করিবারে আপন ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত,
বিষয় হইতে দূরে　　রাখে সদা আপনারে,
প্রহরীর মত সদা রহে সাবধানে ;
রিপুসম বিষয়ের　　সহ যোগ ইন্দ্রিয়ের
না হয় যাহাতে তাহা করে প্রাণপণে ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥
যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

নিরাহারস্য দেহিনঃ [নিরাহার ব্যক্তির অর্থাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া ক্ষুধাশূন্য হয় বা যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন জন্য অনাহার অভ্যাস করে তাহার] বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্তে [শব্দরূপাদি বিষয় দুর্ব্বলতার জন্য নিবৃত্ত হয়], [কিন্তু] রসবর্জ্জং [বিষয়তৃষ্ণা অন্তরালে থাকে অর্থাৎ দূর হয় না]; অস্য [স্থিতপ্রজ্ঞের] পরং দৃষ্ট্বা [আত্মদর্শন লাভ করিয়া] রসঃ অপি নিবর্ত্ততে [বিষয়-বাসনাও নিবৃত্ত হয়] ॥৫৯॥ কৌন্তেয়! হি [যেহেতু] যততঃ অপি [মোক্ষার্থ যত্নশীল হইলেও] বিপশ্চিতঃ পুরুষস্য [বিবেকী পুরুষের] মনঃ [মনকে] প্রমাথিনী ইন্দ্রিয়াণি [বলবান্ ইন্দ্রিয়গণ] প্রসভং হরন্তি [বলপূর্ব্বক হরণ করে] ॥৬০॥

যে জন পীড়িত হয়, তাহার ইন্দ্রিয়চয়
ক্ষীণ, হয় অসমর্থ বিষয় গ্রহণে ;
আর শুধু অনাহারে হয় কেহ করিবারে
ইন্দ্রিয় দমন, ব্রতোপবাস সাধনে।
রোগে উপবাসে ক্ষীণ সর্ব্ব ইন্দ্রিয় মলিন,
শব্দরূপাদি গ্রহণে না হয় তৎপর ;
তাই, ভোগ-অভিলাষ নহে উপবাসে নাশ ;
ত্যজে সেই যার আত্মদৃষ্টি নিরন্তর ॥৫৯॥

কর্ম্ম জ্ঞানেন্দ্রিয়চয় দমন করিতে হয়,
স্থিতপ্রজ্ঞ হ'তে হ'লে সকলের আগে।
অতি কঠোর সাধন তাহাতে যে প্রয়োজন ;
সুবুদ্ধি বিরত হয় বিষয়ানুরাগে।
দুর্ব্বল বা দৃঢ় মন ছুটিতেছে অনুক্ষণ
ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের পিছনে পিছনে,
এমনি প্রবল তারা মন করে দিশাহারা
নিমেষে বিভ্রান্ত করে সুপণ্ডিত জনে ॥৬০॥

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

তানি সর্ব্বাণি (সেই সকল ইন্দ্রিয়) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (আমাতে সর্ব্বতোভাবে অনুরক্ত) যুক্তঃ (সন্) (সমাহিতচিত্ত হইয়া) আসীত (বাস করেন)। হি (যেহেতু) যস্য (যাহার) ইন্দ্রিয়াণি বশে (ইন্দ্রিয়গণ বশীভূত) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছে) ॥৬১॥

আশ্রয় করিয়া জলে সফরী উজান চলে,
সেই জলে বলী হস্তী কোথা যায় ভেসে!
বিনা আশ্রয়ের জ্ঞান জীব রহে যে অজ্ঞান,
বলী হস্তী সম যায় বিপরীত দেশে।
তেমতি যে মম ভক্ত মদাশ্রয়ে অনুরক্ত
* ইন্দ্রিয় সংযম তার সহজেই হয়;

যেহেতু তাহার মন মোর লাগি অনুক্ষণ
সকল প্রকারে যুক্ত রহিবে নিশ্চয়।
হেন ভাব যবে হবে ইন্দ্রিয় দমন হবে
তখন হইবে তার † প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত;
সে নহে ইন্দ্রিয়াধীন ইন্দ্রিয়ই যে অধীন
হইবে তাহার, ইহা জানিবে নিশ্চিত ॥৬১॥

---

* এইখানে ভগবান্ সম্পূর্ণভাবে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিলে ইন্দ্রিয়দমনের জন্য আর স্বতন্ত্র আয়োজন করিতে হয় না এইরূপ ইঙ্গিত করিলেন। † প্রজ্ঞা—শুদ্ধ জ্ঞান।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

বিষয়ান্ (বিষয়সমূহ) ধ্যায়তঃ (ভাবিতে ভাবিতে) পুংসঃ (মনুষ্যের) তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে (তাহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়); সঙ্গাৎ (ঐ আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়); কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে (কামনা হইতে ক্রোধ জন্মে); ক্রোধাৎ সংমোহঃ (ক্রোধ হইতে কার্য্যকালে ভালমন্দ বিবেচনার অভাবরূপ মূঢ়তা) ভবতি (জন্মে); সংমোহাৎ (অবিবেক বা মূঢ়তা হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিলোপ); স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (স্মৃতিবিভ্রম হইতে জ্ঞানলোপ) (হয়); বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (বুদ্ধিনাশ হইতে লোক বিনষ্ট হয়) ॥৬২।৬৩॥

আহারাদি পরিহরি　　ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করি
　শক্তিহীন হ'তে পারে ইন্দ্রিয়নিচয়;
যত ইন্দ্রিয় বিষয়　　ক্ষান্ত তাহে নাহি হয়,
　শব্দাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবেশে নিশ্চয়।
সেই শব্দ, রূপে যদি　　মন যায় নিরবধি
　শুনিতে, দেখিতে হয় বাসনা উদয়,
তাহা কু-বাসনা হ'লে,　　পূর্ণ হ'তে বাধা পেলে
　ক্রোধের উদয় তাহে অবশ্যই হয়।

ক্রোধ রিপু উপজিলে　　ঘেরে নরে মোহজালে
　হিতাহিত জ্ঞান তার যায় যে কোথায়.
ভাল মন্দ শাস্ত্রকথা,　　সংসারের অভিজ্ঞতা,
　স্মৃতিপথে যাহা থাকে সবি ভুলে যায়।
স্মৃতিলোপ হয় যবে,　　তবে বুদ্ধি কোথা রবে?
　মন্দভাগ্যজীব, তার হয় বুদ্ধিনাশ;
এই বুদ্ধি হলে হত,　　কোথা পাবে ব্রহ্মামৃত?
　না লভিয়া পুরুষার্থ লভিবে বিনাশ ॥৬২।৬৩॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ [রাগদ্বেষবর্জ্জিত] আত্মবশ্যৈঃ [নিজের বশীভূত] ইন্দ্রিয়ৈঃ [ইন্দ্রিয়গণদ্বারা] বিষয়ান্ [বিষয় সকল গ্রহণ করিয়া] বিধেয়াত্মা [বশীকৃতমনা ব্যক্তি] প্রসাদঃ [প্রসন্নতা] অধিগচ্ছতি [প্রাপ্ত হন] ॥৬৪॥

প্রসাদে [সতি] [প্রসন্নতা লাভ করিলে] অস্য [প্রসন্নচেতার] সর্ব্বদুঃখানাং হানিঃ [সর্ব্বদুঃখের নাশ] উপজায়তে [হয়] হি [যেহেতু] প্রসন্নচেতসঃ [প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির] আশু [শীঘ্রই] বুদ্ধিঃ [পরমাত্মায় আত্মায় অভেদ বুদ্ধি] পর্য্যবতিষ্ঠতে [প্রতিষ্ঠিত হয়] ॥৬৫॥

বাহ্য ইন্দ্রিয় নিগ্রহে মন ত অস্থির রহে;
কুবাসনা নাশ তাহে কভু না সম্ভবে।
মনের নিগ্রহ করি কি আনন্দ লাভ করি
ভ্রমণ করেন যোগী কহি শুন তবে।
রাগদ্বেষের অতীত মন যার বশীকৃত
ইন্দ্রিয় বিষয় তারে টলাইতে নারে;
নহে কামনার দাস নাহি বন্ধ মোহ-ফাঁস
সদা চিত্তপ্রসন্নতা সেই লাভ করে ॥৬৪॥
উপজিলে প্রসন্নতা, অন্তরের মলিনতা
আধ্যাত্মিক যত দুঃখ সহ দূর হয়।
সদা সন্তুষ্ট সে রয়, নাহি বুদ্ধি বিপর্য্যয়
সে যে আত্মস্বরূপেই সদা স্থিত রয় ॥৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

অযুক্তস্য [অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির] বুদ্ধিঃ [আত্মবিষয়া বুদ্ধি] নাস্তি [নাই]; অযুক্তস্য ভাবনা চ ন [ঐরূপ ব্যক্তির আত্মচিন্তাও নাই] অভাবয়তঃ চ শান্তিঃ ন [আত্মভাবনাশূন্য ব্যক্তিরও শান্তি নাই]; অশান্তস্য [অশান্তচিত্তের] সুখং কুতঃ [সুখ কোথায়?] ॥৬৬॥

চঞ্চলমনা যে জন তার বুদ্ধি অনুক্ষণ
জ্ঞানের পশ্চাৎ হ'তে রহে অতি দূরে;
আত্মচিন্তা কোন মতে নাহি পারে প্রবেশিতে
হেন অসংযতচিত্ত নরের অন্তরে।
আত্মচিন্তা নাহি যার বল শান্তি কোথা তার
অস্থির হইয়া সদা করে হায় হায়।
চিত্ত অশান্ত যাহার সুখ আশা নাহি তার;
বৃথা চেষ্টা করি সুখ পাইবে কোথায়? ॥৬৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

হি [যেহেতু] চরতাং [নিয়ত ভ্রাম্যমান] ইন্দ্রিয়াণাং [ইন্দ্রিয়গণের] যং [যেটিকে] মনঃ অনুবিধীয়তে [মন অনুসরণ করে] তৎ [সেই ইন্দ্রিয়] বায়ুঃ অম্ভসি নাবম্ ইব [বায়ু তাড়িত জলে নৌকার ন্যায়] অস্য প্রজ্ঞাং হরতি [ইহার বিবেকবুদ্ধি হরণ করে] ॥৬৭॥

[হে] মহাবাহো! তস্মাৎ [সেইজন্য] যস্য ইন্দ্রিয়াণি [যাহার ইন্দ্রিয়গণ] ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ [বিষয়গুলি হইতে] সর্ব্বশঃ নিগৃহীতানি [সর্ব্বতোভাবে নিবৃত্ত হইয়াছে] তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা [তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥৬৮॥

রূপরসাদি বিষয়ে থাকে যবে লিপ্ত হ'য়ে
অবশীভূত ইন্দ্রিয়; সেই বিষয়ের
একটিরও প্রতি মন হয় ধাবিত যখন
ঘটায় বুদ্ধির নাশ দুর্ব্বল নরের।
নৌকা যেন ডুবে যায় বেগে বাতাসের ॥৬৭॥

হে অর্জ্জুন তাই বলি যাহার ইন্দ্রিয়গুলি
বিষয় ছাড়িয়া দেয় সকল প্রকারে,
কাম আদি রিপু যত হয় সব প্রতিহত,
দিবানিশি মন নাহি ছুটাছুটি করে;
প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার অন্তরে ॥৬৮॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

সর্ব্বভূতানাং (সাধারণ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন ব্যক্তিগণের) যা (যাহা) নিশা (রাত্রির ন্যায় প্রতিভাত আত্মনিষ্ঠা) তস্যাং (সেই রাত্রিরূপা আত্মনিষ্ঠায়) সংযমী (জিতেন্দ্রিয় যোগী পুরুষ) জাগর্ত্তি (জাগিয়া থাকেন); যস্যাং (যে বিষয়নিষ্ঠারূপদিবসে) ভূতানি (ঐরূপ সাধারণ অজ্ঞানিগণ জাগ্রতি (জাগিয়া থাকে) পশ্যতঃ মুনেঃ (জিতেন্দ্রিয় মুনির পক্ষে) সা (বিষয়নিষ্ঠা) নিশা (রাত্রির ন্যায়) ॥৬৯॥

[১] আত্মতত্ত্বাত্মিকা বুদ্ধি, [২] শব্দাদি বিষয় বুদ্ধি,
দীপ্তিময় দিবা, আর আঁধার রজনী
সহ তুলনা করিয়া দেখ পার্থ বিচারিয়া
কিবা করে এই ভবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী।
দেখ দেখ হে চাহিয়া, যে বুদ্ধি আত্মবিষয়া
দীপ্তিময় জ্ঞানময় দিবস ভাবিয়া,
তাহে তত্ত্বানুশীলনে রহে ব্যস্ত সর্ব্বক্ষণে,
সংযমী প্রসন্নচেতা বিভোর হইয়া।
কিন্তু, হেন দিবসেরে ঘোর নিশা মনে করে,
অসংখ্য বিষয়াসক্ত নর যেই জন।
যেহেতু অন্তরে তার জ্ঞানালোকের সঞ্চার
নাহি হয়, থাকে সদা আঁধারে মগন।
(পুনঃ) অজ্ঞানী মনুষ্য যারা দিবা সম ভাবে তারা
শব্দাদি বিষয়-বুদ্ধিতেই হয় যত্ত;
রূপাদি বিষয় ল'য়ে থাকে সদা ব্যস্ত হ'য়ে
সাধারণ জীব যথা দিবাভাগে ব্যস্ত।
কিন্তু জ্ঞানী হেন দিনে রজনী বলিয়া মানে
যেহেতু বিষয়বুদ্ধি অজ্ঞানে আবৃত।
থাকে ইহা হ'তে দূরে পাছে বা আচ্ছন্ন করে;
তাই তমঃ ভাবি তারে রহে সে জাগ্রত ॥৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥
বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (বারিধারা) আপূর্য্যমাণং (পরিপূর্ণ) অচলপ্রতিষ্ঠং (সমভাবেস্থিত গভীর) সমুদ্রং প্রবিশন্তি (সাগরে প্রবেশ করে), তদ্বৎ (সেইরূপ) সর্ব্বে কামাঃ (সকল বিষয়) যং (যে প্রশান্তাত্মা মহাত্মাতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করিয়া লীন হয়) সঃ (তিনি) শান্তিম্ আপ্নোতি (শান্তিলাভ করেন); কামকামী (বিষয়কামী পুরুষ) ন (শান্তি পাইতে পারে না) ॥৭০॥

যঃ [যে] পুমান্ [পুরুষ] সর্ব্বান্ কামান বিহায় [সকল কামনা ত্যাগ করিয়া] নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, নিস্পৃহঃ [হইয়া] চরতি [বিচরণ করেন] স শান্তিং অধিগচ্ছতি [তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন] ॥৭১॥

ক্ষুদ্র বারিধারা কত মিশিতেছে অবিরত
বৃহৎ গভীর স্থির সমুদ্রের সনে;
কিন্তু, তাহে নাহি হয়, বিক্ষোভ বা বৃদ্ধি ক্ষয়
ওইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারা আগমনে।
তেমনি কামনা শত জাগিলেও হয় হত
যে প্রশান্তচিত্ত তত্ত্বজ্ঞানীর অন্তরে,
তারই শান্তি লাভ হয়; বিষয়কামীর নয়
অধিকার শান্তিধামে, শুধু ছুটে মরে ॥৭০॥
মমত্ববর্জ্জিত যিনি, সর্ব্বদা নিরভিমানী,
অপ্রাপ্ত বস্তুতে স্পৃহা নাহিক যাঁহার,
অন্তরে কামনা নাই, স্থিরচিত্ত সর্ব্বদাই
শান্তি করতলগত হইবে তাঁহার ॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

পার্থ! এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ [এইরূপ অবস্থা, ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থান] [বলিয়া ব্যাখ্যাত]; এনাং প্রাপ্য [ইহাকে পাইয়া] [কেহ] ন বিমুহ্যতি [বিমুগ্ধ হয় না]; অন্তকালে অপি [মৃত্যুকালেও] অস্যাং স্থিত্বা [এই অবস্থায় থাকিয়া] ব্রহ্মনির্ব্বাণং ঋচ্ছতি [মানব ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করে] ॥৭২॥

এইরূপ অবস্থায়　　যতক্ষণ স্থিতি হয়,
　পার্থ! তারে ব্রহ্মনিষ্ঠা-অবস্থান বলে,
এই দশা প্রাপ্ত হলে,　　মোহ যায় দূরে চলে,
　পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি হয় অবহেলে।
জীবনের সাধনায়　　ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়,
　ব্রহ্মনির্ব্বাণও পায় সেই জ্ঞানবলে।

যদি সাধনা বিমুখ　　আজীবন বহির্ম্মুখ
　কোন জীব দৈবযোগে মরণের কালে
দারাসুত পরিবার,　　বিষয়ের কারাগার
　মিথ্যা বুঝি মায়াশূন্য ক্ষণতরে হয়,
বাসুদেবে সমর্পণ　　করে যদি প্রাণ মন,
　মরণান্তে সেও ব্রহ্ম লভিবে নিশ্চয় ॥৭২॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকা নাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরী নাম্নী কবিতানুভাষ্য সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ [কহিলেন]—[হে] জনার্দ্দন! চেৎ [যদি] কর্ম্মণঃ [নিষ্কাম কর্ম্ম অপেক্ষা] বুদ্ধিঃ [আত্মজ্ঞান] জ্যায়সী [শ্রেষ্ঠ] তে [তোমার] মতা [অভিমত হয়] তৎ [তবে] [হে] কেশব! কিং [কি জন্য] ঘোরে কর্ম্মণি [ভয়ঙ্কর হিংসাময় কার্য্যে] মাং নিযোজয়সি [আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছ?] ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কেশব! কর্ম্ম চেয়ে জ্ঞান যদি বড়,
কেন মোরে তবে কর্ম্মে নিয়োজিত কর? ॥১॥

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

ব্যামিশ্রেণ বাক্যেন ইব [মিশ্রিত বাক্যের দ্বারা] মে বুদ্ধিং মোহয়সি ইব [আমার বুদ্ধি যেন মুগ্ধ করিতেছ]। তৎ একং [জ্ঞান ও কর্ম্ম দুইএর মধ্যে একটি] নিশ্চিত্য বদ [অবধারণ করিয়া বল] যেন অহং শ্রেয়ঃ আপ্নুয়াম্ [যাহা দ্বারা আমি কল্যাণ লাভ করিতে পারি] ॥২॥

শ্রীভগবান্ [উবাচ] কহিলেন—হে অনঘ! [নিষ্পাপ] অস্মিন্ লোকে [এই সংসারে] দ্বিবিধা নিষ্ঠা [দুই প্রকার জ্ঞানকর্ম্মযোগরূপা স্থিতি বা আসক্তি] ময়া পুরা প্রোক্তা [ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে] জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং [আত্মজ্ঞান-যোগের দ্বারা জ্ঞানমার্গাবলম্বীদিগের] কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ [নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা কর্ম্মীদিগের ॥৩॥

জ্ঞান-কর্ম্ম গুণকথা শুনিয়া আমার
মুগ্ধ হইয়াছে বুদ্ধি, কহ যাহা সার,—
যে পথে চলিয়া প্রভো কৃপায় তোমার,
প্রভূত কল্যাণ লাভ হইবে আমার ॥২॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—নিষ্ঠা দু'প্রকার আমি বলেছি তোমারে,—
জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্ম্মনিষ্ঠা পৃথক প্রকারে;
কোন নিষ্ঠা, হীন কভু বলি নাই আমি।
অজ্ঞানীর জ্ঞান সদা কর্ম্ম-অনুগামী ॥৩॥

न কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

পুরুষঃ [নিষ্কামঃ সন্] [পুরুষ নিষ্কাম হইয়া] কর্ম্মণাম্ [নিষ্কামকর্ম্মের] অনারম্ভাৎ [অনুষ্ঠান না করিলে] নৈষ্কর্ম্ম্যং [সর্ব্বকর্ম্মশূন্য নিষ্ক্রিয় ভাব] ন অশ্নুতে [প্রাপ্ত হয় না]; সংন্যসনাৎ এব চ [এবং হঠাৎ সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেই] সিদ্ধিং ন সমধিগচ্ছতি [সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না] ॥৪॥

জাতু [কদাচিৎ] ক্ষণমপি [ক্ষণকালের জন্যও] কশ্চিৎ [কেহ] অকর্ম্মকৃৎ [কর্ম্মবিহীন হইয়া অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়া] ন হি তিষ্ঠতি [কোন প্রকারেই থাকিতে পারে না], হি [যেহেতু] প্রকৃতিজৈঃ [স্বভাবজাত] গুণৈঃ [ভিন্ন ভিন্ন গুণ কর্ত্তৃক] অবশঃ [সন্] [বাধ্য হইয়া] সর্ব্বঃ [সকলেই] কর্ম্ম কার্য্যতে [কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়] ॥৫॥

কর্ম্ম নাহি করে যেবা, নিষ্কামের ভাব
কোন মতে নাহি পারে করিতে সে লাভ।
যেমন কেবলমাত্র সংন্যাস গ্রহণ
করিয়া মোক্ষাধিকারী কেহ নাহি হন ॥৪॥

জন্মেছে যে ভবে কভু নাহি স্থির রবে;
কোনও না কোন কর্ম্ম করিতেই হবে।
পঞ্চভূতে পরিপুষ্ট সৃষ্ট তিন গুণে
যত জীব, করে কর্ম্ম সদাই ভুবনে ॥৫॥

কৰ্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্‌ ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥
যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন ।
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কৰ্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

যঃ (যে) কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (হস্তাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়সকল) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনের দ্বারা) ইন্দ্রিয়ার্থান্‌ (কর্ম্ম-জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির বিষয়সমূহ) স্মরন্‌ (স্মরণ করিয়া) আস্তে (বিচরণ করে) সঃ (সে) বিমূঢ়াত্মা (মূঢ়ান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানশূন্য) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারী) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হয়) ॥৬॥

(হে) অর্জ্জুন ! যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) মনসা নিয়ম্য (মনের দ্বারা সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা, কর্ম্মযোগম্‌ আরভতে (কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন) সঃ (তিনি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া কথিত হন) ॥৭॥

বাহিরে নিরুদ্ধ হস্তমুখাদির ক্রিয়া,
অসংখ্য বাসনা থাকে হৃদয় যুড়িয়া ;
হেন আচরণ যার, সংযমী সে নয়,
কপট ও মিথ্যাচারী সবে তারে কয় ॥৬॥

আর দেখ, এ সংসারে যেবা সাধুজন
মন সহ জ্ঞানেন্দ্রিয় করি আকর্ষণ,
রাখিয়া আপন বশে চক্ষু জিহ্বা আদি
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারে কৰ্ম্ম করে নিরবধি,
যথার্থ সংযমী তাহারেই বলা যায় !
সাধারণ হতে শ্রেষ্ঠ জানিবে তাহায় ॥৭॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥৮॥

ত্বং নিয়তং কর্ম্ম কুরু (তুমি সর্ব্বদা কর্ম্ম কর), হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম না করা অপেক্ষা; কর্ম্ম (কর্ম্ম করা) জ্যায়ঃ (শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণঃ (কর্ম্ম না করিলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রা অপি চ (শরীরধারণ ব্যাপারও) ন প্রসিধ্যেৎ (নিষ্পন্ন হইবে না) ॥৮॥

চিত্তশুদ্ধি বিনা জ্ঞাননিষ্ঠা নাহি হয়,
ধর্ম্মানুমোদিত কর্ম্ম তাহার উপায়।
জন্ম জন্মান্তর হতে কর্ম্মের সংস্কার
জড়িত অন্তরে সদা আছে সবাকার।
কর্ম্ম বিনা এক দণ্ড শরীর ব্যাপার
নাহি হয় সুসম্পন্ন, বিদিত সবার!
একেবারে কর্ম্মে ছাড়ি জ্ঞানের সাধনা,
যদি কেহ করে তাহে ঘটে বিড়ম্বনা।
কর্ম্মত্যাগ হতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠতর অতি,
জ্ঞানের মন্দিরে যেতে আছে যার রতি। ॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥৯॥
সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

যজ্ঞার্থাৎ (ভগবদারাধনার্থ) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম হইতে) অন্যত্র (অপর উদ্দেশ্যমূলক অন্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করায়) অয়ং লোকঃ (লোকসকল) কর্ম্মবন্ধনঃ (কৃতকর্ম্মের জন্য বন্ধন দশাগ্রস্ত হয়); (হে) কৌন্তেয়! (তুমি) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) তদর্থং (ভগবানের উদ্দেশ্যে) কর্ম্ম সমাচর (কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। ॥৯॥

পুরা (পূর্ব্বকালে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞের সহিত) প্রজাঃ (জীবসকল) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—"অনেন যজ্ঞেন (এই যজ্ঞ দ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম্ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও); এষঃ (এই যজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ অস্তু [ইষ্টসিদ্ধিপ্রদ হউক") ॥১০॥

শ্রুতি আর স্মৃতি অনুমোদিত যে কর্ম্ম
তাহাই কর্ত্তব্য তাহে চিত্তশুদ্ধি, ধর্ম্ম।
ইহা ভিন্ন অন্য কর্ম্মে সংসার বন্ধন।
নিষ্কাম হইয়া কর কর্ম্ম আচরণ ॥৯॥

প্রজাপতি ব্রহ্মা যবে সৃষ্টি করিলেন
যজ্ঞ সহ নরনারী; সবে কহিলেন
"এই যজ্ঞ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও সবে,
যত শুভ মনোবাঞ্ছা সব পূর্ণ হবে" ॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ ॥১২॥

অনেন [এই যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা] [তোমরা] দেবান্ ভাবয়ত [দেবতাগণকে সন্তুষ্ট কর]; তে দেবাঃ [সেই দেবতাগণ] বঃ [তোমাদিগকে] ভাবয়ন্তু [সংবর্দ্ধিত করুন]; [এই প্রকারে] পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ [পরস্পরের সংবর্দ্ধনায় বা প্রীতিবর্দ্ধনে] [তোমরা] পরং শ্রেয়ঃ [পরম মঙ্গল বা মুক্তি] অবাপ্স্যথ [লাভ করিবে] ॥১১॥

দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ [দেবতাগণ যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া] ইষ্টান্ ভোগান্ [অভিলষিত ভোগ্যবস্তুসকল] বঃ [তোমাদিগকে] দাস্যন্তে [দিবেন]; হি [অতএব] তৈঃ [সেই দেবতাগণ কর্ত্তৃক] দত্তান্ [প্রদত্ত ভোগ্যবস্তু] এভ্যঃ অপ্রদায় [তাহাদিগকে প্রদান না করিয়া] যঃ ভুঙ্ক্তে [যে ভোগ করে] সঃ [সে] স্তেন এব [অপহরণকারী নিশ্চয়] ॥১২॥

তুষ্ট কর দেবগণে যজ্ঞ আয়োজনে,
দেবগণও তুষিবেন সুখের বিধানে।
নরলোক দেবলোক পরস্পর তুষ্ট
হইলেই মর্ত্ত্যবাসী হইবেক পুষ্ট ॥১১॥

যজ্ঞেতে প্রসন্ন হন যত দেবগণ;
কল্যাণলাভের জন্য যজ্ঞ প্রয়োজন।
ভোগ্যবস্তু দেবতারে নাহি নিবেদিয়া
করে ভোগ চোর সম পাপী অভাগিয়া ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ [যজ্ঞাবশেষভোজী] [সাধুপুরুষগণ] সর্ব্বকিল্বিষৈঃ [সকল পাপ হইতে] মুচ্যন্তে [মুক্ত হন]। যে তু [কিন্তু যাহারা] আত্মকারণাৎ [কেবল নিজেরই জন্য] পচন্তি [ভোজনার্থ পাক করে] তে পাপাঃ [সেই দুরাচারগণ] অঘং ভুঞ্জতে [পাপই ভোজন করে] ॥১৩॥

সাধু যজ্ঞ-অবশেষ করেন ভোজন,
তাহে হয় তাঁহাদের পাপের খণ্ডন।
কেবলি নিজের জন্য যেবা পাক করে,
পাপ অন্ন খাইয়া সে পাপে ডুবে মরে।
অনিবার্য্য পঞ্চ পাপ অর্শে গৃহস্থের,
সংমার্জ্জনী, জাঁতা আদি, চুল্লী, কলসের,
সহযোগে কত ক্ষুদ্র জীবহিংসা হয়,
পঞ্চ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে সে পাপ না রয়।
শাস্ত্র উপদেশ দানে [১] ব্রহ্ম যজ্ঞ কয়
শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা [২] পিতৃযজ্ঞ হয়,
[৩] দৈবযজ্ঞ হোম, [৪] ভূতযজ্ঞ বলিদান।
অতিথিসৎকার যার [৫] নরযজ্ঞ নাম ॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥
এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

ভূতানি [প্রাণিগণ] অন্নাৎ ভবন্তি [অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়]; পর্জ্জন্যাৎ [মেঘ হইতে] অন্নসম্ভবঃ [অন্নের জন্ম হয়], যজ্ঞাৎ [যজ্ঞ হইতে] পর্জ্জন্যঃ ভবতি [মেঘ জন্মে]; যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ [যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়] ॥১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং [কর্ম্ম বেদ হইতে উৎপন্ন], ব্রহ্ম [বেদ] অক্ষরসমুদ্ভবং [পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন] [বলিয়া] বিদ্ধি [জানিও]। তস্মাৎ [অতএব] সর্ব্বগতং [সর্ব্বত্র অবস্থিত] ব্রহ্ম নিত্যং [সর্ব্বদা] যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ [প্রতিষ্ঠিত আছেন] ॥১৫॥

যঃ [যে] এবং [এই প্রকারে] প্রবর্ত্তিতং চক্রম্ [ঈশ্বর প্রবর্ত্তিত জগতের কর্ম্মচক্র] ইহ [এই সংসারে] ন অনুবর্ত্তয়তি [অনুগামী না হয়] [হে] পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ [সেই পাপাত্মা] ইন্দ্রিয়ারামঃ [ইন্দ্রিয়াসক্ত] [ব্যক্তি] মোঘং জীবতি [বৃথা জীবন ধারণ করে] ॥১৬॥

পরমাত্মা হৈতে কর্ম্মময় জ্ঞানময়
অপৌরুষেয় ও সত্য বেদের উদয়।
সেই বেদ হৈতে যত শুভকর্ম্ম-জন্ম,
ঋত্বিক্-যজমানাদি-অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ;
যাহা এই বিশ্বমাঝে যজ্ঞ নামে খ্যাত।
যজ্ঞাহুতি হৈতে হয় মেঘ উপজাত।

মেঘ হৈতে বৃষ্টি, অন্ন উৎপত্তি কারণ
যে অন্ন হইতে জীব-দেহের পোষণ,
শুক্র শোণিতরূপেতে দেহের ভিতরে
থাকিয়া অসংখ্য প্রাণী উৎপাদন করে।
এইরূপে নরনারী জন্মিয়া সংসারে
কর্ম্মগুণে, সৃষ্টি কার্য্যে সহায়তা করে।

জন্ম হ'তে জন্ম, বিধিচক্রের বিধান
যে অনুসরণ করে সে জন ধীমান্।
বিধিমতকর্ম্ম, যজ্ঞ অগ্নিহোত্র আদি
সংসার হইতে ক্রমে লোপ পায় যদি,
জীবকুল লভিবেই অপার দুর্গতি ;
তাই বলি সেইজন অতি পাপমতি
ছাড়ে যেবা চক্রপথ ত্যজে শুভকর্ম্ম ;
বৃথা এ জনম তার ; নাহি তার ধর্ম্ম ॥১৪।১৫।১৬॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

যঃ তু মানবঃ [কিন্তু, যে ব্যক্তি] আত্মরতিঃ এব [আত্মাতেই প্রীত] আত্মতৃপ্তঃ চ [আত্মাতেই পরিতৃপ্ত] আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ চ স্যাৎ [এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট হন], [অবশ্য] তস্য কার্য্যং [তাঁহার কর্ত্তব্য বলিয়া কিছু] ন বিদ্যতে [নাই]॥১৭॥

ইহ [এই জগতে] কৃতেন [কৃতকর্ম্মের দ্বারা] তস্য [তাঁহার] কশ্চিৎ [কোনও] অর্থঃ [পুণ্য] ন এব [নাই]; অকৃতেন চ [কর্ম্ম না করিলেও] কশ্চন [কোনও] প্রত্যবায়] ন [নাই]। সর্ব্বভূতেষু [দেবনরাদি সমস্ত প্রাণীর মধ্যে কাহারও দ্বারা] অস্য [ইহাঁর] কশ্চিৎ [কোন] অর্থব্যপাশ্রয়ঃ [কোনও প্রকার প্রয়োজনসিদ্ধির সম্বন্ধ] ন [নাই] ॥১৮॥

তবে কিনা যে মানব আত্মতত্ত্ব জ্ঞাত
হইয়া আত্মাতে তৃপ্ত রহেন সতত,
বিষয়েতে রতি নাই আত্মাতেই রতি,
জনসঙ্গে প্রীতি নাই আত্মাতেই প্রীতি,
চিত্তেতে বিক্ষেপ নাই, সন্তুষ্ট সদাই,
কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁর কোন কর্ম্ম নাই ॥১৭॥

একথাও জেনো হেন অবস্থা লভিতে,
কখন ও কর্ম্ম তাঁরে হয়েছে করিতে।
হেন আত্মজ্ঞান লাভ হইয়াছে যার
পুণ্য জন্য কর্ম্ম প্রয়োজন নাহি তার,
কোনও কর্ম্ম না করায় নহে পাপভাগী,
চাহে না আশ্রয় কারো মোক্ষলাভ লাগি ॥১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

তস্মাৎ [অতএব] অসক্তঃ [সন্] [অনাসক্ত হইয়া] সততং [সদা] কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর [বিহিত কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কর]; হি [যেহেতু] পুরুষঃ [লোক] অসক্তঃ [নিষ্কাম হইয়া] কর্ম্ম আচরন্ [বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে] পরম্ [পরমাত্মা বা মোক্ষ] আপ্নোতি [প্রাপ্ত হন] ॥১৯॥

জনকাদয়ঃ [জনকাদি রাজর্ষিগণ] কর্ম্মণা এব হি [কেবল সৎকর্ম্ম দ্বারাই] সংসিদ্ধিং [জ্ঞাননিষ্ঠা] আস্থিতাঃ [প্রাপ্ত হইয়াছিলেন]। লোকসংগ্রহম্ এব অপি [সংসারে লোকসকল স্ব স্ব ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে মুক্তির পথে অগ্রসর হয় তাহাতেই] সংপশ্যন্ [দৃষ্টি রাখিয়া] [কর্ম্ম] কর্ত্তুম্ অর্হসি [করিবার নিমিত্ত যোগ্য হও] ॥২০॥

তুমি কিন্তু নহ পার্থ এই জ্ঞানে জ্ঞানী,
নিজেই দেখিছ তুমি ক্রিয়াশীল প্রাণী।
যা কিছু কর্ত্তব্য আছে সম্মুখে তোমার,
তপ, যজ্ঞ, জপ, নিত্যনৈমিত্তিক আর,
নিষ্কাম হইয়া কর কর্ত্তব্যানু[illegible]ন।
ফলাসক্তি-শূন্য কর্ম্মী মো[illegible]দ পান ॥১৯॥

জনকাদিরাজগণ সংসারে থাকিয়া
হেলায় লভিল মোক্ষ আসক্তি নাশিয়া।
তুমিও তেমনি কর্ম্ম কর আচরণ,
লোকমধ্যে কর ধর্ম্মবুদ্ধি প্রবর্ত্তন।
বাহিরে করিবে কর্ম্ম লৌকিক ব্যাপারে
পরমাত্মা-সন্নিবিষ্ট রহিবে অন্তরে ॥২০॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥

শ্রেষ্ঠঃ জনঃ (বিশিষ্ট ব্যক্তি) যৎ যৎ আচরতি (যেমন যেমন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন) ইতরঃ (তাহাদিগের অপেক্ষা নিম্নস্তরের ব্যক্তিগণ) তৎ তৎ এব (সেই ক্রিয়াসমূহের) অনুকরণ ও অনুসরণ করে); সঃ (সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ প্রমাণং কুরুতে (শাস্ত্র-যুক্তি দ্বারা যাহা সপ্রমাণ বলিয়া স্থির করেন) লোকঃ (সাধারণ ব্যক্তিও) তৎ (তাহার) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে) ॥২১॥ হে পার্থ! ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোক মধ্যে) মম কিঞ্চন (আমার কিছুমাত্রও) কর্ত্তব্যং নাস্তি (কর্ত্তব্য বলিয়া করিবার কিছুই নাই), অনবাপ্তং (অপ্রাপ্ত) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্য) ন (কিছুই নাই); (তথাপি) অহং (আমি) কর্ম্মণি বর্ত্তে এব চ (কর্ম্মে সতত ব্যাপৃতই আছি) ॥২২॥

ভবে যারা শ্রেষ্ঠ ধনে, গুণে ও বিদ্যায়
সাধারণ নরনারী তারি পিছে ধায়।
বিধিমত, সৎ বলি তাহারা যা' করে,
অনুযায়ী অনুষ্ঠান অপরে আচরে।
আদর্শের ন্যায় যদি কর ব্যবহার,
তোমা হ'তে হবে ভবে কল্যাণ অপার ॥২১॥

ওহে পার্থ! ত্রিভুবনে কর্ত্তব্য বলিয়া
করিবার, পাইবার অথবা না পাওয়া
কিছুই নাহিক মোর বুঝিতেছ তুমি,
তবু দেখ জীবজন্য কর্ম্ম করি আমি।
কর্ম্মের আদর্শ যদি না থাকে এ ভবে,
জ্ঞান-তত্ত্বজ্ঞান-দ্বার রুদ্ধ হবে তবে ॥২২

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

[হে] পার্থ! যদি অহং জাতু [যদি আমি কখনও] অতন্দ্রিতঃ [সন্] কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং [সর্ব্বদা আলস্যবিহীন হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না থাকি] [তাহা হইলে] মনুষ্যাঃ [মানবগণ] মম বর্ত্ম হি [আমার—সেই কর্ম্মহীন—পথেরই] সর্ব্বশঃ অনুবর্ত্তন্তে [সর্ব্বপ্রকারে অনুসরণ করিবে] ॥২৩॥ চেৎ অহং [যদি আমি] কর্ম্ম ন কুর্য্যাং [কর্ম্ম না করি] [তাহা হইলে] ইমে লোকাঃ [এই লোকসমূহ] উৎসীদেয়ুঃ [উৎসন্ন হইয়া যাইবে]; [তাহার ফলে আমি] সঙ্করস্য [বর্ণসঙ্করের শুধু বর্ণসঙ্করের কেন ধর্ম্মাশ্রমসঙ্করেরও] কর্ত্তা স্যাম্ [কর্ত্তা অর্থাৎ হেতু হইব], চ [এবং] ইমাঃ প্রজাঃ [এই সৃষ্ট লোকসকল] উপহন্যাম্ [ধর্ম্মনাশের দ্বারা বিনষ্ট করিয়া ফেলিব] ॥২৪॥

নরদেহ ধরি আমি আসিয়া ধরায়
করিতেছি কত কর্ম্ম কহা নাহি যায়।
ক্ষণকাল তরে যদি অলসের মত
কর্ম্ম হ'তে দূরে থাকি হইয়া বিরত,
আদর্শ বলিয়া মোরে সম্মুখে ধরিবে;
নরনারী কর্ম্মহীন হইয়া পড়িবে ॥২৩॥

আমি যদি ছাড়ি কর্ম্ম লোপ হবে ধর্ম্ম,
তমোময় জীব না করিবে শুভ কর্ম্ম।
হেন লোক যত সব উৎসন্ন হইবে,
অসংখ্য সঙ্কর বর্ণাশ্রমে জনমিবে।
সৃষ্ট প্রজা নষ্ট আমি করিতে না চাই,
তাই যেন সদা কর্ম্ম করিয়া বেড়াই ॥২৪॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

[হে] ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ [কর্ম্মে আসক্ত] অবিদ্বাংসঃ [জ্ঞানহীনজনগণ] যথা কুর্ব্বন্তি [যেরূপ তৎপরতার সহিত তাহাদের নিজকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে], লোকসংগ্রহম্ চিকীর্ষুঃ [লোকরক্ষাকামী] বিদ্বান্ [বিবেকীপুরুষ] অসক্তঃ [সন্] [অনাসক্ত হইয়াও] তথা কুর্য্যাৎ [সেইরূপ আগ্রহের সহিতই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন] ॥২৫॥

কর্ম্মসঙ্গিনাং অজ্ঞানিনাং [কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানিগণের] বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ [বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না] [যাঁহারা] বিদ্বান্ [জনহিতকামী তত্ত্বজ্ঞানী] [তাঁহারা বরং] যুক্তঃ [সন্] [অনাসক্ত ও অবহিত হইয়া] সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ [সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া] যোজয়েৎ [তাহাদিগকে কর্ম্মমার্গে যুক্ত রাখিবেন] ॥২৬॥

জ্ঞানহীনজনগণ　　ফল আশে অনুক্ষণ
যেমন আগ্রহে কর্ম্ম করে এ সংসারে,
তত্ত্বজ্ঞানী অনাসক্ত　　জীবের কল্যাণে রত,
করে কর্ম্ম তেমনি আগ্রহ সহকারে ॥২৫॥
না বুঝে বিশ্বাস ভরে　　অজ্ঞানী যে কর্ম্ম করে,
তাহার বিশ্বাস-বুদ্ধি টলাইতে নাই;

যেবা যত বুদ্ধি ধরে　　তদধিক দিলে তারে
বুদ্ধিবিপর্য্যয় তার ঘটিবে সদাই।
যে হবে সুমতিমান্　　বিধিমত অনুষ্ঠান
আপনি করিয়া কর্ম্ম শিখাইবে জীবে;
ইহার অন্যথা হ'লে　　কর্ম্মই যাইবে চলে,
আসক্তি বা অনাসক্তি কোথায় রহিবে? ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

প্রকৃতেঃ [ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার] গুণৈঃ [গুণরাশি দ্বারা বা শক্তিপ্রসূত ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা] ক্রিয়মাণানি [সেব্যমান] কর্ম্মাণি [লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসমূহ] সর্ব্বশঃ [সর্ব্বতোভাবে] অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা [দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট অভিমানী ব্যক্তি] অহং কর্ত্তা ইতি মন্যতে [আমিই করিতেছি ইহা মনে করে] ॥২৭॥ মহাবাহো! গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ [কোন্ গুণে কোন্ ক্রিয়া হয় এই বিভাগের] তত্ত্ববিৎ [তত্ত্বজ্ঞ], গুণাঃ [গুণসমূহ] গুণেষু [গুণসমূহে] বর্ত্তন্তে [বিদ্যমান রহিয়াছে] ইতি মত্বা [এইরূপ বুঝিয়া] ন সজ্জতে [কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না] ॥২৮॥

জ্ঞানী ও অজ্ঞানী যত উভয়েই যদি
জীবন যাত্রায় কর্ম্ম করে নিরবধি,
উভয়ের মধ্যে তবে পার্থক্য কোথায়?
হ'তে পারে এই প্রশ্ন অন্তরে উদয়।
শুন, প্রকৃতির তিন গুণের বিকারে
দেহেন্দ্রিয়ের যত কর্ম্মও সংসারে
ভিন্ন ভিন্ন দেহাশ্রয়ে ভিন্ন ভাব ধরে,
অজ্ঞানী বিমুগ্ধ হ'য়ে অহঙ্কার ভরে
আত্মস্বরূপের কথা নাহি ভাবি মনে
আপনাকে সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা বলি মানে।
শুভাশুভ ফলে সুখ দুঃখ বোধ করে,
নিষ্কামের ভাব তার না জাগে অন্তরে।
কিন্তু জ্ঞানী যেবা, তার নাহি অহঙ্কার,
যেহেতু ত্রিগুণতত্ত্ব বিদিত তাহার।
গুণের ও করমের পার্থক্য বুঝিয়া
কর্ত্তৃত্বগরবে জ্ঞানী দেয় তাড়াইয়া ॥২৭।২৮॥

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

প্রকৃতেঃ গুণসংমূঢ়াঃ [প্রকৃতির গুণে বিমোহিত ব্যক্তিগণ] গুণকর্ম্মসু সজ্জন্তে [গুণ ও গুণজনিত কর্ম্মে আসক্ত হয়]; কৃৎস্নবিৎ [সকলগুণকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ] তান্ অকৃৎস্নবিদঃ মন্দান্ [সেই জ্ঞানহীন মন্দবুদ্ধিদিগকে] ন বিচালয়েৎ [বিচালিত করিবেন না] ॥২৯॥

নিজ প্রকৃতির গুণে আচ্ছন্ন হইয়া,
ভাল ভাবি "ভুল" কর্ম্ম কতই করিয়া,
সাময়িক আনন্দে ও অহঙ্কারে মত্ত
হ'য়ে থাকে লোক কর্ত্তৃত্বাভিমান-যুক্ত।
হেন জনে সত্যপথে লইতে হইলে
আঘাত না করি তার অহঙ্কার মূলে,
"একেবারে সব পণ্ড হইল" বলিয়া.
বিচালিত না করিবে আত্মবিৎ হৈয়া।
ধীরে ধীরে বুঝাইবে গুণ. অহঙ্কার,
কর্ম্মাকর্ম্ম, বুদ্ধি, জ্ঞান, তত্ত্বকথা সার ॥২৯॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি [সকল কর্ম্ম] ময়ি সংন্যস্ত [আমাতে সমর্পণ করিয়া] অধ্যাত্মচেতসা [আত্মতত্ত্ববিষয়ক বিবেকবুদ্ধি দ্বারা] নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ বিগতজ্বরঃ ভূত্বা [নিষ্কাম, মমতাবর্জ্জিত, বিগতশোক হইয়া] যুধ্যস্ব [যুদ্ধ কর] ॥৩০॥

কর্ত্তৃত্বের অভিমান যবে দূর হয়,
বিবেক বুদ্ধির তবে হইবে উদয়।
তখনি জানিবে জীব আমারি অধীন,
কর্ম্ম করিবারে বাধ্য, ফলে শক্তিহীন;
করিয়া সকাম কর্ম্ম তৃপ্তি কভু নাই
ফল সমর্পিতে মোরে বলিতেছি তাই।
বিবেক বুদ্ধির বলে হইয়া নিষ্কাম
মমতা, কামনা, লোভ দাও বলিদান।
কল্পিত পাপের লাগি দুঃখ পরিহরি
যুদ্ধ কর ধনঞ্জয়! এই ইচ্ছা করি ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

শ্রদ্ধাবন্তঃ [শ্রদ্ধাবান্] অনসূয়ন্তঃ [দোষদর্শনবিমুখ] যে মানবাঃ. মে ইদং মতং [আমার এই মত] অনুতিষ্ঠন্তি [অনুসরণ করে] তে অপি [তাহারাও] কর্ম্মভিঃ মুচ্যন্তে [কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়] ॥৩১॥

যে তু [আর যাহারা] মে এতৎ মতং [আমার এই মতকে] অভ্যসূয়ন্তঃ [নিন্দা করিয়া] ন অনুতিষ্ঠন্তি [অনুসরণ না করে] তান্ [তাহাদিগকে] অচেতসঃ [অবিবেকী] সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ [হিতাহিতজ্ঞানশূন্য] নষ্টান্ [পুরুষার্থভ্রষ্ট] বিদ্ধি [বলিয়া জানিবে] ॥৩২॥

অহঙ্কার বশে যার কর্ম্মের বন্ধন,
আমার এ বাণী তার মোচন কারণ।
হৈয়া অতি শ্রদ্ধাযুত, অসূয়া ত্যজিয়া,
আমার নির্দ্দিষ্ট পথে যাইবে চলিয়া।
ফলের কামনা মোরে করিলে অর্পণ,
শিথিল হইয়া যাবে কর্ম্মের বন্ধন ॥৩১॥
এই পথে দোষ দেখি যেবা নিন্দা করে,
মূঢ়, অবিবেকী, নষ্ট জানিবে তাহারে ॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানী ব্যক্তিও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (নিজ স্বভাবের) সদৃশং চেষ্টতে (অনুরূপ কার্য্য (অন্যায় বুঝিয়াও) করিয়া থাকেন); ভূতানি (প্রাণিগণ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতির বশীভূত হইয়া কার্য্য করে), নিগ্রহঃ (হঠাৎ বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিগ্রহ) কিং করিষ্যতি (কি করিবে?) ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্য ইন্দ্রিয়স্য (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই) অর্থে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিদ্বেষ) ব্যবস্থিতৌ (গুণানুসারে নির্দ্দিষ্ট আছে); তয়োঃ বশং ন আগচ্ছেৎ (সেই রাগদ্বেষের বশ্যতা প্রাপ্ত হইবে না), হি (যেহেতু) তৌ অস্য পরিপন্থিনৌ (তাহারা জীবের পরম শত্রু) ॥৩৪॥

স্বভাবে করায় কর্ম্ম সকলেই বলে,
তার গতি রোধ হয় সাধনার ফলে।
জ্ঞানীও বুঝিয়া মন্দ কোন এক কর্ম্মে
অনিচ্ছায় রত হয় স্বভাবের ধর্ম্মে।
আপন স্বভাবে আছে মন্দগুণ যত
ক্রমে ক্রমে তাহা হ'তে হইবে বিরত।

বিষয়ের দোষ নাহি করিলে বর্জ্জন
ইন্দ্রিয়নিগ্রহে শুধু কিবা প্রয়োজন?
বুদ্ধিযোগে বিবেক বিশুদ্ধ হবে যার
বস্তু ও অবস্তু বোধ হইবে তাহার।
ইষ্ট প্রতিকূল বস্তু ইন্দ্রিয়ে সংযোগ
হইলেও জ্ঞানেন্দ্রিয় করিবে না ভোগ ॥৩৩॥

স্বতন্ত্র বিষয় আছে প্রতি ইন্দ্রিয়ের,
চক্ষুর বিষয় রূপ, শব্দ যে কর্ণের,
নাসিকার গন্ধ, আর ত্বকের পরশ,
রসনায় আছে কত ভিন্ন ভিন্ন রস।

বিষয় সংযোগ হয় ইন্দ্রিয়ে যখন
প্রীতি ও বিদ্বেষ ভাব উপজে তখন।

স্বভাবের অনুকূল বিষয় সংযোগে
ক্ষণিক আনন্দ প্রীতি অন্তরেতে জাগে ;

স্বভাবের প্রতিকূল যদি সে বিষয়
হয়, তবে মনে হয় দ্বেষের উদয়।

অশ্লীল সঙ্গীতে কেহ সুখ ভোগ করে,
হরিনাম শুনে কেহ প্রাণে জলে মরে।

মুক্তির বিরোধী এই প্রীতি ও বিদ্বেষ
জীবস্বভাবেতে আছে জড়িত বিশেষ ;
অনুরাগ. বিদ্বেষের বশীভূত জন
মুক্তিপথে যাইবার অধিকারী নন ॥৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥
অর্জ্জুন উবাচ—অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

স্বনুষ্ঠিতাৎ (উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (অপরের বা ভিন্নাশ্রমভুক্ত ব্যক্তির ধর্ম্ম হইতে) বিগুণঃ (ত্রুটিযুক্ত) স্বধর্ম্মঃ (নিজধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ); স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ (নিজধর্ম্মে আস্থা রাখিয়া নিধনও কল্যাণজনক) পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ (বিপদসঙ্কুল) ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—বার্ষ্ণেয়! (হে শ্রীকৃষ্ণ!) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছাসত্ত্বেও) অয়ং পুরুষঃ (এই মানুষ) কেন প্রযুক্তঃ (কাহার প্রেরণায়) বলাৎ ইব নিয়োজিতঃ (সন্) (যেন বলপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়া) পাপং চরতি (পাপাচরণ করে?) ॥৩৬॥

যদি বুঝ পরধর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গসুন্দর
নিজের বুদ্ধিতে, নিজধর্ম্ম হীনতর;
তবু পরধর্ম্মে দেখো ভয়ানকরূপে,
মরণও মঙ্গল নিজ ধর্ম্মের স্বরূপে।
ধর্ম্ম-বৃত্তি যাহা আছে নিজের অন্তরে
তাহারি সাধনা পাপ অতিক্রম করে ॥৩৫॥

অর্জ্জুন কহিলেন—

বল প্রভু কোথা হ'তে এই উত্তেজনা,
আসিয়া ঘটায় জীবে শত বিড়ম্বনা।
কোন মন্দ কর্ম্মে যদি ইচ্ছা নাহি হয়,
তবু বল প্রকাশিয়া কে যেন করায় ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ [কহিলেন] রজোগুণসমুদ্ভবঃ [রজোগুণ হইতে উৎপন্ন] মহাশনঃ [সর্ব্বদা অতৃপ্ত] মহাপাপ্মা [অতি ভীষণ] এষঃ কামঃ [এই কামনা] [এবং তদনুসরণকারী] এষঃ ক্রোধঃ [এই বিদ্বেষ]। ইহ [মুক্তির পথে] এনং বৈরিণং বিদ্ধি [কামকে শত্রু বলিয়া জানিবে] ॥৩৭॥

যথা বহ্নিঃ ধূমেন আব্রিয়তে [যেমন অগ্নি ধূম দ্বারা আবৃত থাকে], যথা আদর্শঃ মলেন [যেমন দর্পণ ময়লা দ্বারা] [এবং] যথা গর্ভঃ উল্বেন [যেমন ভ্রূণ জরায়ু দ্বারা আবৃত থাকে] তথা তেন [সেইরূপ কাম কর্ত্তৃক] ইদং আবৃতম্ [আত্মজ্ঞান আবৃত থাকে] ॥৩৮॥

শ্রীভগবান্—রজোগুণ হৈতে হয় জন্ম কামনার,
ভোগে কখনও তৃপ্তি নাহিক যাহার।
কামনা পূরণ কালে হ'লে প্রতিহত
ক্রোধ উপজাত তাহে হয় স্বভাবতঃ।
জানিবে কামনা যত অনর্থের মূল,
জ্ঞানিজনগণে ইহা মোক্ষ-প্রতিকূল।
এই কামে শত্রুসম সতত জানিবে,
অন্তর হইতে ইহা নির্ম্মূল করিবে ॥৩৭॥
ধূমেতে যেমন বহ্নি, মলেতে দর্পণ,
জরায়ুতে আচ্ছাদিত ভ্রূণও যেমন,
সুখ-বিনাশী তেমনি শত শত কাম
আবৃত করিয়া রাখে আত্মতত্ত্বজ্ঞান ॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

কৌন্তেয় ! জ্ঞানিনঃ [জ্ঞানীর] নিত্যবৈরিণা [নিত্যশত্রু] এতেন কামরূপেণ দুষ্পুরেণ অনলেন চ [সেই কামরূপ দুঃখতাপ-প্রদ 'সমস্ত দ্রব্যাদি খাইয়াও ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না।' এমন অগ্নি দ্বারা] জ্ঞানং আবৃতম্ [জ্ঞান আবৃত হইয়া থাকে] ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি [শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ] মনঃ বুদ্ধিঃ [মন ও বুদ্ধি] অস্য অধিষ্ঠানং উচ্যতে [এই কামের আশ্রয় বলিয়া কথিত হয়]; এষঃ [এই কাম] এতৈঃ [ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা] জ্ঞানং আবৃত্য [জ্ঞানকে আবৃত করিয়া] দেহিনং বিমোহয়তি [দেহাভিমানী জীবকে মোহাভিভূত করে] ॥৪০॥

সর্ব্বভুক্ দাবানলসম রিপু কাম
ঘিরে ফেলে চারিদিকে জ্ঞানীর যে জ্ঞান ॥৩৯॥
মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় কামনিকেতন,
জ্ঞান মুগ্ধ ইহাদের আশ্রয়ে যখন ;
সুবুদ্ধি ভাসিয়া যায় ধীরে মোহাবেশে,
দেহ অজ্ঞানের স্থান হয় অবশেষে ॥৪০॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

ভরতর্ষভ! তস্মাৎ (অতএব) ত্বং আদৌ (তুমি প্রথমে) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া) জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনং (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ধ্বংসকারী) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি (পরিত্যাগ কর) ॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) (জড়, স্থূল দেহ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বলিয়া) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ [(পণ্ডিতগণ) বলেন] ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ পরং (ইন্দ্রিয়গণ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ), মনসঃ তু বুদ্ধিঃ পরা (মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ); যঃ তু (যিনি) বুদ্ধেঃ পরতঃ (বুদ্ধির উপরে) সঃ (তিনিই আত্মা) ॥৪২॥

অনর্থ ঘুচাতে যদি তব ইচ্ছা হয়,
বশীভূত কর আগে ইন্দ্রিয়নিচয়।
পাপরূপী কাম দূর কর তার পরে,
যে কামনা সদা সর্ব্ব জ্ঞান নাশ করে ॥৪১॥

দেহাদি হইতে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের গণ,
তাহা হইতে হয় শ্রেষ্ঠ প্রবর্ত্তক মন,
মন হ'তে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি যে চালায় মন,
বুদ্ধি হ'তে শ্রেষ্ঠ সেই আত্মা নিরঞ্জন ॥৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মহাবাহো! এবং (এই প্রকারে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধির শ্রেষ্ঠ আত্মাকে) বুদ্ধা (জানিয়া) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলে) আত্মানং (মনকে) সংস্তভ্য (স্থির করিয়া) কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি (কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে নাশ কর)॥৪৩॥

বুদ্ধিরও উপরে যিনি অব্যয় অক্ষর
নিত্য পরমাত্মা—তাঁরে জান বীরবর।
দৃঢ় বুদ্ধিবলে স্থির করি নিজ মন
নাশ কর কামশত্রু দুর্জ্জয় ভীষণ ॥৪৩॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন) অহং বিবস্বতে ইমং অব্যয়ং যোগং প্রোক্তবান্ (আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয়ফলপ্রদ যোগকথা বলিয়াছিলাম); বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুঃ ইক্ষ্বাকবে অব্রবীৎ (সূর্য্য পুত্র মনুকে বলিয়াছিলেন, মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন) ॥১॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

যাতে হরে মনোব্যথা সেই কর্ম্মযোগ কথা সূর্য্য বলিল মনুরে, মনু দিল ইক্ষ্বাকুরে,
সূর্য্যকে বলেছি আমি বহুদিন আগে। ক্ষয়হীন যোগাভ্যাসে অনুরাগ জাগে ॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥
স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইমং যোগং রাজর্ষয়ো বিদুঃ (এইরূপে পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত এই যোগ রাজর্ষিগণ বিদিত ছিলেন); ইহ সঃ যোগঃ মহতা কালেন নষ্টঃ (বর্ত্তমান লোকে সেই যোগ সুদীর্ঘ কালপ্রভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে) ॥২॥

(ত্বং) মে ভক্তঃ সখা চ অসি (তুমি আমার ভক্ত ও সখা দুইই) ইতি (তজ্জন্য) অয়ং সঃ পুরাতনঃ যোগঃ ময়া তে এব প্রোক্তঃ (এই সেই পুরাণ যোগকথা আমা কর্ত্তৃক তোমাকেই কথিত হইল); হি এতৎ উত্তমং রহস্যং (যেহেতু ইহা অতি গূঢ়তত্ত্ব) ॥৩॥

পরা শান্তিনিকেতন অমূল্য সে যোগধন,
অবগত ছিল কত রাজ-ঋষিগণ।
পরন্তপ ! সে সময় কালের গহ্বরে লয়
হইয়া সে যোগ নষ্ট হয়েছে এখন ॥

ওহে পার্থ অনুরক্ত, নহ শুধু মোর ভক্ত ;
সখাও তুমিহে মোর ভারত ভিতরে ;
তাই সেই পুরাতন অতি গুহ্য জ্ঞানধন,
আজি করিতেছি ব্যক্ত তোমার গোচরে ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ— অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্‌বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥
শ্রীভগবানুবাচ—বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—ভবতঃ জন্ম অপরং (তোমার জন্ম পরে), বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম পরং (বহুপূর্ব্বে); ত্বং আদৌ প্রোক্তবান্ এতৎ কথং বিজানীয়াম্ (তুমিই যে আগে বলিয়াছিলে ইহা কি করিয়া জানিব? অর্থাৎ ইহা ত ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না) ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—(হে) পরন্তপ, অর্জ্জুন! মে তব চ' বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (আমার এবং তোমারও বহু জন্ম গত হইয়াছে); অহং তানি বেদ (আমি সেই সকল (অতীত জন্মকথা) জানি); ত্বং ন বেত্থ (তুমি তাহা জান না)॥

শ্রীঅর্জ্জুন কহিলেন—কৃষ্ণ! একি কহ তুমি বুঝিতে নারি যে আমি
সূর্য্য জনমের পরে জন্মেছ যে তুমি।
যোগ কথা কি প্রকারে তুমি কহিলে সূর্য্যেরে?
বিস্মিত হতেছি প্রভো! বল দেখি শুনি ॥৪॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন—বহু জন্ম গত হ'ল আমার তোমার।
ভুলিয়াছ তুমি, কিন্তু বিদিত আমার ॥৫॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥৭॥

(অহং) অজঃ সন্ অপি (আমি জন্মরহিত হইয়াও) অব্যয়াত্মা ভূতানাং ঈশ্বরঃ অপি সন্ (অবিনশ্বরস্বভাব সর্ব্বকর্ম্ম-পারতন্ত্র্যরহিত সকল প্রাণিগণের প্রভু হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিং অধিষ্ঠায় (নিজ বৈষ্ণবী মায়া বশীভূত করিয়া) আত্মমায়য়া সম্ভবামি (স্বেচ্ছায় মায়াবলম্বনে অবতীর্ণ হই) ॥৬॥

হে ভারত ! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং ভবতি (যে যে সময়ে ধর্ম্মের লাঞ্ছনা (এবং) অধর্ম্মের প্রভাব উপস্থিত হয়) তদা অহং আত্মানং সৃজামি (তখনি আমি নিজের একটি দেহ সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥৭॥

মোর নাহি জন্ম, আদি নাহি ক্ষয়, মৃত্যু, ব্যাধি,
আমি সর্ব্বভূতপতি নিখিল বিশ্বের।
মোরই সৃষ্টি রক্ষা তরে, জন্মি লোক লোকান্তরে
প্রকৃতি ও মায়া সঙ্গ করিয়া নিজের ॥৬॥

হে ভারত ! শুন কথা, ধর্ম্ম যবে পায় ব্যথা,
সৃষ্ট বহু জীব হয় অধর্ম্মে পীড়িত ;
তখন থাকিতে নারি, মম ধাম পরিহরি,
যেখানেই ব্যথা তথা হই হে উদিত ॥৭॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥৮॥
জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

সাধূনাং পরিত্রাণায় দুষ্কৃতাং বিনাশায় ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (স্বধর্ম্মপরায়ণ সজ্জনগণের সংরক্ষণের জন্য, ধর্ম্মভ্রষ্ট পাপাচারিগণের বিনাশের জন্য এবং ধর্ম্মকর্ম্ম প্রবর্ত্তন পূর্ব্বক স্থাপন জন্য) (অহং) যুগে যুগে সম্ভবামি (আমি প্রতি যুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥৮॥

অর্জ্জুন! যঃ মে এবং জন্ম দিব্যং কর্ম্ম চ বেত্তি (যিনি আমার এইরূপ অপ্রাকৃত দেহধারণ এবং অলৌকিক কর্ম্মসকল, অর্থাৎ জীবহিতার্থে আগমনের তত্ত্ব জানেন) সঃ দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ জন্ম ন এতি মাং এব এতি (তিনি দেহত্যাগ করিয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না, (কিন্তু) আমাকেই প্রাপ্ত হন) ॥৯॥

সাধুর পরমানন্দ, দুষ্কৃতে বিনাশ দণ্ড
বিধান করিতে আমি যুগে যুগে আসি ;
যে ধর্ম্মনীতির বলে, সুখী জীব ভূমণ্ডলে,
সে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করি আপনা প্রকাশি ॥৮॥

হেন অলৌকিক জন্ম, মম অলৌকিক কর্ম্ম,
যে জানে ইহার তত্ত্ব, সে জানে আমারে ;
নাহি আসে ভবে আর, কহি সখা হে আমার,
আমারে সে পায় তার ভোগ-দেহান্তরে ॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ মন্ময়াঃ মাং উপাশ্রিতাঃ (বিষয়াসক্তি-ভয়-ক্রোধবিহীন, মদ্গতচিত্ত ব্যক্তি আমাকে আশ্রয় করিয়া) জ্ঞানতপসা পূতাঃ বহবঃ সুকৃতিশালিনঃ মদ্ভাবং আগতাঃ (জ্ঞান ও তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া আমার ভাব [রূপ বা মোক্ষ (শঙ্কর) অথবা আমার সাযুজ্য (শ্রীধর)] প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥১০॥

পার্থ! যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে (যাহারা যে ভাবে আমাকে ভজনা করে) অহং তান্ তথা এব ভজামি (আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই অর্থাৎ আকাঙ্ক্ষিত ফলপ্রদানদ্বারা অনুগ্রহ করিয়া থাকি)। মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে (মনুষ্যগণ সকল প্রকারে অর্থাৎ যে দিক দিয়াই হউক না কেন, আমারই ভজন-মার্গ অনুসরণ করে) ॥১১॥

কাম, অনুরাগ, ভয়, ক্রোধ করিয়াছে জয়,
আমাকে আশ্রয় করি, আমি-ময় যারা,
হেন তপস্বী ও জ্ঞানী, নিষ্পাপ, নিরভিমানী,
আমারি মধুর ভাব পাইয়াছে তারা ॥১০॥

স্বামী, পুত্র, পিতা, মাতা, গুরু বা বিশ্ববিধাতা,
যে ভাবে যে চাহে মোরে পায় সেই ভাবে ;
আমারে পাইবে ব'লে, পথ অনুমানি চ'লে,
বিপথে গেলেও শেষে আমাকেই পাবে ॥১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (সকল কর্ম্মের ফললাভ কামনাকারিগণ) ইহ মানুষে লোকে (এই নরলোকে) দেবতাঃ যজন্তে (ইন্দ্রাদি দেবতাগণের পূজা করে) হি কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি (যেহেতু কর্ম্ম জন্য ফললাভ শীঘ্রই হইয়া থাকে) ॥১২॥

ময়া গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং (আমাদ্বারা সৃষ্টির প্রারম্ভেই গুণ ও কর্ম্মসামর্থ্যের বিভাগ অনুসারে চারিবর্ণ সৃষ্ট হইয়াছে) তস্য কর্ত্তারম্ অপি (তাহার কর্ত্তা হইলেও) অব্যয়ং অকর্ত্তারং মাং বিদ্ধি (পরিবর্ত্তন বর্জ্জিত এবং আসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য কর্ত্তা হইয়াও ফলতঃ কর্ত্তা নয় এইরূপ বলিয়া আমাকে জানিবে) ॥১৩॥

কিন্তু বিশাল সংসারে　　ভিন্ন ভিন্ন দেবতারে
ভজে নরনারীগণ স্বার্থসিদ্ধি আশে,
পেয়ে আশু ফল তারা,　　হ'য়ে থাকে দিশাহারা ;
সে হৃদয়ে মম সূক্ষ্মতত্ত্ব না প্রকাশে ॥১২॥

ভিন্ন গুণ সমাবেশে,　　বিভিন্ন প্রকৃতিবশে
ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মে লিপ্ত হ'লে জনগণ,
চতুর্ব্বর্ণ হৈল সৃষ্ট,　　তবে নাশিতে অনিষ্ট ;
এই কার্য্যে লিপ্ত নহি, যদিও কারণ ॥১৩॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

কর্ম্মাণি মাং ন লিম্পন্তি (সৃষ্টিকার্য্যাদি অসংখ্য কর্ম্ম আমাকে তৎসহ আসক্ত বা জড়িত করিতে পারে না), কর্ম্মফলে মে স্পৃহা ন (আমার স্পৃহা নাই) ইতি যঃ মাং অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (এই ভাবে যিনি আমাকে জানেন তিনিও নিজ কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ হন না) ॥১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ মুমুক্ষুভিঃ অপি কর্ম্ম কৃতম্ (এইরূপ জানিয়া জনকাদি পূর্ব্বকালীন মোক্ষার্থীগণ কর্ত্তৃক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল); তস্মাৎ ত্বং (অতএব তুমি) পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং কর্ম্ম এব কুরু (প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে আচরিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান কর) ॥১৫॥

মোর কর্ম্মে প্রীতি নাই　　কর্ম্মফলে রতি নাই,
মোর এ স্বরূপকথা জানে যেই জন,
সেও যে যে কর্ম্ম করে,　　বদ্ধ নহে ক্ষণতরে ;
নিষ্কাম কর্ম্মের পথে করে বিচরণ ॥১৭॥

ফল কামনায় দুঃখ,　　নিষ্কাম কর্ম্মেই সুখ ;
কর্ম্মতত্ত্ব কথা জানি মুক্তিকামী জন
করিত কর্ম্মানুষ্ঠান ;　　তাই বলি মতিমান্
তুমিও সে কর্ম্মপথে কর বিচরণ ॥১৫॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥
কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ॥১৭॥

কিং কর্ম্ম কিং অকর্ম্ম ইতি অত্র কবয়ঃ অপি মোহিতাঃ (কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম কি অকর্ত্তব্য কর্ম্ম এই বিষয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণও মোহ প্রাপ্ত হইয়াছেন) (অতঃ) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (এই জন্য যাহা জানিয়া অশুভ হইতে উদ্ধার পাইবে) তৎ কর্ম্ম তে প্রবক্ষ্যামি (সেই কর্ম্ম তোমাকে বলিব) ॥১৬॥ হি কর্ম্মণঃ অপি বোদ্ধব্যং বিকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং (যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের জ্ঞাতব্য, নিষিদ্ধ কর্ম্মেরও জ্ঞাতব্য) অকর্ম্মণঃ চ বোদ্ধব্যং (নৈষ্কর্ম্ম্য বা তুষ্ণীভাবেরও জ্ঞাতব্য) (তত্ত্বং অস্তি) (তত্ত্ব আছে); কর্ম্মণঃ গতিঃ গহনা (এই সকল কর্ম্মাকর্ম্মের স্বরূপতত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়) ॥১৭॥

অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি যার, সেও মেনে যায় হার,
কর্ত্তব্য বা মন্দকর্ম্ম নিরূপিতে নারে।
যে কর্ম্ম জানিলে ভবে, অশুভ যা দূর হবে
তাই আজি বিবরিয়া বলিব তোমারে ॥১৬॥
মুমুক্ষু যাহারা ভবে অবশ্য বুঝিতে হবে
দুর্জ্ঞেয় করম-গতি স্থির বুদ্ধিযোগে,
যেহেতু কর্ম্মের পথে যেতে হ'বে প্রথমেতে
বিশেষ বিচার করি চলিবার আগে।

দেহেন্দ্রিয়ে যে ব্যাপার সাধারণ নাম তার
"কর্ম্ম", কিন্তু "কর্ম্ম" সদা শাস্ত্র-অনুগত, ;
শাস্ত্র যা নিষেধ করে বলে 'বিকর্ম্ম' তাহারে
বিকর্ম্মের অনুষ্ঠানে অকল্যাণ হত।
বাহিরেতে ক্রিয়াহীন অন্তরমাঝারে লীন
নৈষ্কর্ম্ম্য বা আত্মকর্ম্ম "অকর্ম্মের" নাম,
বাহিরের কর্ম্মপথে ক্রমে চলিতে চলিতে
"অকর্ম্মই" লয়ে যায় নিত্য-ব্রহ্মধাম ॥১৭॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥
যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

যঃ কর্ম্মণি অকর্ম্ম, অকর্ম্মণি চ যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ (যিনি সকল কর্ম্মে কর্ম্মাভাব এবং কর্ম্মাভাব বা কর্ম্মসংন্যাসের মধ্যে কর্ম্মবৎ দেখেন) সঃ মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ সঃ যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (তিনি মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগযুক্ত এবং সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠানকারীর ন্যায়) ॥১৮॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ (যাঁহার বৈদিক লৌকিক সকল কর্ম্ম কামসঙ্কল্পবর্জ্জিত কেবল প্রাণধারণাদির জন্য) বুধাঃ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং পণ্ডিতং আহুঃ (জ্ঞানিগণ জ্ঞানাগ্নিদ্বারা সকল কর্ম্ম দগ্ধ করিয়াছেন এহেন ব্যক্তিকে পণ্ডিত বলেন) ॥১৯॥

ব্রহ্মানন্দ একবার　　হইয়াছে লাভ যার
　　তার নানা কর্ম্মানন্দ অনুভব হয়,
তেমনি সংসারে শত　　অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যত,
　　যোগী আত্মকর্ম্ম মাঝে দেখিবারে পায়।
পক্ষান্তরে কর্ম্ম যত　　হইতেছে অবিরত,
　　বহিঃক্রিয়াশূন্য যোগী তাহার ভিতরে,

পরম আত্মার লীলা　　প্রকৃতির সনে খেলা,
　　আত্মক্রিয়া অনুভব করেন অন্তরে ॥১৮॥
সকাম-সঙ্কল্পশূন্য　　যে কর্ম্ম তাহাই ধন্য
　　হেন কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে যেই জন,
জ্ঞানের বহ্নিতে ধরি,　　কর্ম্মাকর্ম্ম দগ্ধ করি
　　খাঁটি কর্ম্মটুকু করে তত্ত্বজ্ঞ সে জন ॥১৯॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥
নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ (সন্) (তিনি কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সদা তুষ্ট, আসক্তি বা কর্ম্মে অবলম্বনহীন নিরভিমান হইয়া) কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি (কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকিয়াও (যেন) কিছুই করেন না) ॥২০॥

নিরাশীঃ যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (কামনাবিহীন সংযতচিত্ত যাবতীয়ভোগবিবর্জ্জিত ব্যক্তি) কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি (কেবলমাত্র শরীররক্ষার জন্য যৎসামান্য কর্ম্ম করিয়া বিহিত কর্ম্ম না করার জন্য পাপ প্রাপ্ত হন না) ॥২১॥

ফলে অনুরাগ নাই, তৃপ্তি, আনন্দ সদাই,
কর্ম্ম জন্য সে কাহারো অপেক্ষা না করে,
যদিও বা করে কর্ম্ম শিয়রে রাখিয়া ধর্ম্ম,
নাহি করে কোন কর্ম্ম বলা যেতে পারে ॥২০॥

নিয়মিত ও সংযত চিত্তবৃত্তি আত্মরত
নিষ্কাম ত্যাগী সে সর্ব্ব ভোগ উপচারে;
শরীর ধারণ তরে প্রয়োজন মাত্র করে
গ্রহণ, তাহাকে পাপ পরশিতে নারে ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥
গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ দ্বন্দ্বাতীতঃ বিমৎসরঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ সমঃ (অপরের ইচ্ছানুযায়ী প্রদত্ত বস্তু লাভেই তৃপ্ত, শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদির অতীত, শত্রুতাবুদ্ধিবর্জ্জিত, সফলতা নিষ্ফলতায় সমজ্ঞানসম্পন্ন) (ব্যক্তি) কৃত্বা অপি ন নিবধ্যতে (কর্ম্ম করিলেও বন্ধনযুক্ত হন না) ॥২২॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ (নিষ্কাম, কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ভাববর্জ্জিত, পরমজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত চিত্ত যাঁর তাঁহার) যজ্ঞায় আচরতঃ কর্ম্ম (যজ্ঞ সংরক্ষণের জন্য বা ঈশ্বরাধনার জন্য অনুষ্ঠানকারীর কর্ম্ম) সমগ্রং প্রবিলীয়তে (সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়) ॥২৩॥

কার্য্যসিদ্ধি, কার্য্যহানি উভয়েই তুল্য মানি
শত্রুহীন তর্কাতীত হৈয়া করে বাস।
হাসি মুখে লয় তাহা অযত্নেতে পায় যাহা
শরীর ধারণ লাগি, নাহি কর্ম্ম ফাঁস ॥২২॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম বন্ধ নাই, কামনার লেশ নাই,
ব্রহ্ম ও আত্মায় জ্ঞান অভেদ যাহার,

যত কর্ম্ম হেন জন করিয়াছে সমাপন
ফল সহ নাশ হইয়াছে সে সবার।
এই কিম্বা পূর্ব্ব জন্মে, অনুষ্ঠিত যে যে কর্ম্মে,
অনুযায়ী ফললাভ অবশ্য হইবে।
বিভোর ব্রহ্মাত্ম জ্ঞানে নহে বদ্ধ বাহ্যজ্ঞানে
সুখদুঃখফল তারে নাহি পরশিবে ॥২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্ ।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ॥২৪॥
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে ।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

অর্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্ম ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতং [হোমের অর্পণ পাত্র ব্রহ্মময়, হোমঘৃত ব্রহ্মময়, হোমের সময় যেন ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মময় হোতা কর্ত্তৃক হোম হইতেছে (এই প্রকার যিনি তন্ময় হইয়া দেখেন)] তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্ম এব গন্তব্যম্ (সেই ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি দ্বারা ব্রহ্মই প্রাপ্ত হন) ॥২৪॥ অপরে যোগিনঃ দৈবং এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (অন্য কর্ম্মযোগিগণ দেবতাগণের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন), অপরে (অন্য জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণরূপ যজ্ঞ দ্বারাই আত্মাকে আহুতি করেন) ॥২৫॥

ব্রহ্মভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে একাগ্রতা যার
অগ্নি, যজ্ঞপাত্র, ঘৃতে ব্রহ্মদৃষ্টি তার ;
কি করিবে কর্ম্ম আর যত কর্ম্মফল
গন্তব্য প্রাপ্তব্য যার ব্রহ্মই কেবল ॥২৪॥
দেবোদ্দেশে যজ্ঞ করে কর্ম্মযোগিগণ
জ্ঞানী ব্রহ্মযজ্ঞে করে আত্মসমর্পণ ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

অন্যে (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) শ্রোত্রাদীণি ইন্দ্রিয়াণি (কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণকে) সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি (সংযমাগ্নিতে আহুতি দেন); অন্যে (গৃহস্থ যোগপন্থীগণ) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি (শব্দাদি বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে আহুতি দেন) ॥২৬॥

ধ্যান, ধারণা ও সমাধি সংযমের মূল;
প্রত্যাহারী যোগিগণ, যজ্ঞ অনুকূল
জ্বালিয়া সংযম অগ্নি দেহের ভিতরে
ইন্দ্রিয় আহুতি দিয়া কার্য্যরোধ করে।
কোন যোগী ইন্দ্রিয়াগ্নি দেহেই জ্বালিয়া
শব্দাদি আহুতি দেন বিধি আচরিয়া।
সংযমে ইন্দ্রিয়কার্য্য রোধ হয়ে যায়,
স্পর্শাদি আহুতি দানে বাহ্যজ্ঞান যায়;
এতদুভয় যজ্ঞের উদ্দেশ্য চিত্তের
একাগ্রতা সাধি লাভ গন্তব্য পথের।
কেহ পায় পরমায়ু, কেহ সুরলোক,
কেহ বা সন্ধান পায় যাইতে গোলোক ॥২৬॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাঽপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

অপরে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জীব ও ব্রহ্ম অভেদ এই দর্শনে প্রজ্বলিত আত্মসংযমরূপ যোগাগ্নিতে) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি (শ্রবণদর্শনাদি ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও পূরক, রেচক, কুম্ভকাদি প্রাণকর্ম্ম সকল আহুতি প্রদান করেন) ॥ ২৭ ॥

(কেহ কেহ) দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দানাদি যজ্ঞপরায়ণ) (কেহ কেহ) তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপোযজ্ঞপরায়ণ) (কেহ কেহ) যোগযজ্ঞাঃ (যোগপরায়ণ) তথা অপরে সংশিতব্রতাঃ যতয়ঃ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (আর কেহ কেহ দৃঢ়ব্রত যত্নবান্ বেদাভ্যাস ও জ্ঞানযজ্ঞপরায়ণ হইয়া থাকেন) ॥ ২৮ ॥

যোগী-জ্ঞানী ব্রহ্ম আত্মা অভেদ জানিয়া
আত্ম-সংযমের অগ্নি তাহাতে জ্বালিয়া,
শ্বাস-প্রশ্বাসাদি যত আছে প্রাণক্রিয়া,
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সহ দেন সমর্পিয়া।
এই যজ্ঞে মন, প্রাণ, শ্বাস বায়ু সহ
আহুতি প্রদানে তৃপ্তি জাগে অহরহ ॥২৭

দানে বস্তুযজ্ঞ, হয় উপকার শত ;
তপো-যজ্ঞে কেহ কষ্ট সহ্য করে কত ;
যোগ হয় চিত্ত-বৃত্তি নিরোধের নাম
অষ্ট অঙ্গ প্রত্যাহার ধ্যান, প্রাণায়াম,
যম, নিয়ম, ধারণা, আসন, সমাধি,
ইহা সহ যোগী যোগ করে নিরবধি ॥
স্বাধ্যায়যজ্ঞের নাম বেদাভ্যাসে রতি,
জ্ঞানযজ্ঞ নিশ্চয় বেদার্থে যার স্থিতি ॥২৮

* এই সকল বিষয় উপযুক্ত গুরু অথবা ক্রিয়াসিদ্ধ সংন্যাসী বা তৎসদৃশ পণ্ডিতের নিকট জ্ঞাতব্য। এই সকল যোগপথে প্রয়োজন।

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাঽপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯ ॥

তথা অপরে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (সন্তঃ) (আবার কেহ কেহ প্রাণায়ামপরায়ণ হইয়া) অপানে প্রাণং জুহ্বতি, তথা প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণে অপানং জুহ্বতি (প্রাণ-বায়ুতে অপান-বায়ু নিক্ষেপ করিয়া পূরক, প্রাণ অপানের প্রতিরোধ করিয়া কুম্ভক ও অপান-বায়ুতে প্রাণ-বায়ু নিক্ষেপ করিয়া রেচক করেন)। ২৯ ॥

হৃদয় হইতে ঊর্দ্ধে বহে প্রাণবায়ু
যতক্ষণ থাকে দেহে ততক্ষণ আয়ু।
হৃদয়ের অধোদেশে বহে যে অপান
সর্ব্বদা তাহার সহ যোগ আছে প্রাণ।
অপান বায়ুতে প্রাণ পূরক করিয়া
কোন যোগী করে হোম বিভোর হইয়া;
প্রাণেতে অপান বায়ু রেচন করিয়া
যজ্ঞ করে যোগী নিয়মাধীন হইয়া॥
প্রাণায়াম-পরায়ণ যত যোগিজন
প্রাণাপানগতিরোধে কুম্ভকস্থ হন॥ ২৯ ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ ॥

অপরে নিয়তাহারাঃ (সন্তঃ) প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি (কেহ কেহ বা আহার সংযম করিয়া প্রাণাদি পঞ্চবায়ুতে প্রাণবৃত্তি দ্বারা হোম করেন) এতে সর্ব্বে অপি যজ্ঞবিদঃ (এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (সন্তঃ) সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি (যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞশেষরূপ অমৃতভোজী হইয়া নিত্য-স্বরূপ ব্রহ্ম লাভ করেন)। কুরুসত্তম! অযজ্ঞস্য অয়ং লোকঃ ন অস্তি কুতঃ অন্যঃ (যজ্ঞহীন ব্যক্তির মনুষ্যলোকই নাই অন্য লোক কোথায়?) ॥ ৩০।৩১ ॥

উদর গহ্বর মাঝে আছে যত স্থান,
করিয়া আহারে পূর্ণ অর্দ্ধ পরিমাণ;
তদর্দ্ধ করিলে পূর্ণ পান করি জল,
অবশিষ্ট স্থানে হবে বায়ু চলাচল।
এই রূপে মিতাহারে কত যোগিজন,
করিতেছে ভবে প্রাণায়ামের সাধন ॥ ৩০ ॥
যজ্ঞ-অবশেষভোজী ব্রহ্মধামে যায়।
যজ্ঞহীনে গতি নাই, স্বর্গ ত কোথায়? ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

ব্রাহ্মণঃ মুখে এবং বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (বেদের মুখে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে) (ত্বং) তান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি এবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (সেই সকল যজ্ঞকে কায়িক বাচিক ও মানসিক কর্ম্মজনিত বলিয়া জানিবে এবং এইরূপ জানিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে) ॥ ৩২ ॥

পরন্তপ ! দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ (দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ) (যেহেতু) পার্থ ! সর্ব্বং অখিলং কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (সমস্ত ফলযুক্ত কর্ম্ম নিঃশেষরূপে জ্ঞানেই পর্য্যবসিত) ॥ ৩৩ ॥

বেদমুখে শুনি বহু যজ্ঞের বারতা ;
জ্ঞান জন্মে যাহে হয় কর্ম্মসার্থকতা,
তার পর ক্রমে টুটে কর্ম্মের বন্ধন,
সাধক তাহার পরে পায় মুক্তিধন ॥ ৩২ ॥
পার্থ ! জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দ্রব্য-যজ্ঞ হ'তে,
যত কিছু কর্ম্ম সবই সমাপ্ত জ্ঞানেতে ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

(ত্বং) প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া (চ) তৎ (জ্ঞানং) বিদ্ধি [প্রণাম দ্বারা, সন্দেহ নিরাকরণ জন্য প্রশ্ন দ্বারা এবং সেবা (গুরুশুশ্রূষা দ্বারা) সেই জ্ঞান লাভ কর] তত্ত্বদর্শিনঃ জ্ঞানিনঃ তে জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন) ॥ ৩৪ ॥

এ হেন জ্ঞানের তৃষ্ণা জাগিবে যখন
অন্তরে তোমার, তুমি যাইবে তখন,
উপযুক্ত ক্রিয়াসিদ্ধ জ্ঞানীর দুয়ারে,
গুরু বলি ভক্তিভরে প্রণমিবে তাঁরে।
করিবে তাঁহার সেবা চরণ বন্দন,
কর তাঁর সনে সদা জ্ঞানানুশীলন।
বুঝাও তাঁহারে তব ব্যাকুল অন্তর,
দম্ভ প্রকাশের জন্য নহে আড়ম্বর।
বুঝিবেন যবে সত্য জ্ঞানের পিপাসা,
অবশ্যই জ্ঞান দানে পুরাবেন আশা ॥ ৩৪ ॥

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥ ৩৫ ॥
অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

পাণ্ডব! যৎ জ্ঞাত্বা পুনঃ এবং মোহং ন যাস্যসি [যাহা জানিয়া (জানার পর) পুনরায় এইপ্রকার (তোমার ন্যায়) মোহ প্রাপ্ত হইবে না]; যেন (ত্বং) ভূতানি আত্মনি অথো ময়ি অশেষেণ দ্রক্ষ্যসি (যে জ্ঞান দ্বারা অতঃপর তুমি সর্ব্ব প্রাণিগণকে নিজের আত্মাতে ও আমাতে অভেদভাবে দেখিবে) ॥ ৩৫ ॥

সর্ব্বেভ্যঃ পাপিভ্যঃ অপি চেৎ (ত্বং) পাপকৃত্তমঃ অসি (সকল পাপিগণ হইতেও যদি তুমি অত্যন্ত পাপাচারী হও) (তথাপি) জ্ঞানপ্লবেনৈব সর্ব্বং বৃজিনং সংতরিষ্যসি [জ্ঞান-রূপ ভেলা দ্বারা সকল পাপ (সমুদ্র) অতিক্রম করিবে] ॥ ৩৬ ॥

হে পাণ্ডব! সেই জ্ঞানে মোহ দূরে যায়
আত্ম-পর ভেদ বুদ্ধি স্থান নাহি পায়;
অবিদ্যাসম্ভূত-জড় আদি যত জীবে
পরমাত্মার স্বরূপ আমাতে হেরিবে ॥ ৩৫ ॥
অতি বড় পাপী যদি হও এ ধরায়,
পাপ-সাগর তরিবে জ্ঞানের ভেলায় ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥ ৩৮॥

অর্জ্জুন! যথা সমিদ্ধঃ অগ্নিঃ এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে (যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি বহু কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে) তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে (তেমনি জ্ঞানরূপ অগ্নি যাবতীয় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে)॥ ৩৭॥

হি ইহ জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং ন বিদ্যতে [যেহেতু সংসারে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র (আর কিছুই) নাই] কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (সন্) আত্মনি স্বয়ং তৎ বিন্দতি (কালক্রমে কর্ম্মযোগসিদ্ধ হইলে জ্ঞান আপনাতে স্বয়ংই আত্মজ্ঞান রূপে উদিত হয়)॥ ৩৮॥

জ্বলন্ত আগুনে কাঠ পুড়ে ছাই হয়,
সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্ম নাহি রয়।
যখনি বিশিষ্টজ্ঞানে তন্ময় হইবে,
পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ বল কে ভুঞ্জিবে?
যদিও প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করা
সাধারণ প্রাণিরাজ্যে নিয়মের ধারা,
তথাপি যে হয় সুখ দুঃখের অতীত
প্রারব্ধ হইবে তার নিকটে কুণ্ঠিত।
নিয়ম অধীনে কার্য্য বাহিরেতে হবে
তজ্জনিত সুখ দুঃখ অন্তরে না রবে॥ ৩৭॥

পাপের নিবৃত্তি করে নাশিয়া অজ্ঞান,
নাহি হেন কোন বস্তু বিনা সেই জ্ঞান।
তীর্থ-পর্য্যটন, তপ, দান, শুদ্ধিকর
হইলেও, জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।
এই আত্মজ্ঞান লাভ সহজে না হয়,
নিষ্কাম কর্ম্মের যোগসিদ্ধিতে উদয়॥ ৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥
অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

শ্রদ্ধাবান্ তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানং লভতে (গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে অনুরাগী, আস্তিক্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং তাহাতে নিষ্ঠাবান্, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়); জ্ঞানং লব্ধ্বা অচিরেণ পরাং শান্তিং অধিগচ্ছতি (জ্ঞান লাভ করিয়া অনতিকাল-মধ্যে পরা শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ বা মুক্তি প্রাপ্ত হন) ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞঃ (আত্মজ্ঞানহীন) অশ্রদ্দধানঃ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি (শ্রদ্ধাহীন ও সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি নষ্ট হয় অর্থাৎ পরমার্থ লাভে বঞ্চিত হয়); সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি ন পরঃ ন সুখং (সংশয়যুক্ত ব্যক্তির না আছে ইহকাল, না আছে পরকাল, না আছে সুখ) ॥ ৪০ ॥

গুরু-বেদ-বাক্যে যাঁর আছে শ্রদ্ধা, ভক্তি,
ইষ্ট-নিষ্ঠা; ইন্দ্রিয় সংযমে আছে শক্তি;
জ্ঞান লাভে অধিকারী হৈয়া হেন জন,
অন্তিমে পরম পদ প্রাপ্ত তিনি হন ॥ ৩৯ ॥
শাস্ত্র-গুরু বাক্যে শ্রদ্ধা নাহিক যাহার,
নাহি যার রতি আত্মজ্ঞান লভিবার,
সতত সন্দেহপূর্ণ যাহার হৃদয়,
মুক্তিদ্বার রুদ্ধ তার, আত্মনাশ হয়।
সংশয়েতে পূর্ণ হলে অশুদ্ধ অন্তর,
সে জন অশান্তি ভোগ করে নিরন্তর
অবিশ্বাসী পথভ্রষ্ট থাকে সে সদাই।
ইহ-পরকালে তার কোন সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥
তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

ধনঞ্জয়! যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং (যিনি জ্ঞানযোগসাহায্যে সকল কর্ম্মাকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, জ্ঞান দ্বারা যাঁহার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে) (তং) আত্মবন্তং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি (সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভ্রান্তিবিরহিত ব্যক্তিকে কর্ম্মপাশ বদ্ধ করিতে পারে না) ॥ ৪১ ॥

ভারত! তস্মাৎ (ত্বং) আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং এনং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা (সেই জন্য বলি তুমি অজ্ঞানজাত অন্তরের সকল সংশয় জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া) যোগং আতিষ্ঠ উত্তিষ্ঠ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে আশ্রয় কর, গাত্রোত্থান কর) ॥ ৪২ ॥

জ্ঞানযোগে সদা কর্ম্ম ঈশ্বরে অর্পিত,
তত্ত্বজ্ঞানে সদা যিনি সংশয়রহিত,
জ্ঞানে ভ্রান্তি-বিরহিত, অপ্রমত্ত যিনি,
পার্থ! কর্ম্মপাশে বদ্ধ কভু নন তিনি ॥ ৪১ ॥

কর্ম্মযোগলব্ধ জ্ঞান-অসি করে ধর,
যা কিছু সংশয় আছে খণ্ড খণ্ড কর।
হে ভারত! সেবা কর নিষ্কাম কর্ম্মের,
উঠ, অনুষ্ঠান কর নিজ কর্ত্তব্যের ॥ ৪২ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরী নাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

গীতা ও গীতাসহচরী।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্॥ ১॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—কৃষ্ণ! কর্ম্মণাং সংন্যাসং (কর্ম্মের ত্যাগ) পুনঃ যোগং চ শংসসি (পুনরায় কর্ম্মযোগও বলিতেছ); এতয়োঃ (এই দুইয়ের মধ্যে) যৎ মে শ্রেয়ঃ (যাহা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক) তৎ একং সুনিশ্চিতং ব্রূহি (এমন একটি কথা নিশ্চয় করিয়া বল)॥ ১॥

অর্জ্জুন কহিলেন—কর্ম্ম সংন্যাসের কথা বিবিধ প্রকারে
বুঝাইয়া, পুনঃ শেষে কহিলে আমারে
কর্ম্মযোগ কথা, যাহা শুনিয়া আমার
হইল অন্তর মাঝে সন্দেহ অপার।
নিশ্চিত আমার তরে শ্রেয়ঃ যাহা হয়
এ দু'য়ের মধ্যে, তাহা কহ দয়াময়॥ ১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—সংন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ (কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ দুইই) নিঃশ্রেয়সকরৌ (মুক্তির হেতু); তয়োঃ তু (ইহার মধ্যে) কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

যঃ (যে কর্ম্মযোগী) ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি (কিছুতেই দ্বেষ করেন না ও কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না) সঃ নিত্যসংন্যাসী জ্ঞেয়ঃ (তিনি কর্ম্মী হইলেও নিত্যসংন্যাসী বলিয়া জানিবে, মহাবাহো! নির্দ্বন্দ্বঃ হি (সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিত কর্ম্মী অবশ্যই) সুখং (অনায়াসে) বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে [সংসার বন্ধন হইতে (ইহজীবনেই) মুক্তি লাভ করেন] ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—কর্ম্ম অনুষ্ঠান, ত্যাগ দুইই মোক্ষদ্বার।
সাধারণে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ মধ্যেতে দোঁহার ॥ ২ ॥
না করিলে কর্ম্ম, কর্ম্মত্যাগই বা কেমনে
হইবে সম্ভবপর ভেবে দেখ মনে।
নিগূঢ় কর্ম্মের তত্ত্ব বুঝা বড় ভার;
ত্যাগীরও আশ্রয়ে কর্ম্ম ঘটে অনিবার
নাহিক আকাঙ্ক্ষা তীব্র, নাহি রাগ দ্বেষ,
হেন কর্ম্মযোগী নিত্যসংন্যাসী বিশেষ;
সুখ দুঃখ আদি দ্বন্দ্বরহিত সে জন,
অনায়াসে ছিন্ন করে সংসার বন্ধন ॥ ৩ ॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪ ॥
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে ।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

বালাঃ (মূর্খ ব্যক্তিগণই) সাংখ্যযোগৌ (জ্ঞান ও কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্র, বিরুদ্ধভাবযুক্ত) প্রবদন্তি (বলে), পণ্ডিতাঃ ন (কিন্তু, পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না)। একম্ অপি (দুইয়ের যে কোন একটি) সম্যক্ আস্থিতঃ (বিধিমত অনুষ্ঠান করিলে) উভয়োঃ ফলং বিন্দতে (উভয়েরই ফল লাভ হয়) ॥ ৪ ॥

সাংখ্যৈঃ (জ্ঞানী সংন্যাসী কর্ত্তৃক) যৎ স্থানং প্রাপ্যতে (যে পরমস্থান লব্ধ হয়) যোগৈঃ অপি (নিষ্কাম কর্ম্মযোগী কর্ত্তৃকও) তৎ গম্যতে (সেই স্থান লব্ধ হয়)। যঃ সাংখ্যং চ যোগং চ (যিনি সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই) একং পশ্যতি (একরূপ দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই দিব্যজ্ঞাননেত্রে প্রকৃত দর্শন করেন) ॥ ৫ ॥

শাস্ত্র অর্থে অজ্ঞ যারা, জ্ঞান কর্ম্মে ভেদ তারা
দেখাইয়া ভিন্ন ফল করে যে কীর্ত্তন।
শাস্ত্রবিধি অনুসারে যদি অনুষ্ঠান করে
জ্ঞান, কর্ম্ম উভয়েই দেয় মোক্ষ ধন ॥ ৪ ॥

আত্মজ্ঞ যে মোক্ষস্থান সতত পাইতে চান,
কর্ম্মযোগীও সেথানে অবাধে যাইবে।
তারে কহি চক্ষুষ্মান্ জ্ঞান-কর্ম্মে তুল্য জ্ঞান
করি সদা দুই পথ এক যে হেরিবে ॥ ৫ ॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ ॥
যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

মহাবাহো! অযোগতঃ [(প্রথমে) কর্ম্মযোগ ব্যতীত] সংন্যাসঃ তু (একেবারেই কর্ম্মত্যাগ কেবল) দুঃখং আপ্তুং (দুঃখ পাইবার জন্য) ; যোগযুক্তঃ মুনিঃ (যে যোগারূঢ় মুনি পূর্ব্বে কর্ম্মযোগযুক্ত) ন চিরেণ (সেই অবিলম্বে) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (আত্মজ্ঞান বা অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করেন) ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তঃ (যিনি প্রকৃত কর্ম্মযোগী) (তিনি) বিশুদ্ধাত্মা (নির্ম্মলান্তঃকরণ) বিজিতাত্মা (স্ববশীকৃত দেহ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয় বিজয়ী) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা (সর্ব্বভূতে আত্মভাবদর্শনসম্পন্ন) কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে (কর্ম্ম করিয়াও কিছুতেই লিপ্ত হন না) ॥ ৭ ॥

কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মত্যাগের কল্পনা
অসঙ্গত চেষ্টাতেও ঘটে বিড়ম্বনা।
করি বিধিমত কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে তার
ত্যজলে ফলের তৃষ্ণা, হবে লঘু ভার ;
তার পর নাহি রবে কর্ম্মের কামনা,
ব্রহ্ম লাভে যার নাম সংন্যাস সাধনা ॥ ৬ ॥

যদিও কর্ম্মই হয় বন্ধনের হেতু,
সুবুদ্ধি সহিত কর্ম্ম মোক্ষলাভ-সেতু।
যিনি হন ভবে কর্ম্ম-যোগ পরায়ণ।
স্ববশেতে দেহ যাঁর, নিরমল মন,
জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বজীবে সম দরশন,
তিনি কর্ম্ম করিলেও লিপ্ত তাহে নন ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ উন্মিষন্ নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

যুক্তঃ (যোগযুক্তঃ) তত্ত্ববিৎ (পরমার্থদর্শী) পশ্যন্ (দর্শন) শৃন্বন্ (শ্রবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ) জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ) অশ্নন্ (ভোজন) গচ্ছন্ (গমন) স্বপন্ (শয়ন) শ্বসন্ (নিশ্বাস গ্রহণ) প্রলপন্ (বাক্যোচ্চারণ) বিসৃজন্ (মলাদি ত্যাগ) গৃহ্নন্ (গ্রহণ) উন্মিষন্ নিমিষন্ (উন্মেষ নিমেষ অর্থাৎ বিনা চেষ্টায় চক্ষের পলকের উত্থান ও পতন) (ইত্যাদি সকল ক্রিয়া) অপি (করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের নিজ নিজ বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত হইতেছে) ইতি ধারয়ন্ (নিশ্চয় করিয়া) কিঞ্চিৎ এব ন করোমি (আমি নিজের জন্য কিছুই করিতেছি না) ইতি মন্যেত (ইহাই মনে করেন) ॥ ৮।৯ ॥

প্রথমে সুকর্ম্ম যোগ করিয়া সাধন
ক্রমে যিনি বিজ্ঞতম, তত্ত্বজ্ঞানী হন,
চক্ষুর দর্শন, তাঁর কর্ণের শ্রবণ,
ত্বকের পরশ, জিহ্বা-আস্বাদ গ্রহণ,
নাসিকার ঘ্রাণ, আর পদের ভ্রমণ,
পায়ু উপস্থের ত্যাগ, হস্তের গ্রহণ,
বুদ্ধির সুষুপ্তি, বাগিন্দ্রিয়ের বচন,
নাগ কূর্ম্মাদি বায়ুর নিমিষোন্মেষণ,
এ সকল কার্য্যে নাহি অভিমান, রতি,
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যেন করায় প্রকৃতি।
"আমি করিতেছি সব" একথা তাঁহার
অন্তরেতে স্থান নাহি পায় একবার ॥ ৮। ৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

যঃ ব্রহ্মণি (যিনি ঈশ্বরে) আধায় (আত্মসমর্পণ করিয়া) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফল কামনা ত্যাগ করিয়া) কর্ম্মাণি করোতি (সকল কর্ম্ম করেন) সঃ (তিনি) অম্ভসা পদ্মপত্রং ইব (জল দ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় অর্থাৎ পদ্মপত্রস্থিত জলবৎ) পাপেন ন লিপ্যতে (পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না) ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা (শরীর, মন ও বুদ্ধি দ্বারা) কেবলৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (মমত্ববর্জ্জিত অভিনিবেশশূন্য ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) সঙ্গং ত্যক্ত্বা (ফল কামনা ত্যাগ করিয়া) আত্মশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণ শুদ্ধির জন্য) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি (কর্ম্মানুষ্ঠান করেন) ॥ ১১ ॥

আত্ম সমর্পণ করি পরম ঈশ্বরে
ফলের কামনা ত্যাগ করি কর্ম্ম করে
যেই সাধু ; তাঁহার ও করমে তাঁহার
পদ্মপত্র জল সম অমিশ্র ব্যাপার।
যা কিছু পাপের হেতু, ফলের বাসনা
ত্যাগ জন্য নাহি কোন পাপ সম্ভাবনা ॥ ১০ ॥

মমত্ব বর্জ্জিত হ'য়ে কর্ম্মযোগিগণ
যুক্ত করি' ইন্দ্রিয় ও দেহ, বুদ্ধি মন,
ফল কামনারে ত্যাগ করি কর্ম্ম করে,
* সত্ত্বশুদ্ধি হয় তাহে জীবের অন্তরে,
সত্ত্বশুদ্ধি চিত্তশুদ্ধি একই এই স্থলে
ঘটে অন্তঃকরণেই ফলত্যাগ হ'লে ॥ ১১॥

---

*সত্ত্বশুদ্ধি—আলস্য, উদ্বেগ, মোহাদিবিহীন চিত্তের শুদ্ধ অবস্থা বা ভাব, যাহা হইতে সত্ত্বগুণ সঞ্জাত হইয়া নিত্যানিত্য বস্তুর জ্ঞান হয়।

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

যুক্তঃ (কর্ম্মযোগপরায়ণ ব্যক্তি) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা (কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং শান্তিং (ইন্দ্রিয়দমন, চিত্তশুদ্ধি লাভের পর জ্ঞাননিষ্ঠাজনিত মোক্ষের দ্বার-স্বরূপ স্থির শান্ত ভাব) আপ্নোতি (লাভ করেন); অযুক্তঃ (কামনাপরায়ণ ব্যক্তি) কামকারেণ (কামনা বশতঃ) ফলে সক্তঃ (সন্) (ফললাভে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (সংসার-বন্ধন দশা প্রাপ্ত হয়) ॥ ১২ ॥

বশী (জিতচিত্তেন্দ্রিয়) দেহী (পুরুষ) মনসা সর্ব্বকর্ম্মাণি সংন্যস্য (মন দ্বারা সকল কর্ম্মই ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে পুরে (নবদ্বারযুক্ত দেহে) ন এব কুর্ব্বন্ (কিছুই না করিয়া) ন (এবং) কারয়ন্ (অন্য দ্বারাও কিছু না করাইয়া) সুখং আস্তে (সুখে বাস করে) ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বরেরি জন্য কর্ম্ম, ফলে তৃষ্ণা নাই,
এই ভাবে যত কর্ম্ম করেন সদাই
যিনি কর্ম্মফলত্যাগী যোগপরায়ণ;
স্থিরাত্মানুভবরূপা শান্তি প্রাপ্ত হন।
কিন্তু, যেবা কর্ম্ম করে ফল কামনায়,
কার সাধ্য, তার ভব-বন্ধন ঘুচায় ॥ ১২ ॥

ইন্দ্রিয় সুখের জন্য সদা ছুটে মন,
জিতেন্দ্রিয় করে এতদুভয় দমন।
এই নবদ্বার যুক্ত দেহ ঘর খানি
মধ্যে মন ক্রিয়াহীন রহে ত তখনি,
যখনই সে জিতেন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় সকল
নিরোধ করিয়া রহে নিঃস্পৃহ কেবল।

সুবুদ্ধি সংযোগে সুবিবেকের স্ফুরণ
হইলে সকল পথে যাইবে না মন।
মনে না উদয় হবে ফলের কামনা
কর্ম্মপথে হইবেক সংন্যাস সাধনা।
জ্ঞানীর ইন্দ্রিয় রোধ হইবে তখন,
কর্ম্মযুক্ত যোগী রবে আনন্দে মগন ॥ ১৩ ॥

নবদ্বার—২ চক্ষু, ২ কর্ণ, ২ নাসাগহ্বর, মুখ, পায়ু, উপস্থ।

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥১৫॥

প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য কর্ত্তৃত্বং (লোকের কর্ত্তাব ভাব) ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না) কর্ম্মাণি ন সৃজতি (কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন না) কর্ম্মফলসংযোগং (চ) ন সৃজতি (কর্ম্মফলসম্বন্ধও সৃষ্টি করেন না) স্বভাবঃ তু প্রবর্ত্ততে (অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি মায়াতে এই সকল ঘটে) ॥১৪॥

বিভুঃ (ঈশ্বর) কস্যচিৎ পাপং ন আদত্তে (কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না), ন চ এব সুকৃতং আদত্তে (কাহারও পুণ্যও গ্রহণ করেন না); অজ্ঞানেন জ্ঞানং আবৃতং (অজ্ঞানদ্বারা জ্ঞান আবৃত থাকে), তেন জন্তবঃ মুহ্যন্তি (সেইজন্য জীবগণ মুগ্ধ হইয়া থাকে) ॥১৫॥

দেহ-ইন্দ্রিয়াদিপ্রভু আত্মা শিরোমণি
ক্রীয়াহীন, দেহ মাঝে আনন্দের খনি ;
কর্ত্তৃত্বের সনে, কর্ম্মে কিংবা কর্ম্মফলে
সম্বন্ধ স্থাপন না করেন কোন কালে।
অবিদ্যালক্ষণযুতা প্রকৃতি যে মায়া
তারি গুণে কার্য্য করে মন, বুদ্ধি, কায়া ॥১৪॥

ঈশ্বরস্বরূপ যিনি জীবদেহ-প্রভু
জীবকৃত কার্য্যে তিনি লিপ্ত নহে কভু।
অজ্ঞানে আবৃত জ্ঞান, জীব মুগ্ধ তায়
কর্ম্মের বিপাকে প'ড়ে নানা দুঃখ পায়।
পুণ্য পাপের সম্বন্ধ নাহি যে তাঁহাতে
মাত্র জীব-বিশ্বজন্ম তাঁহারি মায়াতে ॥১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬॥
তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥

আত্মনঃ জ্ঞানেন (তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা) যেষাং তৎ অজ্ঞানং (যাঁহাদিগের সেই অজ্ঞান) নাশিতং (বিনষ্ট হইয়াছে) আদিত্যবৎ (সূর্য্যের ন্যায়) তেষাং তৎ জ্ঞানং পরং (তাহাদিগের সেই জ্ঞেয়বস্তু পরমার্থতত্ত্ব বা ঈশ্বরের স্বরূপ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে) ॥১৬॥

তদ্বুদ্ধয়ঃ (সেই পরমাত্মাতে যাঁহাদের বুদ্ধি স্থির) তদাত্মানঃ (তিনিই যাঁহাদের (যেন) অভিন্ন আত্মস্বরূপ) তন্নিষ্ঠাঃ (তাঁহাতেই পূর্ণ অভিনিবেশযুক্ত) তৎপরায়ণাঃ (তাঁহাতেই ভক্তিসম্পন্ন) জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ (জ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের পাপ নিবৃত্ত হইয়াছে) (তাঁহারা) অপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি (ভবে পুনরাগমননিবারক ঈশ্বরসান্নিধ্য বা মোক্ষলাভ করেন) ॥১৭॥

শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন অভ্যাস
করিলে অন্তরে হয় জ্ঞানের বিকাশ!
সূর্য্যসম ক্রমে যবে জ্ঞানের উদয়
হয় জীবের অন্তরে, অবিদ্যা, সংশয়,
কাম, আদি অজ্ঞানের সহচরজাত
তিরোহিত হৈয়া আত্মা হয় প্রতিভাত ॥১৬॥

পরম-আত্মাতে যাঁর বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত
সর্ব্বকর্ম্ম হয় যাঁর ব্রহ্মে সমর্পিত,
ব্রহ্ম উপলব্ধি আত্মস্বরূপেতে যাঁর,
ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যাশ্রয় নাহিক যাঁহার,
পুণ্যপাপস্পর্শশূন্য সেই মহাজন
মুক্ত; নাহি হয় ভবে পুনরাগমন ॥১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥
ইহৈব তৈর্জ্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্‌ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

পণ্ডিতাঃ [জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণ] বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে [বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণে] গবি, হস্তিনি, শুনি, শ্বপাকে চ [গরুতে, হস্তিতে, কুকুরে ও চণ্ডালে] সমদর্শিনঃ] সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন জন্য [পৃথকজ্ঞানবর্জ্জিত তুল্যদৃষ্টিসম্পন্ন] [হইয়া থাকেন] ॥১৮॥

যেষাং মনঃ সাম্যে স্থিতং [যাঁহাদের মন সমত্বে স্থিত] ইহ এব [এই সংসারে, এই জন্মেই] তৈঃ [তাঁহাদিগের দ্বারা] সর্গঃ জিতঃ [সংসার অর্থাৎ সংসার বন্ধন পরাভূত হয়]; হি [যেহেতু] ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষং চ [ব্রহ্মসম ভাবসম্পন্ন ও দোষশূন্য]; তস্মাৎ তে ব্রহ্মণি এব স্থিতাঃ [অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থান করেন] ॥১৯॥

চণ্ডাল, কুক্কুর কিংবা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ
গো, হস্তিতে, আত্মজ্ঞের সম দরশন ॥১৮॥
সদা সমভাবাপন্ন বিকার রহিত-
ভাব প্রাপ্ত হন ব্রহ্মজ্ঞানসমন্বিত।

ব্রহ্মযোগে চিত্তবৃত্তি নাশি যেই জন
সর্ব্বত্র সমদর্শনে স্থির করে মন,
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া সেই মহাজন
এ জন্মেই হয় মুক্তসংসারবন্ধন ॥১৯॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্‌বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥
বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

ব্রহ্মণি স্থিতঃ [ব্রহ্মে অবস্থিত] স্থির বুদ্ধিঃ অসংমূঢ়ঃ ব্রহ্মবিৎ [স্থিরজ্ঞানসম্পন্ন, মোহবিমুক্ত, আত্মদর্শী] প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ [কোন প্রিয়বস্তু পাইয়া হর্ষে অধীর হন না] অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ [অপ্রিয় বস্তু পাইয়াও ব্যাকুল হন না]॥২০॥

বাহ্যস্পর্শেষু [বাহ্যশব্দাদিতে] অসক্তাত্মা [আসক্তিশূন্য ব্যক্তি] আত্মনি [অন্তরে] যৎ সুখং বিন্দতি [যে সুখ অনুভব করেন], সঃ ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা [সেই ব্রহ্মে সমাধিযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট ব্যক্তি] অক্ষয়ং সুখম্ অশ্নুতে [অক্ষয় সুখ লাভ করেন] ॥২১॥

প্রিয় বা অপ্রিয়বস্তু লোকে বলে যারে,
সুখী দুঃখী নাহি হয় পাইলে তাহারে,
হইয়াছে ব্রহ্মজ্ঞান বদ্ধমূল যাঁর
বুদ্ধি স্থির মোহ দূর হইয়াছে তাঁর ॥২০॥
দ্বৈত দর্শনেতে থাকে দোষ গুণ জ্ঞান,
দোষগ্রহবৃত্তি হয় ক্রমে তিরোধান।
তার পর দ্বৈত হ'তে অদ্বৈত দর্শন;
তখন পণ্ডিতে তাঁরে ব্রহ্মজ্ঞানী কন।
শব্দাদি বিষয়ে বাহ্য সুখে নাহি রতি,
আত্মা, পরমাত্মা যোগে অন্তরে বসতি
যাঁর, সুখ তার প্রাণে অনন্ত অপার,
আনন্দ ভিতরে, নাহি বাহিরে প্রচার ॥২১॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩॥
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥

কৌন্তেয়! যে ভোগাঃ [যে সকল সুখ] সংস্পর্শজা [ইন্দ্রিয়বিষয়জাত] তে দুঃখযোনয়ঃ এব [সে সকল দুঃখের হেতু] আদ্যন্তবন্তঃ [আদি ও অন্তযুক্ত]; তেষু বুধঃ ন রমতে [তাহাতে জ্ঞানবান্ আনন্দলাভ করেন না] ॥২২॥

যঃ [যিনি] শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ [দেহনাশের পূর্ব্বে] ইহ এব [এই জীবনেই] কামক্রোধোদ্ভবং বেগম্ [কাম-ক্রোধ-জাত উত্তেজনা] সোঢ়ুং শক্নোতি [সহ্য করিতে সমর্থ হন] সঃ যুক্তঃ সঃ সুখী নরঃ [তিনিই যোগী আনন্দময় পুরুষ] ॥২৩॥

যঃ [যিনি] অন্তঃসুখঃ [অন্তরে আত্মাতেই সুখী], অন্তরারামঃ [আত্মারাম], তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ [এবং যিনি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন] স এব যোগী [সেই যোগীই] ব্রহ্মভূতঃ [ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া] ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ অধিগচ্ছতি [মোক্ষ প্রাপ্ত হন] ॥২৪॥

বাসনার অনুকুল অসংখ্য বিষয়
যখনি ইন্দ্রিয়সহ সংমিলিত হয়,
অবশ্যই হয় তাহে সুখের উদয়,
ক্ষণকাল জন্য কিন্তু জানিবে নিশ্চয়।
দুঃখ আসে হেন সুখভোগের পশ্চাতে
তাই সুধীজন মুগ্ধ না হয় তাহাতে ॥২২॥

ভবে আসি মরণের পূর্ব্বে যেই জন
কামক্রোধজাত উত্তেজনা সংবরণ
করিতে সমর্থ হন, তিনিই ত যোগী,
শক্তিমান্ তিনিই যথার্থ সুখভোগী ॥২৩॥

ইন্দ্রিয় বিষয় সুখে যেবা নহে রত
অন্তরের সুখে মগ্ন আত্মা-ক্রীড়া রত,
জ্যোতির্ম্ময় অন্তর্দ্দৃষ্টি এ দেহে যাঁহার
ব্রহ্মসম হৈয়া হয় মোক্ষলাভ তাঁর ॥২৪॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

ক্ষীণকল্মষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ (যাঁহাদের পাপ ক্ষয় হইয়া সন্দেহ দূর হইয়াছে এমন) যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সকল জীবের কল্যাণে রত) ঋষয়ঃ ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে (ঋষিগণ মোক্ষলাভ করেন) ॥২৫॥

কামক্রোধবিযুক্তানাং (কাম ক্রোধ হইতে মুক্ত, কাম ক্রোধের অতীত) যতচেতসাং (সংযতচিত্ত) বিদিতাত্মনাং (আত্মতত্ত্বজ্ঞ) যতীনাং (সংন্যাসীদিগের) অভিতঃ (জীবনে ও মরণের পর উভয় অবস্থাতেই) ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে (মোক্ষলাভ হইয়া থাকে) ॥২৬॥

আর লাভ করে মোক্ষ সেই মহাজন,
জীবের কল্যাণে যিনি রত অনুক্ষণ,
জ্ঞানে হইয়াছে যাঁর নিবৃত্ত সংশয়,
সুকর্ম্মানুষ্ঠানে হইয়াছে পাপক্ষয় ॥২৫॥

জীবনে মরণে মুক্তি লভে সেই যতি
আত্মতত্ত্ব হইয়াছে যাঁর অবগতি;
আর হইয়াছে চিত্তবৃত্তির সংযম,
কাম ক্রোধ যারে নষ্ট করিতে অক্ষম ॥২৬॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরেভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্ম্মুনির্ম্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

বাহ্যান্ স্পর্শান্ [বাহিরের বিষয়সমূহ] বহিঃ কৃত্বা [দূর করিয়া] চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [এবং চক্ষুকে উভয় ভ্রুর মধ্যেই [স্থাপন করিয়া] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ [নাসাভ্যন্তরে নিয়ত ভ্রমণকারী প্রাণ ও অপান বায়ু] :সমৌ কৃত্বা [স্থির করিয়া] যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ [ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি যিনি সংযত করিয়াছেন] বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ [বাসনা, ভয় ও ক্রোধ বিরহিত] মোক্ষপরায়ণঃ [মোক্ষই যাঁর একমাত্র লক্ষ্য এমন] যঃ মুনিঃ [যে সংন্যাসী] সঃ সদা মুক্ত [তিনি সর্ব্বদাই মুক্ত] ॥২৭.২৮॥

শব্দ, রূপ আদি বাহ্য বিষয় সকল
অন্তর হইতে দূর করি, ভ্রূযুগল
মধ্যে স্থির করি একদৃষ্টি অচঞ্চল,
প্রাণাপান বায়ুরোধে হইয়া সফল

ইন্দ্রিয় ও মন, বুদ্ধি সংযত করিয়া,
ভয়, ক্রোধ, বাসনার অতীত হইয়া
রহিতে সমর্থ হেন মোক্ষপরায়ণ
যে সংন্যাসী, তবে তিনি মুক্ত অনুক্ষণ ॥২৭।২৮॥

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্ ।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

(মুনিগণ) যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং (যজ্ঞ ও তপস্যার ভোগকর্ত্তা) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সকল লোকের একমাত্র পরিপালক) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং (সকল জীবের বন্ধু) (বলিয়া) মাং জ্ঞাত্বা (আমাকে জানিয়া) শান্তিং ঋচ্ছতি (মুক্তিলাভ করেন) ॥২৯॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

যজ্ঞ তপ-ভোক্তা, আর সর্ব্বজীববন্ধু,
সর্ব্বলোক নিয়ামক, বিভু কৃপাসিন্ধু
বলিয়া জানেন মোরে এই ভবে যাঁরা
মুক্তি রূপ শান্তি লাভ করিবেন তাঁরা ॥২৯॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পঞ্চম অধ্যায়ের গীতাসহচরী নাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ [কহিলেন]—যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ কার্য্যং কর্ম্ম করোতি [যিনি কর্ম্মের ফল আশ্রয় না করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন] সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ [তিনি সংন্যাসী ও যোগী উভয়ই] [যদ্যপি] ন নিরগ্নিঃ ন চ অক্রিয়ঃ [যদিও তিনি অগ্নিসম্পর্কযুক্ত শ্রৌতকর্ম্মত্যাগী বা স্মার্ত্তকর্ম্মত্যাগী নাও হন] ॥১॥

বেদ উপদেশ মত অগ্নিসাধ্যক্রিয়া,
পরিত্যাগ করি কেহ থাকেন বসিয়া,
অথবা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করি
ঘুরিয়া বেড়ান সংন্যাসীর বেশ ধরি
যোগী বা সংন্যাসী কভু নাহি বলা যায়
বাহিরের আচরণ দেখিয়া তাঁহায়।
প্রকৃত সংন্যাসী যিনি হইবেন ভবে,
কর্ম্ম ও কামনা ত্যাগ করিতেই হবে।
বিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে যদি কেহ,
ফলসঙ্গ ত্যাগ করি হইয়া নিস্পৃহ,
সংন্যাসী বা যোগী তারে বলা যেতে পারে
বেদ-স্মৃতি-উক্ত কর্ম্ম নাও যদি ছাড়ে ॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

হে পাণ্ডব! [শ্রুতয়ঃ] যং সংন্যাসং ইতি প্রাহু [বেদ যাহাকে সংন্যাস বলেন] তং যোগং বিদ্ধি [তাহাই যোগ বলিয়া জানিবে] অসংন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন যোগী ন ভবতি [যেহেতু ফলবিষয়ক সঙ্কল্প ত্যাগ না করিলে যোগী কেহ হয় না] ॥২॥

যোগং আরুরুক্ষোঃ মুনেঃ কর্ম্ম কারণং [জ্ঞানযোগারূঢ় হইতে ইচ্ছুক মুনির কর্ম্মই সাধন হেতু] যোগারূঢ়স্য তস্য শমঃ এব কারণং উচ্যতে [যোগারূঢ় হইলে তখন তাঁহার কর্ম্মত্যাগই কর্ম্ম সংন্যাসের কারণ কথিত হয়] ॥৩॥

যোগমূলে আছে কর্ম্মফলের কামনা-
রহিত হইয়া শুদ্ধ কর্ম্মের সাধনা।
শ্রুতি কন সর্ব্ব অভিলাষ ত্যাগ করি
ভিক্ষা করে যেবা নাম সংন্যাসী তাহারি।
কর্ম্মীও যদ্যপি ফলসঙ্গ ত্যাগ করে,
সংন্যাসী বলিলে তারে দোষ নাহি ধরে।
অন্তরের ফলতৃষ্ণা না হলে বর্জ্জন,
কখনই যোগী ও সংন্যাসী কেহ নন ॥২॥

ধ্যানযোগ অবস্থায় ইচ্ছা আরোহণে
আছে যার, কর্ম্ম তার সহায় সাধনে।
যবে তার শুদ্ধচিত্তে বৈরাগ্য আসিবে,
ধীরে ধীরে কর্ম্মভার লঘুই হইবে।
ধ্যানসহ জ্ঞান যোগ হইবে যখন
যোগারূঢ় সব কর্ম্ম ছাড়িবে তখন।
জ্ঞানের মন্দিরে কর্ম্ম প্রথম সোপান,
কর্ম্ম ত্যাগ হয় যোগী যত উর্দ্ধে যান ॥৩॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

[পুরুষঃ] যদা হি ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মসু চ অনুষজ্জতে [পুরুষ যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে ও কর্ম্মে আসক্ত হন না] তদা সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে [তখন তাঁহাকে সংকল্পত্যাগী যোগারূঢ় বলা যায়] ॥৪॥

আত্মনা আত্মানং উদ্ধরেৎ আত্মানং ন অবসাদয়েৎ [শুদ্ধবিবেকযুক্ত মন দ্বারা আত্মাকে [জীবকে] উদ্ধার করিবে আত্মাকে অধোগত করিবে না] হি আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ [যেহেতু আত্মাই [মনই] আত্মার [জীবের] বন্ধু ও শত্রু] ॥৫॥

কেবলি সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে না হবে
যোগারূঢ় পদবাচ্য কেহ এই ভবে।
যবে সুবুদ্ধির যোগে জ্ঞান উপার্জ্জন
হৈয়া তার ফলে হবে দিব্য দরশন;
ইন্দ্রিয়ের শব্দ রূপ-গন্ধাদি বিষয়ে
আসক্তি বা অভিলাষ না রবে হৃদয়ে,
সঙ্কল্প তরঙ্গ নাহি উঠিবে অন্তরে,
যোগারূঢ় বলে তবে জানিবে তাহারে ॥৪॥

বিশুদ্ধ চিত্তের সহ বিষয়-আসক্তি
ত্যাগ না করিলে নাহি আত্মার উদ্গতি।
চারিদিকে শত্রুপূর্ণ এ দেহ হইতে
আত্মার উদ্ধার কার্য্য হইবে করিতে।
আত্মা যার কৃতকর্ম্মে ব্রহ্মমুখী হয়,
সে জন নিজের বন্ধু জানিবে নিশ্চয়।
অধোগামী হয় আত্মা কৃত কর্ম্মে যার,
আপনারই শত্রু সেই, সুখ নাহি তার ॥৫॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

যেন আত্মনা এব আত্মা জিতঃ [যে জীবাত্মার (তাহার) মন বশীভূত] [সঃ] আত্মা তস্য আত্মনঃ বন্ধুঃ [সেই মন সেই জীবের বন্ধু] অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুত্বে শত্রুবৎ বর্ত্তেত [অজিতচিত্তজনের মনই শত্রু, দেহের ভিতরে সতত শত্রুবৎ অপকারে রত থাকে] ॥৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরং আত্মা [জিতমনা রাগাদিবিরহিত ব্যক্তির *পরম আত্মা] শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ সমাহিতঃ [ভাতি] [শীতোষ্ণ সুখ দুঃখে এবং মানে অপমানে স্থির হইয়া থাকে] ॥৭॥

যে জীব করিতে পারে বশ নিজ মন,
সেই মন হয় তার বন্ধুর মতন।
না পারে করিতে জয় মনকে যে জন,
মনেরই পিছনে ঘুরে দাসের মতন,
নিশ্চয় জানিবে তার শত্রু সেই মন,
অশান্তির পথে ল'য়ে যায় অনুক্ষণ ॥৬॥

মন জয়ে সমর্থ হয়েছে যেই জন,
বিকাররহিত হইয়াছে তার মন।
শীতাতপ, সুখ, দুঃখ, মান, অপমান,
নির্ব্বিকার মনে তার হয় সমজ্ঞান।
এ হেন জীবের আত্মা সমাধিস্থ হয়
সহজেই, তাহাতে যে নাহিক সংশয় ॥৭॥

---

* এস্থলে "জীবাত্মার" স্থলে "পরমাত্মা" ব্যবহৃত হইয়াছে, অর্থাৎ পরম শ্রেষ্ঠ বস্তু আত্মা।

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥
সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থঃ [জ্ঞানবিজ্ঞান জন্য যাহার অন্তঃকরণ তৃপ্ত, বিকারশূন্য ও একভাবাপন্ন] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ [ইন্দ্রিয়জয়ী এবং মৃত্তিকা প্রস্তর ও স্বর্ণে সমদৃষ্টিসম্পন্ন] যোগী যুক্তঃ ইতি উচ্যতে [পুরুষ যোগারূঢ় বলিয়া কথিত হন]॥৮॥

[সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য ও বন্ধুতে] সাধুষু অপি পাপেষু চ [ধার্ম্মিক ও পাপীতেও] সমবুদ্ধিঃ বিশিষ্যতে [তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ বিশিষ্ট বলিয়া কথিত] ॥৯॥

শাস্ত্র-উপদেশলব্ধ অনুভব জ্ঞান,
নিঃসংশয় পরিপক্ক জ্ঞানই বিজ্ঞান।
জ্ঞানে বিজ্ঞানেতে চিত্ত পরিপুষ্ট যার
অন্তঃকরণেতে যার নাহিক বিকার,
প্রবল ইন্দ্রিয়গণ করিয়াছে জয়,
অসংখ্য বিষয়ে যেবা আকৃষ্ট না হয়,
তুল্যদৃষ্টি মৃত্তিকা ও সুবর্ণ, প্রস্তরে
হেনজন 'যোগারূঢ়' পদ লাভ করে ॥৮॥

প্রকারভেদেতে বন্ধু, সুহৃৎ ও মিত্র,
ভাল মন্দ কর্ম্মে নিরপেক্ষ, সচ্চরিত্র,
মধ্যস্থ হইয়া যেবা ঘুচায় বিবাদ
অনর্থক করে যেবা লোকসঙ্গে বাদ,
শত্রু হৈয়া প্রাণবধ করিতে উদ্যত,
সদাচারী কিম্বা সদা পাপকর্ম্মে রত,
এ সবার প্রতি সদা সমজ্ঞান যার
যোগারূঢ় ক্ষেত্রে উচ্চ আসন তাহার ॥৯॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

যোগী সততং রহসি স্থিতঃ (যোগী সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিয়া) একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীঃ অপরিগ্রহঃ (সন্) (একাকী দেহ মন সংযম করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য ও দানগ্রহণ ও সঞ্চয়বৃত্তিত্যাগী হইয়া) আত্মানং যুঞ্জীত (চিত্তকে সমাধিস্থ করিবেন)॥১০॥

যোগারূঢ় হ'লে তিনি গৃহে নাহি রন
নিভৃতে বসিয়া সদা করেন ভজন।
সংযত করিয়া তাঁর দেহ আর মন
সকল আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য তিনি হন।
দান-গ্রহণ-সঞ্চয় কামনা ত্যজিয়া
আনন্দে রহেন চিত্তসমাধি লভিয়া ॥১০॥

পূর্ব্ব পৃষ্ঠার সুহৃৎ, মিত্র ও বন্ধু শব্দের সাধারণ অর্থ।

অত্যাগসহনো বন্ধুঃ সদৈবানুমতঃ সুহৃৎ।
একক্রিয়ঃ ভবেন্মিত্রং সমপ্রাণঃ সখামতঃ।"

কিন্তু পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যবহার অনুযায়ী অর্থ—সুহৃৎ—যে উপকারের আশা না করিয়া উপকার করে। মিত্র—স্নেহবশে যে উপকার করে। বন্ধু—সম্বন্ধ থাকায় যে উপকার করে।

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

শুচৌ দেশে ন অত্যুচ্ছ্রিতং ন অতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং (পবিত্র স্বাস্থ্যকর স্থানে, অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন নহে এরূপস্থানে, নিম্নে কুশ, পরে ব্যাঘ্রমৃগচর্ম্মাদিনির্ম্মিত আসন, উপরে বস্ত্রযুক্ত) আত্মনঃ স্থিরং আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (নিজের জন্য স্থির আসন পাতিয়া) তত্র আসনে উপবিশ্য (সেই আসনে বসিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (সন্) (চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও দৈহিক নানাক্রিয়া সংযত করিয়া) মনঃ একাগ্রং কৃত্বা কায়শিরোগ্রীবং সমং ধারয়ন্ স্থিরঃ (সন্) (একাগ্রচিত্তে দেহের উর্দ্ধভাগ-মস্তক-গ্রীবাদেশ সরলভাবে রাখিয়া) স্বং নাসিকাগ্রং সংপ্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (সকলদিক হইতে দৃষ্টিসংকোচ পূর্ব্বক নিজের নাসাগ্রভাগে স্থাপন করিয়া) আত্মবিশুদ্ধয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ (আত্মশুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করিবে) ॥১১।১২।১৩॥

যথা তথা, শয়নে বা ভোগের আসনে,
কথনই একাগ্রতা নাহি হয় মনে।
তাই আমা সনে যেবা যোগ বাঞ্ছা করে
সে বসিবে উপযুক্ত আসন উপরে।

সুপবিত্র তীর্থসম নিতান্ত নির্জ্জন,
যেথানে ধর্ম্মের ভাব হয় উদ্দীপন,
বিষয়াদি মন নাহি করে আকর্ষণ,
এমন সুন্দর স্থান করি নির্ব্বাচন,
তার মধ্যে নাতিনিম্ন নাতি-উচ্চস্থানে
বিছাইবে মৃগচর্ম্ম কুশের আসনে,
তদুপরি বিছাইবে কোমল বসন
স্থির যেন রহে তাহা বসিবে যখন।
অন্তঃশুদ্ধি জন্য হেন আসনে বসিয়া
ইন্দ্রিয় ও চিত্তবৃত্তি সঙ্কোচ করিয়া
ধীরে ধীরে একাগ্র করিয়া নিজ মন,
অভ্যাস করিবে যোগী যোগের সাধন।

উপবেশন সময়ে আর আছে কর্ম্ম,
পালন করিতে হবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্ম ;
দেহ গ্রীবা শিরোদেশ নাহি হেলাইয়া
যষ্টিসম উন্নত ও সরল করিয়া
স্থির অচঞ্চলভাবে আসনে বসিয়া
দৃষ্টিপথ হতে সব বস্তু 'গুটাইয়া'
করিবে নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত
যাহাতে হইবে চিত্ত একাগ্রতা-যুত ॥১১।১২।১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ ॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

যুক্তঃ প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ (পরমাত্মযুক্ত স্থিরচিত্ত নির্ভয়) ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ মৎপরঃ (সন্) আসীত (ব্রহ্মচর্য্যব্রতপরায়ণ হইয়া চিত্তসংযম করিয়া মদ্গতচিত্ত ও মৎপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন) ॥ ১৪ ॥

এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ (উক্ত প্রকারে সর্ব্বদা মনকে সমাহিত করিয়া) নিয়তমানসঃ যোগী (সংযতচিত্ত যোগী) নির্ব্বাণপরমাং (পরমবস্তু মোক্ষস্বরূপা) মৎসংস্থাং (আমাতে অবস্থিতিরূপা) শান্তিং অধিগচ্ছতি (শান্তিলাভ করেন) ॥১৫॥

প্রশান্ত অন্তরে, হৈয়া ব্রহ্মচর্য্যে স্থিত,
সমাহিত চিত্ত করি আমাতে অর্পিত,
সংযত করিয়া নিজ দুর্নিবার মন,
করিবেক আসনেতে সুখোপবেশন ॥১৪॥

এইরূপে সংযত করিয়া নিজ মন,
যখন আমাতে চিত্ত রবে অনুক্ষণ ;
মোক্ষনিষ্ঠা সমা শান্তি তখন লভিবে,
সেই অবস্থায় জীব আমারে পাইবে॥ ১৫ ॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥ ১৬ ॥
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন! অতি অশ্নতঃ তু যোগঃ ন অস্তি (অতিভোজনশীল ব্যক্তির সমাধি হয় না) ন চ একান্তং অনশ্নতঃ ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য ন চ এব জাগ্রতঃ (এবং একান্ত অনাহারী, অত্যন্ত নিদ্রালু ও একেবারে নিদ্রাহীন ব্যক্তিরও সমাধি হয় না) ॥১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (পরিমিত ভোজনবিহারকারী ব্যক্তির, কর্ম্মে পরিমিত চেষ্টাযুক্ত ব্যক্তির) যুক্ত-স্বপ্নাববোধস্য যোগঃ দুঃখহা ভবতি (ও পরিমিত নিদ্রাজাগরণশীল ব্যক্তির যোগ সংসারের সকল প্রকার দুঃখনাশক হয়) ॥১৭॥

যেবা অতিভোজী কিংবা অত্যল্পাশীজন,
নিদ্রাহীন কিংবা অতিনিদ্রাপরায়ণ।
ইহাদের যোগপথে নাহি অধিকার,
যেহেতু উভয়ে ঘটে দেহের বিকার ॥ ১৬ ॥

আহার, বিহার, চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ
নিয়মিতভাবে যারা করিছে পালন,
যোগ হয় তাহাদের সুখের আকর,
অনায়াসে নাশ করে দুঃখ ভয়ঙ্কর ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯ ॥

যদা বিনিয়তং চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (যখন বিশেষভাবে সংযত বা নিরুদ্ধ চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান করে) তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ (পুরুষঃ) (তখন সকল প্রকার কামনা হইতে স্পৃহাশূন্য ব্যক্তি) যুক্তঃ ইতি উচ্যতে (যোগারূঢ় বা যোগপ্রাপ্ত বলিয়া কথিত হন) ॥ ১৮ ॥

যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ ন নেঙ্গতে (যেমন অস্থিরবায়ুবিহীন স্থানে দীপশিখা বিচলিত বা কম্পিত হয় না) আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ যতচিত্তস্য যোগিনঃ (আত্মার যোগে অনুষ্ঠানপরায়ণ সংযতচিত্ত যোগীর সম্বন্ধে) সা উপমা স্মৃতা (সেই দৃষ্টান্ত প্রযোজ্য) ॥ ১৯ ॥

বাহিরের বৃত্তিগুলি নিরোধ করিয়া,
চিত্ত যবে আত্মা সহ যায় মিশাইয়া,
হেন অবস্থায় যোগী যতক্ষণ থাকে,
সমাহিত যোগারূঢ় কহিবে তাহাকে ॥১৮ ॥
বায়ু আছে নাহি তার তরঙ্গ যেখানে
উজ্জল প্রদীপ যদি জলে সেইখানে,
সে দীপশিখার কভু না হয় কম্পন,
উজ্জল রহিয়া করে আলো বিতরণ।
সেইরূপ এই স্থূলদেহের ভিতর
শ্বাস-প্রশ্বাস প্রবাহ হয় স্থিরতর,
চিত্তবৃত্তি ছাড়ে যবে বিষয়ের সঙ্গ
অন্তরে না উঠে লক্ষ বাসনাতরঙ্গ
তখন নিরুদ্ধ মন একাগ্র হইয়া
চিত্তবৃত্তি সহ যায় আত্মায় মিশিয়া ;
এইরূপে মন হ'লে স্থির অচঞ্চল,
যোগীর হৃদয় হয় আনন্দ-উজ্জল ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যৎতদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্ ।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥

যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধং চিত্তং উপরমতে (যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠান দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত উপরত হয় অর্থাৎ আত্মা মনের একত্র সংযোগে অনির্ব্বচনীয় আনন্দে মগ্ন হয়) ; যত্র চ আত্মনা আত্মানং পশ্যন্ আত্মনি তুষ্যতি এব (যে অবস্থায় শুদ্ধান্তঃকরণে আত্মদর্শন করিয়া আত্মাতেই তৃপ্তিলাভ হয়) ; যত্র এব অয়ং (যে অবস্থায় এই যোগী) বুদ্ধিগ্রাহ্যং অতীন্দ্রিয়ং আত্যন্তিকং যৎ সুখং তৎ বেত্তি (কেবল বুদ্ধি দ্বারা অনুভাব্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অত্যন্ত যে সুখ তাহা অনুভব করেন) ; স্থিতঃ চ তত্ত্বতঃ ন চলতি (এবং সেই অবস্থায় থাকিয়া আত্মতত্ত্ব হইতে স্খলিত হন না) ; যং লব্ধ্বা চ ততঃ অধিকং অপরং লাভং ন মন্যতে

(যে প্রথাবস্থা লাভ করিয়া অন্য কোনও লাভ অধিক বলিয়া মনে হয় না) ; যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে (যে অবস্থায় স্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না), তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ (সেই দুঃখ সংযোগের বিয়োগকরণাবস্থাকে যোগ বলিয়া জানিবে)। অনির্ব্বিণ্নচেতসা সঙ্কল্পপ্রভবান্ সর্ব্বান্ কামান্ (অনুতাপশূন্য প্রসন্নচিত্তে যোগপ্রতিকূল সঙ্কল্পজাত সকল ভোগাভিলাষ) অশেষতঃ ত্যক্ত্বা মনসা এব সমন্ততঃ ইন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য স যোগ নিশ্চয়েন যোক্তব্যঃ (নিঃশেষে ত্যাগ করিয়া মন দ্বারা সকল বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া সেই যোগ অধ্যবসায় সহ অভ্যাস করা কর্ত্তব্য) ॥২০।২১।২২।২৩।২৪॥

১। যোগ অনুষ্ঠানে যবে অচঞ্চল মন
আত্মাসনে উপরত হৈয়া অনুক্ষণ
অন্তরে সঞ্চার হয় আনন্দ অপার ;
২। শুদ্ধ অন্তঃকরণেতে দর্শন আত্মার
লাভ করি, করে অনুভব আপনাতে
সদা তৃপ্তি, যোগীজন যে যে অবস্থাতে ;
৩। বিষয় ইন্দ্রিয় সহ সম্বন্ধ বিচ্যুত
যে অখণ্ড সুখ শুধু বুদ্ধি-অনুভূত,
যে আনন্দ হতে জ্ঞানী দূরে নাহি যায়,
হেন সুখ লাভ হয় যেই অবস্থায় ;
৪। যে অবস্থা প্রাপ্ত হলে তুচ্ছ মনে হয়,
জগতের যত কিছু লাভের বিষয়,
সহস্র দুঃখেও নাহি অভিভূত হয়,
ধীর, স্থির যোগীজন যে যে অবস্থায় ;
দুঃখলেশশূন্য সেই দিব্য অবস্থারে
যোগ কহে, যোগিগণ যে কর্ম্ম আচরে।
সুবুদ্ধি সংযোগে করি সংস্কার মনের
মন দ্বারা প্রত্যাহার করি ইন্দ্রিয়ের
একেবারে ত্যাগ করি ভোগ অভিলাষ,
অনুতপ্ত না হইয়া করিবে অভ্যাস ॥২০।২১।২২।২৩।২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ (ধৈর্য্যাবলম্বিত বুদ্ধি দ্বারা মনকে আত্মস্থ করিয়া ধীরে ধীরে উপরত করিবেন) কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ (আর অন্য কোনও বিষয় চিন্তা করিবেন না) ॥ ২৫ ॥

চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি (স্বভাবচঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয় অনুসরণ করে) ততঃ ততঃ নিয়ম্য এতৎ আত্মনি এব বশং নয়েৎ (সেই সেই বিষয় হইতে প্রত্যাহারপূর্ব্বক মনকে আত্মাতেই বশীভূত করিবে) ॥ ২৬ ॥

মনের নিরোধ নাহি হয় একদিনে,
এই কার্য্যে ধৈর্য্য চাহি সবার প্রথমে।
তার সহ সুবুদ্ধির সংযোগ করিবে,
তবে ক্রমে ক্রমে মন নিরোধ হইবে।
করিবে মনেরে যবে আত্মায় নিবেশ,
অন্তরে দ্বিতীয় চিন্তা না হবে প্রবেশ ॥ ২৫ ॥
অস্থির দুর্ব্বার মন স্বভাব-চঞ্চল,
লক্ষ বিষয়ের পিছে ছুটিছে কেবল ;
যে যে বিষয়ের পিছে যাইবে যখন
বুদ্ধিযোগে তাহা হ'তে ফিরাইবে মন।
ফিরিতে ফিরিতে মন বুঝিবে যখন,
বৃথা বাহিরেতে সদা সুখ অন্বেষণ,
আনন্দের খনি আছে দেহের ভিতরে
তখন মন না আর ছুটিবে বাহিরে.
স্বপ্রকাশ ও পরম-আনন্দ-আধার
আত্মার অধীনে মন রবে অনিবার ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

শান্তরজসং প্রশান্তমনসং অকল্মষং ব্রহ্মভূতং (বিগতরজঃ, প্রশান্তচিত্ত, নিষ্পাপ, পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত জীবন্মুক্ত) এনং হি যোগিনং উত্তমং সুখং উপৈতি (এই যোগীকে পরমসুখ আশ্রয় করে) ॥ ২৭ ॥

এবং সদা আত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষঃ যোগী (এই প্রকারে সর্ব্বদা মনকে যুক্ত করিতে করিতে বিগতপাপ যোগী) সুখেন অত্যন্তং সুখং ব্রহ্মসংস্পর্শং অশ্নুতে (অনায়াসে ব্রহ্মদর্শনজনিত বা ব্রহ্মানুভবরূপ অপরিমিত সুখ প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮ ॥

কর্ম্ম আর রজোগুণে সম্বন্ধ বিশেষ,
বিষয় মনের সঙ্গ তাহাতে অশেষ।
বিষয় ও মনে ছাড়াছাড়ি হবে যবে,
ক্রমে রজোগুণ জীবে অন্তর্হিত হবে।
যোগীর হইবে যবে আত্মস্থ মন
যত কিছু দ্বন্দ্বভাব না রবে তখন।
দূরে যাবে পাপ, বশীভূত হবে মন,
তখন সহজ হবে অসাধ্য সাধন ;
জীবন্মুক্ত যোগী লভি আত্মদরশন
রহিবেন পরম সুখেতে নিমগন ॥ ২৭।২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সমদর্শী যোগী) আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং [নিজের আত্মাকে আব্রহ্মস্তম্ব (বৃক্ষলতাদি) পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র স্থিত] সর্ব্বভূতানি চ আত্মনি ঈক্ষতে (এবং ঐ সর্ব্বভূতাদি সকলই নিজ আত্মায় বিদ্যমান দেখেন) ॥ ২৯ ॥

যঃ মাং সর্ব্বত্র পশ্যতি ময়ি চ সর্ব্বং পশ্যতি (যিনি আমাকে বাসুদেব পরমেশ্বরস্বরূপে চরাচরে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং সকলই আমাতে বিদ্যমান এইরূপ দর্শন করেন) তস্য অহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি (তাহারও আমি দৃষ্টিবহির্ভূত হই না, সেও আমার দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হয় না) ॥ ৩০ ॥

যোগে সমাহিত যার অন্তর-করণ
সকল জীবেতে তার সম দরশন ;
সর্ব্বভূতে দেখে যোগী নিজের স্বরূপ,
নিজের আত্মায় দেখে জগতের রূপ।
ইহার কারণ, জ্ঞানে দিব্যবোধ হয়,
মূল পরমাত্মা হৈতে সবার উদয় ;
প্রকৃতি সংস্পর্শে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরি,
সকলি লীলায় ভাসে এ ব্রহ্মাণ্ড ভরি ॥ ২৯ ॥

সর্ব্বভূতে সুমহান্ বিশ্বের মাঝারে
বাসুদেব স্বরূপেতে যে হেরে আমারে,
আর যদি যোগবলে নিরীক্ষণ করে
স্থাবর জঙ্গম আদি আমারি ভিতরে।
ভাগ্যবশে যোগাভ্যাসে হেন দৃষ্টি যার
হইয়াছে, আমি সদা কাছে কাছে তার।
এই বিশ্বে যখনি সে রহিবে যথায়
তার দৃষ্টি মোর পানে, আমারো তাহায় ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন!।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২ ॥

যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং মাং একত্বং আস্থিতঃ ভজতি (যিনি সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে আশ্রয় করিয়া ভজনা করেন) সঃ যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (সেই যোগী সাংসারিক বিভিন্ন অবস্থায় বাহ্যিকভাবে বর্ত্তমান থাকিলেও) ময়ি বর্ত্ততে (আমাতেই অন্তরে নিয়ত অবস্থিত থাকেন) ॥ ৩১ ॥

অর্জ্জুন! যঃ সর্ব্বত্র আত্মৌপম্যেন (যিনি সকল প্রাণীকেই নিজের মত মনে করিয়া) সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং পশ্যতি [(তাহাদের ও নিজের) সুখ দুঃখ তুল্যভাবে দেখেন] সঃ যোগী পরমঃ মতঃ (সেই যোগী শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই আমার অভিমত) ॥ ৩২ ॥

বিশ্বে সর্ব্বভূতস্থিত *আমার সহিত
অভেদ আমাতে তাতে সর্ব্ব অবস্থায়;
* নিজের অভিন্নভাব জানিয়া নিশ্চিত
অপরোক্ষজ্ঞানে "আমি ব্রহ্ম" ধারণায়
হেন দৃঢ়জ্ঞানে ভজে যোগী আমারে
আমা ছাড়া নহে সে ত তিলেকের তরে ॥ ৩১ ॥

আমার 'তৎ'পদার্থ। নিজের—'ত্বং'পদার্থ। এই শ্লোকে 'তত্ত্বমসি' প্রতিপন্ন হইতেছে।

যোগাভ্যাসে সমাধিস্থ রহে যতক্ষণ,
জীব ব্রহ্মে একভাব রহে ততক্ষণ।
কিন্তু যোগী সমাধির অবস্থা হইতে
উপনীত হন যবে সহজ‡স্থিতিতে,
তখন তাঁহাতে আর বাহিরের সবে
সমান দর্শনজ্ঞান সহজে না হবে।
মলিনা বাসনা নাশ†হইবে যখন,
মন নাহি করিবেক বিষয় স্পর্শন,
সদাই সকল জীবে আমাকে হেরিবে
আত্মপর ভেদবুদ্ধি তখন ঘুচিবে।
সুখ ভাল, দুঃখ মন্দ নিজেরও যেমন
বিশ্বে যত জীব আছে সবারি তেমন।
শ্রেষ্ঠ যোগী দুঃখ বাঞ্ছা না করে কাহার,
সকলেই সুখে থাকে এই ইচ্ছা তার॥ ৩২॥

---

† বাসনা দুই প্রকার—(১) শুদ্ধা—দৈবী সম্পদজাতের বাসনা। (২) মলিনা— অন্য সর্ব্বপ্রকার বাসনা।

‡ শ্রীধরস্বামীপাদের টীকানুযায়ী। ২৯ শ্লোকে "ত্বং" এবং ৩০ শ্লোকে "তৎ" স্বরূপের তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে।

অর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ! ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩ ॥
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্ ।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—হে মধুসূদন ! ত্বয়া সাম্যেন যঃ অয়ং যোগঃ প্রোক্তঃ (তোমাকর্ত্তৃক সমদর্শনমূলক যে যোগের কথা কথিত হইল) এতস্য স্থিরাং স্থিতিং চঞ্চলত্বাৎ অহং ন পশ্যামি [তাহার স্থায়ীভাবে স্থিতি মনের স্বাভা'বিক চঞ্চলতার জন্য (যে কেমন করিয়া হয় তাহা) দেখিতে বা বুঝিতে পারিতেছি না] ॥ ৩৩ ॥

হে কৃষ্ণ ! হি মনঃ চঞ্চলং প্রমাথি বলবৎ দৃঢ়ং (যেহেতু মন চঞ্চল ইন্দ্রিয়বিক্ষেপকারী শক্তিমান্ বাসনার আবরণ থাকায় দুর্ভেদ্য) অহং তস্য নিগ্রহং বায়োঃ ইব সুদুষ্করং মন্যে (আমি তাহার মর্দ্দন ও নিরোধ, অবরোধ-সামর্থ্যের অতীত, বায়ুর মত মনে করিতেছি) ॥ ৩৪ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন—ব্রহ্মদর্শন সর্ব্বত্র, বিনিরুদ্ধ মন,
আর সাম্যবাদ, যাহা কহিলে এখন,
হে মধুসূদন ! বড় কঠিন বলিয়া
মনে হইতেছে মোর দেখিনু ভাবিয়া ।
যে চঞ্চল মন ল'য়ে থাকি মোরা ভবে,
ভয় হয় এই ভাব স্থায়ী নাহি হবে ॥ ৩৩ ॥
হে কৃষ্ণ ! মন যে দেখি সতত চঞ্চল,
দেহ ও ইন্দ্রিয় যেন করিয়া বিকল
নিয়ে যায় কোন্‌খানে কে জানে কখন,
পাগল করিয়া যেন রাখে সর্ব্বক্ষণ ।
এত বলবান্ , এরে কেমনে নিবারি
দৃঢ় নাগপাশে যেন রাখিয়াছে ঘেরি ।
তাই মোর মনে হয় ভকতবৎসল !
আকাশ ব্যাপিয়া আছে যে বায়ু প্রবল,
অসম্ভব সে বায়ুর নিরোধ যেমন,
মনেরও নিরোধ অতি দুষ্কর তেমন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয়! বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥
অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—হে মহাবাহো! মনঃ দুর্নিগ্রহং চলং অসংশয়ং (মন দুর্দ্দমনীয় এবং চঞ্চল তাহাতে সন্দেহ নাই); তু কৌন্তেয়! অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে [কিন্তু, হে কৌন্তেয়! পুনঃ পুনঃ চেষ্টা ও বিষয়বিতৃষ্ণা দ্বারা (মন) নিগৃহীত হয়] ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগঃ দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ (অসংযত ব্যক্তি দ্বারা যোগ দুর্ল্লভ ইহাই আমার মত); তু যততা বশ্যাত্মনা উপায়তঃ অবাপ্তুং শক্যঃ [কিন্তু, যত্নবান্ চিত্তজয়ী ব্যক্তি দ্বারা সদুপায় সহযোগে (যোগ) লাভ করা সাধ্য] ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ কহিলেন—

হে বীর। মনকে বড় করিতেছ ভয়,
শুন কেমনে সে মনে করা যায় জয়।

দুর্নিবার মন যে চঞ্চল, অতিশয়,
ধনঞ্জয়! নাহি তায় কোনও সংশয়।
রাজস তামস বৃত্তি যে কর্ম্মেতে জন্মে,
নাহি রত হবে কভু সেই সব কৰ্ম্মে,
বুদ্ধিযোগে কুবিষয়-সঙ্গ ছেড়ে দাও
সাত্ত্বিক ভাবের কর্ম্মে অনুরাগী হও।
এইরূপ পুনঃ পুনঃ সযত্ন অভ্যাসে,
সাত্ত্বিক ভাবেই স্থিতি হবে অবশেষে।
উদয় হইবে নিত্যানিত্য বিষয়ের
অববোধ হয় যাহে হেন বিবেকের।
পরে যবে অনিত্য বিষয় তৃষ্ণা যাবে
ইন্দ্রিয়-বিষয়সঙ্গ আপনি ঘুচিবে ;
আসক্তি ঘুচিলে হবে বৈরাগ্য উদয়,
অভ্যাস, বৈরাগ্যযোগে মন কর জয় ॥ ৩৫ ॥
অভ্যাসে বৈরাগ্যে নাহি হইয়াছে যার
চিত্ত বশীভূত, যোগ হবে না তাহার।
কিন্তু, বশীভূতচিত্ত ব্যক্তি যদি করে
বিধিমত যত্ন, যোগপ্রাপ্তি হ'তে পারে ॥ ৩৬ ॥

অর্জ্জুন উবাচ—অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথিঃ ॥ ৩৮ ॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—(হে) কৃষ্ণ ! শ্রদ্ধয়া উপেতঃ অযতিঃ [শ্রদ্ধাসহকারে যোগসাধনে প্রবৃত্ত (কারণবশতঃ পরে) যত্নহীন ব্যক্তি] যোগাৎ চলিতমানসঃ যোগসংসিদ্ধিং অপ্রাপ্য (যোগ হইতে স্খলিতচিত্ত সিদ্ধিলাভ না করিয়া) কাং গতিং গচ্ছতি (কি গতি প্রাপ্ত হয় ?) ॥ ৩৭ ॥

হে মহাবাহো ! শ্রীকৃষ্ণ ! ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়ঃ (সন্) (ব্রহ্মপ্রাপ্তি পথে বিক্ষিপ্ত হইয়া) অপ্রতিষ্ঠঃ উভয়বিভ্রষ্টঃ [নিরাশ্রয়, কর্ম্মজ্ঞানমার্গবিচ্যুত (ব্যক্তি)] ছিন্নাভ্রং ইব কচ্চিৎ ন নশ্যতি (ছিন্ন মেঘের ন্যায় কি বিনষ্ট হইয়া যায় না ?) ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া কেহ যোগাভ্যাসে রত
থাকি কিছুদিন যদি ছাড়ে যোগ পথ,
কৃতকর্ম্মবশে কিংবা কুসঙ্গের ফলে।
জীবনের শেষে রুগ্ন জরাগ্রস্ত হ'লে।
না পারে হইতে যোগপথে অগ্রসর
অক্ষমতা জন্য রহে বিষণ্ণ অন্তর,
অথচ ঈশ্বরে তার শ্রদ্ধা, প্রীতি, ভক্তি
থাকিলেও যোগ. যজ্ঞে নাহি তার শক্তি ;
এ হেন জনের কিবা গতি প্রাপ্তি হয়,
দয়া করি কহ মোরে কৃষ্ণ দয়াময় ॥৩৭॥
বিক্ষিপ্ত হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তি-পথ হ'তে,
বঞ্চিত হইয়া জ্ঞান কর্ম্ম সাধনাতে,
যোগসাধন-আশ্রয় সেই হারাইয়া—
বেড়াইবে কি অভাগা ভাসিয়া ভাসিয়া
বায়ুবিতাড়িত ছিন্ন মেঘের মতন ?
হে কৃষ্ণ ! হবে কি তার অবশ্য পতন ? ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥
প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

কৃষ্ণ! মে এতৎ সংশয়ং অশেষতঃ ছেত্তুং অর্হসি [আমার এই সন্দেহ নিঃশেষ করিয়া দূর (ছেদন) করিতে (তুমিই) সমর্থ], হি ত্বদন্যঃ অস্য সংশয়স্য ছেত্তা ন উপপদ্যতে (যেহেতু তুমি ভিন্ন এই সন্দেহের ছেদনকর্ত্তা পাওয়া যায় না অর্থাৎ আর কেহ নাই)॥৩৯॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—পার্থ! ন এব ইহ ন অমুত্র তস্য বিনাশঃ বিদ্যতে (না ইহলোকে না পরলোকে তাহার অধোগতি হয়); তাত! হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং ন গচ্ছতি [হে প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুন; (কেন বিনাশ হয় না?) যেহেতু কল্যাণপ্রদকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি কখনই মন্দগতি প্রাপ্ত হয় না] ॥৪০॥

যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্য [ঐ সকল যোগভ্রষ্ট পুরুষ (দেহান্তে) পুণ্যাত্মাদিগের লোক স্বর্গাদি লাভ করিয়া] শাশ্বতীঃ সমাঃ উষিত্বা [(তথায়) বহু বৎসর সুখে বাস করিয়া] শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে অভিজায়তে (শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনীর গৃহে জন্মে) ॥ ৪১ ॥

তুমিই হে যোগ্য, প্রভু ! দূর করিবারে
সংশয় আমার ; অন্য কেহ নাহি পারে ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

হে স্নেহভাজন পার্থ ! করি হে প্রকাশ
ইহ পরলোকে তার না হয় বিনাশ ;
নাহি লভে হীন জন্ম, নাহি নষ্ট হয়,
যেহেতু সে সৎ, শুভকর্ম্মে রত রয় ॥ ৪০ ॥
অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ করে যারা ভবে
পরকালে ব্রহ্মলোক-আদি স্থান লভে।
এই সব লোকে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ
বহুকাল স্বর্গসুখ করি আস্বাদন,
স্বর্গভোগকাল ক্ষয় হইলে তাহার
শুদ্ধাচার ধনী গৃহে জন্মিবে আবার ॥ ৪১ ॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্ ।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২ ॥
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্ ।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অথবা যোগিনাং ধীমতাং এব কুলে ভবতি (অথবা যোগনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তির বংশে জন্মগ্রহণ করে); ঈদৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্ল্লভতরম্ (এইরূপ যে জন্ম ইহাও এই সংসারে অতি দুর্ল্লভ) ॥ ৪২ ॥

কুরুনন্দন! তত্র পৌর্ব্বদেহিকং তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে [(সেই পুরুষ) সেই জন্মে পূর্ব্বজন্মের সেই ঈশ্বরে চিত্ত অর্পণের বুদ্ধিলাভ করে) ; ততঃ চ ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে [তার পর (সেই বুদ্ধি বলে) পুনরায় মুক্তির জন্য যত্ন করে] ॥ ৪৩ ॥

শুদ্ধ ধনীগৃহে নাহি জন্ম যদি হয়,
তত্ত্বজ্ঞানী-যোগিবংশে জন্মিবে নিশ্চয়।
বড়ই দুর্ল্লভ ভবে হেন জন্ম লাভ,
যেখানে না থাকে শত অন্যার অভাব।
ভোগবাসনাবর্জ্জিত জ্ঞানীর ভবন,
সেখানে নিয়ত হয় জ্ঞানানুশীলন ॥ ৪২ ॥

যোগভ্রষ্টের যে শত অতৃপ্ত বাসনা,
যে দুর্ভাগ্যে হয় নাই যোগের সাধনা,
সেই যোগবুদ্ধি হয় এ জন্মে উদয়,
ধনী, জ্ঞানী যার কুলে জন্ম তার হয়।
হে কুরুনন্দন! সেই ভাগ্যবান্ জন
সিদ্ধিলাভ তরে করে অশেষ যতন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥
প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

হি সঃ তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন এবঃ অবশঃ অপি [সেই পুরুষ তাহার পূর্ব্বজন্মের (অপূর্ব্ব) অভ্যাস দ্বারা (তখন ব্রহ্মনিষ্ঠায়) উদাসীন হইলেও] হ্রিয়তে [(সেই পূর্ব্বের অনুষ্ঠিত অভ্যাসের বলেই) ব্রহ্মনিষ্ঠ বা মুক্তি অভিমুখী হয়]; যোগস্য জিজ্ঞাসুঃ অপি শব্দ ব্রহ্ম অতিবর্ত্ততে [তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হইলেও সে বেদকে অর্থাৎ বেদনির্দিষ্ট কর্ম্মফলকে অতিক্রম করে। (এবং জ্ঞান ও মুক্তির পথে যায়)] ॥ ৪৪ ॥

তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ (কিন্তু জন্মান্তরের কৃত যত্নেরও অধিক যত্নবান্ যোগপরায়ণ পুরুষ বিধৌতপাপ বহু জন্মের অভ্যস্ত যোগে লব্ধজ্ঞান) (ভূত্বা) (হইয়া) ততঃ পরাং গতিং যাতি [তদনন্তর শ্রেষ্ঠা গতি (মুক্তি) লাভ করে] ॥ ৪৫ ॥

এ জন্মেও ঘটে যদি বিঘ্ন সাধনার
ভোগত্যাগী করে তারে পূর্ব্বের সংস্কার।
তার পর ব্রহ্মনিষ্ঠা আপনি আসিবে
এইরূপে ক্রমে সিদ্ধি নিশ্চয় লভিবে।
একবার যোগতত্ত্বজ্ঞানের বাসনা
জাগিলে অন্তরে, তৃষ্ণা কভু ছাড়িবে না।
বেদবিধিমত কর্ম্মকাণ্ড অতিক্রম
করি উচ্চ ফললাভ করিবে সে জন ॥ ৪৪ ॥
জন্মজন্মান্তরকৃত শুভকর্ম্মফলে
পাপশূন্য অবস্থায় আসি ধরাতলে,
পরমগতির লাগি যতন করিবে,
তারপর মুক্তিলাভ অবশ্য হইবে ॥ ৪৫ ॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬ ॥
যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

যোগী তপস্বিভ্যঃ অধিকঃ জ্ঞানিভ্যঃ অপি অধিকঃ যোগী কর্ম্মিভ্যঃ চ অধিকঃ (যোগী তপপরায়ণ, কেবল শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) মতঃ (ইহা আমার মত) ; তস্মাৎ অর্জ্জুন যোগী ভব [সেইজন্য (বলি) হে অর্জ্জুন ! তুমি যোগী হও] ॥ ৪৬ ॥

যঃ শ্রদ্ধাবান্‌ মদ্গতেন অন্তরাত্মনা মাং ভজতে (যে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমাতে একান্তভাবে সমর্পিত চিত্তদ্বারা আমার ভজনা করে) সঃ সর্ব্বেষাং যোগিনাং অপি যুক্ততমঃ (সে সকল যোগীর শ্রেষ্ঠ) মে মতঃ (ইহাই আমার মত) ॥ ৪৭ ॥

তপস্যা অথবা যজ্ঞকর্ম্মপরায়ণ,
শাস্ত্র-অর্থবোধে শুধু বড় বিচক্ষণ,
এ সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ যিনি যোগী হন,
তাই বলি পার্থ ! কর যোগালম্বন ॥ ৪৬ ॥

মোর বিভূতির কথা স্মরিয়া অন্তরে,
'আমিময়' হৈয়া সদা বাহিরে ভিতরে ।
যে যোগী সতত রত ভজনেতে মম,
সকল যোগীর মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠতম ॥ ৪৭ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।
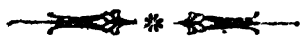
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু॥ ১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—পার্থ! ময়ি আসক্তমনাঃ মদাশ্রয়ঃ (সন্) (আমাতে আসক্তচিত্ত, আমার শরণাগত হইয়া) যোগং যুঞ্জন্ সমগ্রং মাং অসংশয়ং যথা জ্ঞাস্যসি (চিত্তের সমাধান করিয়া সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন আমাকে নিঃসংশয়ে যেরূপে জানিতে পারিবে) তৎ শৃণু (তাহা শুন)॥ ১॥

আমাতে নিবিষ্ট করি দুর্নিবার মন,
একান্ত ভাবেতে মোর লইয়া শরণ,
জ্ঞানপথে ভক্তিযোগ অভ্যাস করিয়া
সর্ব্বৈশ্বর্য্যতত্ত্ব মোর বিজ্ঞাত হইয়া
যে উপায়ে নিঃসংসয়ে জানিবে আমারে
শুন সেই কথা পার্থ! বলি গো তোমারে॥ ১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্‌ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২ ॥
মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩ ॥

অহং তে সবিজ্ঞানং ইদং জ্ঞানং (আমি তোমাকে ঈশ্বরের বিভূতির অনুভূতিযুক্ত মদ্বিষয়ক জ্ঞানের কথা) অশেষতঃ বক্ষ্যামি (অশেষপ্রকারে বলিব); যৎ জ্ঞাত্বা ইহ ভূয়ঃ অন্যৎ (যাহা জানিয়া সংসারে শ্রেয়ঃ সম্বন্ধে পুনরায় আর কিছু) জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতে (জানিবার বাকী থাকে না) ॥ ২ ॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ সিদ্ধয়ে যততি (সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেহ কেহ জ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করে), (তেষাং) যততাং সিদ্ধানাং অপি (মধ্যে) (সেই যত্নশীল জ্ঞানলাভার্থী ব্যক্তিগণের মধ্যে) কশ্চিৎ মাং তত্ত্বতঃ বেত্তি (কচিৎ কেহ আমাকে স্বরূপতঃ জ্ঞাত হয়) ॥ ৩ ॥

যুক্তি তর্ক অনুভবে, যেই জ্ঞান দৃঢ় হবে
আর কিছু জানিবার না রবে সংসারে,
হেন তত্ত্বজ্ঞান-কথা সংশয় না থাকে যথা,
অতঃপর কহিতেছি বিবিধ প্রকারে ॥ ২ ॥

অসংখ্য মানবগণ মধ্যে বল কয়জন
কদাচিৎ যত্ন করে জ্ঞানলাভ তরে ?
হেন অল্প বিজ্ঞজন মাঝে বল কয়জন
নিঃসংশয়ে মম তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে ? ॥ ৩ ॥

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫ ॥
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬ ॥

ভূমিঃ আপঃ অনলঃ বায়ুঃ খং মনঃ বুদ্ধিঃ অহংকারঃ এব চ (গন্ধতন্মাত্র পৃথিবী, রসতন্মাত্র জল, রূপতন্মাত্র অগ্নি, স্পর্শতন্মাত্র বায়ু, আকাশতন্মাত্র ব্যোম্, অহংকারমূলক মন, মহত্তত্ত্বমূলক বুদ্ধি, অবিদ্যামূলক অহংকার) ইতি ইয়ং মে অষ্টধা ভিন্না প্রকৃতিঃ (এই আমার আট প্রকার ঐশ্বরী মায়া) ॥ ৪ ॥

মহাবাহো ! ইয়ং তু অপরা ইতঃ পরাং অন্যাং জীবভূতাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি [এই অপরা অর্থাৎ নিকৃষ্টা প্রকৃতি, ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ অন্য জীবস্বরূপা আমার আর এক প্রকৃতি (আছে) জানিবে], যয়া ইদং জগৎ ধার্য্যতে (যদ্দ্বারা এই জগৎ ধৃত রহিয়াছে) ॥ ৫ ॥

সর্ব্বাণি ভূতানি এতদ্‌ যোনীনি (ভূতসমূহ এই দুই প্রকৃতি হইতে জাত) ইতি উপধারয় (ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম কর) ; অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ তথা প্রলয়ঃ (আমি সমস্ত জগতের উৎপত্তির এবং প্রলয়ের কারণ) ॥ ৬ ॥

ক্ষিতি আদি মহাভূতে হবে তন্মাত্র বুঝিতে
গন্ধ, জল, তেজ, বায়ু, অনন্ত আকাশ ;
অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, অবিদ্যা হইতে জাত
(১) মন, (২) বুদ্ধি, (৩) অহঙ্কার আটেতে প্রকাশ।
অষ্টধা প্রকৃতি মম ঐশী মায়া সাধারণ
জড় বা অপরা বলি এই প্রকৃতিরে ;
জীবস্বরূপা যে আর এক প্রকৃতি আমার
আছে পরা প্রকৃতি বলিয়া এ সংসারে।

দুই প্রকৃতির যোগে জড় ও চেতন জাগে
দৃষ্টির গোচর হয় আঁখির সম্মুখে ;
কিন্তু, জীবরূপা মোর পরা প্রকৃতির ডোর,
ধারণ করিয়া থাকে এই পৃথিবীকে।
সতত চেতনাময় পরা প্রকৃতি নিশ্চয়
ভগবত্তত্ত্বপথে লৈয়া যায় জীবে,
অপরা প্রকৃতি বশে জীব বদ্ধ মোহ ফাঁসে
সতত হইয়া থাকে জড়ের স্বভাবে।

চিৎ-অচিৎ সমাবেশে যত জীব পরকাশে,
মানুষ তাহার মধ্যে সবার প্রধান।
পরা প্রকৃতি আশ্রয়ে নর যায় মুক্ত হ'য়ে
সাধন-সামর্থ্য মানবেই বিদ্যমান।
জড় চেতন সংযোগ কিংবা দুয়ের বিয়োগ,
প্রভব, প্রলয় (জন্ম, মৃত্যু) নাম ধরে।
আমিই কারণ তার, আমি ছাড়া নহে আর,
দৃঢ় কর এই জ্ঞান তোমার অন্তরে ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭ ॥
রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥ ৮ ॥
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥ ৯ ॥

ধনঞ্জয়! মত্তঃ পরতরং অন্যৎ কিঞ্চিৎ ন অস্তি (আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই); সূত্রে মণিগণাঃ ইব ইদং সর্ব্বং ময়ি প্রোতম্ (সূত্রে গ্রথিত মুক্তামালার ন্যায় এই সমগ্র জগৎ আমাতে সংলগ্ন)। ৭।

কৌন্তেয়! অহং অপ্সু রসঃ শশি-সূর্য্যয়োঃ প্রভা সর্ব্ববেদেষু প্রণবঃ (আমি জলের রসমাধুর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ, সকল বেদের ওঙ্কার,) খে শব্দঃ নৃষু পৌরুষম্ অস্মি (আকাশের শব্দ মনুষ্যগণের মধ্যে উত্তমরূপে নিয়ত বিদ্যমান)। ৮।

(অহং) পৃথিব্যাং চ পুণ্যঃ গন্ধঃ (আমি পৃথিবীর অবিকৃত পবিত্র গন্ধ) বিভাবসৌ তেজঃ অস্মি সর্ব্বভূতেষু জীবনং (অগ্নিতে তেজরূপে বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে জীবন), তপস্বিষু চ তপঃ অস্মি (আমি বাণপ্রস্থাদি অবলম্বনকারী সংন্যাসিগণে তপ রূপে বিদ্যমান)। ৯।

আমি ছাড়া কিছু আর　　নাহি উপরে আমার,
　　নিশ্চয় জানিও ওহে বীর ধনঞ্জয়।
মণিমালা সূত্রসম　　কত বিশ্ব অগণন,
　　আমাতে নিয়ত লগ্ন জানিবে নিশ্চয়। ৭।
পার্থ! জলে রস আমি,　　চন্দ্রসূর্য্যে প্রভা আমি
　　বেদের ওঙ্কার আমি, শব্দ আকাশের,
পুরুষের গুণসার　　পুরুষত্ব নাম যার,
　　তাহাই আমি এ বিশ্বে সর্ব্বপুরুষের। ৮।
পৃথিবীর গন্ধ সার　　বিকার নাহিক যার,
　　আমিই সে গন্ধ, আমি তেজ অনলের,
জীবনী-শক্তিটি যাহা,　　আমি প্রাণী হৃদে তাহা,
　　তপস্যা সামর্থ্য আমি তপস্বিগণের। ৮।

বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥ ১০ ॥
বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জ্জিতম্।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥ ১১ ॥

কৌন্তেয়! মাং সর্ব্বভূতানাম্ সনাতনং বীজং বিদ্ধি (আমাকে সর্ব্বভূতের মূল কারণ জানিও) ; অহং বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি (আমি বুদ্ধিমান্‌দিগের বিবেকশক্তি এবং তেজস্বিগণের তেজ) ॥ ১০ ॥

ভরতর্ষভ! অহং কামরাগবিবর্জ্জিতং বলবতাং বলং চ (আমি কামনা ও বিষয়ানুরাগজনিত প্রবল আকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত সত্ত্বগুণযুক্ত বলবান্ ব্যক্তির বল) ; ভূতেষু ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ কামঃ অস্মি (প্রাণীগণের মধ্যে শাস্ত্রনীতিধর্ম্মানুমোদিত পুত্রোৎপাদনাদির জন্য কামচেষ্টারূপে অন্তরে বিরাজমান) ॥১১॥

হে পার্থ! জানিবে মোরে এই বিশ্ব চরাচরে
সকল ভূতের নিত্য ও মূল কারণ ;
যে বিবেকশক্তিধারী আমি বিবেক তাহারি,
অভিভূতকারী তেজ তেজস্বীর ধন ॥ ১০ ॥
কাম আদি রিপুগণ, মনোবেগ অগণন,
দমনে সমর্থ যেবা গুণে বলীয়ান্,
দুর্ব্বাসনা-দুরাসক্তি শূন্য বল, ওজশক্তি-
রূপে তার হৃদয়েতে করি অধিষ্ঠান।
নিজ ধর্ম্মে আছে যার শ্রদ্ধা ও আসক্তি, তার
সংসার যাত্রার পক্ষে অতি শুভকর
অভিলাষ জাগে যাহা, আমিই জানিবে তাহা,
ভরতবংশাবতংস ওহে বীরবর! ॥ ১১ ॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥ ১২ ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

যে চ এব সাত্ত্বিকাঃ ভাবাঃ যে রাজসাঃ তামসাঃ চ (যে সকল সত্ত্বগুণ রজোগুণ ও তমোগুণযুক্ত পদার্থ) তান্ মত্ত এব (জাতান্) ইতি বিদ্ধি (সে সকল আমা হইতে জন্মিয়াছে ইহা জানিবে) ন তু অহং তেষু (আমি কিন্তু সে সকলে নাই) তে ময়ি (সেই ভাবগুলি আমাতে অর্থাৎ আমার অধীন)॥ ১২ ॥

এভিঃ ত্রিভিঃ গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ ইদং সর্ব্বং জগৎ মোহিতং (এই তিন গুণময় ভাবের দ্বারা এই সমগ্র জগৎ মুগ্ধ) এভ্যঃ পরং অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি ('এই ত্রিগুণযুক্ত ভাব হইতে শ্রেষ্ঠ অক্ষয় নির্ব্বিকার আমাকে' জানিতে চাহে না)॥ ১৩ ॥

সাত্ত্বিকভাবেই হয় শমদমাদি উদয়
ধর্ম্ম ও বৈরাগ্যভাব হৃদয়েতে জাগে;
হর্ষ, দর্প, জয়োল্লাস, রজোগুণে সুপ্রকাশ
শোক, মোহ, আলস্যাদি তমোগুণ আগে।
সৃষ্টির এ ভাব তিন সদা আমারি অধীন
আমাতে উদ্ভব, রহে আশ্রয়ে আমার;
আমার সত্তায় স্ফূর্ত্তি তিনগুণে ধরে মূর্ত্তি,
গুণতারতম্যে ঘটে নিয়ত বিকার ॥ ১২ ॥
তিন গুণের বিকারে সৃষ্ট সব এ সংসারে
গুণভাবময়বস্তু আচ্ছন্ন করিয়া
রেখেছে সকল জীবে তাই মোরে নাহি ভাবে
সর্ব্বভাব ও বিকার বর্জ্জিত বলিয়া ॥ ১৩ ॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ ॥
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫ ॥
চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬ ॥

মম এষা দৈবী গুণময়ী মায়া হি দুরত্যয়া (আমার এই অলৌকিক ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি নিশ্চয়ই দুরতিক্রম্যা) যে মাং এব প্রপদ্যন্তে তে এতাং মায়াং তরন্তি (যাহারা আমাকেই ভজনা করে তাহারা এই মায়াকে অতিক্রম করে) ॥ ১৪ ॥

দুষ্কৃতিনঃ মূঢ়াঃ মায়য়া অপহৃতজ্ঞানাঃ নরাধমাঃ (পাপরত অবিবেকী মায়াবশে হতজ্ঞান অধম মানবগণ) আসুরং ভাবং আশ্রিতাঃ (সন্তঃ) মাং ন প্রপদ্যন্তে (অসুরস্বভাব অবলম্বন করিয়া আমাকে ভজনা করে না) ॥ ১৫ ॥

ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্তঃ জিজ্ঞাসুঃ অর্থার্থী জ্ঞানী চ (পীড়িত, তত্ত্বজ্ঞানপিপাসু, ধনকামী ও জ্ঞানী) (এতে) চতুর্ব্বিধাঃ সুকৃতিনঃ জনাঃ মাং ভজন্তে (এই চারি প্রকার সুকৃতিশালী মানবগণ আমাকে ভজনা করে) ॥ ১৬ ॥

আমা হৈতে উদ্ভূতা ত্রিগুণবিকারযুতা
দৈবী মায়া অতিক্রম বড়ই কঠিন;
কিন্তু, মায়া পারাবার অনায়াসে হয় পার
সেইজন আমারে যে ভজে নিশিদিন। ১৪ ॥
করে পাপ অনুষ্ঠান, মায়াঘোরে হতজ্ঞান,
হিংসাদি অসুর বৃত্তিযুক্ত যেই জন,
আমাতে বিরুদ্ধ বুদ্ধি নাহি যার চিত্ত শুদ্ধি
কখন সে না করিবে আমারে ভজন। ১৫ ॥
(১) ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞানে পিপাসা যাহার প্রাণে,
(২) ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে যার;
(৩) ধনকামী ও (৪) পীড়িত এ চারি অবস্থান্বিত।
নরনারী সদা সেবে চরণ আমার ॥ ১৬ ॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে :
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮ ॥

তেষাং (মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ একভক্তিঃ জ্ঞানী বিশিষ্যতে (ইহাদের মধ্যে সর্ব্বদা সমাহিতচিত্ত একনিষ্ঠ ভক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ) অহং জ্ঞানিনঃ অত্যর্থং প্রিয়ঃ স চ মমঃ প্রিয়ঃ (আমি এই প্রকার জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয়, সেও আমার প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

এতে সর্ব্বে এব উদারাঃ (এই চারি প্রকার ভজনশীল ব্যক্তিগণ সকলেই উৎকৃষ্ট) জ্ঞানী তু আত্মা এব (জ্ঞানী কিন্তু আত্মস্বরূপ) (ইতি) মে মতং (ইহাই আমার অভিপ্রায় বা নির্দ্দেশ) ; হি যুক্তাত্মা সঃ অনুত্তমাং গতিং মাং এব আস্থিতঃ (যেহেতু মদ্গতচিত্ত সেই জ্ঞানী পরমগতিস্বরূপ আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন) ॥ ১৮ ॥

এই চারি মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে আমাতে একনিষ্ঠ,
আত্মতত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী সদা একমন।
প্রেমাস্পদ আমি তার, সেও প্রিয় যে আমার ;
অনুভবযুক্ত জ্ঞান তার যে লক্ষণ ॥ ১৭ ॥
কভু না বুঝিবে মনে জ্ঞানী ভিন্ন অন্যজনে
নাহি প্রীতি মোর, আমি মন্দ বাসি তারে ;
জ্ঞানী ভক্ত প্রিয়তর যে হেতু সে নিরন্তর
দৃঢ়জ্ঞানে ডাকে সে যে নিষ্কামে আমারে।

ধনকামী ও পীড়িত ডাকে আমারে নিয়ত
না ডাকিয়া অন্যজনে, এও ভাগ্য তার ;
পাইয়া বাঞ্ছিত ধন দুঃখ হইলে দমন,
ভুলিতেও পারে, এ যে মোহের আগার।
তৃষ্ণা আমারে পাইতে জাগিয়াও জীবচিতে
দুর্ব্বুদ্ধিতে লোপ হ'তে পারেও আবার।
পতন আছে এ তিনে, নাহি তাহা দিব্যজ্ঞানে,
তাই জ্ঞানী ভক্ত অতি প্রিয় যে আমার ॥ ১৮ ॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ॥ ১৯ ॥
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ ॥

বহূনাং জন্মনাং অন্তে (অনেক জন্মের পরে) জ্ঞানবান্ সর্ব্বং বাসুদেবঃ ইতি (মত্বা) মাং প্রপদ্যন্তে (জ্ঞানী সমগ্র জগৎ বাসুদেবময় এইরূপ জানিয়া আমাকে ভজনা করেন); সঃ মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ (কিন্তু তাদৃশভাবাপন্ন মহাত্ম অতি দুর্লভ) ॥ ১৯ ॥

তৈঃ তৈঃ কামৈঃ হৃতজ্ঞানা তং তং নিয়মং আস্থায় [ঐহিক ও পারলৌকিক বিবিধ ভোগমূলক বাসনাদ্বারা হতজ্ঞান হইয়া (জনসাধারণ) ভিন্ন ভিন্ন দেবোপাসনার সকল প্রচলিত নিয়ম অবলম্বন করিয়া] স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ অন্যদেবতাঃ প্রপদ্যন্তে। [নিজের প্রকৃতির বশীভূত হইয়া ভগবান্ বাসুদেব (আমি) ভিন্ন ইন্দ্রাদি অন্য দেবতাগণকে ভজনা করে] ॥ ২০ ॥

যে বিজ্ঞানে বিশ্বময় বাসুদেব দৃষ্টি হয়
এক জন্মে সেই জ্ঞান লাভ নাহি হয়;
বহু জন্ম সাধনায় সেই দিব্যজ্ঞান পায়
দুর্ল্লভ মহাত্মা জ্ঞানী ভজে যে আমায় ॥ ১৯ ॥
কামনাসিদ্ধির লাগি আমাতেই অনুরাগী
ভবে সব নরনারী এমন ত নয়।

কামনাসিদ্ধির জন্য কত দেবদেবী অন্য,
করে যে ভজনা লোক, সংখ্যা নাহি হয়।
আপন প্রকৃতি বশে কামনাসিদ্ধির আশে,
ভিন্ন ভিন্ন বিধিমতে ভিন্ন দেবদেবী,
ভজিয়া লভে যে ফল ক্ষণস্থায়ী সে কেবল,
বাসনাবিমুগ্ধ নহে পরমাত্মাসেবী ॥ ২০ ॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১ ॥
স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২ ॥
অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩ ॥

যঃ যঃ ভক্তঃ শ্রদ্ধয়া যাং যাং তনুং অর্চ্চিতুম্ ইচ্ছতি (যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাসহকারে যে যে দেবমূর্ত্তি পূজা করিতে ইচ্ছা করে) তস্য তস্য তাং এব অচলাং শ্রদ্ধাং অহং বিদধামি (সেই সেই ভক্তের সেই সেই মূর্ত্তিতেই শ্রদ্ধা আমি অচলা করিয়া দিয়া থাকি) ॥২১॥

সঃ তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সন্) তস্যাঃ আরাধনং ঈহতে (সেই ভক্ত সেই প্রকার দৃঢ়শ্রদ্ধান্বিত হইয়া সেই অর্থাৎ তাহার আরাধ্য দেবতার পূজা করিয়া থাকে); ততঃ চ ময়া এব বিহিতান্ তান কামান্ লভতে (এবং সেই দেবতার নিকট হইতে আমারই বিধানানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট সেই বাঞ্ছিত ফল লাভ করে) ॥ ২২ ॥

তু অল্পমেধসাং তেষাং তৎফলং অন্তবৎ ভবতি (কিন্তু, অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট সেই সকল ব্যক্তির অভিলষিত ফল নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ হয়), হি দেবযজঃ দেবান্ যান্তি মদ্ভক্তাঃ মাং যান্তি (যেহেতু দেবোপাসকগণ দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয়, আমার ভক্তগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়) ॥ ২৩॥

নিষ্কাম বা সকামনা যে যে করে আরাধনা,
শ্রদ্ধাসহ ভিন্ন দেব দেবী ভক্তিভরে,
তারা নিজ প্রতিমায় পূজা করে যে শ্রদ্ধায়,
অচলা করি সে শ্রদ্ধা তাদের অন্তরে ॥ ২১ ॥

যত অন্য দেবভক্ত পূজা করে শ্রদ্ধাযুক্ত
হইয়া আপনাপন পূজাফল তরে ;
সে দেবতা আবরণে আকাঙ্ক্ষিত ফলদানে
পূর্ণ করি মনস্কাম আমিই সংসারে ॥ ২২ ॥

অল্পবুদ্ধি ফলকামী দেব-দেবী অনুগামী
সসীম বিনাশশীল দেবলোকে যায় !
কিন্তু যে ভজনা করে সচ্চিদানন্দ আমারে
চিরতরে সে আমারে অবশ্যই পায় ॥ ২৩ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪ ॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫ ॥

অবুদ্ধয়ঃ মম অব্যয়ং (নিত্যং) অনুত্তমং পরং ভাবং (হীনবুদ্ধিগণ আমার নিত্য সর্ব্বোত্তম স্বরূপ) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অব্যক্তং মাং ব্যক্তিং আপন্নং মন্যন্তে (অপ্রকাশ প্রপঞ্চাতীত ব্যক্তিত্বভাববর্জ্জিত আমাকে, পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সাধারণ ব্যক্তিগত সাকার ভাব প্রাপ্ত বলিয়া মনে করে) ॥ ২৪ ॥

অহং যোগমায়াসমাবৃতঃ (সন্) সর্ব্বস্য প্রকাশং ন ভবামি (আমি ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তিদ্বারা আবৃত থাকায় সকলের গোচর হই না), অয়ং মূঢ়ঃ লোকঃ অজং অব্যয়ং মাং ন অভিজানাতি (এই জন্য মূঢ়মতি মানব জন্মরহিত ও অব্যয় বলিয়া আমাকে জানিতে পারে না) ॥ ২৫ ॥

**বিবেকবিহীন জন, সর্ব্বকারণকারণ
নিত্যোত্তম পরমাত্মস্বরূপ আমার
নাহি জানি, আছে যত মম অবতার শত
"সামান্য মানুষ" বলি করে ত প্রচার ॥ ২৪ ॥
মূঢ় জীব কেন মোরে স্বরূপে জানিতে নারে
শুন শুন কহি আমি তাহার কারণ।
যে শক্তি ত্রিগুণযুতা যোগমায়া নামে খ্যাতা,
সে আমার স্বরূপের বহিরাবরণ ॥
জ্ঞানী না হইলে পরে এ মায়া ভেদিতে নারে,
মূঢ় সে, পড়িয়া থাকে মোহ অন্ধকারে ;
থাকিয়া অনিত্যে মত্ত, জন্মরহিত ও নিত্য
অনন্ত স্বরূপ মোর জানিতে না পারে ॥ ২৫ ॥**

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মান্তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬ ॥
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন। অহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি ভবিষ্যাণি চ (আমি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি বেদ (জানামি) (আমি সমস্ত বিষয় জানি), তু কশ্চন মাং ন বেদ (কিন্তু আমাকে কেহই (ঐ রূপ মূঢ়েরা) জানে না) ॥ ২৬ ॥

ভারত! পরন্তপ। সর্গে ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন (স্থূলদেহ উৎপন্ন হইলে অনুরাগ-বিরাগ-জনিত দ্বন্দ্বভাব-জাত মোহ কর্ত্তৃক) সর্ব্বভূতানি সম্মোহং যান্তি (সকল প্রাণীই বিমুগ্ধ হয়) ॥ ২৭ ॥

আমি মায়ার অতীত,　　তাই মোর সুবিদিত
　ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সমুদয়।
মায়ামুগ্ধজনমনে,　　পার্থ! হবে বা কেমনে
　আমার স্বরূপ জ্ঞান অন্তরে উদয়? ॥ ২৬ ॥

কেন না জানিতে পারে? জীব যেহেতু সংসারে
　জন্মকাল হ'তে অনুকূল প্রতিকূল
নানা গুণ ও বিষয়　　সবে করিয়া আশ্রয়,
　মায়ামুগ্ধ হৈয়া তার দৃষ্টি হয় স্থূল ॥ ২৭ ॥

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্‌বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥ ২৯ ॥

তু যেষাং পুণ্যকর্ম্মণাং জনানাং (কিন্তু, যে সকল পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিগণের) পাপং অন্তগতং (পাপ ক্ষয় হইয়াছে) তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ দৃঢ়ব্রতাঃ (সন্তঃ) (তাহারা রাগ, দ্বেষ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবজনিত মোহ মুক্ত হইয়া) মাং ভজন্তে (আমাকে ভজনা করে) ॥ ২৮ ॥

জরা-মরণ-মোক্ষায় মাং আশ্রিত্য যে যতন্তি, (জরা মরণ দুঃখ হইতে মুক্তি লাভের জন্য আমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যাহারা মোক্ষ লাভে যত্নবান্ হন) তে তৎ ব্রহ্ম কৃৎস্নং অধ্যাত্মং, অখিলং কর্ম্ম চ বিদুঃ (তাঁহারা সেই ব্রহ্মকে, সমস্ত আধ্যাত্মিক বিষয় এবং যাবতীয় কর্ম্মতত্ত্বসহ অবগত হইয়া থাকেন) ॥ ২৯ ॥

পুণ্য অনুষ্ঠানে যার ক্ষয় হয় পাপভার
দ্বন্দ্বমোহবিনির্মুক্ত হয় যেই জন,
অটল সঙ্কল্পান্বিত আমাতে একাগ্রচিত
হৈয়া করে সেই জন আমার ভজন ॥ ২৮ ॥
জরামরণ হইতে চাহে রক্ষা যে পাইতে
আবশ্যক তার আত্মস্বরূপ দর্শন।

প্রকৃতিবিযুক্ত হলে তবে সে দর্শন মিলে;
সাধনায় সবিশেষ যত্ন প্রয়োজন ॥
যে থাকি আশ্রয়ে মোর জরামরণের ডোর
কাটিবারে চাহে, আসি নশ্বর ধরায়,
পরব্রহ্মস্বরূপত্ব, অধ্যাত্ম ও কর্ম্মতত্ত্ব
ধীরে ধীরে সেই জন জানিবারে পায় ॥ ২৯ ॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

যে চ সাধিভূতাধিদৈবং সাধিযজ্ঞং চ মাং বিদুঃ, (আর যাঁহারা *অধিভূত ও অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞের সহিত আমাকে জানেন) তে যুক্তচেতসঃ প্রয়াণকালে অপি মাং বিদুঃ (সেই সমাহিত-চিত্ত ব্যক্তিগণ মরণকালেও আমাকে জানিয়া থাকেন অর্থাৎ ভুলিয়া যান না) ॥ ৩০ ॥

অধিদৈব, অধিভূত. অধিযজ্ঞ এ ত্রিবিধ হইয়াছে, তার যবে মৃত্যু উপস্থিত হবে,
আমার অবস্থা:সহ যার পরিচয় নাহি ভুলিবে সে মোরে কভু সে সময় ॥ ৩০ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকা নাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

* অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞের ব্যাখ্যা ৮ম অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে জ্ঞাতব্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।
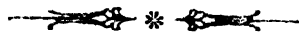
অর্জ্জুন উবাচ—কিং তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতং চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১ ॥
অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—

হে পুরুষোত্তম! তৎ ব্রহ্ম কিং অধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম কিং অধিভূতং চ কিং প্রোক্তং (সেই ব্রহ্ম কি? দেহাধিকারী আত্মা সংক্রান্ত তত্ত্ব অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞানদ্বারা ইন্দ্রিয়গণ অথবা দেহের অন্তর্গত চৈতন্য পদার্থই অধ্যাত্ম তাহার তত্ত্ব কি? অধিভূত এবং অধিদৈবই বা কাহাকে বলে?) মধুসূদন! অধিযজ্ঞঃ কঃ অত্র দেহে কথং প্রয়াণকালে চ নিয়তাত্মভিঃ কথং জ্ঞেয়ঃ অসি (অধিযজ্ঞ কি? এই দেহে কিরূপে স্থিত এবং মৃত্যুকালে সমাহিতচিত্তব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক তুমি কিপ্রকারে জ্ঞানের গোচর হও?) ॥ ১। ২ ॥

সগুণ নির্গুণ ব্রহ্ম জ্ঞেয় কে আমার?
এ অধ্যাত্মতত্ত্ব কথা কহ কি প্রকার।
লৌকিক ও যজ্ঞকর্ম্ম জগতে প্রচার,
তাহা ছাড়া কোন কর্ম্ম আছে কি না আর?
'অধিভূত', 'অধিদৈব' কার লক্ষ্যস্থল?
জানিতে বাসনা মোর হয়েছে প্রবল ॥ ১ ॥
পরব্রহ্ম কিংবা দেহে আত্মা জ্ঞানময়,
'অধিযজ্ঞ' কেবা মোরে কহ সুনিশ্চয়।
শিয়রে আসিয়া যবে দাঁড়ায় মরণ
সে সময় সমাহিতচিত্ত কোন জন
হৈতে পারে, ছিন্ন করি মায়ার বন্ধন,
কেমনে, কহ গো মোরে শ্রীমধুসূদন ॥ ২ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩ ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবঃ অধ্যাত্মং উচ্যতে (ক্ষররহিত পরমানন্দস্বরূপ যিনি তিনিই ব্রহ্ম। এক ব্রহ্মে অসংখ্য জীবসত্তার ভাবই অধ্যাত্ম), ভূতভাবোদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (প্রাণিগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির সহায়ক দেবতাগণের উদ্দেশে দ্রব্যাদি-ত্যাগরূপ যজ্ঞই কর্ম্ম) ॥ ৩ ॥

দেহভৃতাম্বর ! (হে সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ বিরাট পুরুষ !) ক্ষরঃ ভাবঃ অধিভূতঃ (বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ ই অধিভূত), পুরুষঃ চ অধিদৈবতং (সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী হিরণ্যগর্ভ সর্ব্বদেবাধিপতি পুরুষ অধিদৈবত) অহমেব অত্র দেহে অধিযজ্ঞঃ (আর আমিই এই শরীরে যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তাহার ফলদাতা যজ্ঞের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অধিযজ্ঞ) ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য সর্ব্বধারয়িতা
সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী নির্গুণ বিধাতা,
এই ব্রহ্ম ভোক্তৃভাবে সর্ব্বদেহে স্থিত,
ব্রহ্মের স্বভাব এই 'অধ্যাত্ম' বিদিত।
স্থাবরজঙ্গমাত্মক ভূতবস্তু যত
যজ্ঞ বা যে সব কার্য্যে হইতেছে জাত,
রক্ষিত, বা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, এ ভব সংসারে
শাস্ত্রমতে সেই কার্য্য "কর্ম্ম" নাম ধরে ॥ ৩ ॥
ওহে প্রাণিশ্রেষ্ঠ! যাহা যত জীবগণে
অধিকার করি রহে, বিনষ্ট মরণে,
হেন জন্মনাশশীল বস্তু সমুদয়
"অধিভূত" বলি সবে জানিবে নিশ্চয়।
যাহা দ্বারা পরিপূর্ণ সকলি ধরায়
অথবা পুরেতে শয্যা 'পুরুষ' আখ্যায়
খ্যাত যিনি; কিম্বা সূর্য্যমণ্ডল মাঝারে
বিরাট হিরণ্যগর্ভ পুরুষ যাঁহারে
আশ্রয় করিয়া আছে সর্ব্বদেবগণ,
তাহাই জানিবে "অধিদৈবের" লক্ষণ।
সর্ব্ব যজ্ঞ দ্বারা আমি আরাধ্য সবার
সেই জন্য 'অধিযজ্ঞ' স্বরূপ আমার ॥ ৪ ॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ ॥
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬ ॥

অন্তকালে চ মাম্ এব স্মরন্ কলেবরং মুক্ত্বা যঃ প্রয়াতি [মরণসময়ে (সজ্ঞানে) আমাকেই স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া যে প্রয়াণ করে] সঃ মদ্ভাবং যাতি, অত্র সংশয়ঃ নাস্তি (সে আমার স্বরূপ, আমার স্বভাব, মদ্রূপতা বা বিষ্ণুভাব প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৫ ॥

কৌন্তেয় ! অন্তে যং যং অপি বা ভাবং স্মরন্ কলেবরং ত্যজতি [(মনুষ্য) মরণ সময়ে যে যে ভাব স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করে] সদা তদ্ভাবভাবিতঃ তং তং এব এতি (সকল সময়েই সেই ভাবনিবিষ্টচিত্ত মুমূর্ষু ব্যক্তি সেই ভাবই প্রাপ্ত হয়) ॥ ৬ ॥

যে জন মরণকালে একাগ্র হইয়া
এ সংসার মায়াময় অনিত্য বুঝিয়া,
দেহ ছাড়ে আমারেই স্মরণ করিয়া
পায় সে স্ব-ভাব মোর পরলোকে গিয়া
কিন্তু, এই ভাবে অভ্যাসের প্রয়োজন,
নতুবা অন্তিমে মোরে না হয় স্মরণ ॥৫॥

নরনারীগণ সারা জীবন ধরিয়া
দেব, দেবী, বস্তু কত আসিছে সেবিয়া
যাহাতে আসক্তি যার থাকে বহুদিন
মৃত্যুকালে প্রায়ই হয় তাহারি অধীন।
সে সময় দেব, দেবী, বস্তু যা ভাবিয়া
ছাড়ে দেহ, পায় তাহা মৃত্যুপারে গিয়া ॥ ৬ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭ ॥
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা ।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মাং অনুস্মর (সেই জন্য বলি সকল সময়ে আমাকে চিন্তা কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধ কর) ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (সন্) (ত্বং) মাং এব এষ্যসি (মন বুদ্ধি আমাতে অর্পণ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হইবে); অসংশয়ঃ (ইহাতে সন্দেহ নাই) ॥ ৭ ॥

পার্থ ! অভ্যাসযোগযুক্তেন নান্যগামিনা চেতসা (অভ্যাসরূপ উপায় অবলম্বন করিয়া অন্যে অনর্পিত চিত্ত) দিব্যং পরমং পুরুষং অনুচিন্তয়ন্ (তমেব) যাতি (জ্যোতির্ম্ময় পুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হয়) ॥ ৮ ॥

কর্ম্মক্ষেত্রে যুদ্ধ কর সংসার ভিতরে,
সদা অন্তর্দ্দৃষ্টি রাখি আমার উপরে ।
আমাতে অর্পণ যদি কর বুদ্ধি, মন,
নিশ্চয় পাইবে অন্তে আমারি চরণ ॥ ৭ ॥

বিষয় বিশেষে মন-নিয়োগ অভ্যাস,
অভ্যাস হইলে দৃঢ়, অন্যাসক্তি নাশ ;
দিব্য পুরুষ চিন্তার অভ্যাসে যখন
চিত্ত স্থির হবে তাঁরে পাইবে তখন ॥ ৮ ॥

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯ ॥
প্রয়াণকালে মনসাচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্ স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০ ॥

কবিং পুরাণং অনুশাসিতারং অণোঃ অপি অণীয়াংসং (সর্ব্বজ্ঞ, চিরন্তন, নিয়ন্তা অণু হইতেও সূক্ষ্মতর) সর্ব্বস্য ধাতারং অচিন্ত্যরূপং (সকলের বিধাতা অচিন্ত্যরূপ) আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ (প্রকাশক সূর্য্যের ন্যায়, প্রকৃতিরও অতীত) [পুরুষং (পুরুষকে)] প্রয়াণকালে ভক্ত্যা যুক্তঃ (সন্) অচলেন মনসা যোগবলেন চ এব (মরণ সময়ে ভক্তিযুক্ত হইয়া এবং একাগ্রচিত্তে যোগবলে) ভ্রুবোঃ মধ্যে প্রাণং সম্যক্ আবেশ্য (ভ্রূ-যুগল মধ্যে আজ্ঞাচক্রে প্রাণবায়ুকে পূর্ণ ভাবে স্থাপন করিয়া) তং পরং দিব্যং পুরুষং উপৈতি (সেই পরম দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হয়) ॥ ৯। ১০ ॥

সর্ব্বজ্ঞান মর্ম্মজ্ঞাতা, সর্ব্ব পুরাতন,
জগতের, সর্ব্বকার্য্য বিধানকারণ,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, কর্ম্মফলদাতা,
সহজ নহে ত যাঁর স্বরূপ বারতা,
সূর্য্যসম প্রকাশের সুদীপ্তি যাঁহার,
তমোরূপ মায়াপারে অধিষ্ঠান তাঁর।

এই ভাব-অনুভূতি মরণের কালে
হয় যার, আর যদি সিদ্ধ যোগবলে
আজ্ঞাচক্রে ভ্রূমধ্যেতে সুষুম্না হইতে
প্রাণবায়ু লৈয়া যান ভক্তিযুক্ত চিত্তে,
তবে দিব্য পরম পুরুষ লাভ হয়,
জানিও হে পার্থ, এতে নাহিক সংশয় ॥ ৯। ১০ ॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যদ্ যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তৎ তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ ॥

বেদবিদঃ যং অক্ষরং বদন্তি বীতরাগাঃ যতয়ঃ যৎ বিশন্তি (বেদবিৎগণ যাঁহাকে অক্ষর বলেন, কামনানুরাগশূন্য সন্ন্যাসীগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন) যৎ (জ্ঞাতুং) ইচ্ছন্তঃ ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি (যাঁহাকে জানিবার ইচ্ছার জন্য ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠিত হয়) অহং তৎ পদং তে সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে (সেই প্রাপ্য বস্তু সম্বন্ধীয় আমার স্বরূপকথা সংক্ষেপে বলিতেছি) ॥১১॥

বেদবিৎগণ যাঁরে কহে অবিনাশী,
যাঁহাতে মিশিতে চায় নিস্পৃহ সন্ন্যাসী,
যাঁর জ্ঞান লাভ জন্য গুরুকুলে বাস
সংক্ষেপে স্বরূপ তাঁর করিব প্রকাশ ॥ ১১ ॥

কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের "সর্ব্বে বেদা যং পদমামনন্তি তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি। যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ" অর্থাৎ যাবতীয় বেদ যে পদের ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপ যাঁহার জন্য অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভের জন্য গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সাধিত হয় তোমাকে বলিতেছি,—তাহা ওঁকার। এই শ্লোকের সহিত গীতার এই শ্লোকের যথেষ্ট সাদৃশ্য ও অর্থসামঞ্জস্য আছে।

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২ ॥
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩ ॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনঃ হৃদি নিরুধ্য চ (সকল ইন্দ্রিয়দ্বার প্রত্যাহার (রোধ) করিয়া মনকে হৃদয়-পুণ্ডরীকে নিরোধ করিয়া) মূর্দ্ধ্নি প্রাণং আধায় আত্মনঃ যোগধারণাং আস্থিতঃ (মস্তকে প্রাণকে স্থাপন করিয়া আত্মবিষয়সমাধিরূপ ধারণায় স্থিত হইয়া) ওঁ ইতি একাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ (ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মবাচক শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে) মাং অনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রয়াতি (আমাকে চিন্তা করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করিয়া যিনি প্রস্থান করেন) সঃ পরাং গতিং যাতি (তিনি পরমা গতি লাভ করেন) ॥ ১২। ১৩ ॥

সকল ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধ করিয়া,
হৃদয় কন্দরে মন আবদ্ধ রাখিয়া,
আত্মবিষয়ক যোগস্থৈর্য্য সহকারে
প্রাণবায়ু ভ্রূমধ্যেতে মস্তক ভিতরে
স্থাপন করিয়া যোগবিধি অনুসারে
ব্রহ্মের বাচক, ব্রহ্মপ্রতিমা ওঙ্কারে
পরব্রহ্ম জ্ঞান করি, সঁপিয়া তাহার
দেহ, মন, ব্রহ্মধামে, মহান্ ওঙ্কার
ঘন উচ্চারণ করি আমারে স্মরিয়া
যে জন এ স্থূলদেহ যায় হে ছাড়িয়া,
চরমে পরম গতি সেই লাভ করে
ব্রহ্ম লোকে যায় ব্রহ্ম লভিবার তরে ॥ ১২। ১৩ ॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪ ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫ ॥

অনন্যচেতাঃ (সন্) যঃ মাং নিত্যশঃ সততঃ স্মরতি (অনন্যচিত্ত হইয়া যে আমাকে প্রতিদিন সর্ব্বদা স্মরণ করে) [হে] পার্থ ! অহং নিত্যযুক্তস্য তস্য যোগিনঃ সুলভঃ (হে পার্থ ! আমি সেই নিত্য-মদ্‌যুক্ত যোগীর বড়ই সুলভ) ॥ ১৪ ॥

পরমাং সংসিদ্ধিং গতাঃ মহাত্মানঃ মাং উপেত্য (শ্রেষ্ঠা সিদ্ধি বা মুক্তিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ দুঃখালয়ং অশাশ্বতং অনিত্যং জন্ম ন আপ্নবন্তি (পুনরায় দুঃখের আশ্রয়স্থান অনিত্য দেহ লাভ করেন না) ॥ ১৫ ॥

দিবানিশি পরিহরি সকল বিষয়
আমারই ধ্যানে মগ্ন সদা যেই রয়,
সদা যুক্ত-চিত্ত যেই যোগী মহাজন,
সহজে আমারে পার্থ ! পায় সেই জন ॥ ১৪

সকল বন্ধন হ'তে মুক্তি লাভ ক'রে
একবার পেলে মোরে মরণের পারে,
আসিতে না হয় আর দুঃখের আগারে
অনিত্য সংসারমাঝে দুঃখভোগ তরে ॥ ১৫

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬ ॥
সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭ ॥

অর্জ্জুন! আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনঃ (ব্রহ্মলোক সহ সকল ভোগলোকই পুনরাবর্ত্তনশীল) তু কৌন্তেয়! মাং উপেত্য পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (কিন্তু, কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হইলে আর পুনর্জন্ম থাকে না) ॥ ১৬ ॥

সহস্রযুগপর্য্যন্তং ব্রহ্মণঃ যৎ অহঃ (সহস্র দৈবযুগে ব্রহ্মার যে এক দিন) যুগসহস্রান্তাং রাত্রিং (ঐ রূপ সহস্র যুগে এক রাত্রি) [চ] (যে) বিদুঃ তে জনাঃ অহোরাত্রবিদঃ (যাঁহারা জানেন তাঁহারা অহোরাত্রবেত্তা) ॥ ১৭ ॥

ভূলোক ও ব্রহ্মলোক আদি আছে যত,
সব লোকে আসা যাওয়া আছে অবিরত;
কিন্তু পার্থ! আমারে যে পায় একবার,
জ্বালাময় কোন লোকে যায় না সে আর ॥ ১৬ ॥

মানবের চারি-যুগ সহস্র বৎসরে,
ব্রহ্মার দিবস এক, রাত্রি এক ধারে।
কাল পরিমাণ তত্ত্ব জানেন যে জন
দিবারাত্রিতত্ত্ববিৎ সেই জন হন ॥ ১৭ ॥

অব্যক্তাদ্‌ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮ ॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯ ॥

অহরাগমে অব্যক্তাৎ সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি (ব্রহ্মার দিবস উপস্থিত হইবার সময়ে অব্যক্ত কারণ হইতে পরিদৃশ্য-মান ভূত সকল জন্ম গ্রহণ করে) রাত্র্যাগমে তত্র অব্যক্তসংজ্ঞকে এব প্রলীয়ন্তে (ব্রহ্মরাত্রি সমাগমে ভূত সকল সেই কারণরূপ অব্যক্ত পদার্থে অবশ্যই বিলীন হইয়া যায়) ॥ ১৮ ॥

পার্থ ! সঃ এব অয়ং ভূতগ্রামঃ ভূত্বা ভূত্বা রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে (সেই ব্যক্ত এই ভূতসমূহ বার বার জন্ম গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মরাত্রির প্রাক্কালে লয় প্রাপ্ত হয়) (পুনঃ) অহরাগমে অবশঃ (সন্) [পুনরায় ব্রহ্মদিবসাগমে কর্ম্মনিয়মাধীন হইয়া জন্ম গ্রহণ করে] ॥ ১৯ ॥

এই রূপ শত বর্ষ ব্রহ্মার জীবন
যে কালের অন্তে হয় তাঁহারো মরণ।
স্থাবর জঙ্গম আদি পদার্থ সকল
সৃষ্ট ও বর্দ্ধিত হয় দিনেই কেবল ;

তার পর আসে যবে ব্রহ্মার রজনী
সৃষ্ট বস্তু লয় প্রাপ্ত হয় ত তখনি ॥ ১৮ ॥
চারিদিকে সৃষ্টবস্তু দেখিতেছ যাহা
ব্রহ্মার দিবসে জন্মে রাত্রে লয় তাহা ॥ ১৯ ॥

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০ ॥
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্‌।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ ॥

তু তস্মাৎ অব্যক্তাৎ পরঃ অন্যঃ অব্যক্তঃ সনাতনঃ যঃ ভাবঃ (কিন্তু সেই কারণরূপ অব্যক্ত অপেক্ষা পরতর স্বতন্ত্র অতীন্দ্রিয় অনাদি যে ভাব বা সত্তা আছে) সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু (অপি) ন বিনশ্যতি (সেই ভাব, ভূত সকল বিনষ্ট হইলেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না)। (যঃ) অব্যক্তঃ অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (ইনি ইন্দ্রিয়-অগোচর জন্মাদিরহিত এই প্রকারে কথিত হইয়া) তং পরমাং গতিং আহুঃ, যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে (তাহাকেই শ্রেষ্ঠ গতি বলেন যাহা পাইয়া জীবগণ আর সংসারে জন্মেই না) তৎ মম পরমং ধাম (উহাই আমার মুক্ত স্বরূপ বা ধাম) ॥ ২০ । ২১॥

কিন্তু, যে অব্যক্ত ভাব হইতে ব্রহ্মার
সৃষ্টি লয় হইতেছে বিশ্বে অনিবার,
তদপেক্ষা আছে এক অত্যুত্তম ভাব
ইহাও অব্যক্ত—তাহে নাহিক অভাব।
এ ভাবে বিনাশ নাই, ইন্দ্রিয়-অতীত
ভাব-লাভ শ্রেষ্ঠগতি জন্মাদিরহিত।
বিষ্ণুর পরম পদ, পুরাণ ইহারে
বলে, এই লোক ধ্রুবলোকের উপরে।
এ হেন অব্যক্ত ভাব স্বরূপ আমার,
বিষ্ণুপদে সেই ভাবে জন্ম নাহি আর ॥ ২০ । ২১ ॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২ ॥
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ ॥

পার্থ! ভূতানি যস্য অন্তঃস্থানি যেন ইদং সর্ব্বং ততং (ভূতসমূহ যাঁহার অভ্যন্তরে স্থিত, যাঁহাদ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত) সঃ পরঃ পুরুষঃ তু অনন্যয়া ভক্ত্যা লভ্যঃ (সেই পরম পুরুষ কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই অর্থাৎ অন্যাসক্তিবিরহিতা ঐকান্তিকী ভক্তি দ্বারাই লভ্য) ॥ ২২ ॥

ভরতর্ষভ! যত্র কালে তু প্রয়াতাঃ যোগিনঃ (যে যে সময়ে পরিত্যক্তদেহ সাধকগণ) অনাবৃত্তিং আবৃত্তিং চ এব যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি (মোক্ষ ও পুনরায় জন্মলাভগতি প্রাপ্ত হন সেই সকল সময়ের কথা বলিতেছি) ॥ ২৩ ॥

কারণকারণ যিনি সর্ব্ব পদার্থের,
যাঁহার মাঝারে আছে সমগ্র বিশ্বের
যাহা কিছু, ব্যাপ্ত যিনি সমগ্র সংসারে
সেই ভগবানে যদি চাই পাইবারে,
চাই তবে সেই ভক্তি নিয়ত অচলা,
পরা-অনুরক্তি যাহা স্থির অচঞ্চলা ॥ ২২ ॥

ভবে আসা ও না আসা এ দুই পথের
মধ্যে একের অধীন যোগীসকলের
হইতে হইবে; তাই মরণের পারে
যে পথে যে গতি তাহা কহিব তোমারে।
পিতৃযান পথে গেলে পুনঃ জন্ম হয়,
দেবযান পথে মুক্তিসম্ভাবনা রয় ॥ ২৩ ॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫ ॥

অগ্নির্জ্যোতিঃ অহঃ শুক্লঃ উত্তরায়ণং ষণ্মাসাঃ (জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি অর্থাৎ অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, দিবাভিমানিনী দেবতা শুক্লপক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, উত্তরায়ণরূপ ছয় মাসের অভিমানিনী দেবতা) (সতত বিরাজমান) **তত্র প্রয়াতাঃ ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ ব্রহ্ম গচ্ছন্তি** (সেই দেবযান পথে দেহান্তে গমনোন্মুখ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

(**যত্র**) **ধূমঃ রাত্রিঃ কৃষ্ণঃ তথা দক্ষিণায়নং ষণ্মাসাঃ** (যে স্থানে ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্র্যভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা) (বিরাজমান) **তত্র প্রয়াতাঃ যোগী চন্দ্রমসং জ্যোতিঃ প্রাপ্য নিবর্ত্ততে** (সেই পিতৃযান পথে দেহান্তে গমনোন্মুখ কর্ম্মযোগী চন্দ্রের জ্যোতিঃস্বরূপ (চন্দ্রলোক) প্রাপ্ত হইয়া (ভোগান্তে) পুনরায় ফিরিয়া আসেন) ॥ ২৫ ॥

ধ্যানযোগী ব্রহ্মপদকামী যোগিগণ
দেবযান পথে যান লভিলে মরণ ।
দিবাভাগে, শুক্লপক্ষে, উত্তর-অয়নে,
স্থূলদেহ ত্যজে যদি অতি শুভক্ষণে,

হৃদয়ে প্রাণের স্থিতি অনুভূতি যাঁর,
যিনি জ্ঞাততত্ত্ব 'ব্রহ্মরন্ধ্র', 'সুষুম্নার',
তাঁহারই সূক্ষ্মদেহ সুষুম্না পথেতে
উত্থিত হইয়া ক্রমে সে ব্রহ্মরন্ধ্রেতে,

সেই পথ হ'তে হয় ভিন্ন স্থানে স্থিতি,
প্রথমেতে "অগ্নি" তার পর স্থান "জ্যোতি",
"দিন", "শুক্লপক্ষ", "উত্তরায়ণ ষণ্মাস"
ক্রমে এই সকল স্থানেতে হয় বাস।
সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যাঁহারা
যোগীরে লইয়া যান ব্রহ্মলোকে তাঁরা।

আত্মাসহ, দেহ ছাড়ি যায় তেজোপথে,
মিলিত হইয়া সূর্য্যরশ্মির সহিতে ;
চলে যায় ব্রহ্মলোকে নাহিক সংশয়,
সূক্ষ্ম দেহ হৈলে ত্যাগ মোক্ষলাভ হয়।
এইরূপে যাঁহাদেরি দেহত্যাগ হয়
ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ভাগ্যে ঘটয়ে নিশ্চয় ॥২৪॥

যবে কর্ম্মযোগিগণ স্থূলদেহ ছাড়ে,
ক্রমে ক্রমে ভিন্ন স্থানে অল্প বাস করে।
"ধূম", "রাত্রি", "কৃষ্ণপক্ষ", "দক্ষিণ-অয়ন",
"পিতৃলোক","আকাশ","চন্দ্রলোকেতে" গমন।
অধিষ্ঠাত্রীদেবতা ঐ সকল স্থানের,
একে একে নিজ লোক হৈতে তাহাদের
পাঠাইয়া দেন শেষে চন্দ্রমা-লোকেতে,
যথা ভোগ করে নিজকর্ম্ম বিধিমত।
দেহান্তে এরূপে চন্দ্রলোকেতে গমন-
ব্যাপারে অধ্যাত্ম-শাস্ত্র 'পিতৃযান' কন।
চন্দ্রলোকে জ্যোতির স্বরূপ স্বর্গভোগ
হইলে মানব পুনঃ আসে ইহলোক ॥ ২৫ ॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ২৬ ॥
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥ ২৭ ॥

জগতঃ এতে হি শুক্লকৃষ্ণে গতী শাশ্বতে মতে (জগতের এই শুক্লা-অর্চ্চিরাদিগতি ও কৃষ্ণা-ধূমাদিগতি দুই পথ নিত্য নির্দ্দিষ্ট আছে) **একয়া অনাবৃত্তিং যাতি অন্যয়া পুনঃ আবর্ত্ততে** (একটি দ্বারা সংসারে অনাবৃত্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, অপরের দ্বারা সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে) ॥ ২৬ ॥

পার্থ! এতে সৃতী জানন্ কশ্চন যোগী ন মুহ্যতি, (এই পন্থাদ্বয় অবগত হইয়া কোনও যোগী মোহগ্রস্ত হন না,) **তস্মাৎ অর্জ্জুন! সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্ত ভব** (অতএব হে অর্জ্জুন! সকল সময়ের জন্যই যোগপরায়ণ হও) ॥ ২৭ ॥

শুক্ল, কৃষ্ণ দুই গতি আছে চিরন্তন,
একে মুক্তি, অন্যে হয় পুনরাবর্ত্তন ॥ ২৬ ॥
এ দুই পথের কথা জ্ঞানী কর্ম্মীগণ
জানিয়া না হয় ভবে মুগ্ধ কদাচন।
তাই বলি হে অর্জ্জুন! হও যোগযুক্ত,
যদি গো হইতে চাও মোহ-বিনির্ম্মুক্ত ॥ ২৭ ॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নাম অষ্টমোঽধ্যায়।

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু দানেষু চ এব যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টং (বেদে, যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানে যে পুণ্যফল নির্দ্দিষ্ট আছে) ইদং বিদিত্বা যোগী তৎ সর্ব্বং অত্যেতি (এই তত্ত্ব বিদিত হইয়া যোগী সেই সকল ফল অতিক্রম করেন) চ আদ্যং পরং স্থানং উপৈতি (এবং মূল-কারণরূপে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মস্থান বা বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হন) ॥ ২৮ ॥

দেব অধ্যয়ন আর যজ্ঞ অনুষ্ঠান
যোগ তপশ্চর্য্যা আর তুলা আদি দান
প্রভৃতি স্বর্গের হেতু নানা শুভ কর্ম্ম,
(অনুষ্ঠিত যাহা অনুযায়ী শাস্ত্রমর্ম্ম)
জানিয়া বিশেষ ভাবে জ্ঞানী যোগিগণ,
সেই সব কর্ম্মফল করি অতিক্রম,
মূল-কারণস্বরূপ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম স্থান
বিষ্ণুপদ যাহা বাঞ্ছা তাহাই ত পান ॥ ২৮ ॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টম অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকা নাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরী নাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।
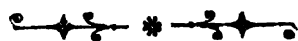
শ্রীভগবানুবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—ইদং তু গুহ্যতমং বিজ্ঞানসহিতং জ্ঞানং (এই পরমগোপনীয় উপাসনাগত বিশেষ জ্ঞান ও অনুভবযুক্ত জ্ঞান) অনসূয়বে তে প্রবক্ষ্যামি, (দোষদৃষ্টি রহিত তোমাকে বলিব) যৎ জ্ঞাত্বা অশুভাৎ মোক্ষ্যসে (যাহা অবগত হইয়া সংসারবন্ধনাদি সর্ব্ব প্রকার অমঙ্গল হইতে মুক্ত হইবে) ॥ ১ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—দোষদৃষ্টি পরিশূন্য জানি হে তোমারে,
তাই গুহ্য জ্ঞান কহি বিবিধ প্রকারে।
এই জ্ঞান যে বিজ্ঞান—অনুভবযুক্ত,
যে জ্ঞান লভিলে হয় সর্ব্ববন্ধমুক্ত ॥ ১ ॥

রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগম ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥ ২ ॥
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ ৩ ॥

ইদং রাজগুহ্যং রাজবিদ্যা উত্তমং পবিত্রং (এই জ্ঞান সকল গোপ্যবিষয়ের (রাজা) শ্রেষ্ঠ, সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ, উত্তম, পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং কর্ত্তুং সুসুখং অব্যয়ং চ (প্রত্যক্ষফলপ্রদ, ধর্ম্মসঙ্গত, অনুষ্ঠান কালে সুখপ্রদ ও অক্ষয় ফল যুক্ত) ॥ ২ ॥

পরন্তপ! অস্য ধর্ম্মস্য অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষাঃ (এই জ্ঞানময় ধর্ম্মের (প্রতি) শ্রদ্ধাবিহীন ব্যক্তিগণ) মাং অপ্রাপ্য মৃত্যু-সংসার-বর্ত্মনি নিবর্ত্তন্তে (আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুবন্ধনযুক্ত সংসার পথে গমনাগমন করিয়া থাকে) ॥ ৩ ॥

যতেক রহস্য আছে যে বিদ্যার মাঝে
সর্ব্ব শিরোমণি সম এ বিদ্যা বিরাজে।
সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ এই মহা ধন,
ধর্ম্মের সহিত আছে অপূর্ব্ব মিলন।
ক্ষয়হীন ফলপ্রদ এই মহাধনে
প্রত্যক্ষ করেছে ফল জ্ঞানলব্ধজনে।
লভিতে নাহিক দুঃখ, সুখে লাভ হয়;
পরম পবিত্র জ্ঞান বলি যা তোমায় ॥ ২ ॥
যে মনুষ্যগণ এই জ্ঞানের সাধনে
শ্রদ্ধাশূন্য হয়, তারা জীবনে মরণে
না পায় আমারে; মৃত্যুময় এ সংসারে
পরম দুঃখেই আসে যায় বারে বারে ॥ ৩ ॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥ ৪ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ ॥

অব্যক্ত মূর্ত্তিনা ময়া ইদং সর্ব্বং জগৎ ততং (অতীন্দ্রিয়স্বরূপ আমা দ্বারা এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সকল জগৎ ব্যাপ্ত) সর্ব্বভূতানি মৎস্থানি অহং চ তেষু ন অবস্থিতঃ (সকল ভূতই আমাতে স্থিত (কিন্তু) আমি সে সকলে অবস্থিত নহি) ॥ ৪ ॥

মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য ভূতানি চ মৎস্থানি ন (আমার ঈশ্বর সংক্রান্ত অসাধারণ মনোময় সঙ্কল্পাত্মক সংঘটন অবলোকন কর, ভূত সকল আমাতে অবস্থান করে না) মম আত্মা ভূতভৃৎ ভূতভাবনঃ চ ন ভূতস্থঃ (আমার পরম স্বরূপ আত্মা ভূতধারক ও ভূতপালক (কিন্তু) ভূতমধ্যে অবস্থিত নহে) ॥ ৫ ॥

স্থূল দেহ যুক্ত স্থূল দৃষ্টি সহযোগে,
প্রাকৃত যা কিছু দেখ নয়নের আগে,
নিখিল বিশ্বের মাঝে জঙ্গম স্থাবর,
যুক্ত নহে তাহা সহ প্রাকৃত নশ্বর
মূর্ত্তি, বস্তু, যাহা মোর দেখ পৃথিবীতে।
ব্যাপ্ত আমি সারা বিশ্বে অব্যক্ত মূর্ত্তিতে,
অব্যক্ত স্বরূপ যাহা ইন্দ্রিয়-অতীত
করুণাগোচর ঘন-আনন্দ জড়িত।
মনে হয় সবই যেন আমাতেই স্থিত,
আমি কিন্তু কিছুতেই নহি অবস্থিত ॥ ৪ ॥
আর দেখ অসামান্য প্রভাব আমার,
ধারক, পালক আমি যদিও সবার,
এ সকল ভূতগ্রাম নহে অবস্থিত
মম অপ্রাকৃত স্বরূপেতে, সুনিশ্চিত।
আমিও স্বরূপে মোর বিশ্বে সর্ব্বভূতে
প্রবিষ্ট বা অবস্থিত নহি কোন মতে ॥ ৫ ॥

যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬ ॥
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

বায়ুঃ সর্ব্বত্রগঃ (অপি) মহান্ (অপি) যথা নিত্যং আকাশস্থিতঃ (বায়ু সর্ব্বত্র গমনক্ষম ও অপরিসীম হইয়াও যেমন নিত্য আকাশাবস্থিত কিন্তু আকাশে মিশ্রিত নহে) তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানি ইতি উপধারয় [সেইরূপ (অবস্থায়) ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত, ইহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম কর] ॥ ৬ ॥

কৌন্তেয়! কল্পক্ষয়ে সর্ব্বাণি ভূতানি মামিকাং প্রকৃতিং যান্তি (প্রলয়কালে ভূতসকল আমার ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে বিলীন হয়) পুনঃ কল্পাদৌ তানি বিসৃজামি (পুনরায় কল্পারম্ভে অর্থাৎ সৃষ্টিকালে সেই ভূতসকলকে সৃষ্টি করিয়া থাকি) ॥ ৭ ॥

সর্ব্বগ বায়ুর স্থান আকাশে যেমন,
আমাতে এ ভূতগণ জানিবে তেমন।
আকাশের মাঝে বায়ু আকাশ ত নয়
ভূতগণ সেইরূপ জানিবে নিশ্চয় ॥ ৬ ॥

প্রলয়ের কালে পার্থ! যত ভূতচয়,
আমার মায়ার মাঝে হইবে বিলয়।
প্রলয়ের পর যবে কল্পারম্ভ হবে
আমিই করিব সৃষ্টি পুনরায় সবে ॥ ৭ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮ ॥
ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥ ৯ ॥

স্বাং প্রকৃতিং অবষ্টভ্য প্রকৃতেঃ বশাৎ (আমি নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া বা তাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূতসমূহের পূর্ব্বকর্ম্মনিমিত্ত প্রাকৃতিক নিয়মানুযায়ী ভূতসকলকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করি) ॥ ৮ ॥

ধনঞ্জয়! তেষু কর্ম্মসু অসক্তং চ (সেই সকল সৃষ্টি-আদি কর্ম্মে অনাসক্ত) উদাসীনবৎ আসীনং মাং (উদাসীনবৎ অবস্থিত আমাকে) তানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি (সেই সকল কর্ম্ম বন্ধন বা লিপ্ত করিতে পারে না) ॥ ৯ ॥

স্থাবর জঙ্গম আদি যে ভূতসকল
কল্পান্তে বিলীন ছিল মায়াতে কেবল,
কল্পারম্ভকালে মোর সে মায়া প্রকৃতি
প্রকাশের লাগি লভে আমার সংহতি।
আমি প্রকৃতিতে যবে করি অধিষ্ঠান
তখনি পুনঃ এ বিশ্ব হয় ভাসমান।
প্রলয়ের শেষে থাকে যে ভূতসকল
লুপ্ত, সুপ্ত নিজ কর্ম্মদোষেই কেবল,
শয়ান প্রকৃতিকোলে ; কল্পারম্ভে পুনঃ
পূর্ব্ব কর্ম্ম ও স্বভাবে লভিবে জনম।
এইরূপে বার বার করি উৎপাদন
কোটি বিশ্ব ; প্রকৃতি ত স্থিরাবলম্বন ॥ ৮ ॥

সৃষ্টিকার্য্যে থাকি আমি উদাসীন সম,
আমারে না করে বদ্ধ সে সব করম ॥ ৯ ॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্‌বিপরিবর্ত্ততে ॥ ১০ ॥
অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১ ॥

অধ্যক্ষেণ ময়া প্রকৃতিঃ সচরাচরং (বিশ্বং) স্যূয়তে (অধিষ্ঠাতা আমাদ্বারা প্রকৃতি স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্ব প্রসব করেন) অনেন হেতুনা জগৎ বিপরিবর্ত্ততে [এই কারণেই (আমার অধিষ্ঠান জন্যই) এই জগৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে] ॥ ১০ ॥

মম ভূতমহেশ্বরং পরং ভাবং অজানন্তঃ (আমার সর্ব্বভূতের ঈশ্বরস্বরূপ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব না জানিয়া ; মানুষীং তনুং আশ্রিতং মাং অবজানন্তি [মনুষ্যদেহধারণকারী আমাকে (অর্থাৎ আমি নরদেহ ধারণ করিয়াছি বলিয়া) অবজ্ঞা করে] ॥ ১১ ॥

মাত্র মোর অধিষ্ঠানে ভিন্ন গুণময়ী
প্রকৃতি যাহার অন্য নাম মায়াময়ী,
সেই করে এ বিশ্ব প্রসব বার বার
পরিবর্ত্তনও সেজন্য ঘটে অনিবার ॥ ১০ ॥
সকল ভূতের আমি পরম ঈশ্বর,
লোকহিত জন্য ধরি নরকলেবর ;
তাহা না বিচার করি কত মূঢ়জন
আমার না:মেতে করে অবজ্ঞা ভাষণ ॥ ১১ ॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ ॥
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩ ॥

মোঘ-আশাঃ মোঘকর্ম্মাণঃ মোঘজ্ঞানাঃ বিচেতসঃ (বিফলমনোরথ, নিষ্ফলকর্ম্মা, বিফলজ্ঞান অবিবেকী ব্যক্তিগণ) মোহিনীং রাক্ষসীং আসুরীং চ প্রকৃতিং শ্রিতাঃ [মোহকারী রাক্ষসী (তমঃপ্রধান) ও আসুরী (রজঃপ্রধান) প্রকৃতি (স্বভাব) অবলম্বন করিয়া থাকে] ॥ ১২ ॥

পার্থ! মহাত্মানঃ দৈবীং প্রকৃতিং আশ্রিতাঃ (মহাত্মাগণ সত্ত্বপ্রধান প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া) অনন্যমনসঃ (সন্তঃ) (অনন্যমনা হইয়া) ভূত-আদিং অব্যয়ং মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি (সর্ব্বভূতের আদিকারণ আমার নিত্যস্বরূপ জানিয়া আমাকে ভজনা করে) ॥ ১৩ ॥

ঈশ্বরবিরোধী যত হতভাগ্যজন
সফল না হয় কোন কর্ম্মে কদাচন।
ভগ্ন-মনোরথ কিংবা কর্ম্মেতে নিষ্ফল,
অথবা প্রকৃত জ্ঞান লাভেও বিফল;
হেন জনে তমোবৃত রাক্ষস-স্বভাব,
কিংবা রজোগুণযুত অসুরের ভাব
আশ্রয় করিয়া ভবে বিচরণ করে,
এক দণ্ড শান্তি তারা না পায় অন্তরে ॥ ১২ ॥

সাত্ত্বিক প্রকৃতি পার্থ! যাদের আশ্রয়
কামাদিতে চিত্ত কভু অভিভূত নয়;
জানে মোরে সর্ব্বভূতকারণ বলিয়া,
নরদেহ দেখি নহে বিচলিত হিয়া;
মোর এই দেহ কভু প্রাকৃত যে নয়
এ বিশ্বাস তাহাদের আছে সুনিশ্চয়;
বিশেষ বিচারে দৃঢ় করি নিজ মন
নিত্যজ্ঞানে এক মনে করে যে ভজন ॥ ১৩ ॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ ॥
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫ ॥

(কেচিৎ) সততং কীর্ত্তয়ন্তঃ (কেচিৎ) দৃঢ়ব্রতাঃ (সন্তঃ) যতন্তঃ চ (উক্ত মহাত্মাগণের মধ্যে কেহ সর্ব্বদা আমার মন্ত্র স্তবাদি দ্বারা কীর্ত্তন করিতে করিতে, কেহ কঠোর নিয়মাবলম্বনে যত্ন করিতে করিতে) (কেচিৎ) ভক্ত্যা মাং নমস্যন্তঃ চ (কেচিৎ) নিত্যযুক্তাঃ (সন্তঃ) মাং উপাসতে (কেহ ভক্তিপূর্ব্বক বারবার নমস্কার করিতে করিতে এবং কেহ সমাহিত চিত্তে আমাকে ভজনা করে) ॥ ১৪ ॥

অন্যে অপি চ (অন্য কেহ বা) জ্ঞানযজ্ঞেন যজন্তঃ মাং উপাসতে (অন্যোপাসনাবর্জ্জিত হইয়া ভগবদ্বিষয়কজ্ঞানস্বরূপ যজ্ঞ দ্বারাই আমার উপাসনা করে) (কেচিৎ) একত্বেন (কেচিৎ) পৃথক্ত্বেন (কেচিৎ) বিশ্বতোমুখং বহুধা উপাসতে (এই সকল উপাসকগণের মধ্যে আবার কেহ আমাকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মসহ একাত্মবোধে, কেহ পৃথক্‌ভাবে অর্থাৎ পিতাপুত্র মাতাপুত্র বা শান্তদাস্যাদিভাবে কেহ বা আমার বহু প্রতিমা অবলম্বনে আমার উপাসনা করে) ॥ ১৫ ॥

অহিংসা ও শম, দম, দয়াদি লক্ষণে
ভূষিত হইয়া আর ইন্দ্রিয় দমনে
সমর্থ কেহ বা করে নাম সংকীর্ত্তন ;
কেহ করে সুকঠোর ব্রতাবলম্বন ;
কেহ সবিশেষ যত্নে সব সমর্পিয়া
ভক্তিভরে ভজে মোরে চরণে নমিয়া ;
কেহ বা আমাতে চিত্ত করি সমাহিত
সতত ভজনা করে হৈয়া আনন্দিত ॥ ১৪ ॥

আমার বিষয়ে যার হইয়াছে জ্ঞান,
সেই জ্ঞান শ্রেষ্ঠতম যজ্ঞের সমান।
কেহ করে জ্ঞান যজ্ঞে আত্মদরশন,
সোঽহং ভাবেতে কেহ রহে নিমগন ;
অঙ্গদেবে করি কেহ ঈশ্বর কল্পনা,
কিংবা করি সখ্যাদি ভাবের সংসাধনা,
অথবা, স্বরূপ বিশ্বরূপের ভাবনা
করিয়া সংসারে করে মম উপাসনা ॥ ১৫ ॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬ ॥
পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥ ১৭ ॥

অহং ক্রতুঃ অহং যজ্ঞঃ অহং স্বধা অহং ঔষধং (আমি শ্রৌত যজ্ঞ, আমি স্মার্ত্ত-যজ্ঞ, আমি শ্রাদ্ধান্ন, আমি ঔষধ) অহং মন্ত্রঃ অহং আজ্যং অহং এব অগ্নিঃ অহং হুতম্, (আমি মন্ত্র, আমি হোমঘৃত, আমি অগ্নি, আমিই হোম) ॥ ১৬ ॥

অহং অস্য জগতঃ পিতা মাতা ধাতা পিতামহঃ বেদ্যং (আমি এই জগতের পিতা, মাতা, কর্ম্মফলবিধাতা, পিতামহ, জ্ঞেয়) পবিত্রং ওঙ্কার ঋক্ সাম যজুঃ এব চ (পাবন অর্থাৎ শোধক, প্রণব, এবং ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ) ॥ ১৭ ॥

বেদ, স্মৃতি অনুযায়ী যজ্ঞ অনুষ্ঠান,
অন্ন যাহা পিতৃলোকোদ্দেশেতে প্রদান,
এ সকলি আমি, আমি মন্ত্র, হোম-ঘৃত,
আমি মহৌষধ—জীবকল্যাণ অমৃত ॥ ১৬ ॥
নিখিল বিশ্বের আমি জননী, জনক,
পিতামহ, সর্ব্বকর্ম্মফলবিধায়ক।
আমি হই অজ্ঞানের জ্ঞাতব্য বিষয়,
আমি দিব্য ঋক্, যজু, সাম বেদত্রয়;
যে সকল বেদে কর্ম্ম জ্ঞানের ঘোষণা
জানিবে সে বেদ আদি আমারি প্রেরণা।
পরব্রহ্মের স্বরূপ আমিই ওঙ্কার,
পরিশুদ্ধির কারণ আমিই সবার ॥ ১৭ ॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮ ॥
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥ ১৯ ॥

(অহং) গতিঃ ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ (আমিই কর্ম্মফল, পোষণকর্ত্তা, স্বামী, দ্রষ্টা, ভোগস্থান, রক্ষক, উপকারী বন্ধু) প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজং অব্যয়ম্ (উৎপত্তি হেতু বা স্থান, সংহর্ত্তা, আধার, লয়স্থান, উৎপত্তিকারণ অবিনাশী-ক্ষয়রহিত ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন! অহং তপামি অহং বর্ষং নিগৃহ্ণামি উৎসৃজামি চ (আমি তাপ দান করি, জল আকর্ষণ ও বর্ষণ করি) (অহং) অমৃতং মৃত্যুঃ চ এব সৎ অসৎ চ এব [আমি (জগতের) জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ (স্থূল) ও অসৎ (সূক্ষ্ম)] ॥ ১৯ ॥

সর্ব্বকর্ম্মফলরূপ জীবগতি আমি,
সৃষ্টের পোষক আমি, সকলের স্বামী।
সাক্ষীরূপে কর্ম্মাকর্ম্ম দেখি চিরকাল,
শরণে আর্ত্তের ঘুচে অশেষ জঞ্জাল।
সকল জীবের আমি ভোগের নিবাস,
যেহেতু আমারি মাঝে সকলের বাস।
নিরপেক্ষ হিতকারী সকল জীবের
আমিই সৃজনকর্ত্তা বিশাল বিশ্বের;

প্রলয়ের কাল যবে উপস্থিত হয়
তখন সংহারকারী আমিই প্রলয়।
সর্ব্বজীবের কারণ, স্থিতিলয়কালে
আমিই আধার, অবিনাশী সর্ব্বকালে ॥ ১৮ ॥
তাপদানে করি আমি রস আকর্ষণ,
আমি সেই রস পুনঃ করি বরিষণ।
দেবের অমৃত আমি, নরের বিনাশ।
আমিই প্রকাশ, স্থূল, সূক্ষ্ম অপ্রকাশ ॥ ১৯ ॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকমশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

ত্রৈবিদ্যাঃ যজ্ঞৈঃ মাং ইষ্ট্বা সোমপাঃ পূতপাপাঃ (সন্তঃ) (বেদত্রয়োক্ত কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণ যজ্ঞদ্বারা আমাকে পূজা করিয়া যজ্ঞ শেষ সোমপানে নিষ্পাপ হইয়া) স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে (স্বর্গে গমন ও স্থিতি প্রার্থনা করে) তে পুণ্যং সুরেন্দ্রলোকং আসাদ্য (তাহারা পবিত্র দেবলোক প্রাপ্ত হইয়া) দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ অশ্নন্তি (স্বর্গে উত্তম স্বর্গসুখ ভোগ করে) ॥২০॥

তে তং বিশালং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা (তাঁহারা সেই বিস্তীর্ণ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া) পুণ্যে ক্ষীণে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি (সৎ কর্ম্মের ফল ক্রমশঃ ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে) এবং ত্রয়ীধর্ম্মং অনুপ্রপন্নাঃ কামকামাঃ গতাগতং লভন্তে (এইরূপে বেদত্রয় বিহিত কাম্যকর্ম্ম-অনুগত ভোগকামী ব্যক্তিগণ সংসার হইতে গমন ও সংসারে আগমনের অবস্থা প্রাপ্ত হয়) ॥২১॥

তিন-বেদপরায়ণ স্বর্গকামিগণ
অগ্নিষ্টোম-আদি যজ্ঞে আমার পূজন
করি, যজ্ঞ শেষ সোমরস করি পান
পাপশূন্য হৈয়া কাম্য ইন্দ্রলোকে যান।
ততদিন দেবভোগ্য সুখ ভোগ হয়,
যতদিন স্বর্গের ভিতরে সবে রয় ॥২০॥

সুকর্ম্মের ফল যবে ক্ষয় হ'য়ে যায়,
তখন সেখানে কেহ রহিতে না পায়।
ভোগ শেষ হ'লে মনোরম স্বর্গ হ'তে
পুণ্যক্ষয়ে আসে পুনঃ এ মর জগতে।
বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানী কামী কর্ম্মিগণ
এই ভাবে করে সদা গমনাগমন ॥ ২১ ॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥

অনন্যাঃ মাং চিন্তয়ন্তঃ যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে (মদেকনিষ্ঠ মচ্চিন্তাপরায়ণ যে সকল ব্যক্তি (আমার) উপাসনা করেন) তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং অহং বহামি (সেই সকল আমাতে সতত যুক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ ও প্রাপ্তবস্তু রক্ষার ভার আমিই বহন করি) ॥ ২২ ॥

কৌন্তেয়! শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ ভক্তাঃ (সন্তঃ) শ্রদ্ধাযুক্ত (আমার ভক্ত হইয়াও) যে অন্য দেবতাঃ অপি যজন্তে (যাহারা ইন্দ্রাদি অন্যদেবতারও পূজা করে) তে অপি মাং এব যজন্তি অবিধিপূর্ব্বকং [তাহারাও (আমারই বিশিষ্ট অংশ সম্ভূত দেবতাগণের পূজা বলিয়া গৌণভাবে) আমাকেই ভজনা করে; কিন্তু এই পূজা মুক্তি লাভের বিধানানুযায়ী নহে] ॥ ২৩ ॥

অন্য দেবতার উপাসনা কিংবা সেবা
পরিত্যাগ করিয়া আমারে ভজে যেবা,
হইয়া মদেকনিষ্ঠ ; জানিও নিশ্চয়,
সর্ব্বভার বহি তার ওহে ধনঞ্জয়
জীবন ধারণে তার যাহা প্রয়োজন
আমিই তাহার লাগি করি আহরণ।

পর্ব্বত কন্দর মাঝে যে ভক্ত আমার
সব ছাড়ি আমারে ভজিছে অনিবার,
যত দিন স্থূল দেহ রহিবে তাহার
অরণ্যেও খাদ্য বস্ত্র যোগাইব তার।
তার পর আমারে সে পাইবে যখন
আমা ছাড়া নাহি হয় করিব এমন ॥২২॥

কেহ যদি শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ভক্তিভরে
অন্য দেবতার পূজা উপাসনা করে,
সে পূজাও মোর পূজা গৌণ ভাবে হয়
অজ্ঞানতা দোষে দুষ্ট জানিও নিশ্চয়।
এ পথে সাধক ক্ষণস্থায়ী সুখ পায় ;
নাহি হয় এই পথে মুক্তির উপায় ॥২৩॥

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

হি সর্ব্বযজ্ঞানাং অহং এব ভোক্তা প্রভুঃ চ (যেহেতু সকল যজ্ঞের আমিই উপভোগকর্ত্তা ও ফলদাতা) তু তে মাং তত্ত্বেন অভিজানন্তি (কিন্তু, তাহারা আমাকে স্বরূপতঃ জানে না) অতঃ চ্যবন্তি (তাই বার বার গমনাগমন করে) ॥২৪॥

দেবব্রতাঃ দেবান্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ পিতৃন্ যান্তি (যজ্ঞ পরায়ণ ব্যক্তিগণ দেবলোক, পিতৃশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়াপরায়ণ ব্যক্তিগণ পিতৃলোক প্রাপ্ত হয়) ভূতেজ্যাঃ ভূতানি যান্তি মদ্‌যাজিনঃ অপি মাং যান্তি (ভূতাদির অর্থাৎ যক্ষ রাক্ষসাদির পূজা করে তাহারা ভূতলোক প্রাপ্ত হয়, আমার পূজকগণ আমাকেই প্রাপ্ত হয়) ॥২৫॥

লোক সব করে যত যজ্ঞ আয়োজন,
যে যে বস্তু সেই যজ্ঞে করে সমর্পণ,
ভোগকর্ত্তারূপে আমি করি যে গ্রহণ,
আমি ছাড়া ফলদাতা নহে কোন জন।
এ তত্ত্ব না জানি অন্য দেবভক্তগণ
অজ্ঞানের বশে করে যজ্ঞ আয়োজন ;
যজ্ঞের অস্থায়ী ফল হইলে পূরণ
পুনরায় এই ভবে করে আগমন ॥২৪॥

দেবপূজাপরায়ণ যত যজ্ঞ করে,
দেবলোক প্রাপ্ত হয় মর্ত্ত্য দেহান্তরে ;
শ্রাদ্ধক্রিয়াপরায়ণ পিতৃভক্তগণ
দেহান্তে করিবে পিতৃলোকেতে গমন ;
যক্ষ, রক্ষ, নায়িকাদি ভূত ভজে যারা
মরিলে অবশ্য যাবে ভূতলোকে তারা ;
কিন্তু, যে পূজক ভক্ত ভজিবে আমারে
আমারেই পাবে তারা মরণের পারে ॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥২৬॥
যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

যঃ মে ভক্ত্যা (যে আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক) পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং প্রযচ্ছতি (প্রদান করে) অহং প্রযতাত্মনঃ ভক্ত্যুপহৃতং তৎ অশ্নামি (বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত সেই পূজা-উপহার আমি গ্রহণ করি) ॥২৬॥

কৌন্তেয়! যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি যৎ জুহোষি (তুমি যাহা কর, যাহা খাও, যাহা হোম কর) যৎ দদাসি যৎ তপস্যসি তৎ মদর্পণং কুরুষ্ব (যাহা দান কর, যাহা তপ কর তাহা (সবই) আমাতে অর্পণ কর) ॥২৭॥

স্থিরচিত্ত ভক্তমধ্যে ভক্তি সহকারে
মদ্ভাবে বিভোর হৈয়া যে দেয় আমারে
সুপবিত্র, পত্র, পুষ্প, ফল আর জল
আদরে গ্রহণ করি আমি সে সকল ॥২৬॥

যত কিছু কর্ম্ম কর, যা কিছু ভোজন,
কর যাহা দান কিংবা যজ্ঞে সমর্পণ,
তপস্যার লাগি কর কৃচ্ছাদি সাধন,
সকল কর্ম্মই কর মোরে সমর্পণ ॥২৭॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮॥
সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

এবং (এইরূপে সর্ব্বকর্ম্ম আমাতে অর্পিত হইলে) শুভাশুভফলৈঃ কর্ম্মবন্ধনৈঃ মোক্ষ্যসে (ইষ্টানিষ্টফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে) বিমুক্তঃ (সন্) সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা মাং উপৈষ্যসি (মুক্ত হওয়ার পর কর্ম্ম ও ফলত্যাগরূপ যোগযুক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে) ॥২৮॥

অহং সর্ব্বভূতেষু সমঃ মে দ্বেষ্যঃ ন প্রিয় চ ন অস্তি (আমি সকল প্রাণীতেই সমদর্শী, কেহই আমার অপ্রিয় বা প্রিয় নাই) যে তু মাং ভক্ত্যা ভজন্তি তে ময়ি অহং অপি তেষু চ (যাঁহারা আমাকে ভক্তিসহকারে ভজনা করেন তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন আমিও তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান করি) ২৯॥

সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণ করিলে আমারে
তবে ত নিশ্চিন্ত হ'য়ে রহিবে সংসারে।
কৃতকর্ম্ম ফল শুভ অশুভ ভাবিয়া
'কি জানি কি হবে' চিন্তা যাইবে ঘুচিয়া;
কর্ম্ম করি না পাইবে ফল যত দিন
কর্ম্ম ও ফলে সম্বন্ধ রবে তত দিন।
এই সম্বন্ধেরি নাম কর্ম্মের বন্ধন,
সে মুক্ত যে করে মোরে ফল সমর্পণ।

ফলত্যাগ হ'তে ক্রমে কর্ম্মত্যাগ হবে,
সংন্যাস যোগযুক্তাত্মা তবে সবে কবে।
মুক্ত হৈয়া সর্ব্ব কর্ম্মবন্ধন হইতে
তবে ত আমারে তুমি পারিবে লভিতে ॥২৮॥
সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টি মোর চিরকাল,
নহে একজন প্রিয়, অপর জঞ্জাল।
বাহু পশারিয়া আছি সকলেরি তরে,
চাহে যে আমারে পায়, নহে ত অপরে।

কিন্তু, বন্দনাদি নানা ভক্তির লক্ষণে
যে করে ভজনা মোরে বাক্যকায়মনে
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর হয় সে আমার,
জ্ঞানী, কর্ম্মী বুঝি মেনে যায় তারে হা'র।
ভক্ত যে সে করে সদা আমাতেই বাস
তাহারো হৃদয়ে মম সতত বিলাস।
ভক্তের প্রেমের কথা কহা নাহি যায়,
ভকতবৎসল তাই আমি এ ধরায় ॥২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্ ।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

চেৎ সুদুরাচারঃ অপি অনন্যভাক্ (সন্) মাং ভজতে (যদি পূর্ব্বে কুক্রিয়ারত ব্যক্তিও সময়ে) অনন্যভাব মদ্গতচিত্ত হইয়া আমার ভজনা করে) সঃ সাধুঃ এব মন্তব্যঃ (সে সাধু বলিয়াই গণ্য) হি সঃ সম্যক্ ব্যবসিতঃ (যেহেতু সে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চয়বুদ্ধিযুক্ত) ॥৩০॥

ক্ষিপ্রং ধর্ম্মাত্মা ভবতি শশ্বৎ শান্তিং নিগচ্ছতি [(সেই কুক্রিয়াশীল ব্যক্তিও আমাকে ভজিয়া) অবিলম্বে ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় (ক্রমে) নিত্য শান্তি লাভ করে] ; কৌন্তেয় ! মে ভক্তঃ ন প্রণশ্যতি । (ইতি) প্রতিজানীহি (আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, ইহা নিশ্চয় জানিও) ॥৩১॥

ভক্তির প্রভাব কত কহা নাহি যায়,
লৌহ পরিণত হয় নিমেষে সোনায়।
ভক্তি বলিলেই ভক্তি না হয় উদয়
ভক্তসঙ্গে কিংবা ভাগ্যযোগে লাভ হয়।
পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠানকারী নারী নর
শত দুষ্কর্ম্মেরও পরে আমাতে নির্ভর

করি, ছাড়ি বিবিধ প্রকার আরাধনা,
ভক্তিভরে যদি মোরে করে উপাসনা,
তবে সাধুপদবাচ্য সেও হ'তে পারে,
যেহেতু সে সৎ পথে চলেছে সংসারে ॥৩০॥
এককালে দুরাচার হেন পাপীজন
করিতে করিতে ক্রমে আমার ভজন,

অনতিবিলম্বে ধর্ম্মভাবের স্ফুরণ
হৈয়া দেখা দেয় তাহে ধর্ম্মের লক্ষণ।
যে নিশ্চয় বুদ্ধিলাভে জ্ঞান প্রয়োজন
অনায়াসে লাভ করে হেন সাধুজন।
হে কৌন্তেয় ! কহি শুন, জানিবে নিশ্চয়,
আমার যে ভক্ত, কভু বিনষ্ট না হয় ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

পার্থ! স্ত্রিয়ঃ বৈশ্যাঃ তথা শূদ্রাঃ যে পাপযোনয়ঃ স্যুঃ (স্ত্রী-বৈশ্য শূদ্রগণ যাহারা নিকৃষ্ট-কুলসম্ভূত হইয়াছে) তে অপি মাং ব্যপাশ্রিত (তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া) পরাং গতিং হি যান্তি (পরমগতি লাভ করে) ॥৩২॥

পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ তথা ভক্তাঃ রাজর্ষয়ঃ কিং পুনঃ (সদাচার সম্পন্ন ব্রাহ্মণগণ, সেইরূপ ভক্ত ক্ষত্রিয় রাজর্ষিগণ প্রভৃতির কথায় পুনরায় কি প্রয়োজন ?); অনিত্যং অসুখং ইমং লোকং প্রাপ্য মাং ভজস্ব (অতএব তুমি এই অনিত্য অশেষ দুঃখের নিদান এই মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজ) ॥৩৩॥

ব্রাহ্মণাদিবর্ণ সদা যোগজ্ঞানাসক্ত ;
তাই ব'লে নারী, বৈশ্য, শূদ্রাদি অশক্ত,
উপযুক্ত নহে যোগ, যজ্ঞ করিবারে,
তাহারা কি কোন কালে পাবে না আমারে ?
অবশ্য তাদের দিব্য গতি লাভ হয়
ভক্তিভরে আমার আশ্রয় যদি লয় ॥৩২॥

ভক্তির আশ্রয়ে কত পাপী তরে যায়।
কাজ কি রাজর্ষি ভক্ত দ্বিজের কথায় ?
তুমি হে রাজর্ষিতুল্য বিশিষ্ট সুজন,
অনিত্য সংসারে জন্ম করেছ গ্রহণ ;
এ মনুষ্যলোক বহু দুঃখের আগার,
ভক্তিভরে কর সদা ভজন আমার ॥৩৩॥

মন্মনা ভব মদ্‌ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যারাজ-গুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ।

মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব মাং নমস্কুরু (মদ্গতচিত্ত, আমার ভক্ত, আমার পূজক হও, আমাকে নমস্কার কর); এবং মৎপরায়ণঃ (সন্) আত্মানং যুক্ত্বা মাং এব এষ্যসি (এইরূপে মদেকনিষ্ঠ হইয়া চিত্তকে আমাতে সমাহিত করিযা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৪॥

সারকথা কহি শুন, ওহে গুড়াকেশ!
আমাতেই কর তব চিত্তাভিনিবেশ।
হও মম ভক্ত মম পূজা পরায়ণ,
ভক্তিভরে কর মোরে প্রণাম, বন্দন।
একনিষ্ঠ হৈয়া কর চিত্ত সমাহিত,
আমাকেই যথাকালে পাইবে নিশ্চিত ॥৩৪॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকা নাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—হে মহাবাহো! ভূয়ঃ এব মে পরমং বচঃ শৃণু (পুনরায়) আমার কার্য্য ও পরম তত্ত্বজ্ঞান-কথা শোন) যৎ প্রীয়মাণায় তে অহং হিতকাম্যয়া বক্ষ্যামি (যাহা শ্রবণে প্রীতি অনুভবকারী তোমাকে আমি তোমার হিতের জন্য বলিতেছি) ॥১॥

সগুণের ধ্যান কথা, নির্গুণের জ্ঞান কথা
অর্জ্জুন! তোমারে আমি বলিয়াছি কত,
তাহে তুমি প্রীতিমান্, তাই সাধিতে কল্যাণ
পুনরায় কহি আরও তত্ত্বকথা যত ॥১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্ত্যেষু সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

সুরগণাঃ মহর্ষয়ঃ (চ) মে প্রভবং ন বিদুঃ (দেবতাগণ ও মহর্ষিগণও আমার উৎপত্তি (বিষয়) জানেন না) হি অহং দেবানাং মহর্ষীণাং চ সর্ব্বশঃ আদিঃ (যেহেতু আমি সকল দেবতা ও মহর্ষির সর্ব্বতোভাবে আদি কারণ) ॥২॥

যঃ মাং অনাদিং অজং লোকমহেশ্বরং চ বেত্তি (যে আমাকে আদিরহিত জন্মবিহীন সকল লোকপালক সর্ব্বনিয়ন্তা বলিয়া জানে) সঃ মর্ত্ত্যেষু অসংমূঢ়ঃ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে (সে মনুষ্যলোকে মোহবর্জ্জিত হইয়া সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়) ॥৩॥

ইন্দ্র আদি দেবগণ,　　ভৃগু আদি মুনিগণ
নাহি জানে কোথা হ'তে উৎপত্তি আমার ;
দেব ঋষি দেখ যত　　আমা হইতেই জাত,
আমিই কারণ সর্ব্বপ্রকারে সবার ॥২॥

আদি-জন্মশূন্য আমি　　ত্রিলোকের অধিস্বামী
বলিয়া আমারে স্থির জানে যেই জন,
সদা সেই এই ভবে,　　মোহশূন্য হ'য়ে রবে,
সর্ব্বপাপ হ'তে তার হইবে মোচন ॥৩॥

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

বুদ্ধিঃ জ্ঞানং, অসংমোহঃ (ব্যাকুলতার অভাব), ক্ষমা, সত্যং, দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম), শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম) সুখং, দুঃখং, ভবঃ (উদ্ভব), অভাবঃ (নাশ), ভয়ং, অভয়ং, অহিংসা (প্রাণিপীড়নে অরতি) সমতা (সমচিত্ততা), তপঃ, দানং, অযশঃ (এতে) ভূতানাং পৃথগ্বিধাঃ ভাবাঃ (এই সমস্ত প্রাণিগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি) মত্তঃ এব ভবন্তি (আমা হইতেই উৎপন্ন হয়) ॥৪।৫॥

অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, সুখ, দুঃখ, দান,
অভয়, অভাব, ভব, ভয়, বুদ্ধি, জ্ঞান,
অহিংসা, সমতা, সত্য, শম, দম, যশ,
সকল কার্য্যেতে তুষ্টি, তপ ও অযশ,
এই সব ভিন্ন ভাব বিদ্যমান জীবে ;
সবার কারণ কিন্তু আমাতে জানিবে।
যেহেতু এ বিশ্ব মোর নিয়ম-অধীন,
কর্ম্ম-অনুযায়ী জীব ভ্রমে নিশিদিন ॥৪.৫॥

এই শ্লোকে কথিত ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলির অপেক্ষাকৃত বিশদ অর্থ প্রদত্ত হইল।

(১) বুদ্ধি—অন্তঃকরণের সূক্ষ্মার্থাববোধনসামর্থ্য—সার অসার বিষয় নির্দ্ধারণক্ষম বিবেক। (২) জ্ঞান—আত্ম অনাত্ম বিষয়ক অববোধ। (৩) অসংমোহ—বোদ্ধব্য ও কর্ত্তব্য বিষয়ে বিবেক সহকারে অব্যাকুলভাবে প্রবৃত্তি। (৪) ক্ষমা—বিরুদ্ধ ঘটনা ঘটিলেও মনের অবিকৃত ভাব সহ নির্য্যাতনপ্রবৃত্তি বর্জ্জন। (৫) সত্য—শ্রবণ দর্শনাদি দ্বারা প্রমাণলব্ধ যথাজ্ঞান বিষয়ের ভাষণ (এস্থলে সত্য বাক্য)। (৬) দম—বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমন। (৭) শম—অন্তরিন্দ্রিয়ের দমন। (৮) সুখ—স্বকীয় অনুকূল বস্তু বা ভাবপ্রাপ্তিরূপ অনুভূতিজনিত আহ্লাদ। (৯) দুঃখ—স্বকীয় প্রতিকূল ভাব বা বস্তু প্রাপ্তিজনিত সন্তাপ। (১০) ভব—জন্ম। (১১) অভব—নাশ। (১২) ভয়—দুঃখসম্ভাবনাজনিত আশঙ্কা। (১৩) অভয়—দুঃখনিবৃত্তিজনিত প্রসাদ। (১৪) অহিংসা—পরপীড়াজননে অপ্রবৃত্তি। (১৫) সমতা—চিত্তে রাগ দ্বেষাদি রহিত হওয়ার অবস্থা। (১৬) তুষ্টি—সন্তোষ। ১৭। তপ—পারলৌকিক কার্য্যের জন্য শারীরিক স্বচ্ছন্দতা বর্জ্জন পূর্ব্বক শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম। (১৮) দান—উপযুক্ত দেশকাল পাত্র অনুসারে ন্যায়ার্জ্জিত বিত্ত অন্যের উপকারে অর্পণ। ১৯। যশ—সৎকার্য্যজনিত খ্যাতি। (২০) অযশ—দুষ্কৃতিজনিত অখ্যাতি।

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

সপ্তমহর্ষয়ঃ (ভৃগু-আদি) পূর্ব্বে চত্বারঃ (পূর্ব্ববর্ত্তী সনকাদি চারিজন) তথা মানবঃ (ও মনুগণ) মদ্ভাবাঃ মানসাঃ জাতাঃ (মদ্গত ভাবনাযুক্ত, (আমার) মন হইতে উৎপন্ন) লোকে যেষাং ইমাঃ প্রজাঃ [এই লোকে যাঁহাদিগের এই প্রজাসমূহ (সৃষ্ট)] ॥৬॥

যঃ মম এতাং বিভূতিং যোগং চ তত্ত্বতঃ বেত্তি (যিনি আমার এই পরম ঐশ্বর্য্য ও যোগৈশ্বর্য্যলক্ষণ প্রকৃত ভাবে জানেন) সঃ অবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে অত্র ন সংশয়ঃ (তিনি নিঃসংশয়ে ভক্তিযোগ, ধ্যানযোগ দ্বারা (আমার সহিত) যুক্ত হন ; ইহাতে সন্দেহ নাই ॥৭॥

মুনি-ঋষি-জনয়িতা ভৃগু মনু আদি,
আজন্ম আমাতে যুক্ত ঋষি সনকাদি,
সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি সকলই আমার
সঙ্কল্পমাত্রেই সৃষ্ট, জানিবে ত সার ॥৬॥

আমি যে সর্ব্বজ্ঞ, প্রভু, লোকমহেশ্বর,
আমার ঐশ্বর্য্য যত জানে যেই নর
স্থির বুদ্ধি বলে, আমা সহ ভক্তি যোগে
অবশ্য সে ভাগ্যবান্ সংযুক্ত হইবে ॥৭॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ মত্তঃ সর্ব্বঃ প্রবর্ত্ততে (আমি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তিস্থান ; আমা হইতে সকলেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) ইতি মত্বা বুধাঃ ভাবসমন্বিতাঃ মাং ভজন্তে (ইহা জানিয়া পণ্ডিতগণ প্রীতি সহকারে আমাকে ভজনা করেন) ॥৮॥

মচ্চিত্তাঃ মদ্গতপ্রাণাঃ মাং পরস্পরং বোধয়ন্তঃ (আমাতে অর্পিত চিত্ত; জীবনের সমগ্র ক্রিয়াদিই আমারই ভজনার জন্য এইরূপ ভাবযুক্ত (ব্যক্তিগণ) আমার বিষয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতে) নিত্যং কথয়ন্তঃ চ তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (এবং সর্ব্বদা আমার ঐশ্বর্য্যাদির কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে পরম তৃপ্তি ও সুখ লাভ করেন) ॥৯॥

আরাধনাতে প্রবৃত্তি, ভক্তির উন্মেষ
যাহাতে হইয়া থাকে কহি সবিশেষ।
এক দিনে নিত্যানন্দ লাভ নাহি হয়,
জ্ঞান সহ সাধনায় পাইবে নিশ্চয়।
"সর্ব্বজগতের আমি উৎপত্তির মূল,
আমা হ'তে কর্ম্মে রত যত জীবকুল,"
বিবেকের বলে করি এই বুদ্ধি স্থির,
সেই বুদ্ধি বলে মম তত্ত্ব জানি ধীর,
প্রেমভাবযুক্ত হৈয়া সতত আমারে
পাইবে বলিয়া সদা আরাধিবে মোরে।
আমাতে নিবিষ্ট মন সতত যাহার
আমাতে নিহিত সর্ব্ব ইন্দ্রিয় ব্যাপার,
এ হেন পণ্ডিত ভক্ত যেবা হয় মোর
মম রূপ লীলা গানে সদাই বিভোর,
মম তত্ত্ব করিতে করিতে আলাপন,
পরম সন্তোষ, প্রেমানন্দ প্রাপ্ত হন ॥৮,৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্‌।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

সততযুক্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং (নিত্য যুক্ত প্রীতি সহকারে ভজনরত সেই সকল ব্যক্তিকে) তং বুদ্ধিযোগং দদামি (সেই অর্থাৎ এমন তত্ত্বজ্ঞানাভিমুখী বুদ্ধিযোগ প্রদান করি) যেন তে মাম্ উপযান্তি (যাহার সাহায্যে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়) ॥১০॥ তেষাং অনুকম্পার্থং এব অহং আত্মভাবস্থঃ (সন্) তাহাদের প্রতি করুণা প্রকাশের জন্যই আমি তাহাদিগের নিজ নিজ বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত হইয়া) ভাস্বতা জ্ঞানদীপেন অজ্ঞানজং তমঃ নাশয়ামি (উজ্জ্বল জ্ঞানালোক দ্বারা অবিবেকান্ধকার নাশ করি) ॥১১॥

সতত অর্পিত চিত্ত আমাতে যাহার,
ভক্তিযোগে যে আমারে ভজে অনিবার
ভগবৎ-বোধ-অনুকূল বুদ্ধি তারে
করি দান, যাহাতে অচিরে পায় মোরে ॥১০॥
যে ভক্ত করেছে মোরে আত্মসমর্পণ,
সতত নিযুক্ত যার আমাতেই মন
এ হেন ভক্তের মিথ্যা প্রত্যয় লক্ষণ,
অথবা অজ্ঞানযুক্ত সুখাদি বন্ধন,

ভগবৎ-প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধক বিষয়,
থাকে যদি দোষ করি তমোগুণাশ্রয়,
প্রকাশিয়া তার প্রতি করুণা অপার
পূরণ করিতে তার জ্ঞানের ভাণ্ডার,
বুদ্ধিবৃত্তিস্থিত হৈয়া তাহার অন্তরে
জ্ঞানালোক জ্বালি তার হৃদয় কন্দরে।
অবিবেক জন্য কিংবা তমোগুণাশ্রয়ে
যা থাকে তাহাতে, যায় দূরে পলাইয়ে ॥১১॥

অর্জ্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্ ।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা ।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন) ভবান্ পরং ব্রহ্ম পরমং পবিত্রং (আপনি 'পরমাত্মা, পরম আশ্রয় ও পরম পবিত্র ।) সর্ব্বে ঋষয়ঃ দেবর্ষিঃ নারদঃ তথা অসিতঃ দেবলঃ ব্যাসঃ চ (সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ এবং অসিত, দেবল ও ব্যাস) ত্বাং শাশ্বতং পুরুষং দিব্যং আদিদেবং অজং বিভুং আহু (তোমাকে নিত্য, পুরুষ, স্বয়ং প্রকাশ, আদিদেব, জন্মরহিত, ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া থাকেন) (ত্বং) স্বয়ং এব চ মে ব্রব্রীষি (তুমি নিজেও একথা বলিতেছ) ॥১২।১৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন—পরমাত্মা তুমি দেব পরম আশ্রয়,
পরম পবিত্র জীব তোমা হ'তে হয় ।
বশিষ্ঠ, নারদ, ব্যাস, কত ঋষিগণ
"স্বপ্রকাশ আদি দেব, সত্য সনাতন,
সর্ব্বগ, বিরাট, নিত্য পুরুষ" বলিয়া
স্বীকার করিয়া কত বর্ণনা করিয়া
যে তত্ত্ব করিয়াছেন জগতে প্রচার ;
নিজেও বুঝালে প্রভু ! সেই কথা সার ॥১২।১৩॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

কেশব! মাং যৎ বদসি এতৎ সর্ব্বং ঋতং মন্যে (আমাকে যাহা বলিতেছ তাহা সকলি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি) হি ভগবন্ তে ব্যক্তিং দেবাঃ ন বিদুঃ দানবাঃ ন (যেহেতু তোমার প্রভাব (প্রভাবের বিষয়) দেবগণ ও দানবগণও জানে না) ॥১৪॥

হে পুরুষোত্তম! ভূতভাবন! ভূতেশ! দেব! জগৎপতে! ত্বং স্বয়ং এব আত্মনা আত্মানং বেত্থ (তুমি নিজেই নিজের অসীমজ্ঞান-ঐশ্বর্য্য দ্বারা নিজেকে জানিতেছ) ॥১৫॥

হে কেশব! ভগবন্! যে কথা আমারে
শুনাইলে প্রভু! মোর প্রতি কৃপা ক'রে,
সে সকলে সত্যজ্ঞান হইল আমার।
দেবাসুর কি জানিবে প্রভাব তোমার? ॥১৪॥
হে পুরুষশ্রেষ্ঠ সর্ব্বভূতনিয়ামক!
সর্ব্বভূতজনয়িতা বিশ্বপ্রকাশক!
হে বিশ্বপালক প্রভো! স্বরূপ তোমার
জান তুমি ত অনন্ত জ্ঞানে আপনার।
যদি কোন ভাগ্যবান্ অনুরক্ত ভক্ত
ভক্তির প্রভাবে জ্ঞাত হয় তব তত্ত্ব,
তখন হে জগন্নাথ! স্বরূপ তোমার,
আত্মসাৎ করি তারে, কর হে সঞ্চার ॥১৫॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥
কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥

ত্বং যাভিঃ বিভূতিভিঃ ইমান্ লোকান্ ব্যাপ্য তিষ্ঠসি (তুমি যে সকল ঐশ্বর্য্য দ্বারা এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছ) দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ অশেষেণ হি বক্তুং অর্হসি (সেই অলৌকিক স্বীয় ঐশ্বর্য্য—(কাহিনী) বলিবার তুমিই যোগ্য কও অর্থাৎ যোগ্য বলিয়া তুমিই বল) ॥১৬॥

যোগিন্! সদা (ত্বাং) পরিচিন্তয়ন্ অহং কথং ত্বাং বিদ্যাং (সদা তোমাকে বা তোমার বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমি কি প্রকারে তোমাকে জানিব?) ভগবন্ ময়া কেষু কেষু ভাবেষু চ চিন্ত্যঃ অসি (হে ভগবন্! তুমি আমাকর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ডের চেতনাচেতন কোন্ কোন্ পদার্থে আমার চিন্তার বিষয়ীভূত হইবে?) ॥১৭॥

যে অনন্ত জ্ঞান-শক্তি ঐশ্বর্য্যাদি কত
সৃষ্টি হ'তে বিশ্বে ব্যাপ্ত রয়েছে নিয়ত,
সে সকল ঐশ্বর্য্যের কয় হে বর্ণন,
শুনিয়া শীতল হো'ক মোর প্রাণ মন ॥১৬॥
যোগমায়া পরিবৃত ওহে যোগেশ্বর!
কেমনে হইবে মোর ধ্যানের গোচর?

তুমি প্রভু অন্তহীন ভাবের আধার,
সর্ব্বভাবে ধ্যান ও ধারণা করা ভার।
তাই কৃপা করি মোরে কহ দয়াময়!
কোন্ কোন্ ভাবে ধ্যান করিয়া তোমায়
তোমারি চিন্তায় মগ্ন রহিতে পারিব,
দেহাবসানেও তব চরণ পাইব ॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥
শ্রীভগবানুবাচ—হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

জনার্দ্দন! আত্মনঃ যোগং বিভূতিং চ বিস্তরেণ ভূয়ঃ কথয় (তোমার নিজের সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তি ও ঐশ্বর্য্য (কথা) বিস্তৃতভাবে পুনরায় বল) হি অমৃতং শৃণ্বতঃ মে তৃপ্তি ন অস্তি (যেহেতু তোমার মুখনিসৃত অমৃতোপম বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার (যেন) তৃপ্তি হইতেছে না) ॥১৮॥ শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—হন্ত! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ!) দিব্যাঃ আত্মবিভূতয়ঃ প্রাধান্যতঃ তে কথয়িষ্যামি (অলৌকিক স্বকীয় ঐশ্বর্য্যগুলিই প্রধানতঃ (মোটামুটি) তোমাকে বলিব); হি মে বিস্তরস্য অন্তঃ ন অস্তি (যেহেতু আমার বহুবিস্তর বিভূতির অন্ত নাই) ॥১৯॥

তোমার ঐশ্বর্য্য, বিভূতির বিবরণ
পুনরায় বিস্তারিয়া কহ জনার্দ্দন!
সুধাসম এই কথা পশিয়াছে কানে,
তবুও আকাঙ্ক্ষা মোর তৃপ্তি নাহি মানে ॥১৮॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন- ওহে কুরুবংশধর পাণ্ডুর নন্দন!
ঐশ্বর্য্যের নাহি হয় বিস্তৃত বর্ণন।
অনন্ত বিভূতি মোর, সীমা নাহি তার
অগ্রে কহি কিছু যাহা ঐশ্বর্য্যের সার ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥

গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ আত্মা অহং (সর্ব্বভূতহৃদয়স্থিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আমিই) ভূতানাং আদি চ মধ্যঃ চ অন্তঃ চ অহং এব [আমিই ভূতসমূহের জন্ম ও স্থিতি ও বিনাশ (সৃষ্টি, স্থিতি লয় হেতু)] ॥২০॥

অহং আদিত্যানাং বিষ্ণুঃ, জ্যোতিষাং অংশুমান্ রবিঃ (আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, জ্যোতিষ্মান্ প্রকাশকগণের মধ্যে দীপ্তিশালী সূর্য্য) মরুতাং মরীচিঃ নক্ষত্রাণাম্ অহং শশী অস্মি (বায়ুগণের মধ্যে মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র) ॥২১॥

চৈতন্যস্বরূপ আত্মা জীবদেহমাঝে
আমিই-যাহাতে জীবজগৎ বিরাজে।
আদি, মধ্য, অন্ত কিংবা সৃষ্টি স্থিতি লয়
সবারি কারণ আমি জানিবে নিশ্চয়।
এই যে সম্বন্ধ মোর আমাতে ও জীবে,
সদাই অন্তরে তাহা জাগ্রত রাখিবে ॥২০॥

অদীতি দেবীর পুত্র যত দেবগণ
তার মাঝে বিষ্ণুরূপে আমিই বামন;
অসংখ্য জ্যোতিষ্ক যত দীপ্তি প্রকাশক,
তার মধ্যে সূর্য্য আমি তেজপ্রদায়ক।
আকাশেতে দেখ যত নক্ষত্র নিচয়,
তার মধ্যে ইন্দু স্নিগ্ধ কিরণনিলয় ॥২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥
রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্ ॥
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥

বেদানাং সামবেদঃ অস্মি দেবানাং বাসবঃ অস্মি (আমি বেদ সমূহের মধ্যে সাম বেদ ও দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র) ইন্দ্রিয়াণাং মনঃ চ অস্মি ভূতানাং চেতনা অস্মি (ইন্দ্রিয়গণমধ্যে মন ও প্রাণিগণের মধ্যে চেতনা) ॥২২॥

অহং রুদ্রাণাং (মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি যক্ষরক্ষসাং বিত্তেশঃ চ অস্মি (আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর এবং যক্ষরাক্ষসগণমধ্যে কুবের) বসূনাং পাবকঃ অস্মি শিখরিণাং মেরুঃ (বসুগণ মধ্যে অগ্নি, পর্ব্বতের মধ্যে সুমেরু) ॥২৩॥

পার্থ! মাং পুরোধসাং মুখ্যং বৃহস্পতিং বিদ্ধি (আমাকে পুরোহিতগণ মধ্যে প্রধানস্বরূপ বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে) অহং সেনানীনাং স্কন্দঃ সরসাং সাগরঃ অস্মি (আমি সেনানায়কগণ মধ্যে কার্ত্তিক এবং জলাশয়সমূহমধ্যে সাগর) ॥২৪॥

মনোরম "সাম" আমি সর্ব্ব বেদ মাঝে,
সুরপতি ইন্দ্র আমি দেবতা সমাজে।
সকল ইন্দ্রিয় মাঝে আমি শ্রেষ্ঠ মন,
প্রাণিগণদেহ মাঝে আমিই চেতন ॥২২॥

একাদশরুদ্র মধ্যে আমিই শঙ্কর,
যক্ষ রাক্ষসের মধ্যে ধনেশ প্রবর।
অষ্টবসুমধ্যে আমি পাবক অনল,
পর্ব্বতের মাঝে আমি সুমেরু অচল ॥২৩॥

দেবলোকপুরোহিতমধ্যে বৃহস্পতি,
দেবসেনাপতিমধ্যে কার্ত্তিকেয় রথী।
পৃথিবীর মধ্যে আছে জলাশয় যত,
তার মাঝে আমি মহাসাগর বিস্তৃত ॥২৪॥

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥
অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

অহং মহর্ষীণাং ভৃগুঃ অস্মি গিরাং একং অক্ষরং (আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যের মধ্যে ওঙ্কার) যজ্ঞানাং জপযজ্ঞঃ স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ অস্মি (সকল প্রকার যজ্ঞের মধ্যে হিংসারহিত জপ যজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয়) ॥২৫॥

সর্ব্ববৃক্ষাণাং অশ্বত্থঃ দেবর্ষীণাং নারদঃ চ (বৃক্ষের মধ্যে অশ্বত্থ এবং দেবর্ষিদিগের মধ্যে নারদ) গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলঃ মুনিঃ [(আমি) গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ এবং সিদ্ধতত্ত্বজ্ঞানী মধ্যে কপিল মুনি) ॥২৬॥

শুদ্ধসত্ত্ব ভৃগু আমি মহর্ষিসমাজে,
একাক্ষরী ওঁকার যত বাক্য মাঝে।
সর্ব্বযজ্ঞ মাঝে আমি জপযজ্ঞ সার,
পর্ব্বতের হিমালয় উচ্চ চূড়া যার ॥২৫॥

সকল বৃক্ষের মধ্যে * অশ্বত্থ প্রধান,
নারদ দেবর্ষি মাঝে সদা ভক্তিমান্।
চিত্ররথ আমিই গন্ধর্ব্বশিরোমণি,
জন্মসিদ্ধগণে আমি যে কপিল মুনি ॥২৬॥

---

* অশ্বত্থ বৃক্ষের মেঘ আকর্ষণ করিবার শক্তি আছে ; সেই জন্যই মাঠের মধ্যে অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা হইত এবং এই হিতকর অসাধারণ গুণ থাকাতেই ইহা সকল বৃক্ষের শ্রেষ্ঠ।

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥

অশ্বানাং মাং অমৃতোদ্ভবং উচ্চৈশ্রবসং বিদ্ধি গজেন্দ্রাণাং ঐরাবতং [অশ্বকুলের মধ্যে আমাকে অমৃত মন্থন কালে উদ্ভূত উচ্চৈশ্রবা বলিয়া জানিবে, শ্রেষ্ঠ গজসমূহের মধ্যে ঐরাবত (জানিবে)] নরাণাং চ নরাধিপঃ [এবং মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা বলিয়া (জানিবে)] ॥২৭॥

আয়ুধানাং অহং বজ্রং ধেনূনাং কামধুক্ অস্মি (অস্ত্রাদির মধ্যে আমি বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে (আমি) কামধেনু) প্রজনঃ কন্দর্পঃ অস্মি সর্পাণাং চ বাসুকিঃ অস্মি (জনয়িতাগণের মধ্যে (আমি) কন্দর্প এবং সর্পকুলের মধ্যে আমি বাসুকী) ॥২৮॥

অমৃতের জন্য যবে সমুদ্র মন্থন,
উচ্চৈশ্রবা ঐরাবত উঠিল তখন ;
সেই উচ্চৈশ্রবা আমি অশ্বের মাঝারে,
হস্তি মধ্যে ঐরাবত জানিবে আমারে।

ভবে আছে যত নরনারী সমুদয়,
সে সবার রাজা আমি জানিবে নিশ্চয়।
অস্ত্রে বজ্র, গাভীকুলে কামধেনু নাম,
সর্প, জনয়িতা মধ্যে বাসুকী ও কাম ॥২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগানাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥
পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

নাগানাং অনন্ত অস্মি যাদসাং চ অহং বরুণঃ (একাধিক ফণা বিশিষ্ট নাগকুলমধ্যে (আমি) অনন্ত, জলচরগণের মধ্যে আমি বরুণ) পিতৃনাম্ অর্য্যমা অস্মি সংযমতাং চ অহং যমঃ (পিতৃগণের মধ্যে পিতৃরাজ অর্য্যমা এবং সকল নিয়মদণ্ডদাতাগণের মধ্যে ধর্ম্মরাজ যম) ॥২৯॥ দৈত্যানাং প্রহ্লাদঃ অস্মি কলয়তাং চ অহং কালঃ (দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ এবং সংখ্যাদিগণনাকারিগণের মধ্যে আমি কাল) মৃগাণাং চ অহং মৃগেন্দ্রঃ পক্ষিণাং চ বৈনতেয়ঃ (চতুষ্পদ প্রাণিগণমধ্যে আমি পশুরাজ সিংহ এবং পক্ষিকুলের মধ্যে আমি গরুড়) ॥৩০॥ পবতাং পবনঃ অস্মি শস্ত্রভৃতাং অহং রামঃ (বেগবান্ প্রাণী বা বস্তু সকলের মধ্যে আমি পবন, আমি শস্ত্রধারী যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র ; ঝষাণাং মকরঃ অস্মি স্রোতসাং চ জাহ্নবী অস্মি (মৎস্যকুলের মধ্যে আমি মকর এবং সকল নদীর মধ্যে গঙ্গা) ॥৩১॥

বহুফণা-নাগমধ্যে অনন্ত যে আমি,
আমিই বরুণ জলজীবগণস্বামী।
কল্যাণ বিধাতা পিতৃগণের † অর্য্যমা,
কার্য্যনিয়ামক মধ্যে "যম" রাজধর্ম্মা ॥২৯॥

দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ভক্তকণ্ঠমাল,
* কালপরিমাপকারদের আমি মহাকাল।
পশুকুলমধ্যে হই পশুরাজ আমি,
গরুড় বিহগ মাঝে পক্ষিকুলস্বামী ॥৩০॥

বেগশালী বস্তুমধ্যে বায়ু আশুগতি,
অস্ত্রধারী মধ্যে শ্রীশ্রীরাম মহামতি
মৎস্যজাতি মধ্যে গঙ্গাবাহন মকর,
স্রোতস্বিনী মধ্যে গঙ্গা খ্যাত চরাচর ॥৩১॥

---

* কালপরিমাপকারী—যাঁহারা কালকে সীমাবদ্ধ করিয়া দেখেন। † অর্য্যমা—নরকল্যাণকারী পিতৃদেবতা যিনি পুত্রগণকে রক্ষা করেন

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

অর্জ্জুন! সর্গাণাং আদি অন্তঃ চ মধ্যং চ অহং এব (সমগ্রসৃষ্ট প্রাণী পদার্থের উৎপত্তি, বিনাশ ও স্থিতি আমিই) বিদ্যানাং অধ্যাত্মবিদ্যা প্রবদতাং অহং বাদঃ (সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে (আমি) অধ্যাত্মবিদ্যা, তর্ক মীমাংসারত ব্যক্তিগণের মধ্যে আমিই তর্ক) ॥৩২॥

অক্ষরাণাম্ অকারোঽস্মি সামাসিকস্য চ দ্বন্দ্বঃ (অক্ষর সমূহের মধ্যে আমি প্রথম অকার ও ষট্ সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্বঃ সমাস) অহং এব অক্ষয়ঃ কালঃ অহং বিশ্বতোমুখঃ ধাতা (আমিই অনন্তঃ প্রবাহরূপ কাল, আমিই সর্ব্বতোমুখ কর্ম্মফল বিধাতা) ॥৩৩॥

হে অর্জ্জুন! বিশ্বে আছে সৃষ্ট প্রাণী যত
সবার আদ্যন্তমধ্য আমিই সতত।
পরমার্থতত্ত্ব বিদ্যা সর্ব্ব বিদ্যা সার,
তর্কের মীমাংসা আমি 'বাদ' নাম যার ॥৩২॥

অক্ষরে 'অকার' আমি, দ্বন্দ্ব সমাসের,
অক্ষয় 'অনন্ত কাল' আমি ভুবনের।
সর্ব্বকর্ম্মে ফলের বিধাতা প্রজাপতি
'ব্রহ্মা' আমি, যেহেতু আমাতে তাঁর স্থিতি ॥৩৩॥

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

অহং সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ ভবিষ্যতাং উদ্ভবঃ চ (আমি সর্ব্বসংহারক কাল এবং ভবিষ্যতে যে সকল প্রাণিবর্গাদির উৎপত্তি হইবে তাহার অভ্যুদয়) নারীণাং (রমণীগণের মধ্যে) (আমি) কীর্ত্তিঃ শ্রীঃ (কান্তি) বাক্ [শুদ্ধ বাক] স্মৃতিঃ, মেধা, ধৃতিঃ ও ক্ষমা) ॥৩৪॥

যে সব উপায়ে হয় জীবের সংহার
প্রত্যেক উপায় ধরে 'মৃত্যু' নাম তার।
সকল মৃত্যুর অন্ত আমাতেই হয়,
মৃত্যুরও মৃত্যু আমি জানিবে নিশ্চয়।
মৃত্যু মোর বিভূতি বলিয়া কেন বলি,
যেহেতু, মৃত্যুর কথা অহর্নিশি ভুলি,
ইন্দ্রিয় অধীন হৈয়া নরনারী কত
মোরে ভুলি ছুটাছুটি করিছে নিয়ত।

মরণের কথা যার জাগ্রত স্মরণে,
কুকর্ম্মেতে মতি তার না হবে জীবনে।
ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবে জগতে
সকলেরি 'উদ্ভব' জানিবে আমাতে।
'সপ্ত ধর্ম্মপত্নী' আমি নারীর ভিতরে
যাঁহাদের আচরণ নারী শিক্ষা করে।
কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা
এ সবে ভজিলে নারী হয় সর্ব্বোত্তমা ॥৩৪॥

বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী চ্ছন্দসামহম্ ।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥
দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

অহং সাম্নাং বৃহৎ সাম ছন্দসাং গায়ত্রী মাসানাং অহং মার্গশীর্ষং (আমি সামবেদের বৃহৎসাম, ছন্দবিশিষ্ট ঋক্‌সমূহের মধ্যে গায়ত্রী ; দ্বাদশমাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাস) ঋতূনাং কুসুমাকরঃ (ষড়ৃঋতুর মধ্যে বসন্ত ঋতু) ॥৩৫॥

অহং ছলয়তাং দ্যূতং তেজস্বিনাং তেজঃ অস্মি (আমি প্রবঞ্চকদিগের (প্রবঞ্চণার শ্রেষ্ঠ সামগ্রী (সর্ব্বস্ব অপহরণ-কারণ স্বরূপ) পাশা, তেজস্বী ব্যক্তিগণের তেজ) অহং জয়ঃ অস্মি ব্যবসায়ঃ অস্মি অহং সত্ত্ববতাং সত্ত্বম্ (আমি জেতৃগণের জয়, উদ্যোগী পুরুষগণের অধ্যবসায় ও সাত্বিকভাবাপন্ন ব্যক্তিগণের সত্ত্বগুণ) ॥৩৬॥

ছন্দোবদ্ধ ঋকে আমি 'গায়ত্রী' প্রধান ;
মাসের মধ্যেতে আমি বিশিষ্ট 'অঘ্রান'।
সকল ঋতুর মাঝে অতি মনোহর,
সুন্দর 'বসন্ত' আমি কুসুম-আকর ॥৩৫॥
বঞ্চকদিগের 'দ্যূতক্রীড়া'র সমান
সর্ব্বনাশ করিবার নাহি অন্য স্থান ;
অপরাপ্রকৃতিজাত ইহাও বিভূতি,
বুঝিয়া দূরেতে রহে যে জন সুমতি।
তেজস্বীর 'তেজ' আমি, বিজয়ীর 'জয়',
ব্যবসায়ী-অন্তরেতে 'উদ্যোগ' নিশ্চয়।
সত্ত্বগুণযুক্ত যারা পরমার্থজ্ঞানে,
আমি সেই 'সত্ত্বগুণ' তাহাদের প্রাণে ॥৩৬॥

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

অহং বৃষ্ণীনাং বাসুদেবঃ পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ (আমি বৃষ্ণিকুলোদ্ভব লোকগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডুপুত্রগণের মধ্যে অর্জ্জুন) মুনীনাং ব্যাসঃ কবীনাং উশনাঃ কবিঃ (মুনিগণের মধ্যে ব্যাস (এবং) কবিকুলের মধ্যে শুক্রাচার্য্য) ॥৩৭॥

অহং দময়তাং দণ্ডঃ অস্মি জিগীষতাং নীতি অস্মি (আমি নিয়মলঙ্ঘনজন্য দণ্ডদাতাগণের সংশোধকদণ্ড স্বরূপ, জয়েচ্ছুগণের সাম-ভেদাদি উপায়) গুহ্যানাং মৌনং এব জ্ঞানবতাং চ জ্ঞানং অস্মি (গোপ্য বিষয়ের (প্রধান বস্তু) মৌনই আমি; আমিই জ্ঞানিগণের জ্ঞান) ॥৩৮॥

যদুকুল অবতংস বৃষ্ণিবংশজাত
সকলের মধ্যে আমি 'বাসুদেব' খ্যাত।
সখা! আমি শুধু তব বাসুদেব নয়,
পাণ্ডবের মধ্যে আমি বীর 'ধনঞ্জয়'।
মুনিগণ মধ্যে আমি 'বেদব্যাস' রবি,
কবি মধ্যে সুক্ষ্মার্থবিবেকী 'শুক্র' কবি ॥৩৭॥
দ্বন্দ্ব হৈলে করে যারা বিজয়াভিলাষ,
'জয়নীতি' রূপে মোর সেখানে প্রকাশ।

যে দণ্ড বিধান করে বিচারকগণ,
জানিবে সে 'দণ্ড' মোর বিভূতিলক্ষণ।
পরমার্থ তত্ত্বজ্ঞানে বিভোর হইয়া
বৃথা শুধু বাক্যব্যয় বিশেষ বুঝিয়া,
যে গুহ্যতপস্বী করে বাক্য-পরিহার,
আমিই সে 'মৌনভাব' অন্তরে তাহার।
তত্ত্বজ্ঞানী যেইজন সংসার ভিতরে,
আমিই তাহার 'জ্ঞান' হৃদয় কন্দরে ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষতূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥
যদ্‌যদ্‌বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥৪১॥

অর্জ্জুন! যৎ চ অপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তৎ অহং (যাহাই সকল ভূতের বীজ তাহা আমি) ময়া বিনা যৎ স্যাৎ তৎ চরাচরং ভূতং ন অস্তি (আমা ছাড়া যাহা হয় এমন স্থাবর জঙ্গমাত্মক কিছুরই অস্তিত্ব নাই) ॥৩৯॥

পরন্তপ। মম দিব্যানাং বিভূতীনাং অন্তঃ ন অস্তি (আমার অলৌকিক ঐশ্বর্য্য সমূহের অন্ত নাই) এষ তু বিভূতেঃ বিস্তরঃ ময়া উদ্দেশতঃ প্রোক্তঃ (কিন্তু এই বিভূতির বিস্তার আমাকর্ত্তৃক সংক্ষেপে উক্ত হইল) ॥৪০॥

বিভূতিমৎ শ্রীমৎ ঊর্জ্জিতং বা যৎ যৎ এব সত্ত্বং (পদার্থং) (ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, কান্তি-সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও শক্তিসম্পন্ন যাহা কিছু পদার্থ আছে) তৎ তৎ এব মম তেজোঽংশসম্ভবং অবগচ্ছ (সে সকল পদার্থই আমার প্রভাবের অংশ মাত্র হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিবে) ॥৪১॥

সকল ভূতের বীজ জানিবে আমারে,
আমা বিনা কোন জীব থাকিতে না পারে।
শুনহে অর্জ্জুন! আমি বীজ সর্ব্বভূতে,
আমা ছাড়া অন্য কিছু নাহি এ জগতে ॥৯॥

সীমা নাহি মোর অলৌকিক ঐশ্বর্য্যের,
সংক্ষেপে বর্ণন তাই করিনু তাদের ॥৪০॥
স্থূলকথা এই সদা কর অবধান,
কোটিকোটি প্রাণিমধ্যে যে যে ভাগ্যবান,

রূপে, গুণে ঐশ্বর্য্যে অথবা পরাক্রমে,
বিরাজে বৈশিষ্ট্য লভি এই ধরাধামে,
নিশ্চয় জানিও সেই 'শক্তি' 'গুণ', 'রূপ',
মম অসীম তেজের কণাংশ-স্বরূপ ॥৪১॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ।

অথবা (হে) অর্জ্জুন! এতেন বহুনা জ্ঞাতেন তব কিং (অথবা হে অর্জ্জুন! (আর এক কথা বলি) এত অধিক বিষয় জানিয়াই বা তোমার প্রয়োজন কি?) অহং ইদং কৃৎস্নং জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ (আমি সমগ্র জগৎ এক অংশ দ্বারা ব্যাপিয়া বা ধারণ করিয়া অবস্থিত) ॥৪২॥

অথবা বিভূতিজ্ঞান লাভের চেষ্টায়
কি ফল বা হবে পার্থ! বল হে আমায়।
খণ্ড খণ্ড করি মোর ঐশ্বর্য্য সকল,
একে একে বল আমি বুঝাইব কত।
এক কথা জেনে রাখ সংক্ষেপেই বলি
সমগ্র জগৎ যাহা দেখিছ সকলি,
আমার একাংশে মাত্র ধারণ করিয়া
রহিয়াছি বিশ্বে-ব্যাপ্ত নির্লিপ্ত হইয়া ॥৪২॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ [কহিলেন]—মদনুগ্রহায় [আমার প্রতি কৃপা করিয়া] পরমং গুহ্যং অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং যৎ বচঃ [অতি গুহ্য আত্মজ্ঞান বিষয়ক যে কথা] ত্বয়া উক্তং [তোমাকর্ত্তৃক কথিত হইল] তেন মম অয়ং মোহঃ বিগতঃ [তাহাতে আমার এই মোহ দূর হইল] ॥১॥

অর্জ্জুন—আত্ম-অনাত্ম বিষয়ে যে নিগূঢ় তত্ত্ব কথা মোরে
আজি শুনাইলে প্রভু মোর প্রতি অতি কৃপা ক'রে,
সে বাক্যে অন্তরে মোর হইল যে জ্ঞানের সঞ্চার
তাহা হৈতে দূরে গেল মোহ, অবিবেকবুদ্ধিভার।
'অশোচ্যের লাগি শোক' কখনও উচিত যে নয়,
সেই বাক্যে এতক্ষণে বুদ্ধি মোর হৈল নিঃসংশয় ॥১॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥
এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

কমলপত্রাক্ষ! (কমলদললোচন!) ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ (ভূতসকলের উৎপত্তি ও লয়) (কথা) ময়া বিস্তরশঃ শ্রুতৌ (আমা দ্বারা বিস্তৃতভাবে শ্রুত হইল); (তব) অব্যয়ং মাহাত্ম্যম্ অপি চ [অক্ষয় মাহাত্ম্যও (শ্রুত হইল)] ॥২॥ (হে) পরমেশ্বর! যথা ত্বম্ আত্মানম্ আত্থ (যেমন তুমি নিজের বিষয় (বিভূতি আদির) বলিলে) এতৎ এবং (ইহা এই প্রকারই অর্থাৎ তাহা সত্যই বটে); (তথাপি) পুরুষোত্তম! তে ঐশ্বরং রূপং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি (তোমার ঐশী রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি) ॥৩॥

বিশ্বের প্রথম স্রষ্টা, নিয়ামক বিশ্বব্যাপারের,
জীবের বন্ধনহেতু, ফলদাতা মুক্তিকামিদের,
তুমি যে প্রাণীর প্রাণ, এই সব সত্য সর্ব্বসার,
অহরহঃ বিশ্বমাঝে প্রকাশিছে মহিমা তোমার।
তার পর সৃষ্টি-লয়তত্ত্বকথাসহ বিবরণ
ধন্য হইলাম শুনি, তব মুখে কমললোচন ॥২॥
হে পুরুষোত্তম! প্রভু! যত কথা শুনালে আমারে
সে জ্ঞানের কথা মোরে দেখায়েছে আলোক আঁধারে।
কহিব কি পরমেশ! বড় সাধ হইয়াছে মনে,
সর্ব্বৈশ্বর্য্যময় দিব্য রূপ তব হেরিতে নয়নে ॥৩॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥
শ্রীভগবানুবাচ—পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

প্রভো! যদি তৎ [সেইরূপ] ময়া দ্রষ্টুং শক্যং [আমার এই চক্ষে দর্শনের যোগ্যতা লাভ করিতে পারি] ইতি মন্যসে [ইহা মনে কর] ততঃ [তবে] যোগেশ্বর! ত্বং মে অব্যয়ং আত্মানং দর্শয় [তুমি আমাকে অক্ষয় ঐশীরূপ দেখাও] ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ [কহিলেন]—পার্থ! মে দিব্যানি নানাবিধানি [আমার অলৌকিক বহুপ্রকার] নানাবর্ণাকৃতীনি চ [এবং বহুপ্রকার বর্ণ ও অবয়ববিশিষ্ট] শতশঃ অথ সহস্রশঃ [শত শত এমন কি সহস্র সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য] রূপানি পশ্য [মূর্তি সমূহ দর্শন কর] ॥৫॥

ইচ্ছা হইলেই প্রভু, নাহি পাব দরশ তোমার;
কৃপাবলে যদি জনমিয়া থাকে অধিকার,
তবে তুমি কৃপা করি দয়াময় প্রভু গো আমার
দেখাও হে বিশ্বরূপ নিত্য আত্মস্বরূপ তোমার ॥৪॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

দেখ দেখ পার্থ! বহু বর্ণ বহু অবয়ব কত,
বহুবিধ অলৌকিক রূপ মোর বহু শত শত ॥৫॥

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

ভারত! আদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রান্ অশ্বিনৌ তথা মরুতঃ পশ্য [আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল এবং মরুদ্গণ দর্শন কর] [এবং] বহূনি অদৃষ্টপূর্ব্বাণি আশ্চর্য্যাণি পশ্য [অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব অদ্ভুত ব্যাপারসমূহ দর্শন কর] ॥৬॥

গুড়াকেশ! ইহ মম দেহে [এই আমার দেহে] একস্থং কৃৎস্নং সচরাচরং জগৎ [এক অংশ মাত্রে অবস্থিত সমস্ত স্থাবর জঙ্গমসহ জগৎ] অন্যৎ চ যৎ দ্রষ্টুম্ ইচ্ছসি [আর যাহা কিছু দেখিতে ইচ্ছা কর] অদ্য পশ্য [আজিই দর্শন কর] ॥৭॥

একোনপঞ্চাশ বায়ু, দেখ দেখ রুদ্র একাদশ,
অশ্বিনীকুমারদ্বয়, অষ্টবসু, আদিত্য দ্বাদশ;
পূর্ব্বে দেখ নাই হেন অত্যাশ্চর্য্য রূপ অগণন,
একাধারে হের হের সম্মুখেতে ভরত-নন্দন ॥৬॥

হে নিদ্রাবিজয়ী বীর! মোর বিশ্বরূপের ভিতরে
হের চরাচর বিশ্ব, আর যাহা চাহ হেরিবারে ॥৭॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥
সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ ॥৯॥
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

অনেন স্ব চক্ষুষা এব (এই নিজের যে চক্ষু আছে তাহা দ্বারাই) মাং দ্রষ্টুং ন তু শক্যসে (আমাকে দেখিতে সমর্থ হইবে না); (তজ্জন্য) তে দিব্যং চক্ষুঃ দদামি (তোমাকে অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি প্রদান করিলাম); মে ঐশ্বরং যোগং পশ্য (আমার ঐশী অসাধারণ শক্তির বিকাশ দর্শন কর) ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ [কহিলেন]—রাজন্! [ধৃতরাষ্ট্র!] মহাযোগেশ্বরঃ হরিঃ এবম্ উক্ত্বা [এই বলিয়া] ততঃ পার্থায় [তদনন্তর অর্জ্জুনকে] পরমং ঐশ্বরং রূপং দর্শয়ামাস [দিব্য ঐশী রূপ দেখাইলেন] ॥৯॥

মাংসবসাদিবিকার চর্ম্মচক্ষে বিশ্বরূপ মম
নারিবে দেখিতে; তাই দিনু দিব্যচক্ষু অত্যুত্তম।
সেই চক্ষে চাহি হের চারিদিকে সম্মুখে তোমার,
বিচিত্র ও লোকাতীত ঐশীশক্তি অনন্ত অপার ॥৮॥

সঞ্জয় কহিলেন—
হে রাজন্! এত বলি মহাযোগেশ্বর নারায়ণ,
ব্যাকুল অর্জ্জুনে দিব্য ঐশী রূপে দিলেন দর্শন ॥৯॥

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্‌যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্‌ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

অনেকবক্ত্রনয়নং [বহুবদননেত্রযুক্ত] অনেকাদ্ভুতদর্শনং [বহু আশ্চর্য্যরূপবিশিষ্ট] অনেকদিব্যাভরণং [নানা দিব্যালঙ্কার-শোভিত] দিব্যানেকোদ্যতায়ুধং [অনেকদিব্যঅস্ত্রশস্ত্রসমন্বিত] দিব্যমাল্যাম্বরধরং [সুন্দর পুষ্পমালাবসনপরিহিত] দিব্যগন্ধানু-লেপনং [সুগন্ধচন্দনাদ্যনুলিপ্ত] সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং [সকলঅদ্ভুতব্যাপারসমষ্টিভূত] দেবং [দ্যোতসম্পন্নপ্রকাশস্বরূপ] অনন্তং [অন্তহীন] বিশ্বতোমুখং [সকল দিকেই মুখ- [বা সম্মুখদেশ] বিশিষ্ট অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী [রূপ দেখাইলেন] ॥১০।১১॥

দিবি [আকাশে] যদি সূর্য্য সহস্রস্য ভাঃ [যদি সহস্র সূর্য্যের প্রভা] যুগপৎ উত্থিতা ভবেৎ [একই সময়ে প্রকাশিত হয়] [তবে হয় ত] সা তস্য মহাত্মনঃ ভাসঃ সদৃশী স্যাৎ [সেই প্রভা সেই পরমাত্মা বিশ্বরূপের প্রভাব তুল্য হইতে পারে] ॥১৫॥

সে রূপের শত শত বদন, নয়ন, আভরণ,
অস্ত্রশস্ত্রধারী রূপ, বিবিধ অদ্ভুত দরশন;
চন্দনাদিগন্ধলিপ্ত দিব্যমাল্য বস্ত্র পরিধান,
আশ্চর্য্য ব্যাপার যত, যেন ওই রূপে বিদ্যমান।
তেজোময়, দীপ্তিমান্, নাহি সীমা নাহি অন্ত তার,
বিশ্বব্যাপী বহুমুখীরূপে ব্যাপ্ত নিখিল সংসার ॥১০।১১॥
আকাশে উদিত হয় যদি কভু সহস্র তপন।
তবে ত হইতে পারে বিশ্বরূপতেজের মতন ॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

তদা পাণ্ডবঃ তত্র (তখন অর্জ্জুন সেই বিশ্বরূপে , **দেবদেবস্য শরীরে** (ভগবানের দেহে) **অনেকধা প্রবিভক্তং** (বহুধা বিভক্ত) **কৃৎস্নং জগৎ একস্থং অপশ্যৎ** (সমগ্র জগৎ একত্রস্থিত দেখিয়াছিলেন) ॥১৩॥

ততঃ সঃ ধনঞ্জয়ঃ (তার পর অর্জ্জুন) **বিস্ময়াবিষ্টঃ হৃষ্টরোমা** (সন্) (অবাক ও রোমাঞ্চিতকলেবর হইয়া) **দেবং শিরসা প্রণম্য** (সেই বিশ্বদেবকে অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া) **কৃতাঞ্জলিঃ অভাষত** (করযোড়ে কহিতে লাগিলেন) ॥১৪॥

বিশ্বমূর্ত্তি সেই দেহে দেখিল যে অর্জ্জুন তখন,
একাধারে বিদ্যমান—ছড়াইয়া সারাটি ভুবন ॥১৩॥
রূপ হেরি ধনঞ্জয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইল,
প্রণমিয়া বিশ্বরূপে করযোড়ে কহিতে লাগিল ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ—পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

(হে) দেব! তব দেহে সর্ব্বান্ দেবান্ (তোমার দেহে সকল দেবগণকে) তথা ভূতবিশেষসংঘান্ দিব্যান্ ঋষীণ্ (আর স্থাবরজঙ্গমসমূহ, দিব্যঋষিবৃন্দকে) সর্ব্বান্ উরগান্ চ ঈশং কমলাসনস্থং ব্রহ্মাণং চ পশ্যামি (সকল প্রকার সর্প সর্ব্বনিয়ামক পদ্মাসনস্থ ব্রহ্মাকেও দেখিতেছি ॥১৫॥

(হে) বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রম্ (বহুহস্ত-উদর-মুখ-চক্ষু-বিশিষ্ট) অনন্তরূপং (রূপের যেন অন্ত নাই এমন রূপসম্পন্ন) ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি (তোমাকে সর্ব্বত্র দেখিতেছি); পুনঃ তব ন অন্তং ন মধ্যং না আদিং পশ্যামি (আর তোমার অন্ত, মধ্য, আদি কিছুই দেখিতেছি না) ।১৬॥

একি প্রভো! হেরি তব সুবিশাল দেবদেহ মাঝে,
দেবগণ, স্থাবর জঙ্গম যত, সকলি বিরাজে;
ঋষিকুল, বিধি ব্রহ্মা হেরি ওই পদ্মের উপরে,
বিষধর সর্প কত শত হেরিতেছি দেহের ভিতরে! ।১৫॥

বিশ্বরূপ! যে দিকেই চাহি সীমা দেখিতে না পাই,
অনন্তরূপের তব আদি, অন্ত, মধ্য যেন নাই।
অসংখ্য বদন, নেত্র, বাহু আর উদর-গহ্বর,
হেরিতেছি যে দিকেই নয়ন ফিরাই বিশ্বেশ্বর ॥১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণং চ [আবার এই একই সময়ে] মুকুটধারী, চক্রধারী, গদাধারী] সর্ব্বতঃ দীপ্তিমন্তং [সর্ব্বত্র তেজোময়রূপে প্রকাশমান] তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং দীপ্তানলার্কদ্যুতিম্ [তেজঃপুঞ্জ, রূপের দিকে তাকাইতে পারা যায় না, ভয় বা কষ্ট হয় এমন রূপবিশিষ্ট, দীপ্ত সূর্য্য ও অগ্নির তেজের ন্যায়] অপ্রমেয়ং ত্বাং সমন্তাৎ পশ্যামি [পরিমাণাতীত তোমাকে চতুর্দ্দিকেই দেখিতেছি] ॥১৭॥ ত্বং অক্ষরং পরমং বেদিতব্যং [তুমি ক্ষয়রহিত পরব্রহ্ম মোক্ষার্থীর জ্ঞাতব্য], ত্বং অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং [তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়]; ত্বং অব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা [তুমি ব্যয়রহিত নিত্য, বেদপ্রতিপাদিত নিত্যধর্ম্মপালক]; ত্বং সনাতনঃ পুরুষঃ মে মতঃ [তুমিই চিরন্তন পরমাত্মপুরুষ [ইহাই আমার অভিমত] ॥১৮॥

চূড়া-চক্র-গদাধারী রূপও হেরি আমি যে নয়নে,
চারিদিক আলো করা অপূর্ব্ব রূপের মাঝখানে।
সূর্য্যাগ্নির তেজ, দীপ্তি একত্র হইয়া প্রকাশিত,
অপ্রমেয় রূপ পানে চাহি থাকি যে সাধ্যাতীত ॥১৭॥

আপনি ত পরব্রহ্ম, মোক্ষার্থীর জ্ঞেয় বস্তু সার,
ক্ষয়হীন, সুমহান, এ বিশ্বের আশ্রয়, আধার।
আদি সনাতন ধর্ম্ম রক্ষাকর্ত্তা, পুরুষ পরম,
অব্যয় ও অবিনাশী আপনি ত নিত্য নিরঞ্জন ॥১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যমনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্! ॥২০॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্যং অনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রং [আদ্যন্তমধ্যরহিত, অনন্তপ্রভাবসম্পন্ন, অসংখ্যভুজ, চন্দ্রসূর্য্যরূপ দুই চক্ষু বিশিষ্ট] দীপ্তহুতাশবক্ত্রং [জ্বলিতাগ্নিমুখ] স্বতেজসা ইদং বিশ্বং তপন্তং [নিজের তেজে এই জগৎ-সন্তাপকারী] ত্বাং পশ্যামি [তোমাকে দেখিতেছি] ॥১৯॥

মহাত্মন্! দ্যাবাপৃথিব্যোঃ ইদং অন্তরং [স্বর্গ ও পৃথিবীর এই মধ্যস্থল] একেন ত্বয়া হি ব্যাপ্তং [একমাত্র তোমাদ্বারাই ব্যাপ্ত আছে]; সর্ব্বাঃ দিশঃ চ [এবং দিক্ সকলও [ব্যাপ্ত আছে]; তব অদ্ভুতং ইদং উগ্রং রূপং দৃষ্ট্বা [তোমার এই আশ্চর্য্য ও ভয়ানক রূপ দেখিয়া] লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং [ত্রিভুবন ভীত হইতেছে] ॥২০॥

অনন্ত যেমন রূপ, তেমনি প্রভাব, বাহু শত,
চন্দ্রসূর্য্য যেন তব নেত্রসম হয় প্রতিভাত।
ও রূপের তেজে যেন সারা বিশ্ব দগ্ধপ্রায় হয়,
ভীষণ বদন তব হেরি প্রজ্বলিত অগ্নিময় ॥১৯॥

স্বর্গ মর্ত্ত্য মধ্যে যত আছে যে তাহান্ ব্যবধান,
আপনার দ্বারা ব্যাপ্ত, আপনি চৌদিকে বিদ্যমান।
অলৌকিক, ভয়ানক, উগ্রমূর্ত্তি হেরি আপনার
ভীত ত্রিভুবনবাসী, কম্পমান যেন অনিবার ॥২০॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

অমী সুরসঙ্ঘাঃ হি ত্বাং বিশন্তি [ঐ দেবগণ তোমাতেই প্রবেশ করিতেছেন] কেচিৎ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ গৃণন্তি [কেহ কেহ ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন]; মহর্ষিসিদ্ধসংঘাঃ স্বস্তি ইতি উক্ত্বা [মহর্ষি ও সিদ্ধপুরুষগণ "জগতের মঙ্গল হউক" এই বলিয়া] পুষ্কলাভিঃ স্তুতিভিঃ ত্বাং স্তুবন্তি [সুন্দর স্তুতি দ্বারা তোমার স্তব করিতেছেন ॥২১॥

রুদ্রাদিত্যাঃ বসবঃ যে চ সাধ্যাঃ [রুদ্র-আদিত্য-বসু-সাধ্যদেবগণ] বিশ্বে, অশ্বিনৌ, মরুতঃ চ, উষ্মপাঃ চ [বিশ্বেদেবগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুদ্গণ, উষ্মপায়ী পিতৃগণ] গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসংঘাঃ চ [গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-অসুর-সিদ্ধগণ] সর্ব্বে এব বিস্মিতাঃ ত্বাং বীক্ষন্তে [সকলেই চমৎকৃত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন] ॥২২॥

দেখি কত দেবগণ প্রবেশিছে দেহে আপনার,
ভীত কেহ করপুটে তব স্তব করে বারবার ;
সিদ্ধ দেহ ঋষি কত পরমাদ গণিয়া ভীষণ,
"কল্যাণ কর গো!" বলি নানা ছন্দে করিছে স্তবন ॥

দ্বাদশ আদিত্য আর অষ্টবসু, রুদ্র একাদশ,
সিদ্ধ মরুতের গণ সহ সাধ্য দেবতা দ্বাদশ,
যক্ষাসুর-বিশ্বেদেব-অশ্বিনী-গন্ধর্ব্ব-পিতৃগণ
আশ্চর্য্য, নির্ব্বাক্ হৈয়া করিতেছে রূপ দরশন ॥২২॥

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্ ।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥২৩॥
নভঃ স্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্ ।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

মহাবাহো ! তে বহুবক্ত্রনেত্রং বহুবাহূরুপাদং বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং মহৎ রূপং (তোমার বহুবদনচক্ষু-বহুহস্ত-উরুপদ-বহূদর-বহুভীষণদশনবিশিষ্ট বিশাল মূর্ত্তি) দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাঃ (দেখিয়া জীবসকল ত্রস্ত হইয়াছে) ; (এবং) তথা অহম্ (সেইরূপ আমিও ভীত হইয়াছি) ॥২৩॥

বিষ্ণো ! নভঃস্পৃশং দীপ্তং অনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রং ত্বাং দৃষ্ট্বা (গগনস্পর্শী তেজোময় বহুবর্ণ বিস্ফারিত-বদন, উজ্জ্বল বিশালচক্ষুবিশিষ্ট তোমাকে দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা অহং ধৃতিং শমং চ ন হি বিন্দামি (ব্যথিতচিত্ত আমি ধৈর্য্য ও শান্তি পাইতেছি না) ॥২৪॥

কত মুখ, নেত্র, বাহু, পদ, উরু, উদর বা কত,
ভীষণ দশন কত সংখ্যা নাহি হেরিতেছি যত ।
মহাবাহো ! হেরি তব সুবিশাল রূপ ভয়ঙ্কর,
ভয়াকুল প্রাণিগণ, আমারো যে ব্যথিত অন্তর ॥২৩॥

নভঃস্পর্শী, তেজোময়, বহুবর্ণ বিস্তৃত বদন,
তব ওই রূপে হেরি অগ্নিময় ভীষণ নয়ন ।
নারায়ণ ! রূপ হেরি বড় ভয় হইতেছে মনে ;
দেহেন্দ্রিয়ধারণসামর্থ্য, শান্তি, নাহি যেন প্রাণে ॥২৪॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥

দেবেশ! দংষ্ট্রাকরালানি কালানলসন্নিভানি চ তে মুখানি দৃষ্ট্বা এব (ভীষণদশনযুক্ত ও প্রলয়াগ্নিতুল্য তোমার অসংখ্য বদন দেখিয়াই) (আমি) দিশো ন জানে শর্ম্ম চ ন লভে (দিক্ সকল জানিতে পারিতেছি না, সুখও পাইতেছি না); জগন্নিবাস! প্রসীদ (হে জগদাধার! প্রসন্ন হও) ॥২৫॥

ভয়ানক দন্তযুক্ত অসংখ্য বদন উদ্গীরণ
করিতেছে যেন মহাপ্রলয়ের অগ্নি কি ভীষণ!
দিশাহারা হইয়াছি সুখ নাহি অন্তরে আমার
মোর প্রতি হও হে প্রসন্ন দেব! ওগো বিশ্বাধার ॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥
বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

অবনিপালসংঘৈঃ সহ অমী চ সর্ব্বে এব ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ (রাজন্যবর্গের সহিত ঐ (দেখা যায়) ধৃতরাষ্ট্রের সকল পুত্রগণই) তথা ভীষ্মঃ, দ্রোণঃ, অসৌ সূতপুত্রঃ চ (এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণও) অস্মদীয়ৈঃ যোধমুখ্যৈঃ অপি সহ (আমাদের প্রধান যোদ্ধাগণের সহিত) ত্বরমাণাঃ তে দ্রংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি বক্ত্রানি বিশন্তি (সবেগে তোমার ভীষণদন্তযুক্ত ভয়ানক মুখগহ্বরগুলির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে)। কেচিৎ চূর্ণিতৈঃ উত্তমাঙ্গৈঃ দশনান্তরেষু বিলগ্নাঃ সংদৃশ্যন্তে (কেহ কেহ বিচূর্ণিত মস্তকে দন্তসন্ধিস্থলে সংলগ্ন আছে দেখা যাইতেছে ॥২৬।২৭॥

এ কি হেরি? এ যে সব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগোষ্ঠিগণ,
ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণসহ আমাদেরও রাজন্যস্বজন
প্রবেশিছে দ্রুতবেগে বজ্রদন্ত মুখের ভিতরে!
দন্তাঘাতে চুর্ণ, পিষ্ট, লগ্ন কেহ দশন অন্তরে ॥২৬।২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥২৮॥
যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকাস্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

যথা নদীনাং বহবঃ অম্বুবেগাঃ অভিমুখাঃ [সন্তঃ] সমুদ্রং এব দ্রবন্তি [যেমন নদীসকলের বিভিন্ন স্রোত অনুকূলগামী হইয়া সমুদ্রেই প্রবেশ করে] তথা অমী নরলোক বীরাঃ [সেইরূপ ঐ সকল বীরপুরুষেরা] অভিবিজ্বলন্তি তব বক্ত্রানি বিশন্তি [তোমার প্রদীপ্ত মুখসমূহের দিকে চলিতেছে] ॥২৮॥

যথা পতঙ্গাঃ সমৃদ্ধবেগাঃ [সন্তঃ] [যেমন পতঙ্গকুল অতিবেগবান্ হইয়া] নাশায় প্রদীপ্তং জ্বলনং বিশন্তি [মরণের জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করে], তথা সমৃদ্ধবেগাঃ লোকাঃ অপি [তেমনি দ্রুতগতিবিশিষ্ট এই লোকসকলও] নাশায় তব বক্ত্রানি বিশন্তি [মরণেরই নিমিত্ত তোমার মুখগহ্বরসমূহে প্রবেশ করিতেছে] ॥২৯॥

মহাসিন্ধু পানে যবে ছুটে যায় খরতর বেগে
নদ নদী চারিদিক হ'তে যেন আকুল আবেগে;
সেইরূপ তব শত প্রজ্বলিত মুখের গহ্বরে
এই সব যোদ্ধাগণ ছুটিয়েছে কত বেগ ভরে ॥২৮॥

প্রজ্বলিত হুতাশন দেখি যবে পতঙ্গ সুন্দর
তীরবেগে প্রাণপণে ঝাঁপ দেয় অগ্নির উপর;
তেমনি প্রবল বেগে অগ্নিময় মুখে আপনার
প্রবেশিছে লোক যত মরণেরি পথে অনিবার ॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥
আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

জ্বলদ্ভিঃ বদনৈঃ সমগ্রান্ লোকান্ গ্রসমানঃ (প্রদীপ্ত বদনসমূহ দ্বারা সমস্ত লোককে গ্রাস করিয়া) সমন্তাৎ লেলিহ্যসে (বিশেষভাবে স্বাদ গ্রহণ করিতেছ)। বিষ্ণো! তব উগ্রাঃ ভাসঃ তেজোভিঃ (তোমার প্রখর কিরণজালতেজ দ্বারা) সমগ্রং জগৎ আপূর্য্য প্রতপন্তি (সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া সন্তপ্ত করিতেছে) ॥৩০॥

উগ্ররূপং ভবান্ কঃ মে আখ্যাহি (রুদ্রমূর্ত্তি আপনি কে আমাকে বলুন)। তে নমঃ অস্তু। দেববর! প্রসীদ (আপনাকে প্রণাম করি; হে দেব আপনি প্রসন্ন হন) আদ্যং ভবন্তং বিজ্ঞাতুম্ ইচ্ছামি (সর্ব্বকারণ আদিপুরুষ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা করি;) হি তব প্রবৃত্তিং ন প্রজানামি (যেহেতু আপনার অভিপ্রায় ও চেষ্টার বিষয় আমি কিছুই জানি না)॥৩১॥

অগ্নি উদ্গীরণকারী ভয়ঙ্কর মুখে আপনার
গ্রাস করি এ সবারে তৃপ্তি যেন হতেছে অপার।
তব অপূর্ব্ব রূপের তীব্র তেজোরাশির প্রভায়,
রেখেছ সন্তপ্ত করি যেন বিষ্ণু! সমগ্র ধরায় ॥৩০॥

বিষ্ণু কিংবা অন্য কোন দেব এ সংহার মূর্ত্তি ধরি
প্রকাশিত সন্মুখে আমার? প্রভু কহ কৃপা করি।
এরূপ প্রকাশতত্ত্ব জানিবার বাসনা আমার
পূরাও প্রসন্ন হৈয়া; তব পদে কোটি নমস্কার ॥৩১॥

শ্রীভগবানুবাচ—কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥
তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধঃ কালঃ অস্মি (আমি লোকধ্বংসকারী ভীষণভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কালরূপে বিদ্যমান) সমাহর্ত্তুম্ ইহ প্রবৃত্তঃ (সংহার করিতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি)। ত্বাং ঋতে অপি (তুমি বা তোমার কর্ম্মচেষ্টা ব্যতীতও) প্রত্যনীকেষু যে যোধাঃ অবস্থিতাঃ (বিপক্ষপক্ষের যে যোদ্ধাগণ অবস্থিত) (তাহারা) সর্ব্বে অপি ন ভবিষ্যন্তি (সকলেই বাঁচিবে না) ॥৩২॥

তস্মাৎ ত্বং উত্তিষ্ঠ যশঃ লভস্ব শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব (অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য উঠ, যশলাভ কর, শত্রুজয় করিয়া নিষ্কণ্টক রাজ্য ভোগ কর); ময়া এতে পূর্ব্বম্ এব (আমা দ্বারা ইহারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে); সব্যসাচিন্! (বামহস্তে শরক্ষেপপটু অর্জ্জুন!) (তুমি) নিমিত্তমাত্রং ভব (কেবলমাত্র (সংহারের) হেতু হও) ॥৩৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! আজি আমারে যে রূপে দেখিতেছ তুমি,
নহে ইহা বরাভয়প্রদমূর্ত্তি; কালরূপে আমি।
দুষ্কৃত সংহারতরে আমি আজি হয়েছি প্রবৃত্ত;
তুমিও এ ধর্ম্মযুদ্ধে যদি আজ হও হে নিবৃত্ত,
তবুও জানিবে স্থির ভীষ্ম আদি প্রতিপক্ষ যত,
না রহিবে এক প্রাণী সকলেই হইবে নিহত ॥৩২॥
তাই বলি উঠ পার্থ! পরাজয় করি শত্রুগণ,
নিষ্কণ্টক রাজ্য, যশ লভি সুখে থাক অনুক্ষণ।
আমার সঙ্কল্পমাত্র ইহাদের হয়েছে মরণ,
মাত্র উপলক্ষ্য হও ইহাদের মৃত্যুর কারণ ॥৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ—এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

দ্রোণং চ, ভীষ্মং চ, জয়দ্রথং চ, কর্ণং চ, তথা অন্যান্ যোধবীরান্ অপি (দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ ও অন্যান্য প্রতিপক্ষ বীরগণকেও) ময়া হতান্ (আমা কর্তৃক হত হইয়াছে) (জানিয়া) ত্বং জহি (তুমি বধ কর) ; মা ব্যথিষ্ঠাঃ রণে সপত্নান্ জেতা অসি যুধ্যস্ব (ব্যথিত হইও না, যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিবে ; (অতএব) যুদ্ধ কর) ॥৩৪॥

সঞ্জয় উবাচ (কহিলেন)—কেশবস্য এতৎ বচনং শ্রুত্বা (শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া) বেপমানঃ কিরীটী কৃতাঞ্জলিঃ (সন্) কৃষ্ণং নমস্কৃত্য (কম্পমান অর্জ্জুন কৃষ্ণকে নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ প্রণম্য ভূয়ঃ এব সগদ্গদং আহ (অতি ভীতভাবে প্রণাম করিয়া পুনর্ব্বার রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন) ॥৩৫॥

জয়দ্রথ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, তব প্রতিপক্ষগণ,
কৃত পাপকর্ম্মসাথে করিয়াছে মৃত্যু আলিঙ্গন
আমার বিধানে ; মৃতকল্প তব শত্রুগণে
নাশ কর, ত্যজ ব্যথা, জয়লাভ কর তুমি রণে ॥৩৪॥

সঞ্জয় কহিলেন—ইহা শুনি কেশবের মুখে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে,
প্রণমি শ্রীকৃষ্ণে পার্থ করযোড়ে লাগিল কহিতে ॥৩৫॥

অৰ্জ্জুন উবাচ—স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎপ্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসৎ তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥

অৰ্জ্জুন উবাচ [কহিলেন]—হৃষীকেশ! তব প্রকৃত্যা জগৎ প্রহৃষ্যতি [হে কৃষ্ণ! তোমার মহিমা কীর্ত্তনে জগৎ অত্যন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়] অনুরজ্যতে চ [এবং তোমাতে অনুরাগ লাভ করে]; রক্ষাংসি ভীতানি [সন্তি] দিশঃ দ্রবন্তি [রাক্ষসগণ ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করে]; সর্ব্বে সিদ্ধসংঘাঃ চ নমস্যন্তি [সকল সিদ্ধগণ তোমাকে প্রণাম করে]; [এতৎ] স্থানে [এ সমস্তই যথোপযুক্ত] ॥৩৬॥ মহাত্মন্! অনন্ত! দেবেশ! জগন্নিবাস! ব্রহ্মণঃ অপি গরীয়সে আদিকর্ত্রে

চ তে কস্মাৎ ন নমেরন্ [ব্রহ্মা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর ও আদি কর্ত্তা তোমাকে দেবগণ কেন নমস্কার না করিবেন ?] সৎ অসৎ পরং যৎ অক্ষরং তৎ চ ত্বং [ব্যক্ত অব্যক্তের (স্থূল সূক্ষ্মের) অতীত যে অক্ষর ব্রহ্ম তাহাও তুমি] ॥৩৭॥

জগতের মাঝে যারা করে তব মহিমা কীর্ত্তন,
তোমাতে আসক্ত হয়, রহে তারা আনন্দে মগন।
রাক্ষস দানব যারা প্রীতি নাই তোমার উপরে
অস্থির হইয়া তারা ইতঃস্ততঃ পলায়ন করে।
তোমার প্রভাব হেরি কপিলাদি সিদ্ধ ঋষিগণ
প্রণত চরণে তব ; এর চেয়ে কি আছে শোভন ? ॥৩৬॥
চরাচর সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা হ'তে তুমি শ্রেষ্ঠতর
যেখানে যা আছে বা যে আছে তার আদি বিশ্বম্ভর
একমাত্র তুমি ; তাই দেবগণ প্রণমে তোমায়
হে অনন্ত ! দেবদেব ! জগন্নিবাস ! সর্ব্বময় !
সৎ যাহা ব্যক্ত সদা অসৎ অব্যক্ত অগোচর
উভয়েরি পরপারে তুমি ব্রহ্ম তুমি গো অক্ষর ॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম, ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

অনন্তরূপ! ত্বং (তুমি) আদি দেবঃ পুরাণঃ পুরুষঃ। অস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং (সর্ব্বদেবের আদি, চিরবিদ্যমান পুরুষ এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়স্থান—সৃষ্টির স্থিতিকালে ও লয়কালেও)। (তুমি) বেত্তা বেদ্যং চ পরং চ ধাম অসি (জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও পরম বৈষ্ণব পদ (তৎবিষ্ণোঃ পরমং পদং) হও); ত্বয়া বিশ্বং ততম্ (তোমা দ্বারা জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে) ॥৩৮॥

ত্বং (তুমি) বায়ুঃ, অগ্নি, বরুণঃ, শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা), প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মারও জনক); (সেইজন্য) তে সহস্রকৃত্বঃ নমঃ অস্তু (তোমাকে সহস্র সহস্র নমস্কার); ভূয়ঃ অপি তে নমঃ নমঃ (আবার তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার) ॥৩৯॥

তুমি চিরবিদ্যমান আদি দেব পুরুষ প্রধান,
সৃষ্টিস্থিতিলয়কালে এ বিশ্বের আশ্রয়ের স্থান!
তুমিই আনন্দধাম, পুনর্জ্জন্ম নাহিক যেথায়,
তুমি হে অনন্তরূপ, জ্ঞাতা জ্ঞেয় তুমিই ধরায় ॥৩৮॥

তুমি হে বরুণ, তুমি বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, যম,
তুমি প্রজাপতি ব্রহ্মা, তোমা হ'তে ব্রহ্মারো জনম।
সহস্র সহস্রবার তব পদে করি নমস্কার,
পুনরায় প্রণিপাত করি আমি চরণে তোমার ॥৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

(হে) সর্ব্ব! (সর্ব্বময়!) তে পুরস্তাৎ অথ পৃষ্ঠতঃ নমঃ (তোমার সম্মুখে ও পশ্চাতে নমস্কার), তে সর্ব্বতঃ এব নমঃ অস্তু (তোমার সকল দিকেই নমস্কার)। অনন্তবীর্য্য! অমিতবিক্রমঃ ত্বং সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততঃ সর্ব্বঃ অসি (অপরিমিত পরাক্রমশালী তুমি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ সেইজন্য তুমি সর্ব্বময়) ॥৪০॥

হে অনন্ত বীর্য্যবান্ এই বিশ্ব সৃষ্টির আধার,
কোথাও না দেখি আমি সীমা পরাক্রমের তোমার।
সর্ব্বময় দেব! তুমি সারা বিশ্ব রয়েছ ব্যাপিয়া
বিশ্বব্যাপী রূপ তব হেরিতেছি বিস্মিত হইয়া।
সম্মুখে পশ্চাতে তব করি আমি কোটি নমস্কার,
ও রূপের চতুর্দ্দিকে লহ প্রভু প্রণাম আমার ॥৪০॥

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

তব ইদং মহিমানং অজানতা (আপনার এতাদৃশ মহিমা না জানিয়া) ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বা অপি (মৎকর্তৃক মোহ-বশতঃ অথবা প্রণয়াধিকার-বশতঃ) সখা ইতি মত্বা হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইতি প্রসভং যৎ উক্তং (আপনাকে সখা ভাবিয়া, কৃষ্ণ, যাদব, সখা এইরূপ বিনয়শিষ্টাচারশূন্য বাক্য যাহা মৎ কর্তৃক ব্যক্ত হইয়াছে) হে অচ্যুত! বিহারশয্যাসন-ভোজনেষু একঃ অথবা তৎসমক্ষং অবহাসার্থং যৎ অসৎকৃতঃ অসি (ক্রীড়া-শয়ন-উপবেশন-আহারকালে তুমি একাকী থাকার সময়ে অথবা সখাসখীগণসমক্ষে পরিহাসচ্ছলে যেরূপে ধর্ষিকৃত হইয়াছ) অহং অপ্রমেয়ং ত্বাং তৎ ক্ষাময়ে (আমি প্রমাণাতীত আপনাকে সেই সমস্ত ক্ষমা করাইতেছি অর্থাৎ তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি) ॥৪১।৪২॥

মায়ামোহাচ্ছন্ন কিংবা পার্থিব প্রণয়ে বশীভূত
হইয়া বুঝিতে পারি নাই তব মহিমা অদ্ভুত।
সখ্যভাবে মগ্ন.থাকি "হে কৃষ্ণ, হে যাদব" বলিয়া
কত না অশিষ্ট আর সাধারণ ভাবে সম্বোধিয়া,
তাচ্ছিল্য বা তিরস্কারভাবপূর্ণ কথা শত শত
বলিয়াছি কতবার প্রভু মোর! তোমারে নিয়ত।

যখন একাকী কিংবা ক্রীড়ারত বন্ধুজনসনে
উপবিষ্ট সিংহাসনে, ভোজনে বা বিরাম শয়নে
আনন্দে থাকিতে মগ্ন সে সময়ে, হায় কতবার
পরিহাসচ্ছলে কত অসংযত বাক্য-ব্যবহার
করিয়াছি, মূঢ় আমি, জ্ঞানহীন ব্যক্তির সমান,
ভাবি নাই তোমাতে আমাতে আছে কত ব্যবধান!
এ সকল কার্য্যে মোর ঘটিয়াছে কোটি অপরাধ
ক্ষমা কর বিশ্বরূপ! কৃপা করি ঘুচাও বিষাদ॥৪১।৪২॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥

অপ্রতিমপ্রভাব [হে অপরিমিত শক্তিশালিন্!] ত্বং অস্য চরাচরস্য লোকস্য [তুমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকের] পিতা, পূজ্যঃ, গরীয়ান্ চ [ও গুরুতর] অসি [হইয়েছ]। [অতএব] লোকত্রয়ে ত্বৎসমঃ অপি ন অস্তি, অভ্যধিকঃ অন্যঃ কুতঃ [ত্রিজগতে আপনার সমানই কেহ নাই; আপনার অপেক্ষা বড় আর কোথায়?] ॥৪৩॥ দেব! তস্মাৎ অহং কায়ং প্রণিধায় প্রণম্য [অতএব আমি দেহকে যষ্টিবৎ ভূমিলুণ্ঠিত করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক] ঈড্যং ঈশং ত্বাং প্রসাদয়ে [বন্দনীয় ঈশ্বর আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি] পুত্রস্য পিতা ইব, সখ্যুঃ সখা ইব, প্রিয়ায়াঃ প্রিয় ইব [অপরাধঃ] সোঢ়ুম্ অর্হসি [পুত্রের পিতার ন্যায়, সখার বন্ধুর ন্যায়, প্রিয়ার প্রিয়ের ন্যায় [আমার অপরাধ দয়া করিয়া] সহ্য করিবার অভিপ্রায়যুক্ত হউন] ॥৪৪॥

স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের সৃষ্টির কারণ
পিতা তুমি, পূজ্য তুমি, গুরু হ'তে শ্রেষ্ঠ গুরুজন,
হে অমিতশক্তিশালি! ত্রিভুবনে হেন কেহ নাই
যে তোমার সমকক্ষ; তব শ্রেষ্ঠ বল কোথা পাই? ॥৪৩॥
দেবদেব! আজি আমি সুবিশাল চরণে তোমার
দণ্ডবৎ নত হৈয়া প্রণাম করি হে বারবার।
বিশ্বের নিয়ন্তা তুমি মহাদেব পরম ঈশ্বর
হও হে প্রসন্ন তুমি মতিহীন আমার উপর।
পিতা, সখা, পতি যথা নিজজনে প্রসন্ন হইয়া
পুত্র-সখা-পত্নীদোষ নিজগুণে উপেক্ষা করিয়া
কৃপা করি হাসিমুখে ক্ষমা করে আপনার জনে
সেইরূপ ক্ষমা কর আজি প্রভু এই অভাজনে ॥৪৪॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

দেব! অদৃষ্টপূর্ব্বং দৃষ্ট্বা হৃষিতঃ অস্মি [অদৃষ্টপূর্ব্ব রূপ দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি] ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং [আবার ভয়েও মন ব্যাকুল হইয়েছে]। তৎ এব রূপং মে দর্শয় [সেই পূর্ব্ব মনোহর রূপই আমাকে দেখান্] দেবেশ! জগন্নিবাস! প্রসীদ [প্রসন্ন হন্] ॥৪৫॥

ত্বাং তথা কিরিটিনং গদিনং চক্রহস্তং অহং দ্রষ্টুং ইচ্ছামি [আপনাকে পূর্ব্ববৎ কিরীট-গদা-চক্রধারীরূপে দেখিতে ইচ্ছা করি]; সহস্রবাহো! বিশ্বমূর্ত্তে! তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ এব ভব [সেই চতুর্ভুজ মূর্ত্তিই পরিগ্রহ করুন] ॥৪৬॥

যে মহান্ মূর্ত্তি তব পূর্ব্বে আমি হেরি নাই কভু
হেরি জ্ঞানানন্দ লাভ অবশ্যই করিতেছি প্রভু;
কিন্তু, এই ভয়ঙ্কর রূপ আজি হেরিয়া তোমার
কি যেন কি এক ভয়ে বিহ্বল যে অন্তর আমার।
দেবেশ! জগন্নিবাস! কৃপা করি আমার উপর,
দেখাও, দেখাও তব সেই দিব্য মূর্ত্তি মনোহর ॥৪৫॥
যেই চতুর্ভুজরূপে দেখা তুমি দিয়াছ আমারে
কত বার; আজি মোর সেইরূপ ইচ্ছা হেরিবারে।
বিশ্বরূপ! বহুবাহো! এইরূপ কর সংবরণ,
চূড়াচক্রগদাধারী বিষ্ণুরূপে দাও দরশন ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥
ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্নদানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবং রূপঃ শক্যঃ অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

শ্রীভগবান্ উবাচ [কহিলেন]—অর্জ্জুন! প্রসন্নেন ময়া আত্মযোগাৎ [প্রসন্ন হইয়া আমার নিজের যোগসামর্থ্যবলে] তব ইদং তেজোময়ং অনন্তং আদ্যং মে পরং বিশ্বরূপং দর্শিতং [তোমাকে এই তেজোময়, অনন্ত, আদি, আমার শ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ প্রদর্শিত হইল] যৎ ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বং [যে রূপ তুমি ভিন্ন অন্য কাহারও কর্ত্তৃক ইহার পূর্ব্বে দৃষ্ট হয় নাই] ॥৪৭॥

কুরুপ্রবীর! [হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ!] ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ, ন দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিঃ ন উগ্রৈঃ তপোভিঃ [না বেদপাঠ যজ্ঞানুষ্ঠান অধ্যয়নদ্বারা, না দানধর্ম্মদ্বারা, না অগ্নিহোত্রাদিক্রিয়াদ্বারা, না কঠোর তপস্যাদ্বারা] এবং রূপঃ অহং ত্বদন্যেন নৃলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ [এইরূপ আমি তুমি ভিন্ন আর কাহারও কর্ত্তৃক নরলোকে দর্শনযোগ্য হই না] ॥৪৮॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন--

প্রসন্ন হইয়া আজি, হে অর্জ্জুন তোমার উপরে,
ঐশ্বর্য্যের বলে আমি দেখাইনু যে রূপ তোমারে
ভয়াবহ, আদ্যন্তরহিত, অতি প্রদীপ্ত এমন
বিশ্বরূপ পূর্ব্বে কোন মহাযোগী করেনি দর্শন ॥৪৭॥
অগ্নিহোত্র, বেদপাঠ, কঠোর তপস্যা, যজ্ঞ, দান,
করিলেও, নহে অন্যে এ রূপ দর্শনে ভাগ্যবান্ ॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ—ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥৫০॥

ঈদৃক্ ঘোরং মম ইদং রূপং (এই প্রকার ভয়ঙ্কর আমার এই রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) তে ব্যথা মা বিমূঢ়ভাবঃ মা (অস্তু) (তোমার ভয় ও মোহ যেন আর না হয়]; ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ চ (সন্) (বিগতভয় ও স্বচ্ছন্দচিত্ত হইয়া) পুনঃ ত্বং মে ইদং তৎ রূপং এব প্রপশ্য (পুনরায় তুমি আমার এই সেই পূর্ব্বরূপ দর্শন কর) ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ (কহিলেন)—বাসুদেবঃ অর্জ্জুনং ইতি উক্ত্বা ভূয়ঃ তথা স্বকং রূপং দর্শয়ামাস (কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই বলিয়া পুনরায় সেই প্রকার (পূর্ব্ববৎ৷ স্বীয় রূপ দেখাইলেন)। মহাত্মা সৌম্যবপুঃ ভূত্বা পুনঃ ভীতং এনং আশ্বাসয়ামাস চ (করুণাময় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া পুনরায় ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বস্ত করিলেন) ॥৫০॥

কাজ কি ব্যথায় তব মম রূপ হেরি ভয়ঙ্কর,
ভয়শূন্য হৃষ্টচিত্তে হের মোর রূপ মনোহর ॥৪৯॥
সঞ্জয় কহিলেন—এত বলি বাসুদেব কহি পার্থে আশ্বাস বচন,
দয়াময় শান্তোজ্জ্বল প্রিয় রূপে দিলেন দর্শন ॥৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥
শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—জনার্দ্দন! তব ইদং সৌম্যং মানুষং রূপং দৃষ্ট্বা (তোমার এই শান্ত মানুষ মূর্ত্তি দেখিয়া) ইদানীং অহং সচেতাঃ সংবৃত্তঃ অস্মি প্রকৃতিং (চ) গতঃ (এক্ষণে আমি স্থিরচিত্ত ব্যাকুলতাপরিশূন্য হইলাম এবং স্বীয় স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম) ॥৫১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—মম ইদং সুদুর্দ্দর্শং যৎ রূপং দৃষ্টবান্ অসি (আমার এই দুঃসহদর্শন যে রূপ দেখিলে) দেবাঃ অপি অস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনাকাঙ্ক্ষিণঃ (দেবগণও এই রূপের সর্ব্বদা দর্শনকামী) ॥৫২॥

অর্জ্জুন কহিলেন—চিরপরিচিত নরভাবাপন্ন রূপ হেরি তব,
স্থির হৈল প্রাণ মোর, করিতেছি সুস্থ অনুভব ॥৫১॥
শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে পার্থ! যে রূপ মম দেখিয়াছ কিছুক্ষণ আগে,
সে রূপ-দর্শন-বাঞ্ছা দেবগণ হৃদয়েতে জাগে ॥৫২॥

ENGRAVED & PRINTED BY
E BENGAL AUTOTYPE CO. CAL

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩॥
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥

যথা মাং দৃষ্টবান্ অসি (যেরূপে আমাকে দর্শন করিলে) এবংবিধ অহং ন বেদৈঃ, ন তপসা, ন দানেন, ন চ ইজ্যয়া (এইরূপ আমি না বেদাধ্যয়ন, না তপস্যা, না দান, না যজ্ঞ দ্বারা) দ্রষ্টুং শক্যঃ (দৃষ্ট হইতে পারি) ॥৫৩॥

পরন্তপ! অর্জ্জুন! অনন্যয়া ভক্ত্যা তু (মদেকনিষ্ঠাযুক্তা ভক্তি দ্বারাই) এবংবিধ অহং তত্ত্বেন জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ প্রবেষ্টুং চ শক্যঃ (এইরূপ আমি স্বরূপে জানিতে এবং আমাতে বা আমার স্বরূপতত্ত্বমধ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পারি) ॥৫৪॥

দেখিলে যে বিশ্বরূপ, পুনরায় বলি হে তোমারে,
তপে, যজ্ঞে, দানে, পাঠে কেহ তাহা নারে হেরিবারে ॥৫৩॥
বিশ্বরূপী স্বরূপ আমার, হেরিতে যদি বা কেহ চায়,
ঐকান্তিক ভক্তি আছে প্রাণে যার শুধু সেই পায় ॥৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগো নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

হে পাণ্ডব! যঃ মৎকর্ম্মকৃৎ, মৎপরমঃ, সঙ্গবর্জ্জিতঃ মদ্ভক্তঃ, সর্ব্বভূতেষু নির্ব্বৈরঃ (যে আমারই জন্য কর্ম্ম করে, মৎপরায়ণ, আসক্তিবর্জ্জিত, আমার ভক্ত, সকল জীবে দ্বেষরহিত) সঃ মাম্ এতি (সেই ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়) ॥৫৫॥

যত কর্ম্ম করে সবই আমার লাগিয়া যেইজন,
বিষয়েতে স্পৃহাশূন্য হৈয়া করে আমার ভজন,
দ্বেষশূন্য হৈয়া যেবা আমারে প্রাপ্তব্য জ্ঞান করে,
হে পাণ্ডব! স্থির জেনো সময়ে সে পাইবে আমারে ॥৫৫॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একাদশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—এবং সতত যুক্তা যে ভক্তাঃ ত্বাং পর্য্যুপাসতে (এইরূপে তোমার নির্দ্দেশানুযায়ী সতত তোমাতেই যুক্তচিত্ত হইয়া যে সকল ভক্ত তোমাকে উপাসনা করেন) যে চ অপি অব্যক্তং অক্ষরং (এবং যাঁহারা বাক্যমনাতীত অক্ষর ব্রহ্মের উপাসনা বা ধ্যান করেন) তেষাং (মধ্যে) কে যোগবিত্তমাঃ (এ দুইয়ের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠতর যোগী ?)॥১॥

অপ্রাকৃত তব দিব্য রূপের যে ভক্ত
একমাত্র তোমাতেই হইয়া আসক্ত
সতত তোমারে ভজে প্রেমভক্তিসহ ;
আর যেবা জ্ঞানানন্দে ডুবি অহরহ
করে ইন্দ্রিয়-অতীত ব্রহ্ম উপাসনা
নাহি জাগে অন্তরেতে মূর্ত্তির ধারণা ;
অবশ্যই ভক্ত, জ্ঞানী এই দুই জন
উভয়ে উভয় পথে যোগযুক্ত হন।
শ্রেষ্ঠ কোন্ জন এই দু'য়ের ভিতরে
হে কৃষ্ণ ! জানিতে মোর বড় ইচ্ছা করে॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

মষ্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—ময়ি মনঃ আবেশ্য (আমাতে চিত্তের সমাধান করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (সন্তঃ) (সতত অবিচ্ছিন্নভাবে পরম শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যে মাম্ উপাসতে (যাঁহারা আমার উপাসনা করেন) তে যুক্ততমাঃ মে মতাঃ (তাঁহারাই শ্রেষ্ঠযোগী ইহাই আমার অভিমত) ॥২॥

সর্ব্বরূপগুণাকর জানিয়া আমারে,
মম রূপগুণে মুগ্ধ হইয়া অন্তরে,
সর্ব্বস্ব আমাতে ভক্ত করি সমর্পণ,
অবিচ্ছিন্নভাবে করে আমার ভজন;
আমাতে করিয়া তার চিত্ত সমাধান,
জানিবে সে মহাজন সবার প্রধান ॥২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥ ৩ ॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ৪ ॥

যে তু সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ (সন্তঃ) (যাঁহারা সকল সময়ে সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া) ইন্দ্রিয়গ্রামং সংনিয়ম্য (ইন্দ্রিয়গ্রামকে সংযত করিয়া) অনির্দ্দেশ্যং অব্যক্তং সর্ব্বত্রগং অচিন্ত্যং (বাক্যাদি দ্বারা যাঁহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না এমন বাক্য দ্বারা প্রমাণাতীত সর্ব্বব্যাপী, চিন্তাতীত) কূটস্থং অচলং চ ধ্রুবং অক্ষরং পর্য্যুপাসতে (মায়াপ্রপঞ্চে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় সাক্ষীস্বরূপ, স্থির, নিত্য-সত্য ব্রহ্মকে উপাসনা করেন) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ তে মাম্ এব প্রাপ্নুবন্তি (সকলের কল্যাণকর্ম্মে নিযুক্ত সেই ভক্তবৃন্দ আমাকেই প্রাপ্ত হন) ॥ ৩।৪ ॥

নির্গুণ ও নিরাকার,　　অদৃশ্য শক্তিরাধার,
　　ক্রিয়াশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, নিত্য, বিশ্বময়,
সর্ব্বজীবদেহ মাঝে　　মায়া সিংহাসনে রাজে
　　যে চৈতন্য, আমা হ'তে ভিন্ন কভু নয়;
এই সব সার তত্ত্ব　　জ্ঞানবুদ্ধিবলে সত্য
　　বলি স্থির জানি, জীবহিতে রত যারা,
ইন্দ্রিয় সংযম ক'রে　　ব্রহ্ম উপাসনা করে,
　　ব্রহ্মভাবে পাবে মোরে অবশ্য তাহারা ॥ ৩।৪ ॥

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্ ।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫ ॥
যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭ ॥

(পরং তু) তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাং অধিকতরঃ ক্লেশঃ [সেই সকল ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের অধিকতর (ভক্তগণ অপেক্ষা) ক্লেশ হয়] হি (যেহেতু) দেহবদ্ভিঃ অব্যক্তা গতিঃ দুঃখং অবাপ্যতে [দেহাভিমানী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক বচনাতীত নির্গুণব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা দুঃখেই প্রাপ্ত হওয়া যায় (অর্থাৎ সহজে নহে)] ॥ ৫ ॥

পার্থ ! যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য (যাঁহারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া) মৎপরাঃ (সন্তঃ) (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন এব যোগেন মাং ধ্যায়ন্তঃ উপাসতে (অন্যান্য সকল যোগমার্গ ব্যতীত একমাত্র ভক্তিযোগে একাগ্র হইয়া আমার ধ্যান ও উপাসনা করেন) ময়ি আবেশিতচেতসাং তেষাং (আমাতে নিবিষ্টচিত্ত সেই সকল ব্যক্তির) মৃত্যুসংসারসাগরাৎ ন চিরাৎ অহং সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (অজ্ঞানরূপ মরণভয়যুক্তসংসারসমুদ্র হইতে অচিরে আমি উদ্ধারকর্ত্তা হইয়া থাকি) ॥ ৬।৭ ॥

দোষ, গুণ, অভিমান, জীবদেহে বিদ্যমান,
নির্গুণে, অরূপে নিষ্ঠা সহজ ত নয় ;
নির্গুণে অভিনিবেশ চিত্তবৃত্তির অশেষ
বহুক্লেশসাধ্য কার্য্য জানিবে নিশ্চয় ॥ ৫ ॥
সরূপ, সগুণভাব ঐশীশক্তির প্রভাব
প্রকাশিত স্থলে, জলে, গগনে, তপনে ;
জীব, নর, নারী ভবে, সগুণে ভ্রমিছে সবে
তাই রূপগুণময় ব্রহ্ম জাগে প্রাণে।
ঐশ্বর্য্য ও শক্তিমান্ পরব্রহ্ম ভগবান্
কতবার অবতীর্ণ হইয়া ভুবনে,
শিখালেন কত কথা হরিলেন কত ব্যথা
বহিল প্রেমের ধারা ভকত নয়নে।

তাই কৃষ্ণ ভগবান্ পার্থ প্রতি কৃপাবান্
হইয়া দিলেন ভক্তিতত্ত্ব উপদেশ,
কি করিলে ভক্ত তাঁর পাইবে চরণ সার
সেই কথা অতঃপর কহেন বিশেষ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

যত কিছু কর্ম্ম করে সবই যেন মোর তরে
এইরূপে আমাতেই করি সমর্পণ ;
আমি ছাড়া আপনার আর কেহ নাহি আর
এই ভাবে পাব ব'লে স্থির করি মন ;
অবিরত ভক্তি ভরে ভজিবে, চিন্তিবে মোরে
আমাতেই অনুরক্ত রবে অনুক্ষণ ;
হেন ভাগ্যবান্ জন মৃত্যু-সাগর ভীষণ
পার হয় পেয়ে মোর অভয় চরণ।
সে পায় আমার ধাম পূর্ণ হয় মনস্কাম,
ঘুচে যায় ভবে আসা যাওয়া বারবার,
জীবনে ভজনানন্দ ; মরণে যে ঘনানন্দ,
তখন সচ্চিদানন্দ অংশ সে আমার ॥ ৬।৭ ॥

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥

ময়ি এব মনঃ আধৎস্ব (আমাতেই মন স্থির কর) ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় (আমাতে বুদ্ধি স্থাপন কর অর্থাৎ তোমার সকল বুদ্ধিবৃত্তিগুলি মদ্বিষয়া হউক) (এবং কুর্ব্বন্) অতঃ ঊর্দ্ধং ময়ি এব নিবসিষ্যসি (এইরূপ করিলে ইহার পর অর্থাৎ এই দেহে চরম অবস্থা মন বুদ্ধি মন্ময় হওয়ার পর অর্থাৎ দেহাবসানে আমাতেই অবস্থান করিবে) (অত্র) সংশয়ঃ ন (অস্তি) (এই বিষয়ে সংশয় নাই) ॥ ৮ ॥

ধনঞ্জয়! অথ ময়ি চিত্তং স্থিরং সমাধাতুং ন শক্নোষি (যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধান করিতে সমর্থ না হও) ততঃ অভ্যাসযোগেন (তাহা হইলে ক্রমশঃ অভ্যাসযোগ দ্বারা) মাম্ আপ্তুং ইচ্ছ (আমাকে পাইবার জন্ত ইচ্ছাপূর্ব্বক যত্ন কর) ॥ ৯ ॥

যত বুদ্ধিবৃত্তিগুলি আছে হে তোমার
সবারে প্রয়োগ কর বিষয়ে আমার।
বাসনা, বিষয় যত করি বিকর্ষণ
আমাতেই স্থির কর চঞ্চল যে মন।
তারপর হবে যবে এই দেহ নাশ,
নিশ্চয় করিবে তবে আমাতেই বাস ॥ ৮ ॥

আমাতে করিতে তব চিত্ত-সমাধান,
যদি বা অশক্ত হও ওহে বলায়ান,
বুদ্ধিযোগে ধীরে ধীরে অভ্যাস করিবে
যত্ন, ইচ্ছা সহ ; চিত্ত তবে স্থির হবে।
অনুভূত আমার যে শক্তি ও সৌন্দর্য্য,
সুশীলতা, মধুরতা, কারুণ্য, গাম্ভীর্য্য,
শৌর্য্য, বীর্য্য, সৌহার্দ্দ্য, সকল কারণত্ব,
সত্য সঙ্কল্পত্ব আর মম সর্ব্বজ্ঞত্ব
আদি যে সকল গুণে প্রকাশ আমার
সে সকল চিন্তা মনে কর বার বার।
হৈয়া সদাচারী, সৎসঙ্গ-পরায়ণ,
সতত করিবে মোর মহিমা কীর্ত্তন।
এইরূপে অভ্যাসের ফলেতে অচিরে,
আমারে পাইবে তুমি হৃদয় মন্দিরে ॥ ৯ ॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০ ॥
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্‌যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১ ॥

অভ্যাসে অপি অসমর্থঃ অসি (যদি অভ্যাসযোগেও অসমর্থ হও) (তর্হি) মৎকর্ম্মপরমঃ ভব (তাহা হইলে আমার জন্য পূজা, বন্দনা, প্রণাম, ব্রতাচরণাদি বিবিধ কর্ম্মপরায়ণ হও) ; মদর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অপি সিদ্ধিং অবাপ্স্যসি (আমার প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম করিলেও বাঞ্ছিত মোক্ষ, বা আমার লোক প্রাপ্ত হইবে) ॥ ১০ ॥

অথ এতৎ অপি কর্ত্তুং অশক্তঃ অসি (যদি ইহাও করিতে অক্ষম হও) ততঃ মদ্‌যোগং আশ্রিতঃ যতাত্মবান্ (সন্) (তবে আমার শরণ আশ্রয় পূর্ব্বক সংযতাত্মা হইয়া) সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং কুরু (সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর) ॥ ১১ ॥

হেন অভ্যাসেও যদি হও হে অশক্ত,
আমারি কর্ম্মেতে তবে হইবে আসক্ত।
কর যত কর্ম্ম, কর আমারি লাগিয়া ;
কর সেবা, পূজা শত উপচার দিয়া।
তৃপ্তিলাভ হ'তে ক্রমে হবে চিত্তশুদ্ধি,
ক্রমে পাইবে আমারে প্রাপ্তিরূপ সিদ্ধি ॥১০॥
এহেন কর্ম্মও যদি কঠিন বলিয়া
মনে কর তুমি, তবে তাহাও ছাড়িয়া

একমাত্র আমারই লইয়া শরণ
যত কর্ম্মফল কর আমাতে অর্পণ।
আশ্রয় লভিয়া মোরে ডাকিতে ডাকিতে
শক্তি জনমিবে ক্রমে ইন্দ্রিয় দমিতে।
বাসনা, ইন্দ্রিয় বশ হইবে যখন
কর্ম্মফল ত্যাগে শক্তি আসিবে তখন।
ফলের আকাঙ্ক্ষা আর কুকর্ম্মের নাশ
হইলে হইবে পরাভক্তির বিকাশ ॥১১॥

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্‌জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্‌ ॥ ১২ ॥

হি অভ্যাসাৎ জ্ঞানং শ্রেয়ঃ (অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ), জ্ঞানাৎ ধ্যানং বিশিষ্যতে (জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান গরীয়ান্‌), ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগঃ (ধ্যান অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ); ত্যাগাৎ অনন্তরং শান্তিঃ (ভবতি) (ইহার পরে ত্যাগ হইতে শান্তি হইয়া থাকে) ॥ ১২ ॥

এই যে পন্থার কথা কহিনু তোমারে,
সে কেবল সাধারণ নরনারী তরে।
জ্ঞানমার্গে ফলত্যাগ প্রথম সোপান
ধ্যানপরিপকে জীব ব্রহ্মাস্বাদ পান।
জ্ঞানমার্গ-তত্ত্বকথা আমি কতবার
করিয়াছি উপদেশ বিবিধ প্রকার।
জ্ঞানপথে যেবা যুক্তচিত্ত হতে নারে,
অভ্যাস বা ধ্যানতত্ত্ব বুঝিতে না পারে,
সব চেয়ে কর্ম্মফলত্যাগ বড় তার,
প্রাণভরা প্রেম ও বিশ্বাস আছে যার।
আমারে লভিতে মম নিকটে আসিতে
যত কর্ম্ম প্রয়োজন প্রস্তুত করিতে;
সে কর্ম্মের ফলে যদি ঘটে অমঙ্গল,
তুচ্ছ বলি মানিবেক সে সকল ফল।
একান্ত বিশ্বাস আর প্রেমে, ব্রজাঙ্গনা
কৃষ্ণপথে কর্ম্মফল কথা ভাবিল না।
লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আদি কত মন্দ ফল
জানিয়াও উপেক্ষা করিল সে সকল।
শুধু কর্ম্মপথে আসি নিকটে আমার
ক্রমে সব তাজি পায় আনন্দ অপার।
এইরূপ ফলত্যাগে বলা হ'ল শ্রেষ্ঠ,
ধ্যানজ্ঞানাভ্যাসে যেন ভেবোনা নিকৃষ্ট।
অভ্যাস ও ধ্যান, জ্ঞান, ত্যাগ কর্ম্মফল
এ সকলই পরাশান্তিপথের সম্বল ॥ ১২ ॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩ ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪ ॥

সর্ব্বভূতানাং অদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণঃ এব চ (সর্ব্বভূতের প্রতি দ্বেষরহিত, বন্ধুভাবযুক্ত ও কৃপালু) নির্ম্মমঃ, নিরহঙ্কারঃ, সমদুঃখসুখঃ, ক্ষমী (ক্ষমাশীল) সততং সন্তুষ্টঃ, (সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত) যোগী (সমাহিতচিত্ত) যতাত্মা (নিয়মিতমনোবৃত্তিসম্পন্ন) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয়ার্থবোধক শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি) ময়ি অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (আমাতে সমর্পিত মনোবুদ্ধি) যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ (যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয়) ॥ ১৩।১৪ ॥

সর্ব্বজীবে হিংসাশূন্য, সুহৃদ্ভাবযুক্ত,
কৃপাপরায়ণ কিন্তু মমতাবিমুক্ত,
গর্ব্বশূন্য, ক্ষমাশীল, সমাহিতচিত,
সতত সন্তুষ্ট, মনোবৃত্তি নিয়ন্ত্রিত,
অধ্যাত্মতত্ত্ববিষয়ে জ্ঞান স্থিরীকৃত,
আমাতেই যার মন, বুদ্ধি সমর্পিত,
হেন ভক্ত সর্ব্বভক্তমধ্যে যেই জন,
অতি প্রিয় ভক্ত মোর সেই সুলক্ষণ ॥ ১৩।১৪ ॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ লোকঃ ন উদ্বিজতে (যাঁহা হইতে কেহ উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না) যঃ চ লোকাৎ ন উদ্বিজতে (কোন ব্যক্তি হইতেও যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না) যঃ চ হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ মুক্তঃ (এবং যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত) সঃ মে প্রিয়ঃ (তিনি আমার প্রিয়ঃ) ॥ ১৫ ॥

অনপেক্ষঃ শুচিঃ দক্ষঃ উদাসীনঃ গতব্যথঃ (নিঃস্পৃহ, শুদ্ধ-সদাচারসম্পন্ন, আলস্যশূন্য কর্ম্মকুশল, পক্ষপাতদোষবর্জ্জিত, ভয়শূন্য) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যঃ মদ্ভক্তঃ সঃ মে প্রিয়ঃ (সকামসংকল্পযুক্ত কর্ম্মত্যাগী আমার যে ভক্ত সে আমার প্রিয়) ॥ ১৬ ॥

যঃ (প্রিয়ং প্রাপ্য) ন হৃষ্যতি (অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য) ন দ্বেষ্টি (যিনি সাধারণের প্রিয় বস্তু পাইয়া উৎফুল্ল হন না এবং অপ্রিয়বস্তু লাভে দ্বেষ অনুভব করেন না) ন শোচতি (কাহারও বিয়োগে শোক প্রকাশ করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি

(কোন বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন না) শুভাশুভপরিত্যাগী যঃ ভক্তিমান্ সঃ মে প্রিয়ঃ (ইন্দ্রিয়সুখদুঃখমূলকশুভাশুভকর্ম্মত্যাগী যে ভক্তিমান্ সে আমার প্রিয়) ॥ ১৭ ॥

নাহি হয় কাহারও কষ্টের কারণ,
লোক ব্যবহারে নহে বিচলিত মন,
ভয়োদ্বেগ, দ্বেষানন্দে বিচলিত নয়,
হেন ভক্ত মম প্রিয় জানিবে নিশ্চয় ॥ ১৫ ॥

বাহিরে অন্তরে শুচি, ভোগে স্পৃহা নাই,
অযাচিত শুভকার্য্যে তৎপর সদাই,
কেহ মনে ব্যথা দিলে ভ্রূক্ষেপ না করে,
পক্ষপাত দোষ নাই সরল অন্তরে,
আমিময় প্রাণ, অন্য কর্ম্মে চেষ্টা নাই
হেন ভক্ত মোর প্রিয় জানিবে সদাই ॥ ১৬ ॥

সাধারণ ইষ্টলাভে নাহি হয় হর্ষ,
যা আছে বিরহে তার নহে ত বিমর্ষ,
যাহা নাই তার লাগি আকাঙ্ক্ষা না করে,
তিলমাত্র ব্যাকুলতা না জাগে অন্তরে,
শুভ বা অশুভ কর্ম্মে নাহি অনুষ্ঠান
হেন ভক্ত প্রিয় মোর অতি ভাগ্যবান্ ॥ ১৭ ॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১৮ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ ১৯ ॥

শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়ো সমঃ (শত্রু, মিত্র এবং মান, অপমানে সমজ্ঞানসম্পন্ন) শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখেও সমবুদ্ধিসম্পন্ন) সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (আসক্তিশূন্য) তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দাবন্দনায় সমভাবযুক্ত) মৌনী যেন কেনচিৎ সন্তুষ্টঃ (সংযতবাক্, কিঞ্চিৎ লাভেই তুষ্ট) অনিকেতঃ স্থিরমতিঃ ভক্তিমান্ নরঃ মে প্রিয়ঃ (নিয়ত নির্দ্দিষ্টস্থানে বাসশূন্য, ব্যবস্থিতচিত্ত, ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার প্রিয়) ॥১৮।১৯ ॥

সমজ্ঞান শত্রুমিত্রে, মানে অপমানে,
শীত, গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখে হেরে তুল্যজ্ঞানে।
নিন্দাস্তুতিবাদে কভু নহে বিচলিত,
লক্ষ লক্ষ বিষয়েতে আসক্তি-রহিত,
তাহাতেই তৃপ্ত যাহা পায় সে যখন,
আমাতেই স্থিরমতি, বাক্যে সংযমন,
যথা তথা বাস, নাহি গৃহ আপনার,
পার্থ! হেন ভক্ত যেবা প্রিয় সে আমার ॥১৮।১৯ ॥

এই ভক্তিপথ সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামীপাদের একটি সুন্দর শ্লোক আছে। যথা—

"দুঃখমব্যক্তবর্ত্মে তত্ত্বহবিম্নমতো বুধঃ। সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজং ভক্তিসৎপথবান্ ভজেৎ ॥"

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে ।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ।

যে তু যথোক্তং ইদং ধর্ম্মামৃতং (যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বকথিত প্রকারে এই ধর্ম্মামৃত) শ্রদ্ধধানাঃ মৎপরমাঃ (সন্তঃ) পর্য্যুপাসতে (শ্রদ্ধাবান্ ও মৎপরায়ণ হইয়া অনুষ্ঠান করেন) তে ভক্তাঃ মে অতীব প্রিয়ঃ (সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয়) ॥ ২০ ॥

যে সকল ভক্তিকথা কহিনু তোমারে
তাহাতে যে ভক্ত অতি শ্রদ্ধাসহকারে,
অমৃত সমান সেই ধর্ম্ম অনুষ্ঠান
নিষ্ঠাসহ করে মোরে সঁপিয়া পরাণ,
অতি বড় প্রিয় মোর হেন ভক্তজন ;
মম সনে হবে তার অবশ্য মিলন ॥ ২০ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা-ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—
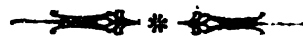
প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ
এতদ্‌বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—কেশব! প্রকৃতিং পুরুষং চ এব (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং জীব) ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞং এব চ (ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞ) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ এতৎ (সর্ব্বং) বেদিতুং ইচ্ছামি (যাহা জ্ঞান এবং জ্ঞাতব্য এই সমস্ত জানিতে ইচ্ছা করি) ॥ ১ ॥

প্রকৃতি, পুরুষ আর ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞের
তত্ত্বকথা, শুদ্ধজ্ঞান, জ্ঞেয় বিষয়ের
জ্ঞানলাভ করিবারে হ'য়েছে বাসনা,
কেশব! সে তব তত্ত্ব করহে বর্ণনা ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—কৌন্তেয় ! ইদং শরীরং ক্ষেত্রং ইতি অভিধীয়তে (এই দেহ ক্ষেত্র এই বলিয়া কথিত হয়) ; যঃ এতৎ বেত্তি তং (যিনি ইহাকে জানেন তাঁহাকে) তদ্বিদঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি প্রাহুঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ববিৎ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন) ॥ ২ ॥

শ্রীভগবান্—অন্তঃকরণ, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ
সহ দেহ সুখ-দুঃখ-ভোগ-আয়তন ;
অবিদ্যাসংযোগ হ'লে দেহের মাঝারে
ক্ষয় হয় আত্মা, বিদ্যা বাড়ায় তাহারে।
অপরা প্রকৃতি হৈতে ভূমিভাবান্বিত
"ক্ষেত্র" বলি সেই দেহ জগতে বিদিত।
আপন ভূমির তত্ত্ব কৃষক যেমন
জানে, তাহা আর নাহি জানে কোন জন
সেইরূপ দেহক্ষেত্র উৎপন্ন কেমনে
আসিল বা কোথা হ'তে যাবে কোন্‌খানে
কেমনে ক্ষেত্রেতে ঘটে মনের বিকার
আবার কেমনে ঘটে আনন্দ অপার ;
কেমনে দেহেতে হয় আত্ম-দরশন,
দেহে আত্ম-বুদ্ধি নাশ হয় বা কখন,
পরাপ্রকৃতিউদ্ভূত জীবভাবযুক্ত
যে মানুষ "আমি, আমি" করিছে নিয়ত
সে যদি জানিতে পারে এ সব সন্ধান,
পণ্ডিতে "ক্ষেত্রজ্ঞ" আখ্যা করে তারে দান ॥ ২

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩ ॥
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৪ ॥

ভারত! সর্ব্বক্ষেত্রেষু অপি মাং চ ক্ষেত্রজ্ঞং বিদ্ধি (সকল ক্ষেত্রেই আমাকেই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে); ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ যৎ জ্ঞানং তৎ জ্ঞানং মম মতম্‌ [ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই দুইয়ের সম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই (প্রকৃত) জ্ঞান, ইহাই আমার মত] ॥৩॥

তৎ ক্ষেত্রং যৎ চ যাদৃক্‌ চ যদ্বিকারি যতঃ চ যৎ (সেই ক্ষেত্র যাহা যে বস্তুর স্বরূপ, যে প্রকার, যেরূপ বিকারযুক্ত যাহা হইতে যেরূপে উৎপন্ন); সঃ চ যঃ যৎপ্রভাবঃ চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ যিনি যে প্রকার স্বরূপসম্পন্ন ও যে প্রকার প্রভাবসম্পন্ন) তৎ মে সমাসেন শৃণু (তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর) ॥ ৪ ॥

নিজ ক্ষেত্র জ্ঞানে জীব "ক্ষেত্রজ্ঞ" ত হয়,
ব্যষ্টিভাবে ঐ উপাধি জানিবে নিশ্চয়।
মোরেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলি অবশ্য জানিবে,
সমষ্টিভাবেতে তাহা, নহে ব্যষ্টিভাবে।
যেহেতু আমার ক্ষেত্র এ বিশ্ব সংসার,
প্রবেশ চেতনারূপে সর্ব্বত্র আমার।
পরম ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব, জীবে আর দেহে,
আত্মা-পরমাত্মাভেদ রহে বা না রহে।
এই সব তত্ত্ব যেই জ্ঞানে লাভ হয়,
সেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বলি জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

কেমন যে এই ক্ষেত্র, কিসের বিকার,
কোথা হ'তে, কেমনে বা উৎপত্তি ইহার?
আর শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্রজ্ঞের স্বরূপ কেমন,
কিরূপ প্রভাবশালী হন সেই জন।
সেই 'ক্ষেত্র' 'ক্ষেত্রজ্ঞের' তত্ত্বকথাগুলি,
হে ভারত! সংক্ষেপেতে একে একে বলি ॥ ৪ ॥

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্ ।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৫ ॥
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৬ ॥
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭ ॥

(এতৎ) ঋষিভিঃ বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ পৃথক্ বহুধা গীতং (এই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বকথা ঋষিগণকর্ত্তৃক বেদের বিবিধ ছন্দে ও বহু প্রকারে গীত হইয়াছে) বিনিশ্চিতৈঃ হেতুমদ্ভিঃ ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ চ এব (বহুধা গীতম্) (সন্দেহ পরিশূন্য ব্রহ্মনিরূপক ব্রহ্মসূত্রপদাদি দ্বারা বিবিধপ্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে) ॥ ৫ ॥

মহাভূতানি (ক্ষিতি, আকাশাদি) অহংকারঃ (মহাভূতাদিকারণরূপ সংকল্প) বুদ্ধিঃ (সত্যদর্শনযোগ্য মেধা ও শক্তি) অব্যক্তং [বুদ্ধিরও কারণস্বরূপ ত্রিগুণাত্মক মূলপ্রকৃতি (এই অষ্টধা প্রকৃতি)] দশ ইন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ) একং চ (ও এক-মন), (এই একাদশ ইন্দ্রিয়) পঞ্চ ইন্দ্রিয় গোচরাঃ চ (পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দাদি); ইচ্ছা, দ্বেষঃ, সুখং, দুঃখং, সংঘাতঃ (শরীর), চেতনা, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) এতৎ সবিকারং ক্ষেত্রং সমাসেন উদাহৃতম্ [এই বিকার সমষ্টি ক্ষেত্র (সংক্রান্ত স্থূল কথা) অতি সংক্ষেপে কথিত হইল] ॥ ৬।৭ ॥

ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের কথা কত ঋষিগণ
বেদে ও বেদান্তে কত ছন্দেতে বর্ণন
করেছেন সংখ্যা নাহি করা যায় তার,
যাহা করিতেছি আমি গোচর তোমার।
ক্ষিত্যপ্তেজমরুদ্ব্যোম্ আর অহঙ্কার
যাহ'তে সংকল্প হয় বহু সৃজিবার,
মহত্তত্ত্বরূপ বুদ্ধি তাহারও কারণ
অব্যক্ত যাহার নাম ত্রিগুণ-মিশ্রণ,
অষ্টধা প্রকৃতিসহ চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ,
পায়ূপস্থ, হস্ত, পদ বাক্, ত্বক্, কান্
তার সহ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন,
শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, গন্ধ সংমিলন ;
এ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব সহ ইচ্ছা, সুখ,
পঞ্চ মহাভূত-পরিণাম দেহ, দুঃখ
দ্বেষ, ধৈর্য্য ও চেতনা রহস্য আশ্রয়
ভিন্নাংশে বিকারযুক্তে ক্ষেত্র নাম হয়।

বৃত্তি, ভূত, গুণ, সম অংশে, সম ভাবে
ক্ষেত্র রচনার কালে কভু নাহি হবে।
তাই দুই সম ক্ষেত্র বিশ্বে পাওয়া ভার
রূপ, গুণ, বল, বৃত্তি ভিন্ন সবাকার।
অতি সংক্ষেপেই কহি শুন ধনঞ্জয়,
তুমি হে সুমতিমান, বুঝিবে নিশ্চয় ॥৫-৬।৭॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্ ।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৮॥
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু ।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥১০॥
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী ।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥১১॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ ।
এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২॥

অমানিত্বং (আত্মশ্লাঘাশূন্যতা) অদম্ভিত্বং (দম্ভহীনতা) অহিংসা, ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা) আর্জ্জবং (সরলতা) আচার্য্যোপাসনং (গুরুসেবা) শৌচং (শুচিত্ব) স্থৈর্য্যং (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (দেহেন্দ্রিয়সংযম) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং (রূপরসাদি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বিতৃষ্ণা) অনহঙ্কারঃ এব চ (ও অহঙ্কারশূন্যতা) জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনং (জন্ম, মৃত্যু, বার্দ্ধক্য, ব্যাধি ও দুঃখের দোষের বিষয় পুনঃ পুনঃ অনুশীলন) পুত্রদারগৃহাদিষু অসক্তিঃ (পুত্র, স্ত্রী ও গৃহাদিতে অনাসক্তি) অনভিষ্বঙ্গঃ (দারাপুত্রাদির জন্য মমতাহীনতা) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু চ নিত্যং সমচিত্তত্বং চ (শুভাশুভসংঘটনে সর্ব্বদা মনের সাম্যাবস্থা)

ময়ি চ অনন্যযোগেন অব্যভিচারিণী ভক্তিঃ (এবং আমাতে একান্তনিষ্ঠা ও একাগ্রতাসহকারে অন্যে আসক্তিশূন্য অমিশ্রাভক্তি) বিবিক্তদেশসেবিত্বং (জনকোলাহলশূন্য স্থানে বাস) জনসংসদি অরতিঃ (জনসভাদিতে বিরাগ) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (সকল সময়ের জন্য পরমাত্মবিষয়কজ্ঞানে নিষ্ঠা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনং (তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনা) এতৎ জ্ঞানং ইতি প্রোক্তং (এই সকল "জ্ঞান" এইরূপ কথিত হইয়াছে) ; যৎ অতঃ অন্যথা অজ্ঞানম্ (যাহা ইহার বিপরীত তাহাই অজ্ঞান) ॥৮।৯।১০।১১।১২॥

ক্ষেত্রের প্রকৃতি, ধর্ম্ম বিবৃত করিয়া
ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলি শুন মন দিয়া
ক্ষেত্রজ্ঞ হইতে হ'লে জ্ঞান প্রয়োজন,
জ্ঞানলাভে প্রয়োজন বিবিধ সাধন।
জ্ঞানের স্বরূপে তাহা বিংশতি প্রকার
অভাবে যাহার ঘোর অজ্ঞানান্ধকার।

১। নিজ গুণে নাহি থাকে শ্লাঘার লক্ষণ,
২। খ্যাতির আশায় নাহি স্বকর্ম্ম ঘোষণ,
৩। সর্ব্বপ্রকারেই পড়পীড়ন বর্জ্জন,
৪। পরদোষে, অলাভেতে নির্ব্বিকার মন ;
৫। অকপট সরলতাময় আচরণ
৬। তত্ত্বজ্ঞানে উপদেষ্টা, আচার্য্য পূজন ;

৭। অন্তরে বাহিরে শুদ্ধি অশেষ সাধনে;
৮। সদা স্থিরভাব শত বিঘ্ন আগমনে ;
৯। দেহেন্দ্রিয় বেগ রোধ অধর্ম্মের পথে ;
১০। স্পৃহানুরাগহীনতা ইন্দ্রিয় ভোগেতে ;
১১। "আমি শ্রেষ্ঠ" 'আমি জানি' এ ভাবের নাশ,
হৈয়া নিরহঙ্কার ভাবের প্রকাশ ;

১২। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি কণ্টকের মত
মোক্ষপথ যাত্রীগণে করিতেছে ক্ষত।
জন্মই বন্ধন, আয়ু বৃদ্ধি ক্ষয় হয়;
মৃত্যু হ'তে হয় বহু আশঙ্কা উদয়;
জরা, ব্যাধি করে যবে দেহ আক্রমণ,
ঈশ্বর স্মরণে সদা হয় অন্য মন,
এই চারি হ'তে যত দোষের জনম
চিন্তা করি সে সবার মূল-উৎপাটন।

১৩। গৃহ-পুত্র-পত্নী-সঙ্গে যে প্রীতি সবার
তাহা হ'তে যে আসক্তি, বর্জ্জন তাহার।

১৪। দারা সুত নিজ জন লইয়া সতত
'আমার আমার' বলি পাগলের মত
কত ব্যস্ত নরনারী সংখ্যা নাহি তার;
এহেন মমতা ত্যাগ, সাধনার সার।

১৫। মঙ্গলামঙ্গলে হর্ষোদ্বেগশূন্যভাব
অতি বড় পুণ্যফলে হয় যাহা লাভ;

১৬। আমাতে পরানুরক্তি ভক্তি মহাধন,
যাহাতে করায় মোরে সর্ব্বস্ব অর্পণ;

১৭। উপদ্রবশূন্য মনোরম স্থানে বাস,
যেথায় অন্তরে তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ;

১৮ যাহাদের বিষয় ভোগেতে সদা রতি
তাহাদের সঙ্গ হ'তে দূরে অবস্থিতি;

১৯, ২০। নিষ্ঠা আর আলোচনা আত্মতত্ত্বজ্ঞানে
জ্ঞানের স্বরূপ বলি স্থির জেনো মনে।
এই বিংশতিভাবের প্রতিকূল যাহা
অজ্ঞান বলিয়া সদা মনে রেখো তাহা ॥৮।৯।১০।১১।১২॥

জ্ঞেয়ং যৎতৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥১৩॥
সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪॥

যৎ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি (যাহা জানিবার বিষয় তাহা বলিব) যৎ জ্ঞাত্বা অমৃতং অশ্নুতে (যাহা জানিয়া মানুষ মোক্ষলাভ করিতে পারে), তৎ অনাদিং মৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ ন অসৎ উচ্যতে (সেই আদিরহিত আমার এই অপ্রাকৃত দেহ হইতেও যেন শ্রেষ্ঠ পরমাত্মস্বরূপ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম যাহা সৎ (ব্যক্ত) নয় অসৎ (অব্যক্তও) নয় যেন দুইই বা দুইয়েরই অতিরিক্ত এইরূপ কথিত) ॥১৩॥

তৎ সর্ব্বতঃ পাণিপাদং (সেই ব্রহ্ম সর্ব্বত্র হস্তপদযুক্ত) সর্ব্বতঃ অক্ষিশিরোমুখং (সর্ব্বত্র চক্ষু, মস্তক ও মুখবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ শ্রুতিমৎ (শ্রবণবিবরযুক্ত) লোকে সর্ব্বং আবৃত্য তিষ্ঠতি (বিশ্বে সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া আছেন) ॥১৪॥

মুমুক্ষুগণের যাহা জ্ঞাতব্য বিষয়
যে জ্ঞান লভিলে মোক্ষামৃত লাভ হয়
সেই পরব্রহ্ম, নাহি আদি কাল যার
সৎ কিংবা অসৎ যাহারে বলা ভার

দুইয়েরই অতীত যিনি সর্ব্বজ্ঞানময়
তাঁরি কথা কহিতেছি শুন ধনঞ্জয় ॥১৩॥

যেখানে চেতনা আছে সেখানেতে যিনি
নিহিত যাহাতে শক্তি তাহাতেও তিনি
ওতপ্রোতভাবে ব্যক্ত সকল ক্ষেত্রেতে ;
আছেন যে তিনি নাহি সংশয় তাহাতে।

হস্ত, পদ, মুখ, চক্ষু, কর্ণ, শিরোদেশ,
সকল স্থানেতে আছে ব্রহ্ম পরবেশ।
জড় বস্তুতেও শক্তি করিয়া নিহিত
করিয়া আছেন ব্রহ্ম বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত ;
তাই তাঁর হস্ত, পদ সর্ব্বত্র বিস্তৃত
না পারে হইতে কেহ দৃষ্টির অতীত ;
সর্ব্বত্র মস্তক তাঁর অসংখ্য বদন
শ্রুতিগোচর তাঁহার যা হয় ঘটন ॥১৪॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫॥
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬॥

(সঃ) সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতং (তিনি সকল ইন্দ্রিয়ের ও তাহাদের গুণের প্রকাশক সকল ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত) অসক্তং সর্ব্বভৃৎ এব চ (সকল জীবে পদার্থে আসক্তিশূন্য (অথচ) সকল জীবপদার্থের আধার) নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ (গুণরহিত এবং স্বভাবতঃ গুণরহিত হইয়াও জীবরূপে ইন্দ্রিয়দ্বারে ত্রিগুণের উপলব্ধিকারী বা উপভোগসমর্থ) ॥১৫॥

(সঃ) ভূতানাং বহিঃ অন্তঃ চ (তিনি চরাচর ভূতগণের বাহ্য ও অন্তর, অচরং চরং এব চ [স্থাবর জঙ্গম ও (তিনি)] সূক্ষ্মত্বাৎ তৎ অবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চ অন্তিকে চ (রূপাদিবিহীন ও অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সেই ব্রহ্ম সাধারণ জ্ঞানের অগোচর এবং সর্ব্বগ দূরেও বটে এবং নিকটেও আছেন) ॥১৬॥

যদিও পরং ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বর্জ্জিত,
দেব, নর, প্রাণী যত ত্রিলোকেতে স্থিত,
ক্ষেত্ররূপে আসা যাওয়া করিছে সতত,
সকলেই নিজ নিজ ইন্দ্রিয় সংযত।

জীবক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমুদয়
ক্ষেত্রজ্ঞ পরমব্রহ্মে অগোচর নয়।
নিজ ইন্দ্রিয়ের কিবা প্রয়োজন তাঁর
তিনি ত ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবের আধার;
আধেয়ের যত গুণ জ্ঞাত ব্রহ্মাধার,
নির্গুণ নির্লিপ্ত তাই সহিত সবার।
ক্ষেত্রে যে সকল গুণ বিদ্যমান রয়,
পরমাত্মা ক্ষেত্রজ্ঞের উপলব্ধি হয় ॥১৫।

সকল ভূতের তিনি বাহিরে ভিতরে,
প্রতিষ্ঠিত সদা সর্ব্ব জঙ্গম স্থাবরে।
অতি সূক্ষ্ম, অরূপ, নির্গুণ সত্তা তাঁর
স্থূল জ্ঞানাতীত, সূক্ষ্মজ্ঞানগম্য সার।
না পারে বুঝিতে কেহ সাধারণ জ্ঞানে,
যে বুঝে তাঁহারে, তিনি তারই সন্নিধানে।
যে না বুঝে তাঁরে, চেষ্টা নাহি বুঝিবার
দূরে—অতি দূরে তিনি হেন অভাগার ॥১৬॥

"দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্যৎস্বিহৈব নিহিতং গুহায়াং।" মুণ্ডকোপনিষৎ ১ম মণ্ডল ৭ম শ্রুতি। তিনি দূর হইতে দূরবর্ত্তী এবং অতি নিকটবর্ত্তী। দর্শনক্ষমগণের পক্ষে হৃদয়গুহাবস্থিতরূপে দৃষ্ট।

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৭॥

ভূতেষু চ অবিভক্তং (অপি) বিভক্তম্ ইব চ স্থিতং (ভূতসমূহে অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গমাত্মকভূতসমূহে অবিভক্ত হইয়াও পৃথক্ বস্তুর ন্যায় স্থিত বা প্রতীয়মান।) তৎ ভূতভর্ত্তৃ চ গ্রসিষ্ণুঃ প্রভবিষ্ণু চ জ্ঞেয়ম্ (সেই ব্রহ্মকেই ভূতপালক, ভূতসকলের গ্রাসকর্ত্তা এবং স্রষ্টা বলিয়া জানিবে) ॥১৭॥

অনন্ত আকাশ সত্ত্বা বাহিরে যেমন
ক্ষুদ্র ঘট, গৃহাদির ভিতরে তেমন।
সেইরূপ পরমাত্মা আকাশেরই মত
ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহে প্রকাশ নিয়ত।
একই বস্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে থাকায়,
স্থূলতঃ পৃথক বলি প্রতিভাত হয়।

প্রাণিগণ যতক্ষণ দেহ লৈয়া ফিরে,
ক্ষেত্রজ্ঞ ব্রহ্মই তাহাদের রক্ষা করে।
এই ভূতগণ বিশ্বে যবে সৃষ্ট হয়,
ব্রহ্মই সৃষ্টির হেতু জানিবে নিশ্চয়;
আবার এ দেহ যবে কালের কবলে
পড়িবে, মরিবে, কিংবা প্রলয়ের কালে,

ব্রহ্মই গ্রাসিবে সবে, তাহে প্রবেশিবে;
ক্ষেত্রের এ তত্ত্বকথা বিশেষ বুঝিবে ॥১৭॥

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥১৮॥
ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৯॥

তৎ জ্যোতিষাং অপি জ্যোতিঃ (ব্রহ্ম সূর্য্য দীপাদি জ্যোতিবিশিষ্ট প্রকাশক বস্তুরও প্রকাশক) তমঃ পরং উচ্যতে (অজ্ঞানের অতীত পরমজ্ঞান সূক্ষ্মাবস্থাযুক্ত প্রকৃতিরও পরপারে অবস্থিত বলিয়া কথিত) জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি বিষ্ঠিতম্ (তিনি জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্য হইয়া সকল প্রাণীরই বুদ্ধিতে বিশেষভাবে অবস্থিত)॥১৮॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ সমাসেন উক্তং (এই ক্ষেত্ররূপ দেহ, অমানিত্বাদি জ্ঞান, ক্ষেত্রজ্ঞ সংক্রান্ত কথা সংক্ষেপে কথিত হইল) মদ্ভক্তঃ এতৎ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় * উপপদ্যতে (আমার ভজনপরায়ণ ব্যক্তিগণ এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া আমারই ভাব পাইবার উপযুক্ত হয়) ॥১৯॥

মহাকাশব্যাপী কত জ্যোতিষ্কমণ্ডল
প্রদান করিছে সদা আলোক কেবল।

আবার আঁধার যেন কোথা হ'তে এসে
ডুবাইয়া দেয় আলো চক্ষের নিমেষে।
ব্রহ্মই জ্যোতিষ্কগণে জ্যোতিঃপ্রকাশক,
আঁধারের সার বস্তু আলোক নাশক।

যে কোন বিষয়ে বুদ্ধি দৃঢ়, স্থির হয়
সেই সেই বিষয়ের জ্ঞান তারে কয়।
আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে বুদ্ধি অভিব্যক্তি
শুদ্ধ জ্ঞান বলিয়া জানিবে মহামতি।

ব্রহ্ম সেই জ্ঞান, তিনি জ্ঞানের বিষয়,
জ্ঞানের অগম্য নহে, জ্ঞানে প্রাপ্ত হয়।
বুদ্ধিবৃত্তিরূপে তিনি জীবের অন্তরে
প্রতিষ্ঠিত সদা জীব কল্যাণের তরে ॥১৮॥

ক্ষেত্ররূপ দেহ, অমানিত্ব আদি জ্ঞান,
জ্ঞেয় ক্ষেত্রজ্ঞের সার স্বরূপ সন্ধান
সংক্ষেপে কহিনু সখা, যে তত্ত্ব জানিয়া
ভক্ত মোর ধন্য হয় * মদ্ভাব পাইয়া ॥১৯॥

---

* মদ্ভাব—টীকাকারগণের মধ্যে কেহ বলেন মদ্ভাবের অর্থ মোক্ষ, কেহ বলেন সাযুজ্য, কেহ বলেন সাদৃশ্য।

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২১॥

প্রকৃতিং পুরুষম্ এব চ উভৌ অপি অনাদী বিদ্ধি (প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই আদিরহিত বলিয়া জানিবে); বিকারান্ চ গুণান্ চ এব প্রকৃতিসম্ভবান্ বিদ্ধি (ইন্দ্রিয়াদিবিকারসমূহ এবং সত্বাদি গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন বলিয়া জানিবে) ॥২০॥

কার্য্যকারণকর্তৃত্বে প্রকৃতিঃ হেতু উচ্যতে (কার্য কারণরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির উৎপাদনে প্রকৃতি হেতু বলিয়া কথিত হয়); পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুঃ উচ্যতে (জীব সুখদুঃখের উপলব্ধি করিবার হেতু বা কারণ বলিয়া কথিত হয়) ॥২১॥

পরা অপরা প্রকৃতি কথা হইয়াছে উক্ত,
পুরুষের সমাবেশ এবে করিতেছি ব্যক্ত।
"অপরা" প্রকৃতি "ক্ষেত্র", "পরাই" ক্ষেত্রজ্ঞ জীব,
"পরাংশে" পুরুষ নাম, অপরা ত নির্জ্জীব।

ত্রিগুণের সাম্যভাব 'প্রকৃতি' বলিয়া খ্যাত,
যে দুইয়ের সহযোগে কোটি বিশ্ব প্রতিভাত।
ঈশ্বরের শক্তি বলি মায়া অনাদি 'প্রকৃতি',
'পুরুষও' ত সেই তিনি, তাই ত অনাদি খ্যাতি ;
'ক্ষেত্র' বা 'ক্ষেত্রজ্ঞ' বল 'অপরা' বা 'পরা' বল
"প্রকৃতি" "পুরুষ" বল, নামান্তর এ সকল।
পঞ্চভূত, মনেন্দ্রিয় এই ষোড়শ বিকার
সুখ, দুঃখ মোহসহ এই তিন ভাব আর
যে প্রকৃতি মায়ারূপা উৎপন্ন তাহাতে, হয় ;
নিশ্চয় জানিবে পার্থ! নাহি তাহাতে সংশয় ॥২০॥

শরীরের নাম কার্য্য, দশেন্দ্রিয় মন,
বুদ্ধি, চিত্ত ত্রয়োদশ কার্য্যের কারণ।
দেহেন্দ্রিয়ে যত কার্য্য প্রকৃতি নির্গুণ,
জীবরূপে ভোগ করে পুরুষ নিয়ত।
নিত্য অধিকারী যিনি পুরুষ চেতন,
বল যদি, কেন ভোগ করে অনুক্ষণ,
সুখ, দুঃখ শীতাতপে কেন মুগ্ধ হয় ?
অবিদ্যা-প্রকৃতি যোগে জানিবে নিশ্চয়।
এ পুরুষ জীব—নহে পুরুষ পরম,
গুণে বাধ্য হৈয়া ভুঞ্জে গুণের ধরম ॥২১॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২২॥
উপদ্রষ্টাঽনুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩॥

হি পুরুষঃ প্রকৃতিস্থঃ প্রকৃতিজান্ গুণান্ ভুঙ্‌ক্তে (যেহেতু পুরুষ (জীব) প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিজাত সুখদুঃখাদিগুণসমূহ ভোগ করেন); অস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু গুণসঙ্গঃ কারণম্ (এই পুরুষের উত্তম অধম যোনিতে জন্মগ্রহণে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংসর্গই (বিষয়াভিলাষ) কারণ) ॥২২॥

অস্মিন্ দেহে পুরুষঃ পরঃ (এই দেহে আত্মা স্বতন্ত্র) উপদ্রষ্টা অনুমন্তা চ (সাক্ষী ও অনুমোদনকারীর ন্যায়) ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ পরমাত্মা চ ইতি অপি উক্তঃ (ধারণ-পোষণকারী, পালক, মহেশ্বর এবং পরমাত্মাও বলিয়া বর্ণিত আছেন) ॥২৩॥

যবে পুরুষের (জীবাত্মার) স্থিতি প্রকৃতির সনে
হয় সুবিমিশ্রভাবে পঞ্চভূতে গুণে,
অন্তঃকরণের যত বৃত্তি সহযোগে,
পুরুষ সংযুক্ত হয় সুখদুঃখ ভোগে।
অষ্টধা প্রকৃতি সহ সৎঅসৎ গুণে,
ভাল মন্দ কর্ম্ম হয় ভিন্ন সংমিশ্রণে;
জীব হয় গুণে বাধ্য দেহের ভিতরে
গুণ কর্ম্মে ভিন্ন ভিন্ন যোনি লাভ করে ॥২২॥

প্রকৃতিস্বরূপ দেহ মধ্যে অবস্থান
জীবস্বরূপ পুরুষ প্রকৃতি-প্রধান।
প্রকৃতির গুণ সহ নির্লিপ্তাবস্থায়
স্থিতি, তাই 'সাক্ষী' নাম পুরুষের হয়।
নিকটে থাকিয়া সব দৈহিক ব্যাপার
দেখেন বলিয়া নাম 'উপদ্রষ্টা' তাঁর।
জীব, দেহেন্দ্রিয়যোগে যে কার্য্য সাধন
করে গুণাবেশে, আত্মা না করে বারণ;

সকল কর্ম্মেই যেন সহজে প্রতীতি
হয়, আর থাকে যেন আত্মার সম্মতি,
অপ্রবৃত্ত থাকিয়াও প্রবৃত্তের মত
অনুমোদন করেন, তাই "অনুমন্ত"।
জড় দেহেন্দ্রিয়মন যাঁহার সত্তায়,
এ দেহ চৈতন্যাভাসে উদ্ভাসিত হয়,
যাঁহার সত্তায় পুষ্ট বুদ্ধীন্দ্রিয় মন,
"ভর্ত্তা" রূপে করিছেন ভরণ পোষণ।

বিকাররহিত আর নির্লিপ্ত থাকিয়া
বুদ্ধিতে নিয়ত প্রতিবিম্বিত হইয়া
সংখ্যাতীত বিষয়ের উপলব্ধি হয়
সতত তাঁহাতে তাই "ভোক্তা তাঁরে কয়।
খণ্ড হইলেও জীব সেই "মহেশ্বর",
পরমাত্মা ও ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ প্রবর ॥২৩॥

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৪॥
ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাঙ্খ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৫॥

যঃ এবং পুরুষং গুণৈঃ সহ প্রকৃতিং চ বেত্তি (যিনি এইরূপে পুরুষকে এবং গুণসহ প্রকৃতিকে জানেন) সঃ সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (তিনি সর্ব্বপ্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও অর্থাৎ যে কোন ভাবে বা অবস্থায় এই সংসারে বিদ্যমান থাকিলেও ভূয়ঃ ন অভিজায়তে (আর জন্মগ্রহণ করেন না) ॥২৪॥

কেচিৎ ধ্যানেন আত্মনি আত্মনা আত্মানং পশ্যন্তি (কেহ কেহ ধ্যানদ্বারা দেহে মনের সাহায্যে আত্মদর্শন করেন); অন্যে সাংখ্যেন যোগেন (কোন কোন ব্যক্তি জ্ঞানযোগের সাহায্যে), অপরে চ কর্ম্মযোগেন (আত্মানং পশ্যন্তি) (আর কেহ কেহ বা কর্ম্মযোগের সাহায্যে আত্মদর্শন করেন ॥২৫॥

প্রকৃতি-পুরুষ-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ যার
হইয়াছে ঘুচি আবরণ অবিদ্যার,
তার যদি জন্মার্জ্জিত কর্ম্মদোষও থাকে,
তবুও সে আর নাহি আসে ইহলোকে।
পুরুষকারের বলে জ্ঞান লাভ হয়,
তবে সেই জ্ঞানে হয় কর্ম্মদোষ ক্ষয় ॥২৪॥

ধ্যানে কেহ করে পরমাত্মা দরশন,
দেহে বৃত্তিযোগে করি এক-অগ্রমন।
সত্যাসত্য, নিত্যানিত্য, গুণত্রয় আর
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের ভাব করিয়া বিচার,
জ্ঞানবলে কেহ করে আত্মদরশন,
কর্ম্মফলে ক্রমে লাভ করে কোন জন ॥২৫॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৬॥
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্‌বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৭॥

অন্যে তু এবম্ অজানন্তঃ [কেহ কেহ বা এই প্রকার (তত্ত্ব) স্বয়ং না জানিয়া] অন্যেভ্যঃ শ্রুত্বা উপাসতে (অন্যের নিকট শুনিয়া উপাসনা করেন) তে অপি শ্রুতিপরায়ণাঃ মৃত্যুং অতিতরন্তি এব (তাঁহারাও উপদেশপূর্ণ গুরুবাক্যশ্রবণে তাহাতেই নিষ্ঠাবান্ হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে মৃত্যুরূপ সংসার বা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন অর্থাৎ মোক্ষলাভ করেন) ॥২৬॥

(এই শ্রেণীর সাধকগণ মন্দাধিকারী যেহেতু স্বয়ং জ্ঞানানুশীলনে অক্ষম)। ভরতর্ষভ! যাবৎ কিঞ্চিৎ স্থাবরজঙ্গমং সত্ত্বং সঞ্জায়তে (যা কিছু চরাচরবস্তু উৎপন্ন হয়) তৎ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ বিদ্ধি (সে সকলই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগে হয় ইহা জানিবে) ॥২৭॥

হেন কতজন আছে সংসার মাঝারে
আত্মার স্বরূপতত্ত্ব বুঝিতে না পারে;
কিন্তু, সাধু, গুরু মুখে শুনি উপদেশ,
একান্তে তাহাতে করি মনাভিনিবেশ
সবিশ্বাসে করে যদি ঈশ্বর ভজনা
তারাও এড়ায় ক্রমে সংসার যাতনা
মৃত্যুময়, জ্বালাময়, অতীব ভীষণ;
পরে লাভ করে সেই পরমার্থ ধন ॥২৬॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যা আছে যেখানে,
দেখিয়াছ, দেখিতেছ, শুনিয়াছ কাণে,
হে ভারত! সে সকলি জানিবে নিশ্চিত
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগে আছে প্রকাশিত ॥২৭॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৮॥
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্ ।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৯॥

সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং তিষ্ঠন্তং (সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত) বিনশ্যৎসু অবিনশ্যন্তং (নাশধর্ম্মশীল প্রাণী বা পদার্থজাতের মধ্যেও অবিনাশী) পরমেশ্বরং যঃ পশ্যতি (পরমেশ্বরকে যিনি দেখেন) সঃ পশ্যতি (তিনিই যথার্থরূপে দেখেন) ॥২৮॥

(যঃ) সর্ব্বত্র সমবস্থিতং ঈশ্বরং সমং পশ্যন্ (যিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে সমভাবেই দর্শন করিয়া) আত্মনা আত্মানং ন হিনস্তি (মনের দ্বারা আত্মাকে হিংসা করেন না অর্থাৎ অধোগামী করেন না) (সঃ) ততঃ পরাং গতিং যাতি (তিনি এই প্রকার দর্শন হইতেই পরমা গতি লাভ করেন) ॥২৯॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে পরম ঈশ্বর
নির্লিপ্ত ভাবেই বিরাজিত নিরন্তর ;
নাশধর্ম্মশীল আছে যত ভূতগণ,
তার মধ্যে অবিনাশী তিনি নিরঞ্জন।
বিনাশের মধ্যে অবিনাশী ভাব তাঁর
যে পায় দেখিতে দৃষ্টি সার্থক তাহার ॥৮॥

সর্ব্বভূতে সমভাবে পরম ঈশ্বর
আছেন সুপ্রতিষ্ঠিত দেখে যেই নর,
বিষয়রসপিপাসু অবিবেকী মন,
যার নাহি হয় অধোগতির কারণ,
জ্ঞানে, সাধনায় যার সমুন্নত মন,
অন্তে সেই নর পায় দিব্য মুক্তি ধন ॥২৯॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥৩০॥
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১॥
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মাঽয়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২॥

যঃ চ কর্ম্মাণি প্রকৃত্যা এব সর্ব্বশঃ ক্রিয়মাণানি (যে বিবেকী পুরুষ সকল কর্ম্মই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইতেছে) **তথা আত্মানং অকর্ত্তারং পশ্যতি** (এবং আত্মা কর্ম্মকর্ত্তৃত্বসম্পর্কশূন্য এইরূপ দেখেন) **সঃ পশ্যতি** (তিনিই যথার্থ দর্শন করেন) ॥৩০॥

যদা (সাধকঃ) ভূতপৃথগ্‌ভাবং একস্থং (যে সময়ে সাধক ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন ভাব এক আত্মাতে অবস্থিত) **ততঃ এব চ বিস্তারং অনুপশ্যতি** (এবং সেই পরমাত্মা হইতে স্থাবর জঙ্গমের বিস্তারও হইতেছে এইরূপ দর্শন করেন) **তদা ব্রহ্ম সম্পদ্যতে** (তখন তাহার ব্রহ্মলাভ হয়) ॥৩১॥

কৌন্তেয় ! অনাদিত্বাৎ নির্গুণত্বাৎ অয়ং অব্যয়ঃ পরমাত্মা (অনাদি ও নির্গুণ বলিয়া এই নির্ব্বিকার পরমাত্মা) **শরীরস্থঃ অপি** (দেহ মধ্যে থাকিয়াও) **ন করোতি ন লিপ্যতে** (কোন কর্ম্মও করেন না, কর্ম্মফলে লিপ্তও হন না) ॥৩২॥

প্রকৃতি হইতে কর্ম্মসকল সম্পন্ন,
আত্মা সদা কর্ম্মকর্ত্তৃত্বের লেশ শূন্য।
জ্ঞাননেত্রে হেন দৃষ্টি হইয়াছে যাঁর,
প্রকৃত দর্শন লাভ হইয়াছে তাঁর ॥৩০॥
একই পরমাত্মা যথা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে,
সেইরূপ সব ক্ষেত্র একই প্রকৃতিতে।
প্রকৃতিতে অবস্থিত যত ভূতগ্রাম,
প্রকৃতির ব্যক্তরূপ এই বিশ্বধাম।
ইহাতে যখন হয় আত্মার অধ্যাস
তখনি জীবের হয় পূর্ণ পরকাশ।
এক হ'তে বহু তত্ত্বজ্ঞান হবে যার,
ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ হইবে তাহার ॥৩১॥
আদি-অন্তযুক্ত এই সগুণ দেহের
মাঝেতে প্রবেশ করি অসংখ্য কর্ম্মের
উপযুক্ত করিলেও,—নির্গুণ, অনাদি
নির্ব্বিকার আত্মা যে নির্লিপ্ত নিরবধি ॥৩২॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৪॥

যথা সর্ব্বগতং আকাশং (যেমন সর্ব্বত্রগমনশক্তিসম্পন্ন আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ ন উপলিপ্যতে (অতি সূক্ষ্ম বলিয়া যে স্থান অবলম্বন করে তাহার সহিত যুক্ত হয় না), তথা সর্ব্বত্র দেহে অবস্থিতঃ আত্মা (তেমনি দেবনরাদিসকলদেহে নিরন্তর অবস্থিত পরমাত্মা) ন উপলিপ্যতে (সেই সকল দেহের সহিত কোনও প্রকারে লিপ্ত হন না) ॥৩৩॥

ভারত ! যথা একঃ রবিঃ ইমং কৃৎস্নং লোকং প্রকাশয়তি (যেমন এক সূর্য্যদেব এই সমগ্র জগৎকে প্রকাশ করেন) তথা ক্ষেত্রী কৃৎস্নং ক্ষেত্রং প্রকাশয়তি (তেমনি পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্রকে প্রকাশ করেন) ॥৩৪॥

সূক্ষ্মসত্বাযুক্ত মহা-আকাশ যেমন
রহিয়াছে ব্যাপ্ত হৈয়া এ তিন ভুবন,
কিন্তু সে প্রবেশ করে যখন যে স্থানে
অসঙ্গ-স্বভাবে নাহি মিশে কারো সনে।
সেইরূপ আত্মা অবস্থিত সর্ব্বদেহে,
কর্ম্মের সম্বন্ধে দেহে লিপ্ত কভু নহে ॥৩৩॥
বিশেষত্ব আছে কিন্তু আকাশ হইতে,
আত্মার যে শক্তি আছে প্রকাশ করিতে।

জগতে অসংখ্য বস্তু ভিন্ন গুণান্বিত,
এক সূর্য্যে পলকেতে হয় প্রকাশিত ;
যদিও প্রভায় বস্তু প্রকাশিত হয়
গুণের সম্বন্ধ সূর্য্যে অবশ্যই রয়।
পরম আত্মায় কোটি দেহ পরকাশ,
কভু নাহি তাহে দোষ গুণের আভাস।
কেবলি প্রকাশ নহে আত্মার সঞ্চারে,
জীব নাম ধরি ভবে কত কর্ম্ম করে ॥৩৪॥

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

যে এবং ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোঃ অন্তরং (যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ) ভূতপ্রকৃতি মোক্ষং চ (এবং ভূতগণের প্রকৃতি হইতে মুক্তির উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা বিদুঃ (জ্ঞানদৃষ্টি লাভ দ্বারা জানিতে পারেন) তে পরং যান্তি (তাঁহারা পরমপুরুষার্থস্বরূপ গমন করেন) ॥৩৫॥

লভি শাস্ত্র-উপদেশ, করিয়া সাধন
জ্ঞানদৃষ্টি লাভ করিয়াছে যেই জন,
সেই দৃষ্টিযোগে লাভ করি আত্মজ্ঞান,
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য সন্ধান
পাইয়াছে; আর জ্ঞানে বুঝিয়াছে স্থির
সর্ব্বভূতে যত কার্য্য সবই প্রকৃতির,
সেই জ্ঞানে নাশ করি অবিদ্যা মায়ায়
সময়ে পরমপদ অবশ্য সে পায় ॥৩৫॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্‌জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—জ্ঞানানাং উত্তমং পরং জ্ঞানং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি (যজ্ঞদানাদি ও অমানিত্যাদি বহুবিষয়ক জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাবিষয়কজ্ঞানকথা) (পুনরায় বলিতেছি) যৎ জ্ঞাত্বা সর্ব্বে মুনয়ঃ ইতঃ পরাং সিদ্ধিং গতাঃ (যাহা জানিয়া মুনিগণ দেহবন্ধনের উর্দ্ধে পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন) ॥১॥

শ্রীভগবান কহিলেন—অক্রোধী, সংযমী, ধীর, স্থিরবুদ্ধিমুনিগণ
যে জ্ঞানসাধনে এই দেহে মায়ার বন্ধন
অতিক্রম করি, আত্মস্বরূপের প্রাপ্তি রূপ
সিদ্ধি লাভ করি হন নিত্য-আনন্দ-স্বরূপ,
সকল জ্ঞানের সার সেই জ্ঞান কথা পুনঃ
ভিন্ন প্রকারেতে কহি একাগ্র হইয়া শুন ॥১॥

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

ইদং জ্ঞানং উপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যং আগতাঃ (সন্তঃ) (এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া আমার স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়া) (সাধকাঃ) সর্গে অপি ন উপজায়ন্তে প্রলয়ে চ ন ব্যথন্তি (সাধকগণ সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও যন্ত্রণা অনুভব করেন না) ॥২॥

এই জ্ঞানে পরমাত্মা-স্বরূপের জ্ঞানলাভ,
জীবাত্মা লভিতে পারে পরমাত্মার স্বভাব ;
হইলে জ্ঞানের পুষ্টি যে যে ভাবে ভজে তাঁরে
পরম-আত্মার সেই ভাবই সে পাইতে পারে ;
নিত্য জ্ঞানানন্দময় স্থান যবে লাভ হয়
এই ভবে আর তারে কভু না আসিতে হয়।
মৃত্যু বা প্রলয়কালে "হায় কোথা যাব বলে"
যে দারুণ ব্যথা জীব পায় অজ্ঞানতা মূলে,
এই জ্ঞানে সেই ব্যথা একেবারে দূরে যায় ;
প্রলয়াবসানেও জীব নাহি আসে পুনরায় ;
যেহেতু পরম-আত্মা-ধাম পরবেশ কালে
মনেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধ আত্মা হ'তে যায় চলে ॥২॥

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

ভারত ! মহৎ ব্রহ্ম মম যোনিঃ তস্মিন্ অহং গর্ভং দধামি (প্রকৃতি আমার গর্ভাধানস্থান, তাহাতে আমি চিৎ-আভাসরূপ বীজ নিষেক করি) ততঃ সর্ব্বভূতানাং সম্ভবঃ ভবতি (তাহা হইতে আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সকল ভূতগ্রামের জন্ম হয়) ॥৩॥

যা কিছু উৎপন্ন হয় বিশাল বিশ্বের মাঝে
সগুণ সংযোগ মূলকারণরূপেতে রাজে।
নরনারী, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম যত
প্রকৃতিপুরুষযোগে হয় সকলই উদ্ভূত।
ত্রিগুণসংযুক্তা মায়া মহদ্‌ব্রহ্ম যোনিরূপা
প্রকৃতি প্রস্তুত যেন হৈতে বিশ্বপ্রসবিকা।

জননী যেমন শুধু ইচ্ছায় সৃজিতে নারে
সৃষ্টবস্তু বীজজন্য জনক অপেক্ষা করে,
গর্ভাধানস্থানসম মহদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতিতে,
নিখিলজগৎ-বীজ করি প্রক্ষেপ সৃজিতে ;
সংযোগেই বিশ্বমাঝে সর্ব্বভূত সৃষ্টি হয়
সার সৃষ্টিতত্ত্ব কথা ইথে নাহিক সংশয় ॥৩॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥৪॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

কৌন্তেয়! সর্ব্বযোনিষু যাঃ মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি (সমস্ত যোনিতে যে সকল জীবের জন্ম হয়) তাসাং মহদ্‌ব্রহ্ম যোনি (তাহাদিগের প্রকৃতির কারণ); অহং বীজপ্রদঃ পিতা (আমি গর্ভাধান কর্ত্তা পিতা) ॥৪॥

মহাবাহো! প্রকৃতিসম্ভবাঃ সত্ত্বং রজঃ তমঃ ইতি গুণাঃ (প্রকৃতিজাত সত্ত্ব রজ তম এই তিন গুণ) দেহে অব্যয়ং দেহিনং নিবধ্নন্তি (জীবদেহে নির্ব্বিকার অবিনাশী আত্মাকে আবদ্ধ করে) ॥৫॥

গুণ প্রকৃতিস্বভাব, কুন্তিসুত সখা মম,
বিবিধ যোনিতে যত হয় মূর্ত্তির জনম,
সবারি কারণ এক, প্রকৃতি জননীরূপে
স্থিতি মোর বীজাধানকারী পিতার স্বরূপে ॥৪॥

সাম্যভাবে সত্ত্বরজতমোগুণ প্রকৃতিকে
মায়াযুক্ত হৈয়া সদা আশ্রয় করিয়া থাকে।
যখনি তাহাতে হয় চিৎ-আত্মা পরবেশ,
কর্ম্ম অনুযায়ী হয় ভিন্ন গুণ সমাবেশ।

চিদংশ যদিও সদা অবিনাশী নির্ব্বিকার
গুণাশ্রয়-দেহাশ্রয়ে ঘটে সম্বন্ধ বিকার
এইভাবে জীবে আত্মা দেহেন্দ্রিয়ে বদ্ধ রয়।
(সাধনার বলে পুন এ বন্ধন মুক্ত হয়) ॥৫॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্ ।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ ।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

অনঘ! (হে নিষ্পাপ অর্জ্জুন!) তত্র নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকং অনাময়ং সত্ত্বং (সেই সকল গুণের মধ্যে নির্ম্মলতা বা পবিত্রতার জন্য প্রকাশক অনাবিল সত্ত্বগুণ) সুখসঙ্গেন জ্ঞানসঙ্গেন চ (দেহিনং) বধ্নাতি (সত্ত্বগুণের স্বধর্ম্ম নির্ম্মল সুখ ও জ্ঞানের সহিত আত্মাকে দেহমধ্যে আবদ্ধ করে ॥৬॥

কৌন্তেয়! রাগাত্মকং রজঃ তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবং বিদ্ধি (অনুরাগস্বভাবযুক্ত রজোগুণ বিষয়-বাসনা ও আসক্তি হইতে জাত বলিয়া জানিবে) তৎ কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং নিবধ্নাতি (তাহা সকাম কর্ম্মে প্রবল আসক্তি দ্বারা আত্মাকে দেহে আবদ্ধ করে) ॥৭॥

জীবদেহে হয় সদা তিন গুণ পরবেশ ;
কিন্তু তাহাতে হইলে সত্ত্বাধিক্য সমাবেশ,
মায়াজালছিন্নকারী দিব্যজ্ঞানপ্রকাশক
উপদ্রব-মলিনতা-শূন্য সুখ-বিধায়ক
সত্ত্বগুণে ঘটে জ্ঞান, স্বচ্ছ সুখের বন্ধন
অনায়াসেতেই হয় এই বন্ধন মোচন ॥৬॥

আর যদি হয় তাহে, রজোগুণ সমাবেশ
জীবের স্বভাবে হবে অনুরাগ পরবেশ
রজোগুণ হৈতে জন্মে কামনা আসক্তি শত,
তাহাতে হইবে জীব সদা কর্ম্মেতে নিরত ;
কর্ত্তৃত্বাভিমান, তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা উদয় হয়,
রজোগুণান্বিত জীব কর্ম্মসহ বদ্ধ রয় ॥৭॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥

ভারত! তমঃ তু অজ্ঞানজং সর্ব্বদেহিনাং মোহনং বিদ্ধি (কিন্তু তমোগুণ অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সর্ব্বজীবের মোহকর অর্থাৎ ভ্রান্তি উৎপাদক বলিয়া জানিবে); তৎ প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (দেহিনং) নিবধ্নাতি (তাহা অনবধানতা, আলস্য, নিদ্রাদির সহিত আত্মাকে আবদ্ধ করে) ॥৮॥　ভারত! সত্ত্বং (জীবং) সুখে সঞ্জয়তি (সত্ত্বগুণ জীবকে সৎসুখে সংশ্লিষ্ট করে বা আসক্ত করে) রজঃ কর্ম্মণি (রজোগুণ কর্ম্মে আসক্ত করে) উত তমঃ তু জ্ঞানং আবৃত্য প্রমাদে সংজয়তি (এবং তমোগুণ জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া জীবকে মোহ, ভ্রম ও অনবধানতার সহিত আসক্ত করে) ॥৯॥

আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞান অবিদ্যা হ'তে
তমোগুণের জনম, সংশয় নাহি যে তাতে।
হে ভারত! এইগুণে জীব মোহাচ্ছন্ন হয়,
চিত্তের অস্থিরভাব এই গুণপরিচয়;
আলস্যে ঘেরিয়া ফেলে কর্ম্ম উপস্থিত হ'লে
তন্দ্রা—নিদ্রা অভিভূত করে কর্ম্মে বহুকালে।
এই যে নিকৃষ্টতম তমোগুণ নাম যার
বহুজীবে সর্ব্বনাশ করিতেছে অনিবার।
তমোগুণাশ্রিত যারা, উন্নতির সাধ্য নাই,
অজ্ঞান-আলস্য-তন্দ্রা-নিদ্রাবদ্ধ সর্ব্বদাই ॥৮॥
সত্ত্বগুণযুত যারা নহে তারা কর্ম্মহীন,
তত্ত্বজ্ঞানানন্দ সুখে ব্যস্ত তারা নিশিদিন।
উৎসাহ, ইন্দ্রিয়সুখ, জনহিতকর ব্রত,
ভাল মন্দে সদা লিপ্ত রজোগুণাশ্রিত।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন সদা, অবস্তুতে বস্তু বোধ
জ্ঞান কর্ম্ম উভয়েরই তমঃ করে পথ রোধ ॥৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্‌বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥

ভারত! সত্ত্বং রজঃ তমঃ চ অভিভূয় ভবতি [সত্ত্বগুণ, রজঃ ও তমোগুণকে অভিভূত (দমন) করিয়া উদ্ভূত হয়] রজঃ সত্ত্বং তমঃ চ (রজোগুণ সত্ত্ব ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া) তথা তমঃ সত্ত্বং রজঃ এব (এবং তমোগুণ, সত্ত্ব ও রজোগুণকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হয়) ॥১০॥

যদা অস্মিন্ দেহে সর্ব্বদ্বারেষু জ্ঞানং প্রকাশঃ উপজায়তে (যখন এই দেহে সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানসম্পর্কিত বিবিধভাব-বিকাশের উপক্রম উপজাত হইতে থাকে) তদা উত সত্ত্বং বিবৃদ্ধম্ ইতি বিদ্যাৎ (তখনই সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে ইহাই জানিবে) ॥১১॥

পূর্ব্ববাসনানুযায়ী নিজ কর্ম্মফল সহ
তিন গুণাশ্রয়ে জীব জনমিছে অহরহঃ।

সহজাত সংস্কারেতে সত্ত্বাধিক্য কারো হয়,
রজোপ্রাধান্য বা কারো, কেহ হয় তমোময়।
বয়োবৃদ্ধি সহকারে সঙ্গগুণে সঙ্গদোষে
যে যে গুণ বৃদ্ধি হয় সেই গুণ পরকাশে॥

কেহ হয় তত্ত্বজ্ঞানী, কেহ ভক্ত প্রেমময়,
কেহ কর্ম্মদক্ষ, কেহ সুকর্ম্মনিরত হয়;
জীবহিংসাকারী কেহ ভণ্ড, পরদার রত,
অজ্ঞানে ও অভিমানে কেহ পাগলের মত।

রজো-তম লাঞ্ছিত হয় সঙ্গ-বিদ্যাগুণে
যদি জীবের অন্তরে, সত্ত্ব ফোটে সেইখানে।
* সত্ত্ব, তমঃ লাঞ্ছিত যদি কোন দেহে হয়,
রজোময় সেই জীব সদা কর্ম্মে মেতে রয়।
সত্ত্ব রজঃ হেন যদি সঙ্গদোষে নষ্ট হয়
আত্মনাশ করে জীব হৈয়া ছার তমোময়॥১০॥
নর নারীগণ দেহে সকল ইন্দ্রিয় দ্বারে
ক্ষণস্থায়ী সুখসঙ্গ যবে না তিষ্ঠিতে পারে
সদাই হইতে থাকে সত্য-জ্ঞানের প্রকাশ
তখনি বুঝিতে হবে সত্ত্বগুণের বিকাশ॥১১॥

---

* এখানে মিশ্র 'সত্ত্ব' বা মলিন 'সত্ত্ব'ই বুঝিতে হইবে। শুদ্ধ সত্ত্ব একবার সঞ্জাত হইলে তাহা আর খর্ব্ব হইয়া জীবকে রজোগুণ বা তমোগুণের অধীন করিতে পারে না।

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥
অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

ভরতর্ষভ! লোভঃ, প্রবৃত্তিঃ (কল্পিত প্রয়োজন অবলম্বন পূর্ব্বক সিদ্ধির জন্য উদ্যম ও ব্যাকুলতা) কর্ম্মণাং আরম্ভঃ (কর্ম্মে বিচারশূন্য উদ্যম) অশমঃ (এই কার্য্য হইলেই ঐ কার্য্যটি করিব মনে করিয়া নিয়ত অশান্তি) স্পৃহা (বিষয়তৃষ্ণা) এতানি রজসি বিবৃদ্ধে (সতি) জায়ন্তে (এ সকল রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে উপজাত হয়) ॥১২॥

কুরুনন্দন! অপ্রকাশঃ (জ্ঞানের আবরণস্বরূপ অবিবেক) অপ্রবৃত্তিঃ চ (আলস্য, উদ্যমহীনতা), প্রমাদঃ (অনবধানতা) মোহঃ এব চ (এবং মোহ) এতানি তমসি বিবৃদ্ধে (সতি) জায়ন্তে (এই সকল দুর্লক্ষণগুলি দেহে তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে উপজাত হয়) ॥১৩॥

অন্তহীন ধনতৃষ্ণা, ভোগে রতি নিরন্তর,
কর্ম্মের উদ্যম, চিন্তা কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তর,
বিষয় ভোগের লিপ্সা হবে প্রকাশ যখন
তখন বুঝিবে ইহা রজোগুণের লক্ষণ ॥১২॥

যে অন্তরে নাহি হয় জ্ঞান-বিবেক প্রকাশ,
সর্ব্বকার্য্যে নিরুদ্যম সদা আলস্য বিকাশ ;
সর্ব্বদা অনবধান, বস্তুবোধ নাহি হয়
মিথ্যা অভিনিবেশেতে সর্ব্বদাই মুগ্ধ হয়,
তমোগুণে পরিপূর্ণ জানিবে সে হীন নরে।
তমোগুণে জীবগণ শত সর্ব্বনাশ করে ॥১৩॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

যদা তু সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে দেহভৃৎ প্রলয়ং যাতি (যে সময়ে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জীব মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ জীবের মরণকালে যদি সত্ত্বগুণ প্রবল থাকে) তদা উত্তমবিদাং অমলান্ লোকান্ প্রতিপদ্যতে (তখন মহদাদি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বা আত্ম-যাথাত্ম্যবিদ্গণের যে নির্ম্মল লোক সকল প্রাপ্তি হয় সেই সকল লোক প্রাপ্তি হয়) ॥১৪॥

রজসি (প্রবৃদ্ধে সতি) প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে (রজোগুণবৃদ্ধিকালে মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলে (জীব) কর্ম্মাসক্ত মনুষ্যযোনিতে জন্মলাভ করে); তথা তমসি (প্রবৃদ্ধে সতি) প্রলীনঃ (মৃতঃ) মূঢ়যোনিষু জায়তে [আর তমোগুণের বৃদ্ধিকালে মৃত (ব্যক্তি) পশ্বাদিযোনিতে জন্মগ্রহণ করে] ॥১৫॥

দেহাভিমানী যে জীব মরণ সময়ে তার
ধনজনসঙ্গপ্রীতি যদি করে পরিহার,
অসিদ্ধ বাসনা কিম্বা ব্যাকুলতা কামনার
নিষ্ফল তখন তার, জ্ঞানেতে ভাবিয়া সার
রজোতমোগুণ ভাব সাধ্যমত দূর করি
সত্ত্বগুণাশ্রয়ে জীব যায় যদি দেহ ছাড়ি
যে নির্ম্মল দেবভাব জাগে তার সে সময়,
সেইরূপ দিব্যলোকে মরণান্তে স্থিতি হয়, ॥১৪॥
মরণসময়ে যদি রজোগুণ ক্রিয়া করে
অন্তরেতে শত শত কর্ম্মকথা মনে পড়ে
পরজন্মে কর্ম্মবীরকুলে জন্ম হয় তার।
সত্ত্বরজোভাবলেশ নাহি যদি হয় আর
মরণসময়ে যদি হয় তমোভাবাবেশ,
দেহান্তে জীবাত্মা করে পশুযোনি পরবেশ ॥১৫॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৭॥

সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ নির্ম্মলং সাত্ত্বিকং ফলং আহুঃ (সাত্ত্বিক কর্ম্মের সাত্ত্বিক এবং অনাবিল রজঃতমোগুণসম্পর্কশূন্য নির্ম্মল ফল (শিষ্টগণ) কহিয়া থাকেন); রজসঃ তু ফলং দুঃখং (রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ); তমসঃ ফলং অজ্ঞানম্ (তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান) ॥১৬॥

সত্ত্বাৎ জ্ঞানং সংজায়তে (সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়); রজসঃ লোভঃ এব চ (রজোগুণ হইতে লোভ উৎপন্ন হয়) তমসঃ অজ্ঞানং প্রমাদমোহৌ এব চ ভবতঃ (তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, অনবধানতা ও মোহ উদ্ভূত হয়) ॥১৭॥

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল সুখপ্রদ সুনির্ম্মল,
সুখলেশযুক্ত দুঃখ রাজস কর্ম্মের ফল,
তামস কর্ম্মই সদা অজ্ঞান আলস্যময়,
কাজেই তাহার ফল ধ্বংশ, মূঢ়তা নিশ্চয় ॥১৬॥

সত্ত্বগুণে হয় জীবে দিব্যজ্ঞানের উদয়;
রজোগুণান্বিত জীব লোভপরবশ হয়;
তমোগুণ মুগ্ধ করে জীবগণে যে অজ্ঞানে,
হিতাহিতজ্ঞানশূন্য আলস্য-অনবধানে ॥১৭॥

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥
নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টাঽনুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

সত্ত্বস্থাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ (দেহান্তে) ঊর্দ্ধলোকে গমন করেন); রাজসাঃ মধ্যে তিষ্ঠন্তি (রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকে থাকেন); জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ অধঃ গচ্ছন্তি (নিকৃষ্টগুণবৃত্তিযুক্ত তামসগণ অধোগতি অর্থাৎ পশ্বাদি নীচযোনী প্রাপ্ত হয়) ॥১৮॥ যদা দ্রষ্টা গুণেভ্যঃ অন্যং কর্ত্তারং ন অনুপশ্যতি (যখন বিবেকী জীব, গুণ ব্যতীত অন্য কাহাকেও কর্ত্তা বলিয়া দেখেন না), গুণেভ্যঃ চ পরং বেত্তি (গুণ হইতে অতীত ও পৃথক আত্মাকে জানিতে পারেন) তদা স মদ্ভাবং অধিগচ্ছতি (তখন তিনি আমার স্বরূপ বা সাযুজ্য প্রাপ্ত হন) ॥১৯॥

দেবলোকাদিতে যায় যারা সত্ত্বগুণান্বিত,
পৃথিবীতে কর্ম্মক্ষেত্রে থাকে রজোগুণাশ্রিত,
জঘন্য ও নীচ তমোগুণবৃত্তিযুক্ত যারা
নীচবৃত্তিযুক্ত পশুকুলে জন্ম লভে তারা ॥১৮॥
বাহিরে বিশ্বের মাঝে, দেহের ভিতরে আর
নিরন্তর ঘটিতেছে লক্ষ লক্ষ যে ব্যাপার,
সকলি ত্রিগুণক্রিয়া, গুণ ছাড়া কিছু নাই,
ভিন্ন অংশ সমাবেশ ভিন্নরূপে ঘটে তাই
এইরূপে সর্ব্বকার্য্যে দ্রষ্টারূপে জীব যদি
দেখে শুধু গুণ হৈতে কর্ম্ম হয় নিরবধি,
আর বুঝে আত্মাসহ গুণের সম্বন্ধ নাই।
মদ্ভাব প্রাপ্তির আশা তাহারি ত সর্ব্বদাই ॥১৯॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥
অর্জ্জুন উবাচ—কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্‌গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাং স্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

দেহী দেহসমুদ্ভবান্ এতান্ ত্রিন্ গুণান্ অতীত্য (জীব, দেহ উৎপত্তির কারণভূত এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈঃ বিমুক্তঃ (সন্) অমৃতং অশ্নুতে (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন) ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—প্রভো! কৈঃ লিঙ্গৈঃ এতান্ ত্রিন্ গুণান্ অতীতঃ ভবতি (হে প্রভো! কোন্ কোন্ চিহ্ন দ্বারা জীব) এই তিন গুণ হইতে মুক্ত হন) কিমাচারঃ (কিরূপ আচরণযুক্ত) কথং চ এতান্ ত্রীন্ গুণান্ অতিবর্ত্ততে (ও কি প্রকারে এই তিন গুণ অতিক্রম করেন ?)॥২১॥

তখন তাহার জ্ঞান ছিন্ন করি মায়া ডোরে
দেহোৎপত্তি বীজ তিন গুণ অতিক্রম করে।
শুদ্ধ জ্ঞান প্রতিষ্ঠিত তাহার অন্তরে হয়
নাহি রহে জন্ম-মৃত্যু-দুঃখ-তাপ ভয়।

ত্রিতাপ-সম্বন্ধশূন্য হইয়া সে জীবোত্তম
লভে যে পরমানন্দ পরম-অমৃতোপম ॥২০॥
অর্জ্জুন— করেন যে জ্ঞানিগণ তিনগুণ অতিক্রম,
বল প্রভু, তাঁহাদের বাহিরেতে কি লক্ষণ ?

কিবা আচরণ ভবে, তিন গুণই বা কেমনে
করেছেন অতিক্রম, জানিতে বাসনা মনে ॥২১॥

শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥২৫॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন,—পাণ্ডব! প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ সংপ্রবৃত্তানি (সত্ত্বগুণের কার্য্য সুপ্রকাশ এবং রজোগুণের কার্য্য প্রবৃত্তি ও তমোগুণের কার্য্য মোহ সমুদিত হইলে) ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ ন কাঙ্ক্ষতি (যিনি দ্বেষ করেন না এবং উহারা নিবৃত্ত হইলে আকাঙ্ক্ষা করেন না (তিনি গুণাতীত) ॥২২॥ যঃ উদাসীনবৎ আসীনঃ গুণৈঃ ন বিচাল্যতে (যিনি পক্ষপাতদোষবর্জ্জিত উদাসীনের মত অবস্থিত, গুণ কর্ত্তৃক বিচালিত হন না) গুণাঃ বর্ত্তন্তে ইতি এবং যঃ অবতিষ্ঠতি ন ইঙ্গতে (গুণসমূহ স্বভাবানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে এইরূপ জানিয়া যিনি অবস্থান করেন, চঞ্চল হন না (তিনি গুণাতীত) ॥২৩॥ সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ (যিনি সুখে দুঃখে সমজ্ঞানবিশিষ্ট স্বরূপে স্থিত, ইষ্টক, প্রস্তর ও কাঞ্চনে যাঁহার সমদর্শন, তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ঃ ধীরঃ তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ (প্রিয় ও অপ্রিয়ে তুল্যজ্ঞান, বুদ্ধিমান, আত্মনিন্দা

বা আত্মপ্রশংসায় যাঁর সমজ্ঞান) মানাপমানয়োঃ তুল্যঃ (মানে বা অপমানে সমভাবাপন্ন) মিত্রারিপক্ষয়োঃ তুল্যঃ (শত্রু বা মিত্রপক্ষে সমজ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সকল প্রকার কর্ম্মোদ্যমত্যাগী) সঃ গুণাতীত উচ্যতে (তিনি গুণাতীত বলিয়া কথিত হন, ॥২৪।২৫॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—
হে পাণ্ডব, শুন গুণাতীত পুরুষ লক্ষণ,
ত্রিগুণক্রিয়াতে যিনি বিচলিত নাহি হন।
গুণাশ্রয়ে দেহ, ধর্ম্ম, আর গুণ কর্ম্মাশ্রয়ে
চলিতেছে জীবস্রোত যেন অনন্তপ্রবাহে,
স্বভাবানুযায়ী জীবে ভিন্নগুণের উদয়
ভিন্ন ভিন্ন সময়েতে অন্তর মাঝারে হয় ;
কভু জ্ঞানের প্রকাশ, কভু কর্ম্ম-উত্তেজনা
কভু বা আলস্য, মোহ, করে জীবে অন্যমনা।
বিবেকী পুরুষ যিনি গুণে যাঁর নাহি ভয়
সব গুণ ক্রিয়া যিনি করেছেন পরাজয়,
ওই সব, ভাবগুলি অন্তরে উদয় হ'লে
মন্দ ব'লে দ্বেষ নাই, নাহি রতি ভাল ব'লে ;
প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে দ্বেষ বা আকাঙ্ক্ষা নাই
নির্লিপ্ত অপক্ষপাত, স্থিরচিত্ত সর্ব্বদাই ;
গুণক্রিয়া প্রতি কভু কোন লক্ষ্য নাহি তাঁর,
মনে হয় ঠিক যেন শ্বাস প্রশ্বাস ব্যাপার ;
সুখ দুঃখে সমজ্ঞান, স্বরূপেতে অবস্থিত,
ইষ্টক, প্রস্তর, স্বর্ণে সদা সমভাবযুত,
প্রিয় বা অপ্রিয় জন, বস্তু, ভাব সমাগমে
অথবা হইলে গত, নাহি হর্ষ, দুঃখ মনে।
পর্ব্বতের মত ধীর, নিন্দা বন্দনা সমান,
শত্রু, মিত্র, মান কিম্বা অপমানে সমজ্ঞান,
সর্ব্বকর্ম্মের উদ্যম ত্যাগ করেছেন যিনি
গুণাতীত বলি এই সংসারে বিদিত তিনি।
॥২২।২৩।২৪।২৫॥

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

যঃ চ মাং অব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সহ সেবতে (যিনি আমাকে অবিমিশ্র ঐকান্তিক ভক্তিযোগসহ উপাসনা করেন) সঃ এতান্ গুণান্ সমতীত্য ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে (তিনি এই সকল গুণ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মভাবলাভের যোগ্যতা লাভ করিতে বা মোক্ষলাভ করিতে সমর্থ হন) ॥২৬॥

হি অহং ব্রহ্মণঃ প্রতিষ্ঠা অব্যয়স্য অমৃতস্য চ শাশ্বতঃ ধর্ম্মস্য চ ঐকান্তিকস্য সুখস্য চ (যেহেতু আমি ব্রহ্মের ঘনীভূত প্রতিমা, পরিণামরহিত অব্যয়ের, মৃত্যুহীন অমৃতের, নিত্যের ও ঐকান্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি) ॥২৭॥

কি করিলে তিনগুণ অতিক্রম করা যায়,
সংক্ষেপেতে সেই কথা বলিতেছি হে তোমায়

শ্রদ্ধা ও অমিশ্রাভক্তি যোগসহ যেইজন
সদা অনুরক্ত হ'য়ে সঁপি মোরে প্রাণ মন,
যে করে আমার পূজা, ধ্যান, ভজন সতত,
ব্রহ্মভাব লভি সেই হয় ত্রিগুণ-অতীত ॥২৬॥
আমাকে সেবিলে ভক্তিযোগে ব্রহ্মলাভ হয়,
এ কথায় কভু মনে নাহি কর হে সংশয় ;
যেহেতু বিশ্বেতে যিনি পরমাত্মা ও অব্যয়,
নিত্য, সত্য, শুদ্ধ-প্রেম-পরম আনন্দময়,
ব্রহ্মময় সে প্রতিমা, আমি নিত্যধর্ম্মাশ্রয়,
সারতত্ত্ব বলি ইহা জানিও, হে ধনঞ্জয় ॥২৭॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

পঞ্চাদশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ—ঊৰ্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন) (সংসারং) ঊৰ্দ্ধমূলং (যাহার মূল (কারণ) ঊৰ্দ্ধদিকে) অধঃ শাখম্ (অধোদিকে যাহার শাখা) অব্যয়ং (অব্যয়ের ন্যায় প্রতিভাত) অশ্বত্থং [কল্য প্রভাত পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিবে না এইরূপ ভাবার্থবোধক অশ্বথরূপ সংসার] (শ্রুতি) প্রাহুঃ (বলেন), ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি (বেদসমূহ যাহার পত্র) তং যঃ বেদ সঃ বেদবিৎ (তাহাকে যিনি জানেন তিনি বেদবেত্তা) ॥১॥

বিশ্বেশ্বর সহ আছে সম্বন্ধ বিশ্বের
আর অশ্বত্থের অর্থ 'এই আছে নাই'।
সেজন্য তুলনা সুপবিত্র অশ্বত্থের
সংসারও তেমনি বলি, তুলনা তাহাই।

সাধারণ জীব যত নদনদীকূলে
বসিয়া দেখিতে পায় যা আছে দুকূলে
সবই যেন বারি মধ্যে উলটি প্রকাশ ;
মায়িক সংসার বৃক্ষ তেমনি বিকাশ।
মায়িক দৃষ্টিতে সবই বিপরীত দেখে,
সত্যের প্রতিমা যেন মিথ্যা রাখে ঢেকে।
সবার উপরে ব্রহ্ম তাঁহার মায়ার
সহিত সম্বন্ধযুক্ত এ বিশ্ব সংসার।

সে সংসারবৃক্ষ মূল তাই ঊর্দ্ধদিকে,
শাখাগুলি বিলম্বিত যেন অধোমুখে।
নশ্বর অশ্বত্থসম যদিও নিশ্চয়,
প্রবাহে অনন্ত বলি প্রতিভাত হয়।
একের হতেছে ধ্বংস, আসিছে অপর
এরূপে প্রবাহ চলিতেছে নিরন্তর।
ব্রহ্মের অব্যক্ত মায়াশক্তিতে সংসার
সৃষ্ট তাই সেই শক্তি মূল নাম তার।

সে শক্তি ব্রহ্মের তাই ঊর্দ্ধে তার স্থান
স্কন্ধশাখাদিরূপেতে জীব বিদ্যমান।
ক্ষুদ্র পল্লবাদি আর যত পুষ্প ফল,
ইন্দ্রিয়, বিষয় বলি বুঝিবে সকল।
বিশ্বের, পতিত যত জীবের লাগিয়া
বেদ স্মৃতি আদি শাস্ত্র প্রচার হইয়া

এ বৃক্ষে পত্রের কার্য্য করি এ সংসারে
জীবে সদা, জ্ঞান শান্তি ছায়া দান করে।
অবশ্য নশ্বর বৃক্ষ দেহ ও সংসার,
যে যে রূপে আছে আজ, থাকিবে না আর ;
কিন্তু সম্বন্ধ থাকায় পরমাত্মা সনে
একেবারে নশ্বরই বা কে বলে কেমনে।
এই ভেদাভেদ তত্ত্ব জানে যেই জন,
তাহারেই বেদবিৎ কহে সুধীজন॥

পুনঃ—
ব্যক্তিগত ব্যষ্টিভাবে ত্রিবিধ সংসার
এক দারাসুতগোষ্ঠী, স্থূলদেহ, আর
মনুষ্যের মনোময় তৃতীয় সংসার,
এ তিন লইয়া ব্যস্ত সবে অনিবার।
এ বৃক্ষের শাখা যত প্রবৃত্তি নিচয়,
অনাসক্তি (বৈরাগ্য) ভিন্ন কভু ছিন্ন নাহি হয়।

পুনঃ—
নরদেহরূপ এ সংসার বৃক্ষ মাঝে
মূলসম সহস্রার মস্তকে (ঊর্দ্ধ) বিরাজে।
তথা হৈতে স্থূল সূক্ষ্ম স্নায়ু শত শত
বাহির হইয়া করিতেছে অবিরত
কত কার্য্য এই দেহে, বাহিরে, অন্তরে,
সংযোগ করিছে সদা জীবে ও ঈশ্বরে।
দেহআত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে যার,
প্রকৃত বেদার্থে হয় অধিকার তার॥১॥

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

তস্য [সেই অশ্বত্থরূপ সংসারবৃক্ষের] গুণপ্রবৃদ্ধাঃ বিষয়প্রবালাঃ শাখাঃ [গুণদ্বারা পুষ্ট, বিষয়রূপ পল্লবযুক্ত, শাখা] অধঃ ঊর্দ্ধং চ প্রসৃতাঃ [নিম্নে ও ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত] মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি মূলানি [নরলোকে বিবিধকর্ম্মের জনয়িতাস্বরূপ মূলসমূহ] অধঃ চ অনুসন্ততানি [নিম্নদিকেও বিস্তৃত হইয়াছে] ॥২॥

ভূ, ভুবঃ, স্বঃ, মহ জন, তপ, সত্য,
সর্ব্বলোকে এ সংসার-বৃক্ষ প্রতিষ্ঠিত,
তিন গুণে পরিপুষ্ট জীব-রূপী শাখা
শব্দাদি বিষয়যুত পল্লব প্রশাখা।
কত শাখা সত্ত্বগুণাশ্রয়ে ঊর্দ্ধগতি,
রজোগুণাশ্রয়ী শাখা সাম্যভাবে স্থিতি;
তমোগুণে পরিপুষ্ট যত শাখাগুলি
অবনত মুখে তারা রয়েছে কেবলি।
দেব নর পশু কিম্বা উদ্ভিদ-যোনিতে
জনমিয়াছে যাহারা কার্য্য কারণেতে
উত্তম অধম বলি উচ্চ, কেহ নত,
শাখাসম সংসার-বৃক্ষের অন্তর্গত।
মধ্য মূল ভিন্ন অবান্তর মূলগুলি,
কর্ম্ম বন্ধনের হেতু বাসনা সকলি;
সংসার বৃক্ষেতে বদ্ধ যত জীবচয়,
যতদিন নাহি হয় বাসনার ক্ষয়
নাহি হয় শাখাচ্যুত বাসনার গুণে
না পারে কাটিতে শাখা বৈরাগ্য কৃপাণে;
ততদিন জন্মে জন্মে এক শাখা হতে
আর শাখে যায় জীব করমের স্রোতে ॥২॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

ইহ (এই সংসারে) অস্য রূপং ন উপলভ্যতে (এই সংসার বৃক্ষের রূপ জানা যায় না) তথা ন অন্তঃ ন চ আদিঃ ন চ সংপ্রতিষ্ঠা (সেইরূপ না আদি, না অন্ত, না স্থিতি অবগত হওয়া যায়); এবং সুবিরূঢ়মূলং অশ্বত্থং দৃঢ়েন অসঙ্গশস্ত্রেণ ছিত্ত্বা (এই দৃঢ়বদ্ধমূল সংসার-অশ্বত্থকে দৃঢ় বৈরাগ্যরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিয়া) ততঃ তৎ পদং পরিমার্গিতব্যং (তাহার পর সেই বৈষ্ণব পদ অন্বেষণ করিতে হয়) যস্মিন্ গতাঃ ভূয়ঃ ন নিবর্ত্তন্তি (যেস্থানে গমন করিলে লোক পুনর্ব্বার সংসারে ফিরিয়া আসে না) যতঃ এষা পুরাণী প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা (যাহা হইতে এই চিরন্তনী সংসার প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে) তং এব চ আদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে (সেই আদি পুরুষের শরণাগত হইতেছি) (এইরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহার সন্ধান লইতে হয়) ॥৩,৪॥

নহেত সামান্য বৃক্ষ এ বিশ্ব সংসার
ইহার দেহেতে আছে অসংখ্য অপার

কত সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, পর্ব্বত সাগর
বিচিত্র তারকাহার, মেদিনী, অম্বর,
ভূলোক, দ্যুলোক, আদি লোক আছে কত
সকলি ত এই বৃক্ষদেহে সংযুত।
যতটুকু দেখে স্থূল চক্ষের সম্মুখে
তাহারই ত জ্ঞানলাভে অসমর্থ লোকে ;
এ সংসারবৃক্ষরূপী নিখিল ব্রহ্মাণ্ড,
নশ্বর অথচ যেন নিয়ত অখণ্ড,
কেমনে উৎপত্তি হৈয়া আছে বা কেমনে,
কোথায় বা হবে শেষ কেহ নাহি জানে ;
মায়িক সম্বন্ধ বৃক্ষে ইহা সুনিশ্চয়,
জানি যদি জ্ঞানী বদ্ধপরিকর হয়
ছিন্ন করিবারে এই বৃক্ষ মায়াপাশ
বৈরাগ্য স্বরূপ অস্ত্রে, পুরিবেক আশ ;
বাক্যের অতীত মায়াশক্তিতে যাঁহার
ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত এ বিশ্ব সংসার,

বৈরাগ্যের প্রভাবেই সেই মায়া ছিন্ন
হবে, ভক্ত যবে ব্রহ্মে বুঝিবে অভিন্ন,
'হে আদিপুরুষ পদে শরণ তোমার'
বলিয়া খুজিয়া বেড়াইবে বারবার
তার পর সেই ধনে পাইবে যখন
এ সংসারে আর না করিবে আগমন।

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥
ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

নির্ম্মাণমোহাঃ [অভিমান ও মোহবর্জ্জিত] জিতসঙ্গদোষঃ [ভোগাসক্তিরূপ দোষবর্জ্জিত] অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ [আত্মস্বরূপালোচনাতৎপর, বিষয়কামনাত্যাগী] সুখদুঃখসজ্ঞৈঃ দ্বন্দ্বৈঃ বিমুক্তাঃ অমূঢ়াঃ [সুখদুঃখসংজ্ঞাবিশিষ্ট শীত, উষ্ণ, হর্ষ, ক্রোধ আদি দ্বন্দ্বভাব হইতে বিশেষভাবে মুক্ত আত্ম-অনাত্মজ্ঞানসম্পন্নাঃ সাধকগণ] তৎ অব্যয়ং পদং গচ্ছন্তি [সেই পূর্ব্বকথিত অব্যয়পদ প্রাপ্ত হন] ॥৫॥

তৎ পদং সূর্য্যঃ ন ভাসয়তে শশাঙ্কঃ ন পাবকঃ ন [সেই ধাম বস্তুপ্রকাশক সূর্য্য, চন্দ্র, বা অগ্নি কেহই প্রকাশিত করিতে পারে না।] যৎ গত্বা [যোগিনঃ] ন নিবর্ত্তন্তে [যে ধাম প্রাপ্ত হইলে যোগিগণ পুনরায় সংসারে আসেন না] তৎ মম পরমং ধাম [সেই আমার পরমধাম] ॥৬॥

কথায় লইলে শুধু চরণ শরণ
কভু না হইবে কারো সংসার ছেদন।

হতে হবে অহঙ্কার-অবিবেক-শূন্য
মানুষ-বিষয় সঙ্গ হৈতে হবে ভিন্ন,
পরমাত্মানুশীলনে সদা রবে রত,
ইন্দ্রিয় বিষয়ভোগে হইয়া বিরত।
সংসারে ভোগাভিলাষ কামনার যার
হয়েছে নিবৃত্তি নাহি কোন বাঞ্ছা আর,
সুখ দুঃখ সংজ্ঞা লৈয়া দ্বন্দ্ব চিরকাল
একজনে সুখ যাহা অন্যের জঞ্জাল,
কেহ পায় শীতে কষ্ট কেহ বা গ্রীষ্মেতে,
অনুভব হয় শুধু পাত্রের ভেদেতে ;
সাধনায় এই সব অনুভূতি যার
হইয়াছে পরাভূত, দ্বন্দ্ব নাহি তার।
এই দ্বন্দ্ব নাহি যার সেই মহাজন
সুখ ও দুঃখের বেগ করেছে দলন।
এতগুলি গুণে যার হয় অধিকার
সেই মোহশূন্য জ্ঞানী স্থান পায় তাঁর
পরম আনন্দলোকে, গেলে যেখানেতে
এই মায়াজালে আর না হয় আসিতে ॥৫॥
বস্তু-প্রকাশক চন্দ্র, সূর্য্য বা অনল,
অসমর্থ মম ধাম প্রকাশে কেবল।
স্বপ্রকাশ মম ধাম সর্ব্বধামসার
সাধক যেখানে গেলে ফেরেনা'ক আর ॥৬॥

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

মমঃ এব অয়ং সনাতনঃ অংশঃ জীবভূতঃ সন্) (আমারই এই নিত্য-অংশ জীবরূপী হইয়া) প্রকৃতিস্থানি মনঃষষ্ঠানি ইন্দ্রিয়াণি জীবলোকে কর্ষতি (প্রকৃতিস্থিত মন সহ ইন্দ্রিয় সকলকে সংসারে আকর্ষণ করে) ॥৭॥

তখনি আমার সত্বা 'জীব' নাম ধরে
যখনি সংসারীরূপে মায়াশ্রয় করে।
সদাকালে প্রকৃতিতে জীব অবস্থিত
সনাতন অংশ বলি সেজন্য কথিত।
অবিদ্যা-কর্ম্মসম্বন্ধ থাকে যতক্ষণ
আকর্ষণ করে পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মন,
ততক্ষণই জীবনামে পরিচিত সবে,
মায়াকর্ম্মত্যাগ মাত্র শিব সংজ্ঞা লভে।
এই ভেদাভেদতত্ত্ব জানি যেই ধীর
ছাড়ি মায়াসঙ্গ, কর্ম্ম, গুণ, রহে স্থির,
সে আর আসে না ভবে জানিবে নিশ্চয়।
তবে যদি ঐ ত্যাগে অসমর্থ হয়,
পুনঃ পুনঃ সংসারেতে আসিতে হইবে
প্রলয়াবসানেতেও এড়াতে নারিবে
লইয়া বাসনা লক্ষ, ইন্দ্রিয় ও মন,
প্রলয়কালেতে লীন যত জীবগণ
থাকে প্রকৃতিতে; পুনঃ সৃষ্টির সময়
সেই সব সুক্ষ্ম জীব-আত্মা সমুদয়
আকর্ষণ করি পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন,
পুনঃ পুনঃ জীবরূপে করে আগমন ॥৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮ ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯ ॥

ঈশ্বরঃ যৎ শরীরং অবাপ্নোতি (জীবাত্মা যে শরীর প্রাপ্ত হন) যৎ চাপি উৎক্রামতি (ও দেহ ত্যাগ করিয়া যান) বায়ুঃ আশয়াৎ গন্ধান্ ইব এতানি গৃহীত্বা সংযাতি (সেই সময় দেহ হইতে, বায়ু যেমন পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া চলিয়া যায় তদ্রূপ, ছয় ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিয়া চলিয়া যান) ॥ ৮ ॥

অয়ং (জীবঃ) শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনং রসনং ঘ্রাণং এব চ মনশ্চ (এই জীব কর্ণ, চক্ষু, ত্বক্, রসনা, ঘ্রাণ, এবং মনকে) অধিষ্ঠায় বিষয়ান্ উপসেবতে (আশ্রয় করিয়া শব্দাদি বিষয় ভোগ করে) ॥ ৯ ॥

সকল দেহের স্বামী জীব-আত্মা যত
এ সংসারে প্রবেশিছে দেহে অবিরত ;
আরও কত দেহ ছাড়ি জীব-আত্মা কত
লোক হ'তে লোকান্তরে যেতেছে নিয়ত।

দেহত্যাগ কালে আত্মা হৃদয় ভিতরে
ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি আকর্ষণ করে।
সারা জীবনের কার্য্যে যে ভাব উদয়
হয় অন্তর মাঝারে মরণ সময়,
সেই ভাবসহ আত্মা, শাস্ত্র অনুসারে
জীবের "ভাবনাময় দেহ" নাম ধরে।

অলক্ষ্যে অন্তরে, কর্ম্মদোষে কিংবা গুণে,
যাহা জাগে মুমূর্ষুর সেই শেষ ক্ষণে,
সে "ভাবনাময় দেহ" তার দেহ হ'তে
বাহিরায় ইন্দ্রিয় বা সুষুম্নার পথে।
গন্ধবহ বায়ু যথা পুষ্পকোষ হ'তে
গন্ধ লৈয়া চ'লে যায় ভিন্ন ভিন্ন পথে,

সেইরূপ জীব-আত্মা যবে দেহ ছাড়ে,
অথবা প্রবেশে কোন দেহের মাঝারে,
ছাড়ে স্থূল দেহ মাত্র ; ইন্দ্রিয়-নিচয়
জীব-আত্মা সহ সূক্ষ্মভাবে সাথে রয়॥ ৮ ॥
নাহি ঘটিয়াছে ভাগ্যে ব্রহ্মলাভ যার
পূর্ব্বের সংস্কার লৈয়া আসে সে আবার ;
ভ্রান্ত জীব পুনঃ নিয়মাধীন হইয়া
বিষয় আস্বাদ করে ইন্দ্রিয় লইয়া॥ ৯ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০ ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১ ॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বা অপি (দেহ হইতে গমনোদ্যত অথবা দেহে স্থিত) ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতং (জীবং) (অথবা বিষয়-ভোগপরায়ণ গুণবিশিষ্ট জীবকে) বিমূঢ়াঃ ন অনুপশ্যন্তি (মূঢ়গণ দেখিতে পায় না), জ্ঞানচক্ষুষঃ পশ্যন্তি (বিবেকিগণই দেখিতে পান) ॥ ১০ ॥

যতন্তঃ যোগিনঃ চ এনং আত্মনি অবস্থিতং পশ্যন্তি (যত্নবান যোগিগণ এই আত্মাকে দেহমধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান); যতন্তঃ অপি অকৃতাত্মানঃ অচেতসঃ এনং ন পশ্যন্তি (কিন্তু, যত্নবান্ হইলেও অবিশুদ্ধান্তঃকরণ অবিবেকী ব্যক্তিগণ এই আত্মাকে দেখিতে পায় না) ॥ ১১ ॥

দেহ ছাড়ি জীব কেহ অন্য লোকে যায়,
অথবা যে কোন খানে কোনও দেহ পায়,
অথবা সংসারে থাকে ভোগেতে নিযুক্ত
সর্ব্ব অবস্থায় মন-ইন্দ্রিয় সংযুক্ত।
জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছে যার,
এ সকল প্রতিভাত সম্মুখে তাহার;
বিমূঢ়াত্মা দিব্যজ্ঞান যার নাহি হয়
জীবাত্মাই ভোগ করে, এই কথা কয়।
সুখদুঃখাধীন যে ইন্দ্রিয় সমুদয়,
বুঝেও বোঝে না অবিবেকী যারা হয় ॥ ১০ ॥
যত্নশীল ধ্যানরত যোগী জ্ঞানিগণ
দেহেতে আত্মার স্থিতি করেন দর্শন।
শুভকর্ম্মে বিবেক শুদ্ধ হয় না যার,
সংযম অভাবে চিত্ত মলিন যাহার,
যত্নবান হৈয়া যদি ঘুরিয়া বেড়ায়,
আত্মার সন্ধান তাহে কভু নাহি পায় ॥ ১১ ॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২ ॥
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা ।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩ ॥

আদিত্যগতং যৎ তেজঃ চন্দ্রমসি চ যৎ অগ্নৌ চ যৎ (সূর্য্যস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে যে তেজ এবং অগ্নিতে যে তেজ) অখিলং জগৎ ভাসয়তে (সমগ্র বিশ্বকে প্রকাশিত করে) তৎ তেজঃ মামকং বিদ্ধি (সেই জ্যোতি আমারই জানিবে)॥ ১২ ॥

অহং চ ওজসা গাং আবিশ্য (অধিষ্ঠায়) ভূতানি ধারয়ামি [আমি বল দ্বারা পৃথিবীতে (সর্ব্বত্র) অধিষ্ঠান করিয়া জীবসকল ধারণ করিয়া আছি] রসাত্মকঃ সোমঃ চ ভূত্বা সর্ব্বাঃ ওষধীঃ পুষ্ণামিঃ (রসস্বভাব চন্দ্র হইয়া আমিই ব্রীহিযবাদি ওষধিগণকে পোষণ করিতেছি) ॥ ১৩ ॥

সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি মধ্যে যে তেজ নিহিত,
প্রভাবে যাহার সর্ব্ব বিশ্ব প্রকাশিত,
তাপ প্রাপ্ত হয় জীব, চক্ষু দেখে রূপ,
জানিবে সে মহাতেজ আমারই স্বরূপ ॥ ১২ ॥

পৃথিবীর মাঝে আমি ওতপ্রোতভাবে
প্রবিষ্ট হইয়া রক্ষা করি সর্ব্ব জীবে ;
অতি দৃঢ়ভাবে থাকি ধারণ করিয়া
নষ্ট নাহি হয় যাহে পৃথিবীর ক্রিয়া ।
রসাত্মক সোম(চন্দ্র)রূপ ধরিয়া আবার
করি পুষ্ট যব, ব্রীহি, ওষধি সম্ভার ॥ ১৩ ॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্‌ ॥ ১৪ ॥
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্‌বেদবিদেব চাহম্‌ ॥ ১৫ ॥

অহং বৈশ্বানরঃ ভূত্বা প্রাণিনাং দেহম্‌ আশ্রিতঃ (সন্‌) (আমি জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণীদিগের দেহ আশ্রয় করিয়া) প্রাণাপান-সমাযুক্তঃ (সন্‌) চতুর্ব্বিধং অন্নং পচামি (প্রাণ ও অপান বায়ুযোগে চারি প্রকার খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করি) ॥ ১৪ ॥

অহং সর্ব্বস্য হৃদি সন্নিবিষ্টঃ (আমি সকল প্রাণিরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছি) মত্তঃ স্মৃতিঃ জ্ঞানং অপোহনং চ আমা হইতে স্মৃতি ও জ্ঞানের উদয় এবং স্মৃতি ও জ্ঞানের অভাবও হয়) সর্ব্বৈঃ বেদৈঃ চ অহম্‌ এক বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ বেদবিৎ চ অহম্‌ এব (সকল বেদ কর্ত্তৃক আমিই জ্ঞাতব্য, আমিই বেদান্ততত্ত্বজ্ঞ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক অথবা বৈদিক কর্ম্মফলপ্রদাতা এবং আমিই বেদার্থবিৎ) ॥ ১৫ ॥

আমি জঠরাগ্নিরূপে দেহে প্রবেশিয়া,
প্রাণাপান বায়ু তায় সঙ্গেতে লইয়া,
ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য, লেহ্য এ চারি প্রকার
অন্ন পরিপাকে করি জীব উপকার ॥১৪॥
আমি আছি সর্ব্বজীবহৃদয়ে প্রবিষ্ট
বুদ্ধিতে বুঝিতে পারে যেজন বিশিষ্ট।
আমারই সংস্পর্শে স্মৃতিজ্ঞানের বিকাশ,
আমারে ভুলিলে হয় উভয়ই বিনাশ।

সকল বেদের জ্ঞেয় বিষয়ের সার
একমাত্র আমি ভিন্ন কেহ নাই আর।
আমা হ'তে বেদ জন্ম হয়েছে যখন,
আমাসম বেদবিৎ আ'ছে কোন জন।
আমিই সে কর্ম্মজ্ঞান কাণ্ডের চরম
সাধনার ফল বলি করিবে স্মরণ;
আমাতে পর্য্যবসিত বেদ উপদেশ,
তাই বেদ অন্তকৃৎ আমিই মহেশ ॥ ১৫ ॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৬॥
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭॥

ক্ষরঃ চ অক্ষরঃ চ দ্বৌ এব ইমৌ পুরুষৌ (বিনাশশীল ও অবিনশ্বর ক্ষর ও অক্ষর নামে এই দুই পুরুষ) লোকে (প্রসিদ্ধৌ) (জগতে প্রসিদ্ধ) ; সর্ব্বাণি ভূতানি ক্ষরঃ (ভূতসকল ক্ষর) কূটস্থঃ অক্ষরঃ উচ্যতে (এবং মায়াশক্তিরূপ সৃষ্টির কারণস্বরূপ অবিনাশী অক্ষর বলিয়া কথিত) ॥ ১৬ ॥

অন্যঃ তু উত্তমঃ পুরুষঃ পরমাত্মা ইতি উদাহৃতঃ (ক্ষরাক্ষর হইতে বিভিন্ন উৎকৃষ্ট পুরুষ পরমাত্মা বলিয়া কথিত) যঃ ঈশ্বরঃ অব্যয়ঃ লোকত্রয়ং আবিশ্য বিভর্ত্তি (যে অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোক প্রবিষ্ট হইয়া সকলি ধারণ করিতেছেন) ॥ ১৭ ॥

জগতে পুরুষ আছে দুই ভাবে ব্যক্ত
ক্ষয়যুক্ত ক্ষর ও অক্ষর যাহা নিত্য।
আশ্রয় করিয়া রূপ মায়াসহযোগে
সৃষ্ট যত বস্তু দেখিতেছি এ ভূভাগে,

নভঃস্পর্শী শৈল কিংবা গভীর সাগর
সামান্য কীটাণু কিংবা বলশালী নর,
সবই নাশধর্ম্মশীল জানিবে সদাই,
অশ্বত্থের মত আজ আছে কা'ল নাই।

শক্তিরূপে যে পুরুষ বিনশ্বর জড়ে,
'ক্ষর' বলি সর্ব্বদাই জানিবে তাহারে।
আর যে পুরুষ মিথ্যা মায়া বিজৃম্ভিত
প্রপঞ্চ উপরে সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত,
যে মায়া প্রভাবে বিশ্বে মিথ্যাবস্তুচয়
সত্য বলি অহর্নিশি প্রতিভাত হয়,
যে শক্তি করেন আবরণ বিক্ষেপণ;
চতুর্ব্বিংশতি-তত্ত্বের অতীত যে ধন
মায়ার সম্বন্ধ যাহা হ'তে দূরতর।
জীবে সে চৈতন্য-শক্তি পুরুষ অক্ষর।
অচিৎ হলেও দেহ, আত্মা তার মাঝে
মায়াশূন্য স্বস্বরূপে নিয়ত বিরাজে,
অক্ষর বলিয়া সেই পুরুষে জানিবে,
এ দুই পুরুষ ব্যাপ্ত সৃষ্ট বস্তু-জীবে ॥ ১৬ ॥
ব্যষ্টিভাবে যে পুরুষ ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার,
সমষ্টিভাবেতে তিনি শ্রেষ্ঠ সবাকার।

অক্ষয়, অব্যয়, জ্ঞানময় সর্ব্বদাই,
যিনি ছাড়া এ ব্রহ্মাণ্ড তিলার্দ্ধও নাই;
সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, ব্যাপি ত্রিভুবন
নিজ মহাশক্তি বলে করিয়া ধারণ
নিত্য বিদ্যমান সদা, সেই মহেশ্বরে
উত্তম পুরুষ বলি মানিবে অন্তরে॥ ১৭ ॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮ ॥
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ ॥

যস্মাৎ অহং ক্ষরং অতীতঃ (যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত) অক্ষরাৎ অপি উত্তমঃ চ (অক্ষর হইতেও উত্তম), অতঃ লোকে বেদে চ পুরুষোত্তমঃ (ইতি) প্রথিতঃ অস্মি (অতএব লোকে ও বেদে আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ) ॥ ১৮ ॥

ভারত! এবং অসংমূঢ়ঃ (সন্) যঃ মাং পুরুষোত্তমং জানাতি (এইরূপে আমার বিষয়ে মোহবর্জ্জিত হইয়া যে আমাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে) সঃ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বভাবেন মাং এব ভজতি (সে আমার সম্বন্ধে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া প্রেমভক্তি প্রভৃতি সকল উপাসনার ভাবেই আমাকে ভজনা করে) ॥ ১৯ ॥

যেহেতু আমিই ক্ষর-অক্ষর-অতীত,
পুরুষ-উত্তম নামে সর্ব্বত্র বিদিত ॥১৮॥
আমার সম্বন্ধে মোহবর্জ্জিত অন্তরে,
পুরুষ উত্তম বলি জানে যে আমারে
আর স্থির জ্ঞান বলে; সে জন আমার
সর্ব্বভাবতত্ত্বজ্ঞানে লভে অধিকার;
প্রেমভক্তিভরে মোরে নিয়ত ভজন
করে সেই ভক্ত; শুন ভরত-নন্দন ॥ ১৯ ॥

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়াঽনঘ।
এতদ্‌বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত॥ ২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হে অনঘ! হে ভারত! ইতি গুহ্যতমং ইদং শাস্ত্রং ময়া উক্তং (এই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে অতি গোপনীয় এই শাস্ত্র আমা দ্বারা কথিত হইল) (জনঃ) এতৎ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ কৃতকৃত্যঃ চ স্যাৎ [লোকে ইহা অবগত হইয়া বুদ্ধিমান্ এবং (পরমার্থ-বিষয়ে) কৃতকার্য্য হন]॥ ২০॥

হে নিষ্পাপ সখা মোর ভরত-নন্দন!
আমার পুরুষোত্তম যোগ বিবরণ
রহস্য-আবৃত যাহা শাস্ত্রের ভিতরে
আজি আমি সংক্ষেপেই কহিনু তোমারে।
আমার বর্ণিত শাস্ত্রতত্ত্বের কথায়
যে বুদ্ধিমানের হয় জ্ঞানভাগ্যোদয়,
সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বলে জ্ঞান
লভিয়া কৃতার্থ হয় সাধক ধীমান্॥২০॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পঞ্চদশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

—:*:—

শ্রীভগবানুবাচ—অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥ ১ ॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২ ॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—(কহিলেন) হে ভারত! অভয়ং (আশঙ্কার অভাব) সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তনির্ম্মলতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞান সাধনায় নিষ্ঠা) দানং (অন্নদানাদি) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম) যজ্ঞং (বেদস্মৃতিসম্মত দেবপিতৃযজ্ঞাদি যজ্ঞকর্ম্মানুষ্ঠান-

তৎপরতা) স্বাধ্যায়ঃ (এস্থলে বেদবিধি অনুযায়ী ব্রহ্মযজ্ঞ) তপঃ (দেহক্লেশকর কাম্য শুভানুষ্ঠান) আৰ্জ্জবং (সরলতা) অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জন) সত্যং (যথাদৃষ্টার্থভাষণ) অক্রোধঃ (উত্তেজনা সত্ত্বেও ক্রোধের অনুৎপত্তি) ত্যাগঃ (সংন্যাস—সংসারত্যাগ নহে) শান্তিঃ (চিত্তের উপরতি) অপৈশুনং (পরোক্ষে নিন্দাবাদ-অভ্যাসদোষরাহিত্য) ভূতেষু দয়া (জীবে দয়া) অলোলুপ্ত্বং (লোভহীনতা) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (লোকলজ্জা) অচাপলং (অনর্থক বাক্যপ্রয়োগের ও অঙ্গসঞ্চালনের অভ্যাস বর্জ্জন) তেজঃ (প্রগল্‌ভতা) ক্ষমা (পীড়নকারীকে নির্য্যাতনের ইচ্ছারাহিত্য) ধৃতিঃ (অবসাদকালে হৃদয়, স্নায়ুমণ্ডলী ও ইন্দ্রিয়গণকে স্থির রাখার সামর্থ্য ; ধৈর্য্য) শৌচং (বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধি) অদ্রোহঃ (পরের অনিষ্টে অপ্রবৃত্তি) নাতিমানিতা (অত্যন্ত আত্ম-সম্মানবোধের অভাব ; নম্রতা) (এতানি) (এই সকল গুণ) দৈবীং সম্পদং অভিজাতস্য ভবন্তি [দেবগণোচিত সাত্ত্বিকভাবযুক্ত-গুণকে লক্ষ্য করিয়া জাতব্যক্তির (অন্তরে উপজাত) হইয়া থাকে] ॥১।২।৩ ॥

অভয়, সত্ত্ব সংশুদ্ধি　　　জ্ঞানযোগ ব্যবস্থিতি,
দান, দম, যজ্ঞ, তপ, স্বাধ্যায়, আৰ্জ্জব,
অহিংসা, অক্রোধ, সত্য,　　ত্যাগ, শান্তি অলোলুপ্ত,
হ্রী, অদ্রোহ, অপৈশুন, শৌচ ও মার্দ্দব,
নাতিমানিতা ও ধৃতি,　　　জীবে দয়া শ্রেষ্ঠ বৃত্তি,
অচাপল্য, ক্ষমা, তেজ, সম্পদ-নিচয়
দৈবী নামে খ্যাত ভবে,　　　গুণগুলি পায় সবে
সাত্ত্বিক বাসনালব্ধজন্মা যারা হয়।
ভিন্নভিন্ন অবস্থায়,　　　গুণগুলি জীবে পায়,
একই সময়ে নহে সর্ব্ব অধিষ্ঠান।
গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী,　　　বানপ্রস্থব্রতধারী
ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন গুণগুলি পান ॥১।২।৩॥

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪ ॥
দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫ ॥

পার্থ! দম্ভঃ, দর্পঃ, অভিমানঃ চ ক্রোধঃ চ পারুষ্যং (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ এব (এবং অজ্ঞান) (এই সকল) আসুরীং সম্পদং অভিজাতস্য [(হীন অসুরগণসুলভ গুণগুলিকে) লক্ষ্য করিয়া জাতব্যক্তির (অন্তরে উপজাত) হইয়া থাকে] ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পৎ বিমোক্ষায় আসুরী নিবন্ধায় মতা (দৈবী সম্পদ মোক্ষের হেতু, আসুরী সম্পদ বন্ধনের হেতু); হে পাণ্ডব! মা শুচঃ (ত্বং) দৈবীং সম্পদং অভিজাতঃ অসি [অর্জ্জুন! অনুতাপ করিও না (আসুরী সম্পদ তোমাতে নাই) তুমি দৈবী সম্পদ অবলম্বন করিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ] ॥ ৫ ॥

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য, অজ্ঞান
আসুরী সম্পদ বলি জানিবে নিশ্চয়;
যাহারাই পূর্ব্বজন্মে, রত হয় পাপকর্ম্মে
এই সব করে তাহাদিগকে আশ্রয় ॥ ৪ ॥

দৈবী সম্পদেতে হয় মোক্ষ লাভের সহায়
আসুরী সম্পদে হয় সংসার বন্ধন।
পার্থ! দুঃখ নাহি তব তোমাতে নাহি সে সব
দৈবী সম্পদ আশ্রয়ে তব আগমন ॥ ৫ ॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬ ॥
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭ ॥

পার্থ। অস্মিন্ লোকে দৈবঃ আসুরঃ এব চ দ্বৌ ভূতসর্গৌ (এই জগতে দৈব ও আসুর দুই প্রকার ভূতসৃষ্টি (বিদ্যমান)। দৈবঃ বিস্তরশঃ প্রোক্তঃ আসুরং মে শৃণু [দৈবসম্পদ বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে (১২শ, ১৩শ, ও ১৪শ অধ্যায়ে); এখন আসুর সম্পদের কথা শ্রবণ কর] ॥ ৬ ॥

আসুরাঃ জনাঃ প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ ন বিদুঃ [অসুরপ্রকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ (সৎ ও অসৎ কর্ম্মে) প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি (সংক্রান্ত তত্ত্ব) জানে না] তেষু ন শৌচং ন আচারঃ ন অপি সত্যং বিদ্যতে (তাহাদের মধ্যে শৌচ, সদাচার ও সত্য কিছুই নাই) ॥ ৭ ॥

বিশ্বে সৃষ্ট যত ভূত　　এই দুই ভাবযুত
　　কহিলাম পূর্ব্বে দৈবী সম্পদের কথা।
আসুরী সম্পদগণ,　　অধোগতির কারণ
　　এবে শুন পার্থ! কহি তাহার বারতা ॥ ৬ ॥
অসুরপ্রকৃতি যারা,　　হিতাহিত জ্ঞানহারা
　　ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য বিবেচনা নাই;

নাহি শৌচ সদাচার,　　সত্যহীন, মিথ্যাচার
　　প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-তত্ত্ব বর্জ্জিত সদাই
আপাত মধুর যাহা,　　অনায়াসে করে তাহা
　　নাহি বুঝে সে কুকর্ম্মে কত মন্দ ফল,
কুবাসনা অনুগত,　　রহে তারা অবিরত;
　　অমৃত বলিয়া পান করে হলাহল ॥ ৭ ॥

অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্ ।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯ ॥

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ ।
মোহাদ্‌গৃহীত্বাঽসদ্‌গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০ ॥

তে জগৎ অসত্যং অপ্রতিষ্ঠং অনীশ্বরং (তাহারা জগৎকে ব্রহ্মসম্পর্কশূন্য মিথ্যা, ব্যবস্থাবর্জ্জিত, নিয়ন্তাবিহীন) অপরস্পরসম্ভূতং কিং অন্যৎ কামহৈতুকং আহুঃ [স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরমিলনসম্ভূত, ইহা ছাড়া আর কি কারণ আছে (কিছুই নাই) (সৃষ্টি) কাম-(সম্ভোগেচ্ছা) মূলক (এই কথা) বলিয়া থাকে] ॥ ৮ ॥

এতাং দৃষ্টিং অবষ্টভ্য নষ্টাত্মানঃ অল্পবুদ্ধয়ঃ উগ্রকর্ম্মাণঃ [(এই সাধারণ ভ্রমাত্মক) দৃষ্টি (জনিত জ্ঞান) আশ্রয় করিয়া নষ্টস্বভাব, অল্পবুদ্ধি, ভয়াবহ-কর্ম্মতৎপর ব্যক্তিগণ] অহিতাঃ (ভূত্বা) জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি (শত্রু হইয়া জগতের ক্ষয়ের জন্য প্রাদুর্ভূত হয়) ॥ ৯ ॥

(তে) দুষ্পূরং কামং আশ্রিত্য দম্ভমানমদান্বিতাঃ অশুচিব্রতাঃ (সন্তঃ) [(তাহারা) চির-অতৃপ্ত কামনারাশি অবলম্বন করিয়া দম্ভ-অভিমান-দর্পযুক্ত অশুচিব্রতপরায়ণ হইয়া] মোহাৎ অসৎ গ্রাহান্ গৃহীত্বা প্রবর্ত্তন্তে (অবিবেকবশে অশুভ-নিচয়কে গ্রহণ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) ॥ ১০ ॥

এ জগৎ অধীশ্বর,　　প্রমাণের অগোচর
　　"নিয়ামক নাই তাই নিয়মও নাই ;"
বলে, "বিশ্বে জীব যত　　স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গজাত
　　সবার মূলেতে কাম, আর কিছু নাই" ॥ ৮ ॥
দেহাত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট,　　যত দুর্ম্মতি অশিষ্ট
　　অজ্ঞান আশ্রয়ে করে কু-কর্ম্মানুষ্ঠান
জগতে অহিতকারী,　　এই সব নর নারী
　　ইহাদের কর্ম্মে হয় ক্ষয়, অকল্যাণ ॥ ৯ ॥
নাহি তৃপ্তি নাহি অন্ত,　　কামনা অতি দুরন্ত
　　সেই কাম, দম্ভ, আর মোহমদে মত্ত
শৌচাচার বিবর্জ্জিত　　হীন সিদ্ধিলাভে রত
　　সদা অসদনুষ্ঠানে তাহারা প্রবৃত্ত ॥ ১০ ॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১ ॥
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২ ॥

প্রলয়ান্তাং অপরিমেয়াং চ চিন্তাং উপাশ্রিতাঃ (আমরণ বিদ্যমান এবং অপরিমিত চিন্তাকে আশ্রয় করিয়া) কামোপ-ভোগপরমাঃ এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ [বাসনাজনিত বিষয়ভোগই চরম পুরুষার্থ এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহাই (ভোগই পুরুষার্থ) এইরূপ নিশ্চয়বুদ্ধি বিশিষ্ট] আশাপাশশতৈঃ বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ কামভোগার্থং (অসংখ্য আশা-রজ্জুদ্বারা বদ্ধ সতত কামক্রোধযুক্ত ব্যক্তিগণ বিষয়বাসনা তৃপ্তির জন্য) অন্যায়েন অর্থসঞ্চয়ান্ ঈহন্তে (অন্যায়পূর্ব্বক ধনাদি বাঞ্ছনীয় বস্তু ইচ্ছা করে) ॥ ১১।১২ ॥

উপভোগ কামনার পুরুষার্থ সর্ব্বসার
স্থির করি, বাসনা পূরণে হয়ে রত,
মৃত্যু নাহি যত দিন ক্লান্তিহীন নিশিদিন
অসংখ্য চিন্তায় মগ্ন হইয়া সতত
পাতি আশা ফাঁদ কত ঘটায় প্রমাদ কত ?
স্বার্থসিদ্ধি জন্য কামক্রোধপরায়ণ
হৈয়া করে শত শত পীড়নাদি কর্ম্ম কত
ধনরাশিলাভে থাকে ব্যস্ত অনুক্ষণ ॥ ১১ । ১২ ॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩ ॥
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪ ॥
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫ ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬ ॥

অদ্য ময়া ইদং লব্ধং ইদং মনোরথং প্রাপ্স্যে [অদ্য আমার দ্বারা এই বস্তু (ধনাদি) প্রাপ্ত হইল, এই অভিলষিত বস্তু আমি প্রাপ্ত হইব] ইদং মে অস্তি পুনঃ অপি ইদং ধনং ভবিষ্যতি [এই (ধন) আমার আছে, আবারও (আমার) এত ধন হইবে] অসৌ শত্রুঃ ময়া হতঃ অপরান্ অপি চ হনিষ্যে (এই শত্রু আমার দ্বারা হত হইয়াছে, আরও অন্য শত্রুগণকে বিনাশ করিব) অহং ঈশ্বরঃ অহং ভোগী অহং সিদ্ধঃ বলবান্ সুখী (আমি প্রভু আমি লব্ধকাম, বলবান্ ও সুখী) (অহং) আঢ্যঃ অভিজনবান্ অস্মি ময়া সদৃশঃ অন্যঃ কঃ অস্তি (আমি ধনশালী, কুলীন, আমার সমকক্ষ আর কে আছে) যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্যে ইতি অজ্ঞানবিমোহিতাঃ (আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, বিপুল আনন্দ লাভ করিব এইরূপ নানা প্রকার ভ্রম ধারণায় মুগ্ধ হইয়া) অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ মোহজালসমাবৃতাঃ কামভোগেষু প্রসক্তাঃ (সন্তঃ) (বিবিধ কুবাসনা দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত অজ্ঞানমোহজালবেষ্টিত বিষয়ভোগনিরত হইয়া) অশুচৌ নরকে পতন্তি (অপবিত্র নরকে পতিত হয়) ॥ ১৩।১৪।১৫।১৬ ॥

এই সব মূঢ়জন হেন ভাবে অনুক্ষণ
কেন যে বিভোর থাকে, শুন ধনঞ্জয়!
মনে ভাবে "এই ধন আজি করিনু অর্জ্জন,
অভিলাষ সিদ্ধি মোর হইবে নিশ্চয়।
আছে মোর ধন এত আরও বা পাইব কত
ধন দিয়া পাব কত মনোমত নিধি,
আমারি চেষ্টায় ধন, আমি করি উপার্জ্জন
আমি করি শত্রুনাশ, আমিই ত বিধি।
সুখ ভোগ করিবারে আসিয়াছি এ সংসারে
যাহা ইচ্ছা করিব তা অবশ্যই হবে ;
সমর্থ বিষয় ভোগে বলী আমি বলযোগে,
আমি ধন জন সহ সুখী এই ভবে।
আমি মহা ধনবান কেবা বা মম সমান,
সৎবংশে জন্ম মোর, গুণের আধার,

মহা আড়ম্বরপূর্ণ যশপ্রদ যজ্ঞ কর্ম্ম
সাধন করিতে মোর আছে অধিকার।
চিত্তবিনোদন তরে যারা স্তুতি গান করে
তুষ্ট করি সে সবারে করি অর্থ দান।"
হৈয়া অজ্ঞানে আবৃত এইরূপ কথা কত
দিবানিশি কহে তারা ; নাহি শুদ্ধজ্ঞান॥
বেড়াজালে বদ্ধ মীন ঘুরে ঘুরে নিশিদিন
বাহির হইতে নারে মরে মিছা আশে ;
এ সব দুষ্কৃতগণ সেইরূপ অনুক্ষণ,
আবদ্ধ হইয়া থাকে ঘোর মোহ ফাঁসে।
অন্তহীন কু বাসনা করে সদা উপাসনা ;
পথভ্রান্তসম ছুটে এ দেশে সে দেশে ;
বিষয়ভোগোপভোগে ব্যস্ত থাকি সানুরাগে,
মরণান্তে অপবিত্র নরকে প্রবেশে॥১৩।১৪।১৫।১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ১৭ ॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮ ॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধাঃ ধনমানমদান্বিতাঃ তে (আপনার মনেই অহঙ্কৃত, বিনয়গুণবর্জ্জিত, রুক্ষ, ধনাভিমানদর্পযুক্ত সেই আসুর ব্যক্তিগণ) দম্ভেন নামযজ্ঞৈঃ অবিধিপূর্ব্বকং যজন্তে (দম্ভযুক্ত হইয়া নামমাত্র যজ্ঞ করিয়া বিধিবর্জ্জিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে) ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কারং, বলং, দর্পং, কামং, ক্রোধং, চ সংশ্রিতাঃ (আশ্রয় করিয়া) (তে) আত্মপরদেহেষু মাং প্রদ্বিষন্তঃ অভ্যসূয়কাঃ (ভবন্তি) (তাহাদের নিজের ও অপরের অন্তরস্থিত আমার প্রতি দ্বেষ করিয়া অসূয়াপরবশ হইয়া ভক্তাদিরও সদ্গুণাদিতে দোষদর্শী হয়) ॥ ১৮ ॥

অহঙ্কারে আত্মতৃপ্ত, মদোন্মত্ত, ধনদৃপ্ত,
দর্পস্ফীতবক্ষ-শির নারে নোয়াইতে ;
নামে মাত্র যজ্ঞ করে, দম্ভ-অহঙ্কারভরে,
শাস্ত্রবিধি নাহি মানে সুফল পাইতে ॥১৭॥
আসুর মানবগণ ডুবে থাকে অনুক্ষণ,
কাম, ক্রোধ, বল, দর্প আর অহঙ্কারে,

সর্ব্বজীবের যেমন দেহে তাদেরো তেমন
আত্মারূপে প্রতিষ্ঠিত আমি যে অন্তরে,
নাহি মানে এই সত্য কটু উক্তি করে নিত্য
মোর প্রতি শত শত, কুযুক্তি আশ্রয়ে,
সাধু গুরু নাহি মানে বিদ্বেষ সজ্জন সনে,
অস্থির, অশান্তসম থাকে মত্ত হ'য়ে ॥ ১৮ ॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯ ॥

অহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ নরাধমান্ তান্ অশুভান্ (আমি দ্বেষকারী খল নরাধম অশুভকারী সেই ব্যক্তিগণকে) সংসারেষু আসুরীষু যোনিষু এব অজস্রং ক্ষিপামি (সংসারে আসুরী যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করি) ॥ ১৯ ॥

লভিয়া দুর্লভ জন্ম　　　ত্যজি সর্ব্ব সার ধর্ম্ম
পরাশান্তি মোক্ষ কিংবা সান্নিধ্য আমার ;
মজে আসুরী সম্পদে　　　দেবগণনিন্দাবাদে
জীবের অনিষ্ট যারা করে অনিবার,
হেন আসুর মানবে　　　আর না পাঠাই ভবে
মানুষ করিয়া ; নীচ পশুযোনি পায়,
ব্যাঘ্র, সর্প আদি যত　　　আসুরা প্রকৃতিগত
জন্তু হৈয়া বার বার আসে আর যায় ॥ ১৯ ॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০ ॥
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১ ॥

কৌন্তেয়। মূঢ়াঃ জন্মনি জন্মনি আসুরীং যোনিং আপন্নাঃ (সন্তঃ) [অবিবেকী ব্যক্তিগণ (এইরূপে) জন্মে জন্মে নীচ আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া] মাং অপ্রাপ্য (এবং আমাকে না পাইয়া) এব ততঃ অধমাং গতিং যান্তি (সেই জন্যই অধমা গতি লাভ করে) ॥২০॥

কামঃ, ক্রোধঃ তথা লোভঃ ইদং ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারং (কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার স্বরূপ) আত্মনঃ নাশনং তস্মাৎ এতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ [(কারণই) আত্মার অধোগতিরূপ বিনাশের কারণ, সেইজন্য এই তিনটি রিত্যাগ করিবে] ॥২১॥

শুন কুন্তীর নন্দন। যত অবিবেকীজন
নীচযোনি লভি এইরূপে বার বার,
না পায় সন্ধান মোর, ছেঁড়ে না কর্ম্মের ডোর,
নিম্নতর স্তরে ক্রমে যাইবে আবার ॥ ২০ ॥
কাম, ক্রোধ আর লোভ বাড়ায় চিত্তের ক্ষোভ,
নরকের দ্বার বলি এ তিনে জানিবে,
যেবা তিনের ভিতরে একেরও সেবা করে
তাহারেও অধোগামী হইতে হইবে।

রিপুসেবা অবিরত অনর্থ ঘটায় যত
ক্রমে ক্রমে জীব-আত্মা অধোগত হয়।
অতি ক্রোধ লোভ, কাম, যে জন্তুতে বিদ্যমান,
তাহাদেরি কুলে জন্ম লভিবে নিশ্চয়।
এ তিন প্রশস্ত দ্বার খোলা সম্মুখে সবার,
সাবধান। কেহ যেন প্রবেশ না করে।
প্রবেশিলে আত্মনাশ, অনন্ত নরকে বাস।
হ'তে পারে নরদেহ বহুজন্ম পরে ॥ ২১ ॥

এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২ ॥
যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩ ॥

কৌন্তেয়! এতৈঃ ত্রিভিঃ তমোদ্বারৈঃ বিমুক্তঃ নরঃ (এই তিন তমোময় নরকের দ্বারস্বরূপ কামাদিবিমুক্ত ব্যক্তি) আত্মনঃ শ্রেয়ঃ আচরতি ততঃ পরাং গতিং যাতি (স্বীয় আত্মার ঊর্দ্ধগতি প্রাপ্তির হেতুস্বরূপ তপস্যাদি আচরণ করে, তাহার পর পরমগতি লাভ করে) ॥ ২২ ॥

যঃ শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য কামকারতঃ (সন্) বর্ত্ততে (যে শাস্ত্রের বিধানানুযায়ী কর্ম্মসকল পরিত্যাগ করিয়া কামনার অধীন হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) সঃ সিদ্ধিং ন অবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং (প্রাপ্নোতি) [সে পুরুষার্থলাভের যোগ্যতা, কিংবা সুখ, কিংবা পরমগতি (কিছুই) প্রাপ্ত হইতে পারে না] ॥ ২৩ ॥

এই তিন তমোদ্বারে, প্রবেশ যে নাহি করে,
কাম, ক্রোধ, লোভ হ'তে সেই মুক্ত হয়;
অধিকার জন্মে তার শ্রেয়ঃ লাভ করিবার,
তখন করিবে তপ ব্রত সমুদয়।
ক্রমে তপশ্চর্য্যা হ'তে যাইবে সাধন পথে,
দিনে দিনে লভিবে সে প্রভূত কল্যাণ,
দিন শেষ হ'লে পরে মৃত্যুরে উপেক্ষা ক'রে
পরম পিতার পদে লভিবেক স্থান ॥ ২২ ॥

অশেষ কল্যাণময় শাস্ত্রগ্রন্থ সমুদয়,
ইচ্ছাবশে তুচ্ছ বলি মানে যেই জন,
তার তত্ত্বজ্ঞানোদয়, সুখ, মোক্ষ নাহি হয়
ইহকাল বৃথা, অন্তে নিরয় গমন ॥ ২৩ ॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥ ২৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

তস্মাৎ কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ শাস্ত্রং তে প্রমাণং (অতএব কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য-অবধারণে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ) শাস্ত্র-বিধানোক্তং জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্ম কর্ত্তুং অর্হসি (শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মাদির বিষয় অবগত হইয়া এই কর্ম্মাধিকারভূমিতে কর্ম্ম করিবার যোগ্য হও)॥ ২৪ ॥

সর্ব্বোত্তম বুদ্ধি ধর কর্ত্তব্য যা স্থির কর
বিশেষ বুঝিয়া আগে শাস্ত্রের বিধান
কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হৈয়া হও কর্ম্মে রত,
কার্য্যাকার্য্য নির্ণয়েতে শাস্ত্রই প্রমাণ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—কৃষ্ণ! যে তু শাস্ত্রবিধিং উৎসৃজ্য [হে কৃষ্ণ! যাহারা কিন্তু শাস্ত্রের বিধান (কঠোর মনে করিয়া) পরিত্যাগ করিয়া] শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ যজন্তে (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উপাসনা করে,) তেষাং নিষ্ঠা কা সত্ত্বং রজঃ আহো তমঃ [তাহাদিগের সেই প্রকার নিষ্ঠা (যুক্ত অবস্থা) কিরূপ? সাত্ত্বিকী রাজসী অথবা তামসী?] ॥ ১ ॥

অর্জ্জুন কহিলেন—কেহ যদি নাহি জানে শাস্ত্র কিবা কয়,
কিংবা বিধিমত কার্য্যে না পায় সময়,
অথবা আলস্যবশে ভয় পায় মনে,
শাস্ত্র অনুযায়ী সব কর্ম্ম অনুষ্ঠানে,
কিন্তু সেই ব্যক্তি যদি তব পূজা করে,
পরাণ ভরিয়া ডাকে শ্রদ্ধা সহকারে,
দেখিয়া তাহার নিষ্ঠা লাগে চমৎকার,
কিন্তু, কি প্রকার নিষ্ঠা তাহা বুঝা ভার।
হে কৃষ্ণ! এ নিষ্ঠা তার সত্ত্বগুণাশ্রিতা,
রজো গুণময়ী কিংবা তমো গুণান্বিতা? ॥ ১ ॥

শ্রীভগবানুবাচ—ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥ ২ ॥
সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)—দেহিনাং সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চ ইতি ত্রিবিধা এব শ্রদ্ধা ভবতি [প্রাণিগণের মধ্যে সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণ এই তিন প্রকার গুণযুক্ত শ্রদ্ধাই (মিশ্র বা বিভিন্নভাবে) বিদ্যমান দেখা যায়] সা স্বভাবজা তাং শৃণু [সেই শ্রদ্ধা প্রকৃতিগত (জন্মান্তর সংস্কারজাত), তাহার বিষয় শ্রবণ কর] ॥ ২ ॥

ভারত ! সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা সত্ত্বানুরূপা ভবতি (সকলেরই শ্রদ্ধা আপন আপন অন্তঃকরণবৃত্তি অনুযায়ী উপজাত হয়) অয়ং পুরুষঃ শ্রদ্ধাময়ঃ (অর্থাৎ মানুষ মাত্রেই কোন না কোন বিষয়ে শ্রদ্ধাসম্পন্ন) যঃ যচ্ছ্রদ্ধঃ সঃ এব সঃ (যে পুরুষ যেরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত তাহাই তাহার স্বরূপ বা বৈশিষ্ট্য) ॥ ৩ ॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আছে স্থূলদেহধারী যত নরনারী,
পূর্ব্বের সংস্কার কিছু আছে ত সবারি,
সংস্কারের বশে থাকে দোষ গুণ যত,
স্বাভাবিক সে সকলে বলিছে সতত।

শ্রদ্ধাও তেমনি এক স্বাভাবিক বৃত্তি
ভিন্ন ভিন্ন আধারেতে ভিন্ন ভাবে স্ফূর্ত্তি।
শুন পার্থ! শ্রদ্ধা তিন প্রকারে বিভক্ত,
সাত্ত্বিকী ও রাজসিকী, তামসিকী ব্যক্ত ॥ ২ ॥
ভিন্ন ভিন্ন অংশে তিন গুণেতে সৃজিত
দেহের সহিত পূর্ব্বসংস্কার মিশ্রিত

অন্তঃকরণের মধ্যে বৃত্তি যে সকল,
তার মাঝে শ্রদ্ধাবৃত্তি অতি সুকোমল।
অন্তঃকরণের তারতম্য অনুসারে
ভিন্ন ভিন্ন দেহে শ্রদ্ধা ভিন্ন রূপ ধরে।
যদিও এ বৃত্তি সত্ত্বগুণেতে উদ্ভূত,
• রজঃ তমঃ সংমিশ্রণে ভিন্নভাবযুত।

সাত্ত্বিক করমে, কারো শ্রদ্ধা দেখা যায়,
রাজসিক কর্ম্মে কেহ আত্মহারা হয়,
তামসিক কর্ম্মে শ্রদ্ধা কাহারো অপার
ভিন্ন ভিন্ন দেহে শ্রদ্ধা বিভিন্ন প্রকার ॥ ৩ ॥

• শ্রদ্ধা—জনসাধারণের অবগতির সুবিধার জন্য শ্রদ্ধা তিন প্রকার উক্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিকী ব্যতীত রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা বলিয়া যাহা উক্ত হইতেছে তাহা রজো-তমোগুণবহুল কর্ম্মে আসক্তি বলা যাইতে পারে। ফলতঃ শ্রদ্ধা বলিতে রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধা অতিক্রম করিয়া সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাই একমাত্র যথার্থ শ্রদ্ধাপদবাচ্য।

(শ্রীশ্রীধর স্বামী প্রভুপাদের অভিপ্রায়)

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥ ৪ ॥
অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫ ॥
কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬ ॥

সাত্ত্বিকাঃ দেবান্ যজন্তে রাজসাঃ যক্ষরক্ষাংসি (সত্ত্বগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ দেবতার পূজা করে, রাজসিকগণ কুবেরাদি যক্ষ ও রাক্ষসের পূজা করে) অন্যে তামসাঃ জনাঃ প্রেতান্ ভূতগণান্ চ যজন্তে (আর অপর তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ প্রেত ও ভূতগণের উপাসনা করে) ॥ ৪ ॥

দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ যে অচেতসঃ জনাঃ (সর্ব্বাভিমানযুক্ত, কামনা-অনুরাগ-বলসম্পন্ন যে সকল অবিবেকী ব্যক্তি) শরীরস্থং ভূতগ্রামং অন্তঃশরীরস্থং মাং চ এব কর্শয়ন্তঃ [শরীরস্থ ইন্দ্রিয়সমূহ দেহাভ্যন্তরস্থিত আত্মস্বরূপ আমাকে (অভিপ্রেত সদনুষ্ঠানাদি না করিয়া) ক্লেশ প্রদান করিয়া] অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপঃ তপ্যন্তে (শাস্ত্রবিরুদ্ধ উগ্র তপস্যাদি করিয়া থাকে) তান্ আসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধি (তাহাদিগকে আসুরবুদ্ধিযুক্ত বলিয়া জানিবে) ॥ ৫.৬ ॥

সত্ত্বগুণে নিষ্ঠা যার পূজে দেবগণ,
রজোনিষ্ঠ করে কুবেরাদির ভজন ;
পিশাচ প্রকৃতি যত তমোনিষ্ঠজন
দিবানিশি করে ভূত পিশাচ ভজন ॥ ৪ ॥
হিতকর শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া,
দম্ভ অহঙ্কারে সদা বিভোর হইয়া,
কামনা ও আসক্তির বিষয় সকল
লভিবারে প্রয়োজন যতটুকু বল,
সে বল স্বকার্য্যে প্রাণপণে নিয়োজিয়া
বহিরিন্দ্রিয়সকলে দুর্ব্বল করিয়া
পরমাত্মা-অংশ আত্মা দেহের ভিতরে
তাঁহাকেও খর্ব্ব করি নিজ কদাচারে
উৎকট তপস্যা কিংবা যজ্ঞে রত হয়
'অসুর স্বভাব' তার জানিবে নিশ্চয় ॥ ৫।৬ ॥

আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭ ॥
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ ॥

সর্ব্বস্য অপি (যঃ) আহারঃ, (সঃ) তু ত্রিবিধঃ প্রিয়ঃ ভবতি (সকল প্রাণীর যে আহার্য্য বস্তু আছে তাহাও তিন প্রকারে প্রিয় হইয়া থাকে) তথা যজ্ঞঃ তপঃ দানং (চ) [সেইরূপ যজ্ঞ, তপ ও দানও (ত্রিবিধ)] তেষাং ইমং ভেদং শৃণু (তাহাদিগের এই প্রকার বিভিন্নতার বিষয় শোন) ॥ ৭ ॥

আয়ুঃ (জীবন) সত্ত্বং (চিত্তস্থৈর্য্য বা বীর্য্য) বলং (সামর্থ্য) আরোগ্যং, সুখং, (প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (প্রীতিবর্দ্ধক), রস্যাঃ (সরস), স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (সারাংশবিশিষ্ট) হৃদ্যাঃ (পবিত্র, মনোরম) আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (ভবন্তি) [আহার্য্যবস্তুগুলি সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন ব্যক্তির প্রিয় (হইয়া থাকে)] ॥ ৮ ॥

শ্রদ্ধাসম আহার তপস্যা, যজ্ঞ, দান,
তিনগুণভেদে সংসারেতে বিদ্যমান॥ ৭ ॥
খাদ্যগুণে ঘুচে ক্রমে মনের বিকার,
খাদ্যদোষে জীব হয় মত্ত অনিবার।
যে খাদ্য খাইলে হয় সুদীর্ঘ জীবন,
অবসাদ দূরে যায় স্থির হয় মন,
দুর্ব্বল হ'লেও হয় বলের সঞ্চার
মিতাহারী হলে রোগ নাহি হয় আর,
যে খাদ্য খাইলে হয় সুতৃপ্তি অপার,
অনুতাপ নাহি হয় করিয়া আহার,
মধুর আস্বাদ স্নেহদ্রব্যযুক্ত আর
শরীরেতে ব্যাপ্ত হয় শুভ ক্রিয়া যার,
দুর্গন্ধ অশুচিদোষবর্জ্জিত আহার,
চিত্ত আকর্ষণ করে গুণেতে যাহার,
সেই সব খাদ্যে হয় সত্ত্বগুণোদয়,
সাত্ত্বিক ব্যক্তির তাহা অতি প্রিয় হয় ॥ ৮ ॥

কট্ব্ম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯ ॥
যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুসিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০ ॥

কটু-অম্ল-লবণ (ক্ষারযুক্ত) অতিউষ্ণ, তীক্ষ্ণ (মরিচাদির ন্যায়) রুক্ষঃ (স্নেহপদার্থবিহীন) বিদাহিনঃ (দাহকর গুণযুক্ত), দুঃখ-শোকাময়প্রদাঃ (দুঃখশোকরোগোৎপাদক) আহারাঃ রাজসস্য ইষ্টাঃ (ভবন্তি) (আহার্য্য দ্রব্যাদি রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রিয়) ॥ ৯ ॥

যাতযামং (প্রহরাধিক কাল পূর্ব্বে পক্ক বিগতগুণ) গতরসং (বিগতরস) পূতি (দুর্গন্ধ) পর্য্যুষিতং (পূর্ব্বদিনপক্ক) উচ্ছিষ্টং অমেধ্যং চাপি যৎ ভোজনং (উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র যে ভোজ্যবস্তু) তৎ তামসপ্রিয়ং (তাহা তমোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রিয়) ॥ ১০ ॥

অতি অম্ল, অতি উষ্ণ, লবণাক্ত হয়,
মরিচের মত তীক্ষ্ণ, তিক্ত অতিশয়,
অতি রুক্ষ নাহি স্নেহ পদার্থের লেশ,
অতি দাহকর যেন সর্ষপবিশেষ,
প্রিয় খাদ্য রাজস প্রকৃতি হয় যার
ভোজনে অবশ্য ঘটে মনের বিকার।
এ খাদ্যে ক্রমশঃ ঘটে দেহেরও বিকার
শেষে হয় রোগ, শোক, দুঃখের আধার ॥ ৯ ॥

অর্দ্ধপক্ক, রসশূন্য, দুর্গন্ধবিশিষ্ট,
'বাসি'- অথবা যে খাদ্য অন্যের উচ্ছিষ্ট,
অথবা কুপথ্য আর অপবিত্র যাহা,
তামস প্রকৃতি যার ভালবাসে তাহা।
অবশ্য এ সব খাদ্যে আয়ুক্ষয় হয়
দেহে হয় ব্যাধি, চিত্তে বৈকল্য উদয়।
আত্মা হয় অধোগত অন্তিমে দুর্গতি
এ সব খাদ্যের প্রতি হয় যার রতি ॥ ১০ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১ ॥
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২ ॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যষ্টব্যং এব ইতি মনঃ সমাধায় (ফলাকাঙ্ক্ষাবর্জ্জিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্যই এইরূপে মনকে স্থির করিয়া) বিধিদিষ্টঃ যঃ যজ্ঞঃ ইজ্যতে সঃ সাত্ত্বিকঃ (শাস্ত্রবিহিত যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় তাহা সাত্ত্বিক) ॥ ১১ ॥

(হে) ভরতশ্রেষ্ঠ ফলং অভিসন্ধায় তু দম্ভার্থং এব অপি চ যৎ ইজ্যতে (ফল উদ্দেশ্য করিয়া এবং নিজের দম্ভযুক্ত আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়) তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি (সেই যজ্ঞ রাজসিক বলিয়া জানিও) ॥ ১২ ॥

পৃথিবীতে হয় বহু যজ্ঞ আয়োজন,
সাত্ত্বিকাদি ভেদে হয় ভিন্ন প্রকরণ।
যে যজ্ঞের আয়োজনে ফলাকাঙ্ক্ষা নাই,
কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্মী করিছে সদাই,
যে যজ্ঞেতে মন আছে ঈশ্বরে নিবিষ্ট,
যে যজ্ঞের সর্ব্বকর্ম্ম শাস্ত্র-উপদিষ্ট,
হেন যজ্ঞে সাত্ত্বিক বলিয়া কর জ্ঞান,
এই অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির নিদান ॥ ১১ ॥

স্বর্গাদি ফলেতে লক্ষ্য যে যজ্ঞানুষ্ঠানে,
আত্মপ্রতিষ্ঠা ও দম্ভ যার আয়োজনে,
হলেও এ সব যজ্ঞ শাস্ত্রবিধিমত
রাজস বলিয়া ইহা হও অবগত।
এ যজ্ঞ বাঞ্ছিত নহে সাত্ত্বিকজনের,
সকাম বলিয়া শুদ্ধি না হয় চিত্তের।
শুদ্ধচিত্ত চাহে যারা আত্মার উদ্গতি,
সকাম রাজস যজ্ঞে নাহি হয় রতি ॥ ১২ ॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩ ॥
দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্ ।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ ॥

বিধিহীনং অসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনং অদক্ষিণং (শাস্ত্রবিধিবর্জ্জিত, অন্নদানসম্পর্কশূন্য শুদ্ধউচ্চারণসহমন্ত্রবর্জ্জিত, অদত্তদক্ষিণা,) শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে [শ্রদ্ধাবিহীন যজ্ঞকে (পণ্ডিতগণ) তামস বলিয়া থাকেন] ॥ ১৩ ॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচং আর্জ্জবং ব্রহ্মচর্য্যং অহিংসা চ (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পূজা, দেহের অন্তর-বাহিরে শুদ্ধি, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা) শারীরং তপঃ উচ্যতে (শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে) ॥ ১৪ ॥

শাস্ত্রবিধি নাহি মানি হয় অনুষ্ঠান,
যে যজ্ঞেতে নাহি হয় ভূরি অন্নদান,
উপযুক্ত মন্ত্রহীন, দক্ষিণা রহিত,
শ্রদ্ধাশূন্য যত যজ্ঞ তামস কথিত।
রাজস যজ্ঞেতে বিধিমত অনুষ্ঠান
হয় বলি, যজ্ঞকারী কাম্যফল পান।
উদ্দেশ্য ও অনুষ্ঠান দোষযুক্ত হয়
তামস যজ্ঞেতে, তাই মন্দ ফল হয় ॥ ১৩ ॥

তপ-কথা কহি তবে করহে শ্রবণ—
দেব, দ্বিজ, গুরু আর প্রাজ্ঞের পূজন,
শরীর শোধন, শুদ্ধ দ্রব্য ব্যবহার,
যাহাতে নিরোগ, দেহে না ঘটে বিকার,
দেহে, মনে বিদ্যমান সদা শৌচভাব,
সসংযম ব্রহ্মচর্য্য, সরল স্বভাব,
দেহে, বাক্যে কিংবা মনে অহিংসা জীবের,
এই সকল লক্ষণ কায়িক তপের ॥ ১৪ ॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

অনুদ্বেগকরং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ বাক্যং (অশান্তিকরক্লেশবর্জ্জিত অর্থাৎ শান্তিদায়ক সত্য, মনোরম এবং হিতকর যে বাক্য) স্বাধ্যায়াভ্যসনং চ এব বাঙ্ময়ং তপঃ উচ্যতে (ও বেদাভ্যাস বাচিক তপস্যা বলিয়া কথিত) ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনং আত্মবিনিগ্রহঃ ভাবসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের প্রসন্নতা, পরহিতৈষিতা, বাক্‌সংযম, মনোনিরোধ, মায়ারহিত অবস্থা) ইতি এতৎ মানসং তপঃ উচ্যতে (এই সকল মানস তপস্যা বলিয়া কথিত) ॥১৬॥

হেন বাক্য যাহে কারো দুঃখ নাহি হয়,
সকল সময়ে সত্য, মিথ্যা কভু নয়,
যে বাক্য শুনিলে লোকে পরিতৃপ্ত হয়,
যাহার প্রয়োগ জীবহিতকল্পে হয়,
বেদাভ্যাসে হয় যেই বাক্য ব্যবহার
তপ মধ্যে বাঙ্ময় তপ নাম তার ॥১৫॥
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অনাকুল মন,
অকপট পরহিতে রত অনুক্ষণ,
ত্যজিয়া অযথা বাক্য স্থির মৌন ভাব
(পরিবর্ত্তন যাহাতে মনের স্বভাব)
মনের সকল গতি যে ভাবে নিরোধ,
যে দশায় চিত্তে নাহি জাগে কাম ক্রোধ,
মায়া, মোহ ও চাঞ্চল্য তিরোহিত হবে,
ভিন্ন ব্যবহারে ভাবান্তর নাহি হবে ;
এ অবস্থা প্রাপ্ত হয় যে সাধনা-বলে,
শাস্ত্রবাক্য তাহারে মানস তপ বলে ॥১৬॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥১৭॥
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ যুক্তৈঃ নরৈঃ পরয়া শ্রদ্ধয়া তপ্তং (ফলাকাঙ্ক্ষারহিত একাগ্রচিত্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধাসহ অনুষ্ঠিত) তৎ ত্রিবিধং তপঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে [পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ তপস্যাকে (পণ্ডিতগণ) সাত্ত্বিক তপ বলিয়া থাকেন] ॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং দম্ভেন চ এব যৎ তপঃ ক্রিয়তে (অভিবাদন, সম্মান ও পূজা লাভের জন্য, অনুষ্ঠাতা ধর্ম্মধ্বজি প্রতিপন্ন হইবার জন্য দম্ভসহকারে, যে তপস্যা আচরিত হয়) ইহ চলং অধ্রুবং তৎ তপঃ রাজসং প্রোক্তং (ইহলোকে চঞ্চল ও ক্ষণিক ফলযুক্ত সেই তপস্যা রাজস বলিয়া কথিত) ॥১৮॥

যে তপ কায়িক কিংবা বাচিক, মানস,
অনুষ্ঠান করে হৈয়া শ্রদ্ধাপরবশ,
সমাহিতচিত্ত ফল কামনা রহিত,
সেই তপ সাত্ত্বিক বলিয়া অভিহিত ॥১৭॥
কপট সংন্যাসী আর বহু ধনিগণ
মান বাড়াইতে করে তপ আচরণ;
মনে করে আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে
সাধু বলি পূজিবে তাহারে সর্ব্বজনে,
ধর্ম্মধ্বজি নাম তার ঘোষিবে সকলে
তাহাদের কৃত তপ-অনুষ্ঠান ফলে।
এই রূপ মান, পূজা লাভের আশায়
যে তপ তাহারে রাজসিক বলা যায়।
অতি অল্পস্থায়ী হয় এ তপের ফল,
দুদিনেই বুঝে লোক মিথ্যা এ সকল ॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎপীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥
দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে ।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

মূঢ়গ্রাহেণ আত্মনঃ পীড়য়া পরস্য বা উৎসাদনার্থং (অবিবেকদ্বারা নিজের নানাবিধ পীড়া জন্মাইয়া বা পরের বিনাশার্থ) যৎ তপঃ ক্রিয়তে তৎ তামসং উদাহৃতম্ (যে তপ অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত) ॥১৯॥

দাতব্যং ইতি (এবং নিশ্চিত্য) দেশে কালে চ অনুপকারিণে [কর্ত্তব্যবোধে দান করা হইবে (স্থির করিয়া) পুণ্য ক্ষেত্রে, উপযুক্ত সময়ে, সৎপাত্রে এবং প্রত্যুপকারকরণশক্তিরহিত ব্যক্তিকে] যৎ দানং দীয়তে তৎ-দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ (যে দান প্রদত্ত হয় সেই দান সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত) ॥২০॥

দুরাকাঙ্ক্ষাবশে মূঢ় অবিবেকী জন
তপ করে করি নিজ শরীর পীড়ন,
অথবা করিয়া কারো বিনাশ সাধন,
—সামান্য স্বার্থের লাগি মন্দ আয়োজন,
ইহারে তামস তপ বলিয়া জানিবে
তপফলে অমঙ্গল অবশ্য ঘটিবে ॥১৯॥
পরের হিতের জন্য দ্রব্য কিংবা ধন
দেয় কেহ, দান তাহে কহে সর্ব্বজন ।

যদি কেহ ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া মনে,
তীর্থক্ষেত্রে কিংবা তুল্য সুপবিত্র স্থানে,
গ্রহণাদিকালে কিংবা উপযুক্ত ক্ষণে
বিদ্বান্, নির্লোভ, শুচি, কিংবা দীনজনে
তাহার অভাব যাহা দূর করিবারে,
প্রত্যুপকারের কথা না ভাবি অন্তরে
শুধু উপকার তরে যাহা করে দান,
সে দান সাত্ত্বিক বলি কর অবধান ॥২০॥

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

যৎ তু প্রত্যুপকারার্থং ফলং উদ্দিশ্য বা পুনঃ চ পরিক্লিষ্টং দীয়তে (যে দান প্রত্যুপকারের আশায়, অথবা ফলের কামনায় অথবা কষ্টের সহিত প্রদত্ত হয়) তৎ দানং রাজসং স্মৃতম্ (সেই দান রাজস বলিয়া কথিত) ॥২১॥

অদেশকালে অপাত্রেভ্যঃ চ অসৎকৃতং অবজ্ঞাতং যৎ দানং দীয়তে (অপবিত্র বা কদর্য্য স্থানে, অশৌচকালে ও দানাদির জন্য অপ্রশস্ত সময়ে, শিষ্টাচার বর্জ্জিত, অবজ্ঞাসংযুক্ত যে দান প্রদত্ত হয়) তৎ তামসং উদাহৃতম্ (তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়) ॥২২॥

উদ্দেশ্য সিদ্ধির লাগি যাহা দান করে,
দান করি প্রত্যুপকারের আশা করে,
অথবা দানের শেষে অন্তরেতে ক্লেশ
কিংবা অনুতাপ হয় যাহাতে বিশেষ,
সে দান রাজস বলি জানিবে নিশ্চয়
সাত্ত্বিক দানের তুল্য তাহা কভু নয়।

যে সময় শুভ কর্ম্মে উপযুক্ত নয়,
যে যে স্থান অসৎসঙ্গে অপবিত্র হয়,
সে সময়ে সেই স্থানে হয় যে যে দান
তামসিক সেই দান কুফলনিদান।
যে যে দানে নাহি কোন বিনয়, পূজন,
থাকে অবজ্ঞার ভাব, অপ্রিয় ভাষণ,
বিরক্তি অথবা থাকে অহঙ্কার, মান,
তামস জানিবে সদা এসকল দান ॥২২॥

ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

ওঁ তৎ সৎ ইতি ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ নির্দ্দেশঃ ("ওঁ তৎ সৎ" এই ব্রহ্মের তিন প্রকার নাম শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে) তেন ব্রাহ্মণাঃ চ বেদাঃ চ যজ্ঞাঃ চ পুরা বিহিতাঃ (সেই ওঁকার বাক্যের তিন অংশ দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্ট হইয়াছে) ॥২৩॥

"ওঁ" গুহ্যাক্ষরী মন্ত্র, দৃষ্টির অতীত
ব্রহ্মসম সেই বস্তু "তৎ" বলি কথিত।
"সৎ" যাহা দৃশ্যমান মঙ্গল নিদান,—
তিন বাক্যে যে সকল ব্রহ্মের সমান।
সুধাসম ওঁ তৎ সৎ শব্দত্রয়
ব্রহ্মপ্রতিপাদক যে জানিবে নিশ্চয়।
নামরূপ এই তিন শব্দ ব্রহ্মসম,
ইহা হ'তে বেদ-যজ্ঞ-ব্রাহ্মণ জনম।
বাহির, অন্তর, কর্ম্ম শুদ্ধ করিবার,
কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠানে দোষ নাশিবার;
সে সচ্চিদানন্দ পদ করাতে স্মরণ
এ মহা বাক্যের শক্তি আছে সর্ব্বক্ষণ।
এ সকল শক্তি আছে বলিয়া ইহার
সর্ব্ব শুভ কর্ম্ম সহ আছে ব্যবহার।
সাত্ত্বিক আহার আর যজ্ঞ, তপ, দানে
কিছু দোষ হ'তে পারে কর্ম্ম অনুষ্ঠানে;
শ্রদ্ধাসহ ওঁ তৎ সৎ উচ্চারণে
অলক্ষিত দোষ নষ্ট হয় সেই ক্ষণে ॥২৩॥

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥২৫॥

তস্মাৎ ওঁ ইতি উদাহৃত্য ব্রহ্মবাদিনাং (সেই জন্যই অর্থাৎ পরব্রহ্মের স্বরূপ ওঁতৎসৎ হইতেই জগতের আরম্ভ হইয়াছে "ওঁ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া বেদজ্ঞদিগের) বিধানোক্তাঃ যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ সততং প্রবর্ত্তন্তেঃ (শাস্ত্রকথিত যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম সতত সম্পাদিত হয়) ॥২৪॥

"তৎ" ইতি (উদাহৃত্য) ফলং অনভিসন্ধায় ("তৎ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া ফল কামনা না করিয়া) মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ বিবিধাঃ যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ দানক্রিয়াঃ চ ক্রিয়ন্তে (মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নানাবিধ যজ্ঞ, তপস্যা ও দানক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়) ॥২৫॥

পরব্রহ্মের স্বরূপ ওঁ তৎ সৎ
হইতে আরম্ভ হইয়াছে এ জগৎ ;
তাই যজ্ঞ-দান-তপ-কর্ম্ম শাস্ত্রমতে
হয় যবে, সকল কর্ম্মের প্রারম্ভতে
সাত্ত্বিক স্বভাব যুক্ত বেদবিৎগণ
করিয়া থাকেন "ওঁ" নাম উচ্চারণ ॥২৪॥
মোক্ষকামী ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া
অহংশূন্য ব্রহ্মনাম "তৎ" উচ্চারিয়া
সেই ব্রহ্মে করি যত ফল সমর্পণ
বিধিমত সব কর্ম্ম করে আচরণ ॥২৫॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥

পার্থ ! সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সৎ ইতি এতৎ প্রযুজ্যতে (সদ্ভাবে সত্তার ভাবে অর্থাৎ অস্তিত্ববিষয়ে এবং সাধুভাবে "সৎ" এই শব্দ প্রযুক্ত বা ব্যবহৃত হয়) তথা প্রশস্তে কর্ম্মনি চ সৎশব্দঃ যুজ্যতে (এবং কল্যাণজনক কর্ম্মেও "সৎ" শব্দ প্রযুক্ত হয়) ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ (যা) স্থিতিঃ (সা) সৎ ইতি চ উচ্যতে (যজ্ঞে, তপস্যায়, দানে যে আন্তরিক আগ্রহ সহ নিষ্ঠা তাহাকে "সৎ" বলে) তদর্থীয়ং কর্ম্ম চ এব সৎ ইতি এব অভিধীয়তে (ঈশ্বরের উদ্দেশে যে কর্ম্ম তাহাও "সৎ" বলিয়া কথিত হয়) ॥২৭॥

শুন পার্থ ! "সৎ" শব্দের কিছু পরিচয়,
ব্রহ্ম সম্বন্ধ হ'লেও—গুণের আশ্রয়।
সত্তা আছে এই অর্থে দৃশ্য, বিদ্যমান,
সতত সাধুর ভাব যাহে বর্ত্তমান,
মাঙ্গলিক যত কর্ম্ম জীবের কল্যাণে
অনুষ্ঠিত হয়, "সৎ" যুক্ত সর্ব্ব-সনে।

যে স্থির ভাবনা কিম্বা নিষ্ঠা সহ দান,
যজ্ঞ, তপ কর্ম্মিগণ করে অনুষ্ঠান,
সেই নিষ্ঠা "সৎ" বলি কথিত সতত ;
আর ঈশ্বর-উদ্দেশে কৃত কর্ম্ম যত,
সেবা, পূজা বা প্রার্থনা, আত্মনিবেদন,
এ সকলি "সৎ" বলি শাস্ত্রের বর্ণন ॥২৬॥২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

অশ্রদ্ধয়া যৎ **হুতং দত্তং তপঃ তপ্তং** (অশ্রদ্ধার সহিত যে হোম, দান, তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়) **অন্যৎ** চ যৎ **কৃতং** (তৎ) **অসৎ ইতি উচ্যতে** (আরও এইরূপে যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহা অসৎ বলিয়া কথিত) হে **পার্থ**! তৎ প্রেত্য ন ইহ চ নো (ফলায় ভবতি) (হে পার্থ! তাহা না পরলোকে না ইহলোকে সুফলদায়ক হয়) ॥২৮॥

শ্রদ্ধা নাহি যে সকল যজ্ঞ, তপ, দানে,
অথবা যে কর্ম্ম করে শ্রদ্ধাহীন জনে,
অসৎ বলিয়া পার্থ! জেনো সে সকলে;
সুফলদায়ক নহে ইহ-পরকালে।

অসৎ কর্ম্মের দোষ "সৎ" উচ্চারণে
কভু নাহি নষ্ট হয় স্থির জেনো মনে,
সৎকর্ম্মেতেই যদি স্পর্শে কোন দোষ,
"ওঁ তৎ সৎ" বাক্যে হইবে নির্দ্দোষ ॥২৮॥

শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকা বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরী কবিতাব্যাখ্যা সম্পূর্ণ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও গীতাসহচরী।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

অর্জ্জুন উবাচ—

সংন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন ॥১॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—হে মহাবাহো! হে হৃষীকেশ! হে কেশিনিসূদন! সংন্যাসস্য ত্যাগস্য তত্ত্বং পৃথক্ বেদিতুং ইচ্ছামি (সংন্যাস ও ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক্‌ভাবে জানিতে ইচ্ছা করি) ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন—

সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! কেশিনিসূদন!
মহাবাহো! কর মোর সংশয় ছেদন।
অনুষ্ঠানে ফলত্যাগ, সংন্যাস কয়মে
ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন প্রকরণে

শুনিয়াছি বহুবার শ্রীমুখে তোমার,
তবুও সংশয় কিছু আছে যে আমার;
তাই মোর প্রতি অনুকম্পা প্রকাশিয়া
সংন্যাস, ত্যাগের তত্ত্ব কহ বিস্তারিয়া ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ— কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩॥

শ্রীভগবান্ উবাচ (কহিলেন)— কবয়ঃ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সংন্যাসং বিদুঃ (পণ্ডিতগণ স্বর্গাদি কামনাযুক্ত কর্ম্মসমূহের ত্যাগকে সংন্যাস বলিয়া জানেন) বিচক্ষণাঃ সর্ব্ব কর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ যত প্রকার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় সকল কর্ম্মেরই ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন) ॥২॥

একে মনীষিণঃ কর্ম্ম দোষবৎ ইতি ত্যাজ্যং প্রাহুঃ (কোন কোন পণ্ডিতগণ (সাংখ্যবাদিগণ) কর্ম্মমাত্রই দোষযুক্ত এই কারণে ত্যাগযোগ্য বলেন) অপরে যজ্ঞদান তপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং ইতি (অপর পণ্ডিতগণ (মীমাংসকগণ) যজ্ঞদানকর্ম্মাদি ত্যাগযোগ্য নহে এই কথা বলেন) ॥৩॥

শ্রীভগবান কহিলেন— সংন্যাস-লক্ষণ-ত্যাগ, কর্ম্ম সহ ফল ;
ফলত্যাগ যাহা—ত্যাগ তাহাই কেবল ॥২॥
কাম্য কর্ম্ম হ'তে রাগ, দ্বেষ, অহঙ্কার
আদি নানা কুফলের সম্ভবে সঞ্চার,
এই ভাবি সুপণ্ডিত বহু ঋষিগণ,
কাম্য কর্ম্ম দোষবৎ করেন বর্জ্জন।

অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মহাঋষিগণ
সর্ব্ব কাম্য কর্ম্ম নাহি করেন বর্জ্জন।
কাম্য কর্ম্ম মধ্যে যাহা যজ্ঞ, তপ, দান,
যাহাতে নিজের, অন্য জীবের কল্যাণ
সাধিত হইয়া কর্ম্মী যায় ব্রহ্মপথে,
করিতে বলেন সেই কর্ম্ম বিধিমতে ॥৩॥

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥৫॥

হে ভরতসত্তম! (ভরতকুলে সর্ব্বোত্তম), হে পুরুষব্যাঘ্র! (পুরুষশ্রেষ্ঠ) তত্র ত্যাগে মে নিশ্চয়ং শৃণু (এই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার অভিমত শ্রবণ কর) হি ত্যাগঃ ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্ত্তিতঃ (যেহেতু ত্যাগ তিন প্রকার শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে) ॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং তৎ কার্য্যং এব (যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি কর্ম্ম (কখনই) ত্যাজ্য নহে, তাহা করাই কর্ত্তব্য) যজ্ঞঃ দানং তপঃ চ এব মনীষিনাং পাবনানি (যজ্ঞ, দান, তপস্যা বিবেকিগণের চিত্তশুদ্ধিকর) ॥৫॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পার্থ! পুরুষপ্রবর!
ত্যাগে যে আনন্দ তাহে নাহি মতান্তর।
সে ত্যাগ ত্রিবিধ, আছে শাস্ত্রেই প্রচার
বিস্তারিয়া কহি শুন সখা হে আমার ॥৪॥
যজ্ঞ-দান-তপকর্ম্ম ত্যাজ্য কভু নয়,
এই কর্ম্মে মনুষ্যের চিত্তশুদ্ধি হয় ॥৫॥

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥
নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

পার্থ! অপি তু এতানি কর্ম্মাণি সঙ্গং ফলানি চ (কিন্তু, এই সকল কর্ম্ম, কর্ম্মে আসক্তি ও কর্ম্মের ফল) ত্যক্ত্বা কর্ত্তব্যানি (ত্যাগ করিয়া করা কর্ত্তব্য); ইতি মে নিশ্চিতং উত্তমং মতম্ (ইহা আমার সিদ্ধান্তযুক্ত স্থির উৎকৃষ্ট মত) ॥৬॥

নিয়তস্য তু কর্ম্মণঃ সংন্যাসঃ ন উপপদ্যতে (কিন্তু, নিত্যকর্ম্মের ত্যাগ যুক্তিসঙ্গত নহে); মোহাৎ অস্য পরিত্যাগঃ তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (অজ্ঞান-আলস্য বশতঃ সেই সকল নিত্যকর্ম্মের পরিত্যাগ তামসিক বলিয়া কথিত) ॥৭॥

যদিও কর্ম্মের ফলে আত্মোন্নতি হবে
তাই ব'লে কর্ম্মমোহে মজিয়া না রবে।
কর্ত্তব্য করিয়া স্থির কর্ম্ম ত করিবে
ফল ও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।
এইরূপ ত্যাগে কর্ম্মবন্ধ নাশ হয়,
মম অভিপ্রায় ইহা জানিও নিশ্চয় ॥৬॥

নিত্যকর্ম্মত্যাগ কভু সমীচীন নয়,
তাহা হৈতে হয় চিত্তশুদ্ধির উদয়।
অজ্ঞান, আলস্য, কুযুক্তির অনুগত
হৈয়া নিত্যকর্ম্মত্যাগ করে লোক কত;
এইরূপ মোহগ্রস্ত হৈয়া ত্যাগ যাহা
মূল্যহীন, নিন্দার্হ, তামস ত্যাগ তাহা ॥৭॥

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥
কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

দুঃখ ইতি এব (মত্বা) কায়ঃক্লেশভয়াৎ যৎ কর্ম্ম ত্যজেৎ (দুঃখ ইহাই (বোধ করিয়া) অথবা শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করে) সঃ রাজসঃ ত্যাগং কৃত্বা ত্যাগফলং ন লভেৎ (সেই ব্যক্তি এই প্রকার (কর্ম্মের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও না করার জন্য) রাজস ত্যাগ করিয়া ত্যাগের প্রকৃত ফল লাভ করে না) ॥৮॥ অর্জ্জুন! সঙ্গং ফলং চ এব ত্যক্ত্বা কার্য্যং ইতি (মত্বা) এব (কর্ম্মে মমতা ও কর্ম্মের ফল ত্যাগ করিয়া [(কর্ম্মানুষ্ঠান করা) কর্ত্তব্য এইরূপ ভাবনাপূর্ব্বক] যৎ নিয়তং কর্ম্ম ক্রিয়তে সঃ ত্যাগঃ সাত্ত্বিকঃ মতঃ [যে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় (নিত্যকর্ম্মসকলের যে ফলত্যাগ) সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া কথিত] ॥৯॥

যে যে ত্যাগে নাহি জন্মে বিশুদ্ধি চিত্তের,
দূর নাহি হয় রাগ, দ্বেষ অন্তরের;
আসক্তি না হয় ত্যাগ; হৈয়া জ্ঞানোদয়
পরমার্থ সাধনের হেতু নাহি হয়,
যে ত্যাগের মূলে আছে বিলাসিতা, ভয়,
সে ত্যাগ রাজস ত্যাগ জানিবে নিশ্চয় ॥৮॥
'বিধিমতে হয় নিত্য যে কর্ম্মানুষ্ঠান,
তাহে প্রয়োজন ত্যাগ কর্ত্তৃত্বাভিমান;
আরও তার কর্ম্মফল হবে ত্যজিবারে
তবে ত সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিব তাহারে।
এই দুই ত্যাগে হয় ইন্দ্রিয় বিজয়
সঙ্কুচিত হয় যত ভোগের বিষয় ॥
ধীরে ধীরে লইয়া যায় জ্ঞানের দুয়ারে
সাধনা সাত্ত্বিক ত্যাগে যে করিতে পারে ॥৯॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥১০॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

সত্ত্বসমাবিষ্টঃ মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ত্যাগী (সত্ত্বগুণসম্পন্ন, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সংশয়বর্জ্জিত ত্যাগী) অকুশলং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি কুশলে ন অনুষজ্জতে (আয়াসসাধ্য সন্তক্লেশকর কর্ম্মে বিরক্তি বা সহজ সুখকর কর্ম্মে আসক্তি প্রকাশ করে না) ॥১০॥

দেহভৃতা অশেষতঃ কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্ (দেহধারী মানব সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না)। যঃ তু কর্ম্মফলত্যাগী সঃ ত্যাগী ইতি অভিধীয়তে (কিন্তু, যে কর্ম্মের ফল বা ফলকামনা ত্যাগে সমর্থ তিনিই ত্যাগী) ॥১১॥

স্থির বুদ্ধি, ত্যাগী, যেবা সংশয়রহিত
সাত্ত্বিক ত্যাগেতে সত্ত্বশুদ্ধি বিরাজিত,
সত্ত্বগুণে সমাচ্ছন্ন হৃদয় তাহার
কর্ম্মদোষগুণে নাহি মনের বিকার।
সুখদ ক্লেশদ বলি যত কর্ম্ম আছে,
তাহাতে আসক্তি দ্বেষ নাহি তার কাছে।
অন্তরে আসক্তি তার হ'য়ে থাকে ত্যাগ,
বাহিরে না রহে তাই রাগ বা বিরাগ ॥১০॥

সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ নর করিতে না পারে,
ফলত্যাগীজনে ত্যাগী বলে এসংসারে ॥১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥
পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাঙ্খ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥

অত্যাগিনাং প্রেত্য (অত্যাগী ব্যক্তিগণের দেহান্তে) অনিষ্টং ইষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলং ভবতি) দেবলোকাদি লাভজনক সুখকর ফল, নীচযোনিপ্রাপ্তি ও নরকভোগহেতু দুঃখদায়ক ফল এবং মিশ্রফল এই তিনপ্রকার ফল হইয়া থাকে) তু সংন্যাসীনাং ন কচিৎ (কিন্তু, সংন্যাসীগণের (আচরিত কর্ম্মের কোনই ফল) হয় না) ॥১২॥

হে মহাবাহো! সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে কৃতান্তে সাংখ্যে (সকল কর্ম্মের বিষয় নিষ্পত্তির অনুকূলে কর্ম্মপরিসমাপ্তি প্রতিপাদক বেদান্ত শাস্ত্রে) প্রোক্তানি এতানি পঞ্চকারণানি মে নিবোধ (কথিত নিম্নবর্ণিত পাঁচটি কারণের বিষয় আমার নিকট অবগত হও) ॥১৩॥

দেহে যতক্ষণ আত্মা কর্ম্ম ততক্ষণ,
তাই, রতিভেদে জীব কর্ম্মেতে মগন।
নরক বা নীচ গতি করিলে কুকর্ম্ম,
স্বর্গ লভে জীব যদি করে শুভকর্ম্ম।

ভাল মন্দ মিশ্র-কর্ম্ম করে যেই জন
পরজন্মে ভবে তার হয় আগমন।
কর্ম্মফলত্যাগী মুখ্য সংন্যাসী যে জন
কর্ম্মস্পর্শশূন্য সেই পাবে মুক্তিধন ॥১২॥

বেদান্ত সিদ্ধান্ত ক্রমে পাঁচটি কারণ
আছে, কর্ম্মসিদ্ধিলাভে শুন দিয়া মন ॥১৩॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্ ।
বিবিধাশ্চ পৃথক্‌চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা পৃথগ্বিধং করণং চ বিবিধাঃ পৃথক্ চেষ্টা (দেহ, অহঙ্কার, ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, নানাবিধ চেষ্টা) চ অত্র পঞ্চমং দৈবং এব চ (এবং ইহার মধ্যে পঞ্চম 'দৈব') ॥১৪॥

সুখ, দুখ, ইচ্ছা, দ্বেষ　　　　আদি ব্যাপার উন্মেষ
　　শরীরেতে হয় তাই নাম (১) অধিষ্ঠান ।
পরমাত্মা জীব ভাবে　　　　কর্ত্তারূপে এই ভবে ;
　　শ্রুতি আদি শাস্ত্র আছে তাহার প্রমাণ ;
অহঙ্কার সহ যবে　　　　বুদ্ধি সংযোজিত হবে,
　　তখনি হইবে জীবে (২) কর্ত্তৃত্ব-আভাস ।
ভিন্ন অংশেতে মিশ্রিত　　　　মূল পঞ্চমহাভূত
　　(৩) চেষ্টা ক্রিয়ারূপা সদা স্বরূপে প্রকাশ ।
এই জীবদেহ মাঝে　　　　চেষ্টা সর্ব্বদা বিরাজে
　　সুষুপ্তিরও মাঝে চেষ্টা বিরাম ত নাই ।
প্রধানতঃ চেষ্টা যত　　　　দেহ-বায়ু-অনুগত
　　বায়বীয় চেষ্টা শাস্ত্রে উক্ত আছে তাই ॥

(৪) কর্ম্মজ্ঞানেন্দ্রিয় দশ　　　　মন বুদ্ধিতে দ্বাদশ,
এ সব ইন্দ্রিয়গণ চতুর্থ কারণ।
এক এক ইন্দ্রিয়' পরে　　　　দেবতা বিরাজ করে,
* অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলিয়া উক্ত হন ॥
দেহের বাহিরে কত　　　　ঐশী শক্তি অবিরত
কার্য্য করিতেছে জীবদেহের উপরে।
প্রকাশ না হ'লে সূর্য্য　　　　চক্ষুর না হয় কার্য্য;
দৈব কর্ম্মাশ্রয়ে জীব বিচরণ করে।
দৈব সহায়েই হয়　　　　বহু কর্ম্মে ফলোদয়,
তাই (৫) দৈব পঞ্চম কারণ বলি জেনো।
কিন্তু এই 'দৈব' সহ　　　　ভুল নাহি করে কেহ,
প্রচলিত 'প্রারব্ধ' বা 'অদৃষ্টের' যেন ॥১৪॥

অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—সূর্য্য; দিক্; অশ্বিনীকুমারদ্বয়; বরুণ; বায়ু; অগ্নি; ইন্দ্র; উপেন্দ্র, মিত্র; প্রজাপতি;
ইন্দ্রিয়াদি—চক্ষু; কর্ণ; ঘ্রাণ; রসনা; ত্বক্; বাক্, হস্ত; পাদ; পায়ু; উপস্থ;
দেবতা—চন্দ্র; বৃহস্পতি; রুদ্র; সদ্যোজাত; কামদেব; অঘোর, তৎপুরুষ; ঈশান।
মন; বুদ্ধি; অহঙ্কার, প্রাণ; অপান; সমান; উদান; ব্যান।

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥
তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

নরঃ শরীরবাঙ্মনোভিঃ ন্যায্যং বা বিপরীতং বা (মানব শরীর, বাক্য ও মনদ্বারা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মজনক ন্যায় অন্যায়) যৎ কর্ম্ম প্রারভতে এতে পঞ্চ তস্য হেতবঃ (যে কর্ম্মই আরম্ভ করে এই পাঁচটিই তাহার হেতু) ॥১৫॥

এবং সতি (এইপ্রকার কারণ অবধারিত হইলে) যঃ তত্র (যে ব্যক্তি সেইপ্রকার কারণভূত কর্ম্মসকলে) কেবলং আত্মানং তু কর্ত্তারং পশ্যতি (শুদ্ধ, উপাধি-সঙ্গরহিত আত্মাকেই (সকল কর্ম্মের) কর্ত্তা (এইরূপ) দেখেন) অসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ সঃ দুর্ম্মতিঃ ন (সম্যক্) পশ্যতি (বিকৃত বুদ্ধিবশে সেই মন্দমতি (কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বের স্বরূপ) দেখিতে পায় না) ॥১৬॥

জীব সংসারে আসিয়া, দেহ, বাক্য, মন দিয়া
ন্যায়, অন্যায় যাহা কিছু করে আচরণ,
নিশ্চয় জানিবে পার্থ! কথিত পঞ্চ পদার্থ,
অনুষ্ঠিত যত কিছু কর্ম্মের কারণ ॥১৫॥
দেহে আত্মা অধিষ্ঠান, তাই দেহে থাকে প্রাণ
আর নয় বায়ু ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিগণ,
সর্ব্বযোগে অহঙ্কার কর্ত্তারূপে অনিবার
সংসারেতে কত কর্ম্ম করিছে সাধন।

আত্মা নহে কারো দাস　　　স্বত্তারূপে স্বপ্রকাশ,
হেন আত্মা স্থির জেনো কর্ত্তা কভু নয়।
রজ্জুতে সর্পের মত　　　অবিদ্যাসংযোগে যত
অজ্ঞানীর কর্ত্তাভ্রম আত্মাতেই হয়॥
যত বস্তু বিরাজিত　　　আত্মাদ্বারা প্রকাশিত;
তারে প্রকাশিতে নাহি বস্তু প্রয়োজন;
কিন্তু, আত্মা উদাসীন,　　　দেহ মধ্যে যে আসীন,
যেন পরমাত্মা সনে লভিতে মিলন।
হেন বিশুদ্ধ আত্মারে　　　কর্ত্তা বলি মনে করে
ভাল মন্দ করমের, যেই অজ্ঞজন,
ত্রুমতি সে জন ভবে,　　　জ্ঞান দৃষ্টির অভাবে
নাহি হয় পার্থ! তাব সম্যক্ দর্শন।
যত দিন সুশিক্ষায়　　　বুদ্ধি মার্জ্জিত না হয়,
ততদিন এই ভ্রম দূর নাহি হবে;
চক্ষু থাকিতেও অন্ধ,　　　অন্তর্দ্দৃষ্টিদ্বার বন্ধ,
জ্বালাময় অহঙ্কারে মুগ্ধ হ'য়ে রবে॥১৬॥

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাঽপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

যস্য অহঙ্কৃতঃ ভাবঃ ন যস্য বুদ্ধি ন লিপ্যতে (যাঁহার "আমি কর্ত্তা" এই ভাব নাই, যাহার বুদ্ধি কর্ম্মে আসক্ত হয় না) সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে (তিনি এই সমস্ত লোককে হনন করিলেও (যেন) হনন করেন না অর্থাৎ (তাহাতে) আবদ্ধ হন না) ॥১৭॥

কোন কর্ম্মে নাহি যার　　　　মিথ্যা-প্রত্যয় "আমার"
একেবারে অন্তর্হিত অহঙ্কার যার,
বুদ্ধি যার সুনির্ম্মল　　　　আত্মজ্ঞানে অচঞ্চল
কোন কর্ম্ম সনে লিপ্ত নহে একবার,
কোন কর্ম্মের প্রেরণা　　　　ইচ্ছা কিংবা উত্তেজনা
উদয় অন্তরমাঝে নাহি হয় তার,
ভাল মন্দ যাহা লোকে,　　　　সবই একভাবে দেখে,
আত্মজ্ঞানে পরিপূর্ণ সকল সংসার।
যদি হেন মহাজন　　　　হত্যা-উপলক্ষ হন
তবুও জানিবে সেই বধের কারণ
নহে হিংসা, উত্তেজনা,　　　　নহে কর্ম্মের প্রেরণা ;
নহে অপরাধীরূপে লিপ্ত সেই জন ॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা (জ্ঞান, জ্ঞেয়, পরিজ্ঞাতা এই তিনপ্রকার কর্ম্মপ্রবৃত্তির হেতু ; করণং কর্ম্ম কর্ত্তা ইতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ (করণ, কর্ম্ম, কর্ত্তা এই তিনপ্রকার কর্ম্মের আশ্রয়) ॥১৮॥

দেহে চিৎ অচিৎযোগে　　　　কর্ম্মেতে প্রবৃত্তি জাগে,
কেমনে বা হয় কর্ম্মে প্রবৃত্তি উদয়,
কেমনে বা জন্মে জ্ঞান,　　　　কোথা তার অবস্থান
সংক্ষেপেই কহি তাহা শুন ধনঞ্জয়।
বস্তুতত্ত্ব প্রকাশিত　　　　হইয়া সুপ্রতিষ্ঠিত
যাহা হয় অন্তরেতে তাহাই ত জ্ঞান।
লক্ষ্য করি যে বিষয়　　　　হয় জ্ঞানের উদয়,
কর্ম্মক্ষেত্রে জ্ঞেয় বস্তু তাহারি আখ্যান ॥
বিষয়জ্ঞানগ্রহীতা　　　　যিনি, তিনি জ্ঞাতা ভোক্তা ;
এ তিন মিলনে হয় কর্ম্মে প্রবর্ত্তন ;

তিন একত্রে উদয় অন্তরেতে যবে, হয়
হিতাহিত বিষয়েতে বুদ্ধি উৎপাদন ;
কর্ত্তৃরূপে পরক্ষণ করে কর্ম্মে প্রবর্ত্তন,
ক্রমে অনুষ্ঠান আর কর্ম্ম সম্পাদন.
কিন্তু, একের অভাবে কর্ম্মপ্রবৃত্তি না হবে
সিদ্ধ ; জেনো স্থির—ইহা শাস্ত্রের বচন।
যে আশ্রয়ে কর্ম্ম হয় তাহারে "করণ" কয় ;
প্রকার তাহারি দুই বাহিরে ভিতরে ;
কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ সকলি "বাহ্যকরণ"
ভিতরেতে "অন্তঃকরণ" নাম ধরে।
ক্রিয়া সম্পাদক যিনি পরিজ্ঞাতা ও যে তিনি,
সেই "কর্ত্তা" চিৎ-অচিৎ গ্রন্থির স্বরূপ।
কর্ত্তার বাঞ্ছিত যাহা বিষয় গ্রহণ তাহা,
"কর্ম্ম" এই তিনে ফোটে করমের রূপ।
এ তিন মিলিত হ'লে "ভোক্তা" তাহারেই বলে
তাহারি দেহেতে হয় কর্ম্মের আশ্রয়.
সে কূটস্থ আত্মা যিনি কোনও কর্ম্মে লিপ্ত তিনি
কথনও নহে, তাহা জানিবে নিশ্চয় ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯॥
সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

গুণসংখ্যানে জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ গুণভেদতঃ ত্রিধা এব প্রোচ্যতে (সাংখ্যশাস্ত্রে জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা গুণভেদে তিনপ্রকার কথিত হইয়াছে) তানি অপি যথাবৎ শৃণু (সে সকলও মনঃসংযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর) ॥১৯॥ যেন বিভক্তেষু সর্ব্বভূতেষু অবিভক্তং [যে জ্ঞানদ্বারা (মানব) ভেদভাববিশিষ্ট সর্ব্বভূতে, (তত্ত্বতঃ) ভেদ-বর্জ্জিত] একং অব্যয়ং ভাবং ঈক্ষতে তৎজ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধি [এক, অব্যয়, পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করে, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জানিবে] ॥২০॥

সাংখ্যশাস্ত্র অনুসারে　　জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তারে
সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন ভিন্ন গুণভেদে,
বর্ণিত যে ভাবে যাহা,　　একে একে কহি তাহা,
শুন পার্থ! উদয় হইবে তব বোধে ॥১৯॥
জন্মগত অধিকারে,　　নিজের পুরুষকারে
অথবা প্রকৃতিভেদে কত নর নারী,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুত　　হৈয়া ভ্রমে অবিরত
সংসার মাঝারে কোন সংখ্যা নাই তারি।

কিন্তু যে জ্ঞানপ্রভাবে　　সদা অবিভক্ত ভাবে
বিকার রহিত একই আত্মা অবিনাশী
সর্ব্বজীবে বিদ্যমান,　　মিথ্যা এই ভেদ জ্ঞান
জ্ঞানীর অন্তর মাঝে রহে পরকাশি,
বাহিরেতে ভিন্নভাব　　থাকিলেও একভাব
সর্ব্বজীবঅন্তরেতে যে জ্ঞানে দর্শন
হয় সে সাত্ত্বিক জ্ঞান　　সর্ব্বজ্ঞানের প্রধান
বলিয়া জানিবে সদা ভরতনন্দন! ॥২০॥

পৃথক্‌ত্বেন তু যজ্‌জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্‌বিধান্‌।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥২১॥
যৎ তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্‌ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্‌।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্‌ ॥২২॥

পৃথক্ত্বেন তু যৎজ্ঞানং (পৃথকরূপে যে জ্ঞান) সর্ব্বেষু ভূতেষু পৃথগ্বিধান্‌ নানাভাবান্‌ বেত্তি (সকলভূতে বিভিন্নরূপে অনেক ভাব অবগত হয়) তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি (সেই জ্ঞানকে রাজস জ্ঞান বলিয়া জানিবে) ॥২১॥

যৎ তু একস্মিন্‌ কার্য্যে কৃৎস্নবৎ সক্তং [যে জ্ঞান কিন্তু একটি কোন বিষয়ে (নিজ দেহের সেবায়, ভূত প্রেতাদি বা কোন কল্পিত দেবতা বা মনুষ্যের উপাসনায়) সম্পূর্ণবৎ অর্থাৎ সর্ব্বফলপ্রদ বলিয়া আসক্ত হয়] অহৈতুকং অতত্ত্বার্থবৎ অল্পং চ তৎ তামসং উদাহৃতম্‌ [হেতুযুক্তিশূন্য, তত্ত্বার্থশূন্য তুচ্ছ সেই ভ্রমপূর্ণ আসক্তিমূলক জ্ঞান তামস জ্ঞান বলিয়া কথিত] ॥২২॥

আকৃতিপ্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন ভাবযুত
যত জীব আছে এই সংসার মাঝারে,
যে জ্ঞানেতে তাহাদের গুণ, ভাব সমূহের
হয় অবগতি, কহি রাজস তাহারে ॥২১॥
পরমাত্মা সর্ব্বময় সর্ব্বজীবদেহাশ্রয়
যিনি এই বিশ্বমাঝে, তাঁরে খর্ব্ব করি,

কোন সামান্য দেহেই, কিংবা বস্তু বিগ্রহেই,
আছে সর্ব্বেশ্বরসত্তা এ বিশ্বাস করি,
যে জ্ঞানেতে পূজা করে, আত্মতত্ত্ব ফেলি দূরে,
যে জ্ঞানের মূলে কোন যুক্তি তর্ক নাই,
মিথ্যা, তুচ্ছ এই জ্ঞান, হেতু নিজ অকল্যাণ,
ইহারে তামস বলি জানিবে সদাই ॥২২॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

যৎ তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥

অফলপ্রেপ্সুনা নিয়তং সঙ্গরহিতং (ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্য আসক্তি শূন্য ভাবে) অরাগদ্বেষতঃ কৃতং যৎ কর্ম্ম তৎ সাত্ত্বিকং উচ্যতে (ও দ্বেষশূন্য হইয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত ও সম্পাদিত হয়—তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলে) ॥২৩॥

পুনঃ তু (কিন্তু আবার, কামেপ্সুনা সাহঙ্কারেণ বা বহুলায়াসং যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে (ফল কামনার সহিত অথবা অহঙ্কারের সহিত বহু আয়াসসাধ্য যে কর্ম্ম সম্পন্ন হয়) তৎ রাজসং উদাহৃতং (তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলে) ॥২৪॥

নাহি রাগ, নাহি দ্বেষ, নাহি কর্ত্তৃত্বের লেশ,
কর্ম্মীর মনেতে ফল-আকাঙ্ক্ষাও নাই,
যদা হেন অনুষ্ঠান, তত্ত্বজ্ঞানের সোপান,
সাত্ত্বিক করম বলি জানিবে ইহাই ॥২৩॥

ফলকামিজনগণ অহঙ্কারযুক্ত মন
হৈয়া, বহু ক্লেশ আদি স্বীকার করিয়া,
যশ বা সম্মান তরে যে কর্ম্মানুষ্ঠান করে
জানিবে সে সব কর্ম্ম রাজস বলিয়া ॥২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥২৬॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসাং পৌরুষং চ অনপেক্ষ্য (ভাবি শুভাশুভ, ধননাশ, প্রাণী-পীড়ন বা প্রাণী-নাশ ও স্বীয় সামর্থ্য আলোচনা না করিয়া) মোহাৎ যৎ কর্ম্ম আরভ্যতে (অজ্ঞান ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে কর্ম্ম আরব্ধ হয়) তৎ তামসং উচ্যতে (তাহাকে তামস কর্ম্ম বলে) ॥২৫॥ মুক্তসঙ্গঃ অনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত (ফলকামনাবর্জ্জিত, নিরহঙ্কার, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ নির্ব্বিকারঃ (সিদ্ধি ও অসিদ্ধিলাভে চিত্ত বিকারশূন্য) কর্ত্তা সাত্ত্বিকঃ উচ্যতে (কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলে) ॥২৬॥

হৈয়া অবিবেকযুক্ত লোক যে যে কর্ম্মে লিপ্ত,
যে কর্ম্মের মূলে নাহি নিয়ম সংযম,
ভাল মন্দ কি যে হয় অর্থ বা দেহের ক্ষয়
কর্ম্মসম্পাদনে কত শক্তি প্রয়োজন,
চিন্তা নাহি করি মনে রত কর্ম্ম অনুষ্ঠানে
পরপীড়নেও কভু পরাঙ্মুখ নহে,
হেন ব্যক্তি করে যাহা নিশ্চয় জানিবে তাহা
ঘোর তামস করম—শাস্ত্র ইহা কহে ॥২৫॥

শুভ-কর্ম্ম অনুষ্ঠানে ফলাকাঙ্ক্ষা নাহি মনে,
কর্ত্তৃত্বের অভিমান-লেশমাত্র নাই ;
কর্ম্মসম্পাদনে যত ক্লেশ হয় অনুভূত,
অম্লানবদনে সহ্য করে যে সদাই,
কর্ম্মেতে হউক সিদ্ধি কিংবা হউক অসিদ্ধি,
তুল্যজ্ঞান করি দুই, রহে নির্ব্বিকার,
নহে বিচলিত মন, উৎসাহিত অনুক্ষণ
হেন কর্ত্তা যেবা নাম সাত্ত্বিক তাহার ॥২৬॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ লুব্ধঃ হিংসাত্মকঃ (কামাদি বিবিধঅনুরাগযুক্ত, আকুলচিত্ত, পরধনাদিতে লোভযুক্ত পরপীড়নাভিলাষী) অশুচিঃ হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ (শৌচাচারবিহীন, প্রিয় বস্তু আদির প্রাপ্তি বা ক্ষয়ে হর্ষ বা ব্যাকুলতাযুক্ত কর্ত্তা রাজস কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত) ॥২৭॥

বিষয়ানুরাগী জন,　　　　ফলকামী অনুক্ষণ,
পরধনজনাদিতে লোভ আছে যার,
শুদ্ধাচারবিবর্জ্জিত,　　　　প্রাণীবধে অকুণ্ঠিত,
লাভালাভে হর্ষ-শোকসংযুক্ত অপার,
কর্ম্মকালে যার হয়,　　　　তারে জানিবে নিশ্চয়,
বলিয়া রাজস কর্ত্তা কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে,
সদা নানা কর্ম্মে মত্ত　　　　না ভাবি ঈশ্বরতত্ত্ব,
হইয়া নিয়ত এই সংসারে বিরাজে ॥২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥
বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥২৯॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠঃ নৈষ্কৃতিকঃ (চিত্তের একাগ্রতাকরণে অসমর্থ, প্রকৃতি-অনুগামী অসংস্কৃতবুদ্ধি, অবিনয়ী, বঞ্চক, পরবৃত্তিচ্ছেদনকারী) অলসঃ বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামসঃ উচ্যতে (অলস, সর্ব্বদা বিমর্ষভাবাপন্ন, ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত) ॥২৮॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধেঃ ধৃতেঃ চ গুণতঃ এব ত্রিবিধং ভেদং (বুদ্ধির ও ধৃতিরও গুণানুসারে তিন প্রকার ভেদ) পৃথকত্বেন অবশেষেন (ময়া) প্রোচ্যমানং শৃণু (পৃথক ভাবে ও অশেষ প্রকারে আমাকর্ত্তৃক কথিত হইতেছে শ্রবণ কর) ॥২৯॥

অসংযত চিত্ত যার বুদ্ধি-বর্জ্জিত সংস্কার
দেবগুরু-দুয়ারেতে নহে অবনত,
পরবঞ্চনাতৎপর, আলস্যেতে সম জড়
পরবৃত্তিচ্ছেদ করি নিজস্বার্থে রত,
বিষাদে মলিন মুখ, চিত্তে যেন নাহি সুখ
তৎপরতা সহ কর্ম্ম করিতে অক্ষম,
এমন যে কর্ত্তা ভবে, তারে তামস জানিবে,
ত্রিবিধ কর্ত্তার মাঝে সবার অধম ॥২৮॥

কর্ম্মকর্ত্তাদির মত তিন প্রকারে বিভক্ত
বুদ্ধি আর ধৃতি, ভিন্ন গুণ-অনুসারে,
বিচারিয়া ভেদত্রয় কহি শুন ধনঞ্জয়,
শ্রেষ্ঠ এই বৃত্তিদ্বয় অন্তর মাঝারে ॥২৯॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

পার্থ! যা বুদ্ধিঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিং চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে বন্ধং মোক্ষং চ বেত্তি [যে বুদ্ধি কর্ম্মমার্গ ও সংন্যাসমার্গ, কর্ত্তব্য কর্ম্ম, অন্যায় কর্ম্ম, ভয় ও অভয়ের বন্ধন ও মুক্তি জানে অর্থাৎ এই সকল বিষয় যে বুদ্ধির গোচর] সা বুদ্ধিঃ সাত্ত্বিকী [সেই বুদ্ধি সাত্ত্বিকী] ॥৩০॥

যে অন্তঃকরণবৃত্তি দৃঢ় করে জ্ঞানভিত্তি,
বুদ্ধি নাম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তিসকলের,
কিন্তু, গুণভেদে হয়, সত্ত্বরজোতমোময়
যেমন আশ্রয় হয় বিভিন্ন জীবের।
কর্ম্মপথবন্ধহেতু নিবৃত্তি মোক্ষের সেতু,
কোন্ কর্ম্ম শুভকর, কোন্ কর্ম্ম মন্দ,
কিসে ভয় বৃদ্ধি হয়, পায় কেমনে অভয়,
কিপ্রকারে মুক্তিলাভ কিসে জীব বন্ধ,
মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, এই সব গূঢ় তত্ত্ব
যে বুদ্ধির সহযোগে হয় উদ্ঘাটন,
সে বুদ্ধি সাত্ত্বিকী হয়, অশেষ মঙ্গলময়,
পরিণামে হয় জীবে কল্যাণ-কারণ ॥৩০॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

পার্থ! যয়া চ ধর্ম্মং অধর্ম্মং চ কার্য্যং অকার্য্যং এব চ [যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যাকার্য্য] অযথাবৎ এব প্রজানাতি [অসম্পূর্ণ ভাবে অবগত হওয়া যায়] সা রাজসী বুদ্ধিঃ [তাহা রাজসী বুদ্ধি] ॥৩১॥

যা অধর্ম্মং ধর্ম্মং ইতি মন্যতে সর্ব্বার্থান্ বিপরীতান্ চ [যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া সাব্যস্ত করে, দৃষ্টাদৃষ্ট সকল জ্ঞেয় বিষয়ই [বুদ্ধিমানজনের দৃষ্টির অনুপাতে] বিপরীত বা বক্রভাবে অনুভব করে] সা বুদ্ধিঃ তামসী [সেই বুদ্ধি তামসী] ॥৩২॥

যাহা শ্রেয়ঃ সাধ্য ধর্ম্ম শাস্ত্রবিধিমত কর্ম্ম,
অথবা অধর্ম্ম যাহা শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ,
শুভ কর্ম্ম সমুদয়, যাহাতে মঙ্গলোদয়
অথবা অশুভ কর্ম্ম শাস্ত্রেরই নিষিদ্ধ,
সহযোগে যে বুদ্ধির না পারে করিতে স্থির,
যাহাতে হৃদয়ে জ্ঞান দৃঢ় নাহি হয়,
অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি নাহি হয় চিত্তশুদ্ধি,
তাহারে রাজস বলি জানিবে নিশ্চয় ॥৩১॥

বুদ্ধি তমোগুণাবৃত হয় যবে জীবাশ্রিত
ধর্ম্মরূপে শত শত অধর্ম্মানুষ্ঠান,
যাহাতে ঘটিবে হিত তাহাই ত বিপরীত-
সম হৈয়া অন্তর মাঝারে পায় স্থান।
শত অনিষ্টের মূল আত্মজ্ঞান-প্রতিকূল,
অমার্জ্জিত হেন বুদ্ধি জীবের অন্তরে
থাকিয়া, তামসী নাম ধরিয়া সে অবিরাম,
করিতেছে অধোগামী লক্ষ নারী নরে ॥৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

পার্থ! যোগেন অব্যভিচারিণ্যা যয়া ধৃত্যা (চিত্তের একাগ্রতা সহকারে, স্থির ও একনিষ্ঠভাবে যে ধৃতি দ্বারা) মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ ধারয়তে (মনঃপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া সংযত হয়) সা ধৃতি সাত্ত্বিকী (সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী) ॥৩৩॥

অতি চঞ্চল সতত মনোন্দ্রিয় ক্রিয়া যত,
প্রাণেরও সামান্য ক্রিয়া সমান চঞ্চল;
ক্রিয়াগুলি হয় যবে, তখন সুদৃঢ়ভাবে
ধারণ করিতে পারে ধৃতিই কেবল।
জীব যে ধৃতির বলে প্রাণ, মনেন্দ্রিয়দলে
নিরোধ করিয়া হয় ধ্যানে নিমগন,
ইন্দ্রিয়ের কার্য্য যত, নহে ব্যভিচারযুত
বিষয়ান্তরপ্রবিষ্ট না হয় তখন।
শক্তিরূপা হেন ধৃতি, অন্তঃকরণেরি বৃত্তি
সাত্ত্বিকী বলিয়া পার্থ জানিবে ইহারে;
কর্ম্ম করি বিধিমতে যাইতে মুক্তির পথে,
এই ধৃতি সাধক-সহায় হ'তে পারে॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥

অর্জ্জুন! যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মকামার্থান্ ধারয়তে [তেন] প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী [চ ভবতি যঃ পুরুষঃ তস্য যা] ধৃতিঃ, [হে] পার্থ! সা রাজসী [যে ধৃতিদ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামনার বিষয় সকল ধারণ করা যায় সেই সেই বিষয় অবলম্বন করিয়া পুরুষ বিষয়ানুযায়ী ফলের আকাঙ্ক্ষা করে—পুরুষের এই প্রকার ধৃতির নাম রাজসী ধৃতি] ॥৩৪॥

দুর্ম্মেধাঃ যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং এব চ ন বিমুঞ্চতি (দুর্ব্বুদ্ধি যে ধৃতি দ্বারা নিদ্রা, নাশ, সন্তাপ, অবসাদ বিষয়াভিমান পরিত্যাগ করিতে পারে না) সা ধৃতি তামসী মতা (দুর্ব্বুদ্ধিগণের এই প্রকার ধৃতি তামসী বলিয়া অভিহিত) ॥৩৫॥

সুখবিধায়ক ধর্ম্ম, অর্থপ্রাপ্তিহেতু কর্ম্ম
কামনাসিদ্ধির জন্য বিবিধ উপায়,
কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশেতে, লিপ্ত করে যে ধৃতিতে
হে পার্থ! রাজসী ধৃতি তারে কহা যায় ॥৩৪॥
যে ধৃতি আশ্রয় করে মূঢ় অবিবেকী নবে,
শোক, স্বপ্ন আর নিদ্রা আলস্যজনিত,

নানা অশুভ বিষয়, বিষণ্ণতা, দুঃখ, ভয়,
আর হয় যত কিছু অনিষ্ট উত্থিত,
নাহি পারে এ সকলে ত্যজিতে যে ধৃতি বলে,
জানিবে তামস ধৃতি তাহারেই কয়;
উচ্চ কর্ম্মপথে হয় হেন ধৃতি অন্তরায়,
কেবল ধারণ করে হীনবৃত্তিচয় ॥৩৫॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

ভরতর্ষভ! ইদানীং তু ত্রিবিধং সুখং মে শৃণু (এখন ত্রিবিধ সুখের বিষয় আমার নিকট শ্রবণ কর) যত্র অভ্যাসাৎ রমতে দুঃখান্তং চ নিগচ্ছতি (যে সুখে পরিচয়বশতঃ অর্থাৎ যে সুখের পরিণাম ফলের বিষয় অবগত হইয়া তাহাতে রতি বা তৃপ্তি লাভ হয়, এবং সংসারক্লেশের অবসান ঘটায়) যৎ যৎ অগ্রে বিষং ইব পরিণামে অমৃতোপমং (যে সুখের প্রারম্ভে বিষের ন্যায় জ্বালা এবং পরিণামে অমৃততুল্য আনন্দ) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তং (আত্মতত্ত্ববিষয়া বুদ্ধির প্রসাদ (প্রসন্নতা) সম্ভূত অর্থাৎ নির্ম্মল সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত] ॥৩৬ ৩৭॥

এখন শুন হে পার্থ! ত্রিবিধ সুখের তত্ত্বকথা,
গুণভেদে যে সুখেতে পরিণামে শান্তি কিংবা ব্যথা।
গুণ বিচারি যে জন সত্য সুখ লাভে চেষ্টা করে,
দুঃখ অতিক্রম করি সেই জন আনন্দে বিহরে ॥৩৬॥
বিদ্যা, জ্ঞান, যে প্রকার অভ্যাসকালেতে ক্লেশকর,
পরিণামে হয় নরে পুরুষার্থ-লাভে সহচর,
সেইরূপ পরিণাম যে সুখের পরম অমৃত
সে পথে, সুখের আগে, ক্লেশের উদয় হয় শত।
আত্মজ্ঞান, প্রসন্নতা, তার পর জন্মে এই সুখ,
কাজেই সংযম আদি অভ্যাসকালেতে নানা দুঃখ;
অভ্যাস-সুবুদ্ধিবলে যে সুখেতে আনন্দ নির্ম্মল,
ত্রিতাপসম্বন্ধশূন্য সাত্ত্বিক সে সুখ অচঞ্চল ॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ যৎ তৎ অগ্রে অমৃতোপমং (বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগ হইতে যে সুখ তাহা প্রথমে অমৃতের ন্যায় রুচিকর) পরিণামে বিষং ইব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং (পরিণামে জ্বালাময় বিষতুল্য, সেই সুখ রাজস বলিয়া কথিত) ॥৩৮॥

যৎ অগ্রে চ অনুবন্ধে চ আত্মনঃ মোহনং (যে সুখ ভোগের আরম্ভে ও অবসানেও জীবের (বা বুদ্ধির) মোহকর] নিদ্রালস্য-প্রমাদোত্থং তৎ তামসং উদাহৃতম্ (নিদ্রা-আলস্য-অনবধানতা হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস বলিয়া কথিত) ॥৩৯॥

অপেক্ষা না করে সুখ পরিণাম অথবা সাধনা,
লাভ হয় হইলেই বিষয়েতে ইন্দ্রিয়যোজনা ;
প্রথমেই ভোগকালে অমৃতের মত মনে হয়,
ভোগশেষে হয় শুধু বিষবৎ জ্বালার উদয়,
ইহকালে পরকালে হেন সুখ দুঃখহেতু হয়,
রাজস বলিয়া এই সুখে তুমি জানিবে নিশ্চয়।
ধর্ম্মহীন এই সুখে উৎসাহ ও কর্ম্মই প্রবল,
তামস সুখের মত প্রাণহীন নহে ত কেবল ॥৩৮॥

যে সুখের অনুভব হইবার সূচনার আগে,
মোহাচ্ছন্ন হয় জীব, অন্তরে সুবুদ্ধি নাহি জাগে,
নিদ্রালস্যে অসংযত, অন্ধসম হ'য়ে দিশাহারা,
সম্মুখেতে যাহা পায় ধরে ভাবি সুখের পশরা,
যে সুখ ক্ষণিক, আর সন্দেহ ও ভয় তার সনে,
ভোগের পশ্চাতে দুঃখ, অনুতাপ ভোগ অবসানে,
হেন সুখে তামস বলিয়া নিশ্চয় জানিবে ধনঞ্জয়।
তমোগুণযুত এই সুখ নিরয়েরই হেতু সদা হয় ॥৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥

পৃথিব্যাং দিবি বা দেবেষু বা পুনঃ তৎ সত্ত্বং ন অস্তি (পৃথিবীতে অথবা স্বর্গে, অথবা দেবতাদিগের মধ্যে এমন প্রাণী নাই) **যৎ এভিঃ প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ মুক্তং স্যাৎ** (যে প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ হইতে মুক্ত) ॥৪০॥

পরন্তপ! ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ কর্ম্মাণি (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রদিগের কর্ম্মসমূহ) **স্বভাবপ্রভবৈঃ গুণৈঃ প্রবিভক্তানি** (প্রকৃতিসম্ভূত বিভিন্ন গুণ দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে) ॥৪১॥

সুরনরলোক মাঝে কি দেবতা কিবা নরনারী,
অথবা পদার্থ কোন সৃষ্টি মাঝে অস্তিত্ব যাহারি,
আছে মুক্ত ত্রিগুণ হইতে ভিন্ন অংশ সমাবেশে,
হেন কেহ নাই, কিছু নাই যাহা কোথা পরকাশে ॥৪০॥
প্রকৃতিজ ভিন্ন গুণ অংশ সমাবেশে নর যবে
লভিল কর্ম্মের দেহ পুষ্ট হৈয়া বিভিন্ন স্বভাবে,

স্বভাবপ্রভাবে যবে দিল নিজ কর্ম্ম পরিচয়,
প্রবৃত্তি ও কর্ম্মে তবে হৈল পার্থ। বর্ণচতুষ্টয়।
হৈল যে ব্রাহ্মণ তার সত্ত্বগুণ রহিল প্রধান,
সত্ত্বরজোগুণাশ্রিতে হইল ক্ষত্রিয় আখ্যা দান!
রজঃতমোগুণান্বিত বৈশ্য নাম তাহার হইল,
অল্পরজঃ তমোগুণী শূদ্ররূপে ভারতে রহিল।
অধিকার ভেদে করে যজন, যাজন, অধ্যাপনা,
দান, প্রতিগ্রহ করে জানিবে ব্রাহ্মণ সেই জনা।
বিষয়ে আসক্তচিত্ত হৈয়া করে প্রজারক্ষা, দান,
যজ্ঞ, অধ্যয়ন যেবা সেই জন ক্ষত্রিয় মহান্।
বৈশ্য যে করিবে সেও অধ্যয়ন, যজ্ঞ আর দান,
পশু পালি, কৃষিকার্য্যে, ধনার্জ্জনে সাধিবে কল্যাণ।
কর্ম্মের সহায় হৈল এই তিন দ্বিজাতির যারা,
শূদ্র বলি এ সংসারে পরিচিত হইল তাহারা ॥৪১॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪২॥
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥৪৩॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ.) দমঃ (বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহ) তপঃ, শৌচং, ক্ষান্তিঃ (ক্ষমা), আর্জ্জবং (সরলতা) জ্ঞানং (সাধারণ জ্ঞান) বিজ্ঞানং (বিশেষ জ্ঞান) আস্তিক্যং এব চ (ঈশ্বর ও শাস্ত্র সম্বন্ধে নিশ্চয় জ্ঞানবিশিষ্ট শ্রদ্ধাযুক্ত ভাব) স্বভাবজং ব্রহ্মকর্ম্ম (স্বভাব জাত বা সংস্কার জাত ব্রাহ্মণের কর্ম্ম) ॥ ৪২ ॥

শৌর্য্যং (পরাক্রম), তেজঃ, ধৃতিঃ (ধৈর্য্য), দাক্ষ্যং (কার্য্যকুশলতা) যুদ্ধে চ অপি অপলায়নং (যুদ্ধেও পৃষ্ঠপ্রদর্শন প্রবৃত্তির অভাব) দানং ঈশ্বরভাবঃ চ (দান এবং প্রভুত্ব) স্বভাবজং ক্ষাত্রং কর্ম্ম (স্বভাবসম্ভূত ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম) ॥ ৪৩ ॥

কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং স্বভাবজং বৈশ্যকর্ম্ম, শূদ্রস্যাপি (শূদ্রেরও) পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম স্বভাবজং (দ্বিজগণের সহায়তা-রূপ সেবাকার্য্য স্বাভাবিক) ॥ ৪৪ ॥

অন্তর ও বাহিরেতে শুদ্ধি ও সংযম,
কষ্টসাধ্য তপ, ক্ষমা, কৌটিল্যবর্জ্জন,

শাস্ত্রে, কর্ম্মে, ব্রহ্মতত্ত্বে জ্ঞান ও বিজ্ঞান
পরম ঈশ্বরতত্ত্বে বিশ্বাস মহান্,
সত্ত্বগুণজাত এই সব গুণ, ভাব,
অবশ্য জানিবে ইহা ব্রাহ্মণস্বভাব ॥৪২॥
বীরভাব ও প্রতাপ, ধৈর্য্য আর দান,
কর্ম্মসিদ্ধিকুশলতা, যুদ্ধে স্থির স্থান,
নিয়ামকরূপে প্রভুশক্তির বিকাশ
ক্ষত্রিয়ের সত্ত্ব-রজোগুণেতে প্রকাশ ॥৪৩॥
বাণিজ্য বিস্তার, কৃষিকার্য্য গোপালন,
এ সকল কর্ম্মে হয় সৃষ্টিসংরক্ষণ ;
যাতে হয় সে সকল কর্ম্ম সম্পাদন
জানিবে সে শুভ বৃত্তি বৈশ্যের লক্ষণ।
এ তিন বর্ণের কর্ম্মে সেবা প্রয়োজন,
সে সেবা সাহায্য, শুদ্ধ শূদ্রের লক্ষণ ॥৪৪॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

স্বে স্বে কর্ম্মণি অভিরতঃ নরঃ সংসিদ্ধিং লভতে (নিজ নিজ স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মে নিরত হইয়াও মানুষ পরমপদ লাভ করে), **স্বকর্ম্মনিরতঃ** (সন্) যথা সিদ্ধিং বিন্দতি তৎ শৃণু (স্বকর্ম্ম নিরত হইয়া কি প্রকারে সেই সিদ্ধি মানুষ লাভ করে তাহা শ্রবণ কর) ॥ ৪৫ ॥

যতঃ ভূতানাং প্রবৃত্তিঃ যেন ইদং সর্ব্বং ততং (যাঁহা হইতে প্রাণিগণের উৎপত্তি, যাঁহা দ্বারা এই সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত) **মানবঃ স্বকর্ম্মণা** তং অভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি (মানব স্বকৃত কর্ম্মদ্বারা তাঁহাকে অর্থাৎ সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়া সিদ্ধি লাভ করে) ॥৪৬॥

কারো তরে বন্ধ নহে জ্ঞানের দুয়ার,
সকলেরি জ্ঞান লাভে আছে অধিকার।
অধিকার ভেদে বর্ণ-অনুগামী জন
সংসার যাত্রার পথে নিয়ম পালন
করি, নিজ নিজ স্বাভাবিক কর্ম্মাশ্রয়
লক্ষ্য রাখি ধর্ম্মে, যদি অগ্রসর হয়,
তাহাতে বিরোধ নাহি হইবে কখন,
কেমনে লভিবে সিদ্ধি করহে শ্রবণ ॥৪৫॥

যে প্রবৃত্তিমূলে বর্ণাশ্রমের উদয়
সে প্রবৃত্তি জন্মে যাঁর প্রকৃতিমায়ায়,
নিত্য সত্য রূপে যিনি ব্যাপ্ত এ সংসারে,
নাহি কাহারও বাধা পাইতে তাঁহারে।
বর্ণাশ্রম নিজ প্রবৃত্তির অনুকূল ;
কর্ম্ম সাধনায় তাঁরে ভজে জীবকুল।
লভিয়া অন্তর-শুদ্ধি (নহে বাহিরের),
অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইবে নরের ॥৪৬॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥
সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

বিগুণঃ (অপি) স্বধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্ (অঙ্গহানি বশতঃ দোষ যুক্ত হইলেও নিজের বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ভিন্নবর্ণাশ্রমীর ধর্ম্ম অপেক্ষাও মানবের পক্ষে কল্যাণকর); 'স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং ন আপ্নোতি [বর্ণাশ্রমোচিত নিজগুণজাত স্বভাব পরিচালিত কর্ম্ম (জ্ঞান অবলম্বনে সদুদ্দেশ্যে) করিলে তাহাতে মানবের পাপ হয় না] ॥৪৭॥

কৌন্তেয়! সদোষং অপি সহজং কর্ম্ম ন ত্যজেৎ (দোষ যুক্ত হইলেও প্রকৃত স্বভাবজাত কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয়); হি সর্ব্বারম্ভাঃ ধূমেন অগ্নিঃ ইব দোষেণ আবৃতাঃ (যেহেতু সকল কর্ম্ম ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় বৈগুণ্য দ্বারা আবৃত থাকে) ॥৪৮॥

অপরের ধর্ম্ম যদি কাহারো অন্তরে,
সহজ, উত্তম বলি স্থান লাভ করে,
হলেও উত্তম, অন্য বর্ণ-আশ্রমীর
ধর্ম্ম অনুষ্ঠান, ত্যাগ করিবেক ধীর।
ভাবিলেও নিজ ধর্ম্ম-কর্ম্ম দোষযুক্ত
নিজবর্ণাশ্রমকর্ম্মে রহিবে নিযুক্ত।

স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মে দোষও যদি থাকে,
অনিচ্ছায় কৃত পাপ স্পর্শে না তাহাকে ॥৪৭॥
নিষ্ক্রিয় অবস্থা না লভিবে যতক্ষণ,
না পারিবে শান্তভাব করিতে ধারণ।
যতদিন আত্মজ্ঞান লাভ না হইবে,
নিষ্ক্রিয় অবস্থা জীব কভু না পাইবে।

তাই বলিতেছি, যারা সংসারে থাকিয়া
বহুবিধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া
চলেছে কর্ম্মের পথে স্বভাবানুযায়ী
কর্ম্ম তাহাদের নানা শুভফলদায়ী।
কিন্তু, প্রায় সর্ব্বকর্ম্মে ত্রিগুণমিশ্রণ,
না পারে করিতে কেহ তাহার খণ্ডন।
তাই দোষযুক্ত কর্ম্ম অসম্ভব নয়;
দুষ্ট বলি কর্ম্মত্যাগ কর্ত্তব্য না হয়।
করমে জানিবে যেন অগ্নির সমান,
ধূমাবৃত হইলেও অন্তর্দীপ্তিমান।
সময়েতে ধূম হইবেই তিরোহিত,
অগ্নির সুদীপ্ত তেজ হবে প্রকাশিত ॥৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

সর্ব্বত্র অসক্তবুদ্ধিঃ জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ [স্ত্রীপুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যবুদ্ধিবিশিষ্ট, চিত্তজয়ী, বিষয়তৃষ্ণাবর্জ্জিত (তত্বজ্ঞ)] সংন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং অধিগচ্ছতি [সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রেষ্ঠ নির্গুণ ব্রহ্মের ন্যায় ক্রিয়াহীন অবস্থা (পূর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে) সিদ্ধি স্বরূপ লাভ করেন] ॥৪৯॥

কৌন্তেয়! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (সন্) যথা ব্রহ্ম আপ্নোতি (সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সাধক যে প্রকারে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন) তথা সমাসেন মে নিবোধ (সেই প্রকার পন্থার বিষয় সংক্ষেপে আমার নিকট শ্রবণ কর) জ্ঞানস্য যা পরা নিষ্ঠা (তামপি শৃণু) [আর জ্ঞানের যে পরিসমাপ্তি তাহার বিষয়ও শুন] ॥৫০॥

দারা সুতে আসক্তি বর্জ্জিত বুদ্ধি যার,
বিষয় পিপাসা নাহি, নাহি অহঙ্কার,
হেন জ্ঞানী, সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগসম
সংন্যাস আশ্রমে ক্রমে করি অতিক্রম
সংসারবন্ধন, তার পরে সুখে পান—
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি বা যাহা শুদ্ধ দিব্য জ্ঞান ॥৪৯॥

ভাগ্যবশে এই সিদ্ধি লাভ হয় যার,
ক্রমে করি অনাত্মবুদ্ধির পরিহার,
তখন একান্ত পরিসমাপ্তি জ্ঞানের
পরানিষ্ঠা নাম যাহা ব্রহ্মস্বরূপের
কেমনে লভিয়া যোগী ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়,
সংক্ষেপেই কহি তাহা শুন ধনঞ্জয়। ॥৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥
বিবিক্তসেবী লঘাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

বিশুদ্ধয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ ধৃত্যা আত্মানং নিয়ম্য চ (বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া ধৈর্য্যদ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ত্যক্ত্বা চ [শব্দাদি বিষয়সমূহকে ত্যাগ করিয়া (ভোগের জন্য)] রাগদ্বেষৌ চ ব্যুদস্য (রাগদ্বেষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক) বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্‌কায়মানসঃ নিত্যং ধ্যানযোগপরঃ বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (সন্) [নির্জ্জনস্থানবাসী, অল্পাহারী,কায়-মনোবাক্যে সংযত, সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক) অহঙ্কারং বলং, দর্পং, কামং ক্রোধং (চ) পরিগ্রহং-(ভোগের জন্য অপরের দান) বিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া) নির্ম্মমঃ শান্তঃ *ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে [মমতাবর্জ্জিত, স্থির, চিত্তবিক্ষেপ শূন্য (সাধক) ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিবার যোগ্যতা প্রাপ্ত হন] ॥৫১।৫২।৫৩॥

---

* "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"—এই বাক্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে। কেহ বলিয়াছেন, ইহার অর্থ "ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ হয়"; কেহ বলেন, "আমিই ব্রহ্ম এইরূপ বুদ্ধির অধিকারী হন"; কেহ বলেন, "সর্ব্ববন্ধবিনির্ম্মুক্ত যথাবস্থিত আত্মার অনুভব হয়।" পরবর্ত্তী শ্লোকে যখন ভগবান্ পুনরায় ভক্তিলাভের বিধান করিতেছেন, তখন 'ব্রহ্মদর্শন', বা

জীবে অসম্ভব জ্ঞাননিষ্ঠার উন্মেষ,
যদি নাহি করে শুদ্ধ বুদ্ধিপরবেশ।
মায়াশূন্য তত্ত্বজ্ঞানাত্মক বুদ্ধিযুক্ত,
শব্দাদি বহিরিন্দ্রিয় বিষয়বিমুক্ত ;
শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি আছে যত
ধৈর্য্যবলে সে সকলে করেছে সংযত ;
ত্যক্ত দ্বেষ অনুরাগ সকল করমে ;
সদাই সংযত বাক্যে, দেহে আর মনে ;
আত্মধ্যানপরায়ণ পরিমিতাহারী ;
নির্জ্জন পবিত্র স্থানে বিচরণকারী ;
বিষয়বিতৃষ্ণারূপ-বৈরাগ্য-আশ্রিত ;
অহঙ্কার-বল-দর্প-ভিক্ষাবিবর্জ্জিত ;
হয়েছে বর্জ্জন কাম ক্রোধ যে অন্তরে,
'আমার আমার' ভাব নাহি একেবারে ;
স্থির, শান্ত যার চিত্ত বিক্ষেপরহিত
হয় যার, হয় ব্রহ্মানুভব নিশ্চিত ॥৫১।৫২।৫৩॥

'ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ' ইত্যাদি অর্থ অপেক্ষা "সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করা" বা "আত্মার অনুভবসামর্থ্য লাভ হয়" স্থূলদৃষ্টিতে ইহাই সঙ্গতবোধে শ্রীরামানুজ, শ্রীবিশ্বনাথের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করা গেল।

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥৫৪॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি [ব্রহ্মে অবস্থিত বা ব্রহ্মের সহিত নিজের অভেদজ্ঞানসম্পন্ন প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি (কাহারও জন্য) শোকও করেন না, (কোন বস্তুর জন্য) আকাঙ্ক্ষাও করেন না] সর্ব্বেষু ভূতেষু সমঃ (সন্) পরাং মদ্ভক্তিং লভতে (সকল প্রাণীতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মৎপ্রতি শ্রেষ্ঠা পরা) অনুরক্তি লাভ করেন ॥৫৪॥

(অহং) যাবান্ যঃ চ অস্মি (ব্রহ্মভূতঃ মানবঃ) মাং ভক্ত্যা তত্ত্বতঃ অভিজানাতি [আমি যেরূপ (সর্ব্বব্যাপক) ও যাহা (সচ্চিদানন্দময়) হইয়া বিদ্যমান আছি, (ব্রহ্মভূতব্যক্তি) আমাকে সেই স্বরূপে জানিতে পারেন] ততঃ মাং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং বিশতে [এই রূপ স্বরূপাবস্থার বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা জ্ঞান লাভের পর (আমাতে) প্রবেশ করেন] ॥৫৫॥

শান্ত যিনি যাঁর চিত্ত বিক্ষেপ রহিত,
ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত যিনি সদা হৃষ্টচিত ;
না করেন শোক তিনি কাহারো লাগিয়া,
আকাঙ্ক্ষা অপ্রাপ্ত দ্রব্যে না রহে জাগিয়া,
যখন সর্ব্বত্র হয় সম দরশন,
আমাতে পরানুরক্তি লভেন তখন॥৫৪॥

জ্ঞাননিষ্ঠাসমা শ্রেষ্ঠা পরাভক্তি যবে
ব্রহ্মভাবযুত হৃদে সমুদিত হবে,
বুদ্ধিজ্ঞানে পরিপুষ্টা ভকতি তখন
আমার মন্দিরদ্বার করি উদ্ঘাটন
জানাইবে, বুঝাইবে "কে আমি," "কেমন"
স্বরূপতত্ত্বেই মোরে জানিবে তখন।

তার পর এই ভক্তি লয়ে যাবে তারে
আমার পরমানন্দ ধামের মাঝারে,
যেথানে বাঞ্ছিত সৎ-চিদানন্দময়
আমারে পাইবে ভক্ত, জানিবে নিশ্চয়।
নহে এই পাওয়া শুধু মরণের পারে
ভক্ত পায় জীবন্মুক্তি থেকেও সংসারে ॥৫৫॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

সদা সর্ব্বকর্ম্মাণি কুর্ব্বাণঃ অপি (সর্ব্বদা সকল কর্ম্ম করিয়াও) মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (সন্) (মদেক-শরণ হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ শাশ্বতং অব্যয়ং পদং অবাপ্নোতি (লোক আমার অনুগ্রহে নিত্য অক্ষয় বৈষ্ণব পদ লাভ করে) ॥৫৬॥

চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ (সন্) [বিবেকবুদ্ধিদ্বারা সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করিয়া, মৎপরায়ণ হইয়া] বুদ্ধিযোগং উপাশ্রিত্য সততং মচ্চিত্তঃ ভব (স্থির বুদ্ধিদ্বারা যোগ অবলম্বন পূর্ব্বক সকল সময়ের জন্য মদগতচিত্ত হও) ॥৫৭॥

নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধি লাভ না করিলে,
উপরোক্ত গুণভাব নাহি উপজিলে,
আমারে না পাবে কেহ এমন ত নয়।
সম্পূর্ণ ভাবেতে নর আমার আশ্রয়
গ্রহণ করিয়া, নিত্য নৈমিত্তিক আদি
যত কর্ম্ম সব আমারেই সঁপে যদি
একান্ত শরণাগত সেই ভক্তজনে,
যুক্তিতর্কাতীত অনুগ্রহ বিতরণে
যোগ্য করি লভিবার মম নিত্য ধাম,
যে অক্ষয় ধামে পূর্ণ ভক্তমনস্কাম ॥ ৫৬ ॥
বুদ্ধিবলে সব কর্ম্ম আমাতে সঁপিয়া
একান্ত ভাবেই মোর শরণ লইয়া
আমাতে সংযোগ, জীবে যে বুদ্ধিতে হয়
সেই স্থির বুদ্ধিযোগ করিয়া আশ্রয়
সতত মদগতচিত্ত হও মতিমান্।
আমারে পাবার পথে এই ত সন্ধান ॥৫৭॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥

মচ্চিত্তঃ (সন্) মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বদুর্গাণি তরিষ্যসি (তুমি মদগতচিত্ত হইলে আমার অনুগ্রহে সকল দুঃখ অতিক্রম করিবে) অথ চেৎ ত্বং অহঙ্কারাৎ ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি (আর যদি তুমি নিজেরই জ্ঞানগর্ব্বে অভিভূত হইয়া (আমার কথা) না শোন (তাহা হইলে) বিনাশ প্রাপ্ত হইবে ॥৫৮॥

অহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্যে ইতি যৎ মন্যসে (অহঙ্কার অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবনা এইরূপ যাহা মনে করিতেছ) তে এষঃ ব্যবসায়ঃ মিথ্যা [তোমার এই কৃতনিশ্চয় ধারণা—মিথ্যা] (যস্মাৎ) প্রকৃতিঃ ত্বাং নিযোক্ষ্যতি যেহেতু (তোমার ক্ষাত্রস্বভাব তোমাকে (যুদ্ধে) প্রবর্ত্তিত করিবে) ॥৫৯॥

আমাতে অর্পণ যবে করিবে করম, মন,
সংসারের সব দুঃখ করিবে হে অতিক্রম।
আর যদি অহঙ্কার ভরে কর 'আমি' 'আমি'
কর্ত্তৃত্বাভিমানের ভরে হও হে বিপথগামী
আমার মঙ্গলময় বাক্য যদি নাহি শুন
পুরুষার্থভ্রষ্ট হৈয়া বিনষ্ট হইবে, জেনো ॥৫৮॥
বৃথা অহঙ্কারবশে যদি যুদ্ধ নাহি কর,
কর্ম্মসংন্যাসই তুমি মনে কর শ্রেষ্ঠতর,

নিশ্চয় জানিও মনে মিথ্যা এ সঙ্কল্প তব,
ক্ষণস্থায়ী, ভিত্তিহীন, একেবারে অসম্ভব।
ক্ষত্র্য আশ্রমের প্রতিকূল এই আচরণ ;
সোজা নয় ছিন্ন করা স্বাভাবিক সে বন্ধন।
তব রাজস-প্রকৃতি-অনুকূল না হইলে
কভু আসিতে না পার্থ ! আজি এই রণস্থলে।
'করিবনা' বলিলেও কর্ম্ম নাহি ছাড়া যায়
সাধনাবিহীন জীবে কর্ম্ম স্বভাবে করায় ॥৫৯॥

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥৬০॥
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

কৌন্তেয়! মোহাৎ যৎ কর্ত্তুং ন ইচ্ছসি [(এখন) মোহে অভিভূত হইয়া যে কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিতেছ না] স্বভাবজেন স্বেন কর্ম্মণা নিবদ্ধঃ অবশঃ (সন) তৎ অপি করিষ্যসি [তোমার নিজের স্বভাব ও পূর্ব্বসংস্কারজাত নিজেরই কর্ম্মদ্বারা কর্ম্মে নিয়োগে আবদ্ধ ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও উপায়হীন হইয়া তাহাই (সেই যুদ্ধই) করিবে অর্থাৎ করিতে বাধ্য হইবে] ॥৬০॥

অর্জ্জুন! ঈশ্বরঃ মায়য়া যন্ত্রারূঢানি (ইব) পরমেশ্বর গুণময়ী মায়াদ্বারা (বাজিকরের পুতুল নাচাইবার) যন্ত্রাদিতে স্থিত পুত্তলিকাদির ন্যায়] সর্ব্বভূতানি ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি (প্রাণিগণকে ইতস্ততঃ পরিচালিত করিতেছেন এবং সকলের হৃদয়কন্দরে অবস্থান করিতেছেন) ॥৬১॥

কতদিন ধ'রে তুমি চলেছ কর্ম্মের পথে,
আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মসূত্রে জন্মান্তর হ'তে।
মিথ্যা মোহে অভিভূত হইয়া যদিও তুমি
বল পার্থ! "এই যুদ্ধ কভু করিবনা আমি"
সে কথা রবেনা স্থির, যুদ্ধ করিতেই হবে
অনিচ্ছায় স্বাভাবিক কর্ম্মাধীন হবে যবে ॥৬০॥
শিল্পীর হাতেতে গড়া কাষ্টপুত্তলিকা যত
তাহারি নিয়মাধীনে নাচিছে খেলিছে কত;
কাঠের পুতুল নাচে দেখে লাগে চমৎকার,
অন্তরালে থাকে কর্ম্ম, আশ্চর্য্য প্রভাব তার।
সেই রূপ বিশ্বেশ্বর-মায়াশক্তির প্রভাবে
যত প্রাণী হইয়াছে সৃষ্ট এ বিশাল ভবে
তারা যত কর্ম্ম করে তাঁহারি নিয়মাধীনে
তাঁরি মায়াশক্তিজাত সত্ত্ব আদি গুণ তিনে।
যে নর পুরুষকারবর্জ্জিত এ ভূমণ্ডলে,
স্বভাবানুগত হ'য়ে কর্ম্মপথে সদা চলে ॥
মায়াশক্তি বিস্তারিয়া, করি নিয়ম বিধান।
সাক্ষীরূপে জীবহৃদে ঈশ্বর বিরাজমান।

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

ভারত! সর্ব্বভাবেন তং এব শরণং গচ্ছ (সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই শরণাগত হও); তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং শাশ্বতং স্থানং প্রাপ্স্যসি (তাহার কৃপায় পরম শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে) ॥৬২॥

ইতি গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং জ্ঞানং তে ময়া আখ্যাতং (এই গুহ্য হইতেও গুহ্যতর তত্ত্বজ্ঞান কথা তোমার নিকট মৎ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইল); অশেষেণ এতৎ বিমৃশ্য যথা ইচ্ছসি তথা কুরু (সকল দিক হইতে ইহার আলোচনা ও বিচার করিয়া (এখন) তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর) ॥৬৩॥

বাক্যে, মনে, কর্ম্মে আর সকল ভাবেই তাঁর
হওহে শরণাগত, এই কথা কহি সার।
সুদুর্লভা পরাশান্তি পাইবে কৃপায় তাঁর,
আর পাবে নিত্যধাম পূর্ণ-আনন্দ আধার ॥৬২॥

গুহ্য হইতেও গুহ্যতর জ্ঞানকথা কত,
তোমার কল্যাণতরে কহিলাম বিধিমত।
এখনও যে সন্দেহ আছে তব মর্ম্মস্থলে,
সকল প্রকারে, তব বিদ্যা-বুদ্ধি-যুক্তিবলে

বিচার করিয়া তুমি কর যাহা ইচ্ছা হয়।
বলিবার কিছু আর নাহি মোর, ধনঞ্জয়! ॥৬৩॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৫॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

মে সর্ব্বগুহ্যতমং পরমং বচঃ ভূয়ঃ শৃণু (আমার সকল উপদেশের সারসম গুহ্যতম শ্রেষ্ঠ বাক্য আবার শোন)। (ত্বং) মে দৃঢ়ং ইষ্টঃ অসি, ইতি (মত্বা) ততঃ তে হিতং বক্ষ্যামি (তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় এই ভাবিয়া সেই জন্যই তোমায় পরমজ্ঞানপ্রাপ্তিসাধনভূত হিতকথা বলিতেছি) ॥৬৪॥ (ত্বং) মন্মনাঃ মদ্ভক্তঃ মদ্‌যাজী ভব (তুমি মদ্গতচিত্ত, আমাতে একান্ত অনুরক্ত ভক্ত, ও আমার আরাধনা পরায়ণ হও) মাং নমস্কুরু (আমাকে নমস্কার কর), মাং এব এষ্যসি (আমাকেই পাইবে); অহং তে সত্যং প্রতিজানে (আমি তোমারি নিকট সত্যই একথা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিতেছি) ॥৬৫॥ সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য একং মাং শরণং ব্রজ (প্রকৃতিগত উপাসনাগত যত প্রকার মনোবৃত্তি অবলম্বন করিয়া আছ সে সকল ধর্ম্মই বর্জ্জন করিয়া এক আমারই আশ্রয় গ্রহণ কর) অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ [আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব; (বৃথা শোক করিও না) ॥৬৬॥

পুনরায় স্পষ্টভাবে বলি, শুন ধনঞ্জয়!
না রবে অন্তরে যাহে বিন্দুমাত্রও সংশয়।

বিধিচক্র, কর্ম্ম, ফল, স্বধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান,
সংন্যাস ও অহঙ্কার, নিষ্ঠা, বুদ্ধি, আত্মজ্ঞান,

সৃষ্টি, গুণ, পুনর্জন্ম, ইহ পরকালে সুখ,
মুক্তি, মোক্ষ, মম ধাম, সংসারে অনন্ত দুখ,
ইত্যাদি কথায় যদি কুতর্ক উদয় মনে
হইয়া, বাধক তব হয় শ্রেয়ঃ নির্দ্ধারণে,
বিবিধ প্রকারে যাহা কহিলাম এতক্ষণ
সব শুনিয়াও যদি টলমল করে মন ;
তবে শুন এক কথা সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম
নাহি যাহে কিছুমাত্র যুক্তি তর্ক প্রয়োজন।
তুমি যে স্বজন মম এত কথা বলি তাই ;
মোর প্রতি অনুরক্ত রবে তুমি সর্ব্বদাই।
আমাতে নিহিত কর তব বহুমুখী মন,
নমস্কার কর মোরে হৈয়া পূজাপরায়ণ।
স্মরণ, বন্দন আর আত্মনিবেদন আদি
অনুষ্ঠান করি ভজ আমারেই নিরবধি।

মোরে আত্মসমর্পণ কর যদি ধনঞ্জয়,
প্রতিজ্ঞা করিয়া কহি মোরে পাইবে নিশ্চয়।
তোমার প্রকৃতিগত বৃত্তিরূপ যত ধর্ম্ম,
বর্ণাশ্রমজাত ধর্ম্ম, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম
অধর্ম্ম বুঝিয়া কর যে যে কর্ম্ম আচরণ
সব ছাড়, হইলেও শত সুখের কারণ।
একমাত্র আমারই হও হে শরণাগত,
আমার বিভূতি যত হয়েছ ত অবগত।
হইলে শরণাগত কোন দিকে দৃষ্টি আর
দিতে না পারিবে ; দেহ মন সকলি আমার
হইবে তখন ; পুন নারিবে চাহিতে ফিরে ;
শরণাগতির তৃপ্তি তবে বুঝিবে অচিরে।
ধর্ম্মকর্ম্মবৃত্তি ত্যাগে পাপ কিছু হ'তে পারে,
সে পাপ হইতে মুক্ত **আমি** করিব অচিরে।

ইহ পূর্ব্ব জনমের যত কিছু তাপ, পাপ,
ফল সহ বিনাশিব, পেয়ো না হে মনস্তাপ ॥৬৪।৬৫।৬৬॥

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥

ইদং তে কদাচন অতপস্কায় ন বাচ্যং, ন অভক্তায় [এই গীতাশাস্ত্রতত্ত্ব "তোমা দ্বারা (যেন) কখনও ধর্ম্মানুষ্ঠানবিহীন ব্যক্তির নিকট কথিত না হয়, অভক্তের নিকট (যেন কথিত না হয়), ন চ অশুশ্রূষবে, যঃ চ মাং অভ্যসূয়তি ন [গুরু পরিচর্য্যাবিরহীত এবং আমার প্রতি অসূয়াপরবশ (তেমন ব্যক্তির নিকটও কথিত না হয়)]॥৬৭॥

যঃ ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষু অভিধাস্যতি [যিনি এই পরমগুহ্য (গীতা) শাস্ত্র কথা আমার ভক্তগণের নিকট ব্যাখ্যা করিবেন) সঃ ময়ি পরাং ভক্তিং কৃত্বা অসংশয়ঃ (সন্) মাং এব এষ্যতি (তিনি আমাতে পরমা ভক্তি লাভ করিয়া নিঃসংশয়ে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন) ॥৬৮॥

এই গীতাশাস্ত্র কথা কহিলাম যা তোমারে,
ব্যক্ত না করিবে কভু ধর্ম্মকর্ম্মহীন নরে,
অথবা তাহারে যার ভগবানে ভক্তি নাই
অথবা গুরু সেবায় পরাঙ্মুখ সর্ব্বদাই,
অথবা শ্রীকৃষ্ণদ্বেষী হৈয়া মোর নিন্দা করে
তত্ত্বকথা প্রবেশ না করে যাদের অন্তরে ॥৬৭॥
যে জন ভক্তের কাছে গীতা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে
আমাতেই পরাভক্তি প্রদান করি যে তারে।
এ হেন অমূল্যধন পাইয়া সে ভাগ্যবান্,
অবশ্য পাইবে মোরে ; নাহি মনে ভাব আন্ ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥

মনুষ্যেষু তস্মাৎ কশ্চিৎ মে প্রিয়কৃত্তমঃ ন চ (অস্তি) [মনুষ্যগণ মধ্যে তাঁহার অপেক্ষা অর্থাৎ গীতাব্যাখ্যাতা অপেক্ষা কেহই আমার প্রিয়কার্য্যকারী নাই] তস্মাৎ অন্য মে প্রিয়তরঃ চ ভুবিঃ ন ভবিতা চ [এবং তাঁহার অপেক্ষা এই পৃথিবীতে আমার প্রিয়তর কেহ হইবেও না] ॥৬৯॥

যঃ চ আবয়ো ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদং অধ্যেষ্যতে (আর যিনি আমাদিগের মধ্যে আলোচিত এই ধর্ম্মসমন্বিত বার্ত্তা অধ্যয়ন করিবেন) তেন অহং জ্ঞানযজ্ঞেন ইষ্টঃ স্যাম্ (তাঁহা দ্বারা আমি জ্ঞানযজ্ঞে পূজিত হইব) ॥৭০॥

যাহার মুখেতে এই গীতার প্রচার হয়,
তার বড় মোর প্রিয়কার্য্যকারী কেহ নয়।
হেন জনে আমি বড় ভালবাসি সর্ব্বদাই,
তার চেয়ে প্রিয়তর মোর কাছে কেহ নাই ॥৬৯॥
আজি আমাদের এই ধর্ম্মসংবাদ ঘোষণা
যে করিবে পাঠ আর বিধিমতে আলোচনা,
পূজিত হইব আমি জ্ঞান রূপ যজ্ঞে তার
ইহাই আমার ইচ্ছা হো'ক বিদিত সবার।
করিতে করিতে পাঠ রতি কর্ম্ম-ভক্তি-জ্ঞানে
জনমিবে, পরে রত হবে জ্ঞানানুশীলনে;
জ্ঞান পরিপক্ক হ'লে কর্ম্ম-ভক্তি-তত্ত্ব জ্ঞান
উদয় হইবে, তাই [illegible] সোপান ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৭১॥
কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

শ্রদ্ধাবান্ অনসূয়ঃ চ যঃ নরঃ শৃণুয়াৎ অপি [শ্রদ্ধাযুক্ত, অসূয়াশূন্য যে ব্যক্তি (এই গীতাকথা) শ্রবণ করেন] সঃ অপি মুক্তঃ (সন্) পুণ্যকর্ম্মণাং শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ [তিনিও মুক্ত (পাপমুক্ত) হইয়া পুণ্যাত্মগণের (স্থান) মঙ্গল লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন] ॥৭১॥

পার্থ! ত্বয়া একাগ্রেণ চেতসা এতৎ শ্রুতং কচ্চিৎ [তোমাকর্ত্তৃক চিত্তের একাগ্রতা সহকারে কথিত সকল বিষয় শ্রুত হইয়াছে কি?] ধনঞ্জয় তে অজ্ঞানসংমোহঃ কচ্চিৎ প্রনষ্টঃ [ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়াছে ত?] ॥৭২॥

দ্বেষবুদ্ধি পরিহরি চিত্তে সকল প্রকারে
শ্রদ্ধান্বিত হৈয়া গীতাকথা যে শ্রবণ করে।
সেও ভক্তিপ্রতিকূল পাপ হৈতে মুক্ত হয়,
অন্তিমেতে প্রাপ্ত হয় পরম মঙ্গলালয়;
শুদ্ধ পুণ্যাত্মগণের হয় যে লোকেতে বাস,
যেখানেতে নাহি কোন মায়া-মোহ-কর্ম্ম-ফাঁস ॥৭১॥
যত কথা কহিলাম তোমার নিকটে আমি,
শুনেছ ত সব কথা একাগ্র চিত্তেই তুমি?
হইয়াছে ত বিনষ্ট যত মোহ, ধনঞ্জয়!
অথবা অন্তর মাঝে আছে এখনো সংশয়? ॥৭২॥

অর্জ্জুন উবাচ—নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥
সঞ্জয় উবাচ—ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

অর্জ্জুন উবাচ (কহিলেন)—অচ্যুত! ত্বৎপ্রসাদাৎ মোহঃ নষ্টঃ ময়া স্মৃতিঃ লব্ধা [তোমার অনুগ্রহে (আমার) মোহ দূরীভূত হইয়াছে, লুপ্ত স্মৃতিও প্রাপ্ত হইয়াছি] স্থিতঃ অস্মি গতসন্দেহঃ (স্ব-ভাবে স্থিত ও বিগতসংশয় হইয়াছি) তব বচনং করিষ্যে [তোমার বচন প্রতিপালন করিব] ॥৭৩॥

সঞ্জয় উবাচ (কহিলেন)—অহং ইতি বাসুদেবস্য মহাত্মনঃ পার্থস্য চ ইমং রোমহর্ষণং (আমি এইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ও মহাত্মা অর্জ্জুনের এই রোমাঞ্চকর) অদ্ভুতং সংবাদং অশ্রৌষং (বিস্ময়কর সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি) ॥৭৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন—বিপরীত জ্ঞান সম মোহ মোর হৈল নাশ,
তোমার কৃপায় মোর হৈল স্মৃতির প্রকাশ।
বিস্মৃতির গর্ভমাঝে আমার যে আত্মজ্ঞান
ছিল ডুবে, হ'ল এবে স্মৃতি পথে ভাসমান।
আত্মানাত্ম চিদচিৎ, জ্ঞানাজ্ঞান, কর্ম্মাকর্ম্ম,
গুণাগুণ, জ্ঞেয়াজ্ঞেয়, পরাভক্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম
প্রভৃতি বিষয়ীভূত কত না সন্দেহ মোর
অন্তরে উঠিয়া মোরে ফেলিল আঁধারে ঘোর;
তব উপদেশামৃতে সংশয় হইল নাশ,
অজ্ঞান হইয়া দূর হৈল জ্ঞানের প্রকাশ।
স্থির, প্রকৃতিস্থ আমি এবে, প্রভু হে আমার,
পালন করিব আমি আজ্ঞা হবে যা তোমার ॥৭৩॥

সঞ্জয় কহিলেন—সর্ব্বেশ্বর বাসুদেব, সুমহান্ ধনঞ্জয়,
রণক্ষেত্রে দুজনে যে কথোপকথন হয়,
সেই অদ্ভুত সংবাদে দেহ হয় কণ্টকিত,
স্বকর্ণে শুনিয়া তাহা করিলাম সুবিদিত ॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্ ॥৭৫॥
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্ম্মুহুঃ ॥৭৬॥

অহং ব্যাসপ্রসাদাৎ ইমং পরং গুহ্যং যোগং (আমি ব্যাসদেবের অনুগ্রহে এই পরম গুহ্য যোগতত্ত্ব) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (প্রত্যক্ষভাবে কথোপকথনরত) স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ শ্রুতবান্ [স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি] ॥৭৫॥

হে রাজন্! কেশবার্জ্জুনয়োঃ ইমং পুণ্যং অদ্ভুতং সংবাদং [হে ধৃতরাষ্ট্র! শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত পুণ্যকথা] সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি [বার বার স্মরণ করিয়া ঘন ঘন পুলকিত হইতেছি) ॥৭৬॥

যখন প্রত্যক্ষভাবে যোগেশ্বর ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ পরম গুহ্য যোগতত্ত্বের ব্যাখ্যান
করিলেন নিজমুখে ভয়ঙ্কর রণস্থলে,
দিব্যকর্ম্মেন্দ্রিয়শক্তি ব্যাসদেব কৃপাবলে
লভিয়া শুনিনু সব তিনি কহিলেন যাহা
দিব্যচক্ষে হেরিলাম আরও যা ঘটিল তাহা;
অর্জ্জুনের ব্যাকুলতা, শ্রীকৃষ্ণের নিবারণ,
আরও করিলাম আমি বিষ্ণুরূপ দরশন ॥৭৫॥

হে রাজন্! অদ্ভুত সে কৃষ্ণার্জ্জুন পুণ্যকথা,
হর্ষ উপজিছে স্মরি বার বার সে বারতা ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ ॥৭৭॥
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥৭৮॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে মোক্ষযোগো নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।
ওঁ তৎ সৎ।

রাজন্। হরেঃ তং অত্যদ্ভুতং রূপং সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য চ (শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভুত রূপ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) যে বিস্ময়ঃ চ পুনঃ পুনঃ হৃষ্যামি [আমার অতিশয় বিস্ময় ও পুনঃ পুনঃ হর্ষ উপজাত হইতেছে] ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ যত্র ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ (যোগেশ্বর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ (এবং) ধনুর্দ্ধর পার্থ যেখানে বিদ্যমান) তত্র শ্রীঃ বিজয়ঃ ভূতিঃ ধ্রুবা নীতিঃ (ইতি) মম মতিঃ [সেইখানেই রাজলক্ষ্মী, বিজয়, ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি, নিশ্চয় ন্যায়নীতিও (বিদ্যমান) ইহা আমার স্থির বিশ্বাস] ॥৭৮॥

বার বার স্মরি সেই কৃষ্ণ রূপ মনোহর
হর্ষ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইতেছি নিরন্তর ॥৭৭॥
সর্ব্বযোগেশ্বর কৃষ্ণ যথায় দেদীপ্যমান,
সেথা ধনুর্দ্ধর পার্থ রহে যদি বিদ্যমান
বিরাজে অবশ্য তথা রাজলক্ষ্মী ও বিজয়,
শ্রীবৃদ্ধি, মঙ্গল, সর্ব্ব শুভ সমাবেশ হয়।
এই মোর অভিপ্রায়, শিক্ষালব্ধ প্রজ্ঞা মম,
কর্ত্তব্য নির্ণয় জন্য কহি হে কুরুসত্তম ! ॥৭৮॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের অন্বয়দীপিকানাম্নী বঙ্গানুবাদ ও গীতাসহচরীনাম্নী কবিতা ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট (ক)

গীতা পাঠান্তে গীতা মাহাত্ম্যও পাঠ করা কর্ত্তব্য। গীতা মাহাত্ম্য দুই প্রকার প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বরাহপুরাণোক্ত গীতা মাহাত্ম্য হৃদয়গ্রাহী অথচ অপেক্ষাকৃত ছোট। আজকাল পাঠক পাঠিকার সংখ্যাও অল্প, লোকের সময়ও অল্প, এজন্য বরাহপুরাণোক্ত মনোরম গীতা মাহাত্ম্যই প্রদত্ত হইল। যথা—

শ্রীবরাহপুরাণোক্ত-
শ্রীগীতামাহাত্ম্যম্।

ধরোবাচ।

ভগবন্! পরমেশান! ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো ॥১॥

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে ॥২॥
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ ॥৩॥
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি তত্র বৈ ॥৪॥
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাদয়ঃ।
গোপালৈর্গোপিকাভিশ্চ নারদোদ্ধব-পার্ষদৈঃ।
সহায়ায়ান্তি তত্র শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥৫॥
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি! নিবসামি সদৈব হি ॥৬॥

গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীন্ লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥৭॥
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্বাচ্যপদাত্মিকা ॥৮॥
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥৯॥
যোঽষ্টাদশজপী নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥১০॥
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১॥
ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥১২॥
একাধ্যায়ন্তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥১৩॥

অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥১৪॥
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণাময়ুতং ধ্রুবম্ ॥১৫॥
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥১৬॥
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥১৭॥
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥১৮॥
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥১৯॥
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতাঃ পরং পদম্ ॥২০॥

গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেৎ তস্য শ্রম এব হ্যদাহৃতঃ ॥২১॥
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥২২॥

সূত উবাচ।
মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যদুক্তং তৎ ফলং লভেৎ ॥২৩॥
ইতি শ্রীবরাহপুরাণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্।
ওঁ তৎ সৎ।

গীতা-মাহাত্ম্য (অনুবাদ)

শ্রীমতী পৃথিবী কহিলেন—

ওহে প্রভু, ভগবান পরমেশ, কৃপাবান !
যে জন প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ করে,
বল কেমনে সে জন ঐকান্তিকী ভক্তি ধন
লাভ করি সুখী হয় সংসার ভিতরে ॥১॥

শ্রীবিষ্ণু কহিলেন—

কর্ম্মফলভোগী যত গীতাপাঠাভ্যাসে রত
হয় যদি, তাহাদের কর্ম্মের বন্ধন
অচিরে ঘুচিয়া যায়, নির্ম্মল আনন্দ পায়,
কোন কর্ম্মে লিপ্ত তারা না হয় কখন ॥২॥
পদ্ম পত্রে থাকি জল করে সদা টলমল্
মিশিয়াও যেন স্পর্শ নাহি করে তারে ;
গীতাধ্যান রত জন পাপে লিপ্ত নাহি হন
পাপ কর্ম্ম সহ বাস করিয়া সংসারে ॥৩॥

যেথানে থাকেন গীতা,　　গীতাপাঠ হয় যথা,
প্রয়াগাদি তীর্থ যত বিরাজে তথায়।
দেব, ঋষি, নাগ, যোগী,　　গোপ, গোপী, অনুরাগী
নারদ, উদ্ধব আদি সবার উদয় ॥৪॥৫॥
হে পৃথিবি! যেথা গীতা—　　পাঠ, আলোচনা, কথা
জানিও নিশ্চয় আমি থাকি সেই খানে।
গীতা মোর গৃহসম　　গীতাই আশ্রয় মম,
পালি ত্রিভুবন গীতা-জ্ঞানাবলম্বনে ॥৬॥৭॥
অকার, উকার, বিন্দু—　　যুক্ত অমৃতের সিন্ধু
ওঁকার-স্বরূপা গীতা ব্রহ্মবিদ্যাসার;
ব্রহ্মরূপা এই গীতা　　মন-বচন-অতীতা
গীতা নিত্যধন, নাহি সংশয় তাহার ॥৮॥
তিন-বেদ-সারভূত　　পরানন্দদানে রত
তত্ত্বজ্ঞানে পরিপূর্ণ গীতা-কথামৃত;

শুনিয়া সে কথা পুণ্য　　অর্জ্জুন হইল ধন্য
শ্রীকৃষ্ণ-সচ্চিদানন্দ-শ্রীমুখ-নিসৃত ॥৯॥
পূর্ণ গ্রন্থ স্থির চিত্তে নিত্য যেবা পাঠ করে
জ্ঞান সিদ্ধি লভি যায় ব্রহ্মলোকে মৃত্যুপারে ॥১০॥
অসমর্থ যদি অর্দ্ধ গ্রন্থ পাঠ করে কেহ,
গোদানের পুণ্য লভে নাহি তাহাতে সন্দেহ ॥১১॥
তৃতীয়াংশ পাঠে গঙ্গাস্নান-ফল লাভ হয়
ষষ্ঠাংশ পাঠেতে হয় সোমযজ্ঞফলোদয় ॥১২॥
একটি অধ্যায় যদি পাঠ করে ভক্তিভরে,
পার্ষদ হইয়া শিবলোকে সে গমন করে ॥১৩॥
যদি কেহ পাঠ করে অর্দ্ধ কিংবা একাধ্যায়
মন্বন্তরব্যাপী নরজন্ম তার লাভ হয় ॥১৪॥
অর্দ্ধ, এক, দুই, তিন, পাঁচ শ্লোক চতুষ্টয়
সাত, দশ শ্লোক পাঠে চন্দ্রলোকে বাস হয় ॥১৫॥

পড়িতে পড়িতে গীতা, তনুত্যাগ হয় যার,
নর দেহ হয় লভি গীতাশ্রয়ে মুক্তি তার ॥১৬॥
মৃত্যু যদি হয় শুধু উচ্চারিয়া 'গীতা' নাম,
তাহা হইলেও অন্তে পাইবে সে পুণ্যধাম ॥১৭॥
মধুর গীতার্থ যেবা শুনিতে শুনিতে মরে,
মহাপাপী হইলেও বৈকুণ্ঠে গমন করে ॥১৮॥
গীতার্থ যে করে চিন্তা, কর্ম্মেতেও লিপ্ত হ'লে,
জীবন্মুক্ত হৈয়া মোক্ষ লভিবে সে অবহেলে ॥১৯॥
গীতাধর্ম্মাশ্রয় করি জনকাদি রাজা কত
লভিল পরম পদ হৈয়া নিষ্পাপ, বিখ্যাত ॥২০॥
গীতা পাঠ অন্তে যদি মাহাত্ম্য না পাঠ হয়,
ব্যর্থ হয় গীতাপাঠ, শ্রম নিষ্ফলতাময় ॥২১॥
এই মাহাত্ম্যের সহ পাঠ করে গীতা যেবা,
পাঠ-ফল লভি প্রাপ্ত হয় গতি সুদুর্লভা ॥২২॥

সূত কহিলেন—

সার-সনাতন গীতা-মাহাত্ম্য বর্ণিনু যাহা,
যে ফল কথিত, পাঠে অবশ্য পাইবে তাহা ॥২৩॥

শ্রীবরাহপুরাণোক্ত গীতামাহাত্ম্যের রামলালসূত রামকৃষ্ণ শর্ম্মা কৃত কবিতানুবাদ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট (খ)

গীতোক্ত-ভগবন্নামমালা।

অনন্ত, গোবিন্দ, অরিসূদন, মাধব,
সর্ব্ব, আত্ম, জগৎপতি, মহাত্মা, কেশব,
বিশ্বমূর্ত্তি, মহাবাহু, পরম-ঈশ্বর,
বার্ষ্ণেয়, পুরুষোত্তম, যোগী, যোগেশ্বর,
কমলপত্রাক্ষ, প্রভু, দেব, জনার্দ্দন,
বিশাল সহস্রবাহু, শ্রীমধুসূদন,
অপ্রতিমপ্রভাব, ভূতহা, বিশ্বেশ্বর,
দেবদেব, কেশিনিসূদন, দেববর,
বাসুদেব, ভগবান্, কৃষ্ণ, হৃষীকেশ,
যাদব, অচ্যুত, ভূতভাবন, দেবেশ,
বিশ্বরূপ, বিষ্ণু, হরি, জগন্নিবাস,
এ চল্লিশ নাম আছে গীতায় প্রকাশ।
করিয়া তাঁহার ধ্যান হৃদয় কন্দরে
তাঁহারে আশ্রয় করি আকুল অন্তরে,
যে করিবে পাঠ নিত্য নামার্থ বুঝিয়া,
অমৃত সমান নাম একাগ্র হইয়া,
হেলায় লভিবে ধর্ম্ম, অর্থ, মোক্ষ, কাম,
নির্ভয় হইয়া পাবে সে আনন্দ ধাম।
কৃষ্ণ ভক্ত যত কর এই আশীর্ব্বাদ,
অন্তে যেন পাই ওই প্রভু-কৃষ্ণপাদ॥

পরিশিষ্ট (গ-১)

গীতা সংক্রান্ত কতকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয়।

গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০ সাত শত। একথা প্রায় সর্ব্ববাদিসম্মত। মহাভারতের কোন কোন সংস্করণে ভীষ্মপর্ব্বের ৫৩ অধ্যায়ের প্রারম্ভে

"ষট্‌শতানি সবিংশানি শ্লোকানাং প্রাহ কেশবঃ।
অর্জ্জুনঃ সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তষষ্টিং তু সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্রঃ শ্লোকমেকং গীতায়াং মানমুচ্যতে ॥"

এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া, ভগবানের কথিত ৬২০, অর্জ্জুনের ৫৭, সঞ্জয়ের ৬৭ ও ধৃতরাষ্ট্রের ১ শ্লোক মোট ৭৪৫ শ্লোক সাব্যস্ত হইয়াছে। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীশ্রীধর প্রভৃতি কেহই গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০ সাত শতের অধিক স্বীকার করেন না। সুরি নীলকণ্ঠ এই সকল সংস্করণের এই শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলেন। মহাপণ্ডিত লোকমান্য তিলক মহাশয়ও গীতার শ্লোক সংখ্যা ৭০০র অধিক স্বীকার করেন নাই। কিছু দিন পূর্ব্বে, এই যথেচ্ছাচারের যুগে ঐ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক অবলম্বনে মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে ৭৪৫ শ্লোক ও ২৬ অধ্যায় যুক্ত এক অদ্ভুত গীতা বাহির হইয়াছে শুনিয়াছি। আমরা চেষ্টা করিয়া সে গীতা সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

অনেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলেন; কেন না প্রথম অধ্যায়ের শ্লোক সংখ্যা ৪৭ ধরিলে ঐ

শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত না করিলে মোট সংখ্যা ৭০১ হইয়া যায়, সেই জন্য সাধারণতঃ প্রথম অধ্যায়ের দুই শ্লোক ভাঙ্গিয়া ৪৬ করিয়া ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ১ম শ্লোককে বজায় রাখিয়া মোট সংখ্যা ৭০০ ঠিক রাখা হইয়াছে। ঐ শ্লোকটি শ্রীঅর্জ্জুনের প্রশ্ন; কাজেই উহা লইয়া বিরোধের কোন কারণ নাই। এই ৭০০ সাতশত শ্লোক—অনুষ্টুপ্, ইন্দ্রবজ্রা, উপেন্দ্রবজ্রা, উপজাতি ও বিপরীতপূর্ব্বা ছন্দে রচিত। তন্মধ্যে—

ইন্দ্রবজ্রা ছন্দে ১০টি শ্লোক— ২য়। ৭, ২৯; ৮ম ২৮; ৯ম ২০; ১১শ ২০, ২২, ২৭, ৩০; ১৫শ। ৫, ১৫।
উপেন্দ্রবজ্রা ছন্দে ৪টি " ১১শ। ১৮, ২৮, ২৯, ৪৫।
উপজাতি ছন্দে ৩৭টি " ২য়। ৫, ৬, ৮, ২০, ২২, ৭০; ৮ম। ৯, ১০, ১১; ৯ম। ২১; ১১শ। ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০; ১৫শ। ২, ৩, ৪।
বিপরীতপূর্ব্বা ৪টি " ১১শ। ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৪৫।

অবশিষ্ট ৬৪৫ শ্লোকটি অনুষ্টুপ্ ছন্দে।

গীতোক্ত যজ্ঞ বিবরণ।

শ্রেণী	প্রকার-সংখ্যা	যজ্ঞের নাম	অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	অর্থ
১। জড়বস্তু সংক্রান্ত যজ্ঞ	২	১। দ্রব্যযজ্ঞ	৪। ২৮	ধন, ধান্য, বস্ত্রাদি ঈশ্বর প্রীত্যর্থে দান, ধর্ম্ম ও পরোপকারে ব্যয়।

শ্রেণী	প্রকার-সংখ্যা	যজ্ঞের নাম	অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	অর্থ
		২। দেবযজ্ঞ	৪। ২৫ ৩। ১৩	ইন্দ্রাদি দেবোদ্দেশে জড় দ্রব্যের হবন। হোমাদি।
২। শারীব যজ্ঞ	২	৩। জ্ঞানেন্দ্রিয় যজ্ঞ	৪। ২৬	জ্ঞানেন্দ্রিয়সংযম অভ্যাস; বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ।
		৪। বিষয়যজ্ঞ	৪। ২৬	যজ্ঞাবশিষ্ট বস্তু ইন্দ্রিয়দ্বারা সেবা ভোজন ও ভোগ।
৩। বাক্‌যজ্ঞ	১	৫। স্বাধ্যায় যজ্ঞ বা ব্রহ্মযজ্ঞ	৪। ২৮	অর্থবোধ সহ ধর্ম্মগ্রন্থ পঠন, পাঠন (বেদ অধ্যয়ন, স্তবপাঠ ও নাম জপ ইত্যাদি)।
৪। প্রাণসংক্রান্ত	৪	৬। প্রাণযজ্ঞ	৪। ২৯	অপান, ব্যান, উদান, সমান এই চারিবায়ুকে প্রাণবায়ুতে হবন অর্থাৎ পূরক প্রাণায়াম করা।
		৭। অপান যজ্ঞ	৪। ২৯	প্রাণ, ব্যান, সমান, উদান বায়ুকে অপান বায়ুতে হবন অর্থাৎ রেচক প্রাণায়াম কবা।

শ্রেণী	প্রকার-সংখ্যা	যজ্ঞের নাম	অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা	অর্থ
		৮। প্রাণায়াম যজ্ঞ	৪। ২৯	শুদ্ধ, দোষরহিত দেহে প্রাণবায়ুকে স্থির, স্বস্থ ও শান্ত করিয়া, সমভাবে রক্ষা করিয়া বাহ্য ও আভ্যন্তরিককুম্ভক করা।
		৯। অন্তর প্রাণ যজ্ঞ		ইন্দ্রিয় চেতনকারী প্রাণশক্তিকে আহার সংযম দ্বারা বশীভূত করা।
৫। বুদ্ধিসংক্রান্ত	১	১০। যোগ যজ্ঞ	৪। ২৮	বুদ্ধিযোগ অর্থাৎ কুশলতার সহিত নিষ্কাম কর্ম্ম করা; অথবা অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করা।
৬। মিশ্র যজ্ঞ	৭	১১। তপ যজ্ঞ	৪। ২৮	অহিংসা, ব্রত, উপবাস দ্বারা শরীর মনকে শুদ্ধ পবিত্র করিয়া স্বধর্ম্ম পালন করা।
		১২। পিতৃ যজ্ঞ		শ্রাদ্ধ তর্পণাদি।
মিশ্র যজ্ঞ	”	১৩। জপ যজ্ঞ	১০। ১৫	বাচিক, মানসিক ও উপাংশু জপ; ধ্যান ও একাগ্রতা সহ জপ।

শ্রেণী	প্রকার-সংখ্যা	যজ্ঞের নাম	অধ্যায় শ্লোকসংখ্যা	অর্থ
		১৪। ইন্দ্রিয় প্রাণ যজ্ঞ	৪। ২৭	ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা দ্বারা প্রাণের ব্যাপারাদি প্রতিরোধ করিয়া মনকে আত্মায় একাগ্র করা ও ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা বা মনের ব্যাপারকে জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত পরমাত্মায় সংযুক্ত করা।
		১৫। ভূত যজ্ঞ	৩। ১৩	বলি প্রদান ইত্যাদি।
		১৬। নর যজ্ঞ	৩। ১৩	অতিথি সেবা।
		১৭। জ্ঞান যজ্ঞ বা ব্রহ্ম যজ্ঞ	৪। ২৪ ৪। ২৫	সকলই ব্রহ্মস্বরূপ এই বুঝিয়া সর্ব্বত্র সমস্ত ক্রিয়ায় ব্রহ্ম অনুভব করা।

পরিশিষ্ট (গ-৩)

সাত্ত্বিকাদি গুণানুসারে গীতোক্ত কর্ম্ম, জ্ঞান, আহারাদি সংক্রান্ত শ্লোক পরিচয়।

সাত্ত্বিক	রাজস	তামস
অধ্যায়—শ্লোক সংখ্যা	অধ্যায়—শ্লোক সংখ্যা	অধ্যায়—শ্লোক সংখ্যা
১৩। ৮	১৩। ৯	১৩। ১০

	সাত্ত্বিক অঃ শ্লো	রাজস অঃ শ্লো	তামস অঃ শ্লো
উপাসনা—	১৩। ৪	১৩। ৪	১৩। ৪
কর্ত্তা—	১৮। ২৬	১৮। ২৭	১৮। ২৮
কর্ম্ম—	১৮। ২৩	১৮। ২৪	১৮। ২৫
জ্ঞান—	১৮। ২০	১৮। ২১	১৮। ২২
*তপ—	১৭। ১৭	১৭। ১৮	১৭। ১৯
ত্যাগ—	১৮। ৯	১৮। ৮	১৮। ৭
দান—	১৭। ২০	১৭। ২১	১৭। ২২
ধৃতি—	১৮। ৩৩	১৮। ৩৪	১৮। ৩৫
বুদ্ধি—	১৮। ৩০	১৮। ৩১	১৮। ৩২
যজ্ঞ—	১৭। ১১	১৭। ১২	১৭। ১৩
সুখ—	১৮। ৩৬, ৩৭	১৮। ৩৮	১৮। ৩৯

*তপ ত্রিবিধ— ১। কায়িক, ২। বাচিক, ৩। মানসিক।

১। কায়িক—দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরুজন ও জ্ঞানিজনের সেবা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা। ১৭। ১৪

২। বাচিক—উদ্বেগ বা কষ্টদায়ক না হয় এরূপ বাক্য, মধুর বাক্য, সত্য বাক্য, লোকহিতকর বাক্য ব্যবহার, সৎগ্রন্থপাঠ, ভগবন্নামকীর্ত্তন। ১৭। ১৫

৩। মানসিক—প্রসন্ন ভাব, শান্তভাব, ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ। ১৭। ১৬

গীতায় 'আত্মা' 'প্রাণ' ও 'জ্ঞান' শব্দ বিভিন্নার্থে ব্যবহৃত হওয়ায় কোন্ শ্লোকে কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা লিখিত হইল।

আত্মা—(১) পরমাত্মাবাচক—৩য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক

(২) আনন্দঘন প্রত্যক্ চৈতন্য—১০ম অধ্যায়, ১০ শ্লোক

(৩) ক্ষেত্রজ্ঞ—১৩শ অধ্যায়, ২৯ শ্লোক

(৪) পরমাত্মাবাচক অর্থে 'জ্ঞানী তু আত্মৈব' এবং 'মন' অর্থে "সহি যুক্তাত্মা"—৭ম অধ্যায়, ১৮ শ্লোক

(৫) নিজ দেহ (আকার পরিগ্রহ পূর্ব্বক)—৪র্থ অধ্যায়, ৭ শ্লোক

(৬) জীবাত্মা—১৬শ অধ্যায় ২১ শ্লোক

(৭) বুদ্ধি—ধ্যানেন আত্মনি

প্রত্যক্ চেতন—কেচিদাত্মানমাত্মনা

ধ্যানসংস্কৃত অন্তঃকরণ—আত্মনা—১৩শ অধ্যায় ২৪ শ্লোক

(৮) অন্তঃকরণ বাচক—১৮শ অধ্যায়, ৫১ শ্লোক

(৯) হৃদয়পুণ্ডরীক—১৫শ অধ্যায় ১১ শ্লোক

(১০) জীবাত্মাবিশিষ্ট নরদেহ—৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৩২ শ্লোক

(১১) ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৫ম, ৬ষ্ঠ শ্লোকে

(১) বিবেকযুক্ত মন—আত্মনা

(২) বিষয়াসক্তিযুক্ত চিত্ত—আত্মানং

(৩) জীবাত্মা—নাত্মানং

(৪) বিষয়সঙ্গবর্জ্জিত মন—আত্মৈব

(৫) জীবাত্মা—আত্মনঃ

প্রাণ—শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ইন্দ্রিয় অর্থে—১০ম অঃ ৯ শ্লোক

জ্ঞান—(১) তত্ত্বজ্ঞান—৪র্থ অধ্যায় ৩৭। ৩৮ শ্লোক

(২) সাংখ্যজ্ঞান অর্থাৎ কামনারহিত আত্মজ্ঞানসম্পন্ন নিষ্ঠাযুক্ত জীবব্রহ্মে অভেদ জ্ঞান—৩য় অধ্যায়, ৩ শ্লোক

(৩) পরোক্ষজ্ঞান—অভ্যাসসাপেক্ষ একাগ্রতাযুক্ত জ্ঞান—১২ অঃ ১২ শ্লোক, ১৩ অঃ ১১ শ্লোক

(৪) সত্ত্বগুণজাত যে জ্ঞানে শুদ্ধ বিবেক উদ্বুদ্ধ হয়—১৪ অঃ ১৭ শ্লোক

(৫) সাধারণ লৌকিক জ্ঞান ১৮শ অঃ ২১ শ্লোক

(৬) শাস্ত্র জ্ঞান—১৮শ অঃ ৪২ শ্লোক।

যে মহারাজার কৃপায় গীতাসহচরীর মুদ্রাঙ্কনকার্য্য সমাধা হইল, তাঁহার পুণ্যময় জীবনে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সদনুষ্ঠানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুই চারিটি কর্ম্মসংবাদ এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে উল্লেখ না করিলে যেন আমাকে কর্ত্তব্যচ্যুত হইতে হইবে বিবেচনায় তাঁহার জীবনের কয়েকটি স্থূল ঘটনাসহ কতকগুলি দানের বিষয় লিখিত হইল। বলা বাহুল্য যে এইরূপ প্রচারের সার্থকতাও আছে। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ৩ অঃ—২১॥

এই সত্যবাক্যানুযায়ী বক্ষ্যমাণ দান-কথায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যদি কোন মহানুভব একটি শুভকর্ম্মও সম্পাদন করেন, তাহা হইলেই পরিশিষ্টলিপি সার্থক হইবে।

লালগোলা হইতে বহুদূরে গাজিপুর জেলায় সরযূ নদীর তীরে পালিগ্রামের এক মধ্যবিত্ত শুদ্ধ সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণের গৃহে বাঙ্গলা অনুমান ১২৫৮-৫৯ সালে যোগভ্রষ্ট যোগীন্দ্রনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন।

'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগোভ্রষ্টোভিজায়তে॥৬ অঃ—৪১॥

শুদ্ধ ব্রাহ্মণকুলে জন্মিবার পর ১০ বৎসর বয়সে লালগোলার নিঃসন্তান "শ্রীমতাং গেহে"র কর্ম্মভার গ্রহণ করিবার জন্য যোগীন্দ্রনারায়ণ পোষ্যপুত্ররূপে আহুত হন। বাল্যকাল হইতে সংস্কৃত, বাঙ্গলা ও জমিদারী কার্য্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সম্পত্তি কোর্ট অব ওয়ার্ডস হইতে মুক্ত হইলে এবং পরেও বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত

হইয়া যাইট বৎসর কাল স্থায়ীভাবে লালগোলায় বাস করিয়া, ৪০ বৎসর পূর্ব্বের মরুভূমিসদৃশ লালগোলাকে এক মনোরম নগর ও ব্যবসায়ের কেন্দ্রে পরিণত করিয়া,তাঁহার মধ্যায়তন জমিদারীকে লাঞ্ছিত না করিয়া এবং অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি,যে সকল সদনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন সেই সকল মূর্ত্তিমান দান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

লালগোলার মহেশনারায়ণ উচ্চইংরাজী স্কুল,হিন্দু মুসলমান ছাত্রের পৃথক্ পৃথক্ বোর্ডিং,লাইব্রেরী,দাতব্য চিকিৎসালয়, ঠাকুরবাড়ী, পোষ্ট আফিস্ গৃহ, লালগোলার হাট নিরন্তর যোগীন্দ্রনারায়ণের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার দান লালগোলাতেই সীমাবদ্ধ নহে তিনি বহরমপুর হাঁসপাতালের উন্নতি কল্পে ক্রমে ক্রমে কিঞ্চিন্ন্যূন যে ৫০০০০০৲ পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন তাহার ফলে সমগ্র মুর্শিদাবাদবাসী নহে, অনেক সুদূরসহরপল্লীবাসীও চিকিৎসিত হইয়া রাজর্ষি যোগীন্দ্রনারায়ণের শুভ্র মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন। ইঁহারই রোগদুঃখকাতরতাপ্রণোদিত দানেই আজ বহরমপুর হাঁসপাতাল প্রথম শ্রেণীর হাঁসপাতালে পরিণত হইয়াছে। এই দানের বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা গেল।

১।	EyeWard চক্ষু চিকিৎসার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ জন্য	৮৮৩১৫৲
২।	Female Ward স্ত্রী চিকিৎসার ঐ ঐ	১২০০০০৲
৩।	Out door (আসা যাওয়া রোগীদের) গৃহ নির্ম্মাণ জন্য	৩৭১৭৬৲
৪।	হাঁসপাতালের স্ত্রী পুরুষদিগের (bed) স্থানগুলি চিরকাল বজায় রাখিবার জন্য	১৩৩০০০৲
৫।	Infectious ছোঁয়াচে রোগ চিকিৎসার গৃহ নির্ম্মাণ জন্য	৪৮৬৩৲

৬। পরলোকগত পুত্রের স্মৃতির জন্য সত্যেন্দ্রনাথ X'Ray Annexe রঞ্জনরশ্মি—
রোগনির্ণয়ভবন নির্ম্মাণ ও চিরসংরক্ষণ জন্য ৬০৮৯৫৲

৭। Pathological laboratory, কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার পৃথক্ ভবন,
বৈদ্যুতিক চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ জন্য ১৬০০০৲

৯। বিবিধপ্রকার ব্যয় (১৯৩৫ সাল পর্য্যন্ত) ৯১১৮৲

১০। মহারাজা শুধু হাঁসপাতালের উন্নতি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে মুর্শিদাবাদবাসীর পানীয় জলের কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে প্রতি বৎসর ইন্দারা প্রস্তুত ও মেরামত করিবার জন্য একটি বোর্ড গঠন করিয়া গবর্ণমেণ্টের হস্তে ১৯০৪ সালে দান করেন ১০০০০০৲

ক্রমে ক্রমে এ পর্য্যন্ত ১৫৬টি ইন্দারা প্রস্তুত হইয়া অসংখ্য নরনারী এমন কি পশুকুলেরও পিপাসা দূর করিতেছে।

১১। তাঁহার স্বর্গগতা পত্নীর স্মৃতিরক্ষার্থ পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার, জঙ্গল পরিষ্কার এবং ঔষধ বিতরণের জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে দান ৫০০০০৲

ম্যালেরিয়ার সময় এই ফণ্ড হইতে জেলাবাসী প্রভূত উপকার প্রাপ্ত হয়।

ইহা ছাড়া কলিকাতায় সাহিত্য-পরিষদ ভবন; বহরমপুরে ক্লাব ও গ্রাণ্টহলের গৃহ; বিখ্যাত বিষ্ণুপুর কালীবাড়ী ও পৃথক পৃথক চত্বর; খাগড়া শবদাহনের ঘাট; ব্যাসপুরের শিবমন্দির সংস্কার; কীরিটেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ

লালবাগের বার লাইব্রেরী ; জঙ্গীপুরের হিন্দু মুসলমানের সরাই, হাইস্কুলের জন্য দোতালা বোর্ডিং ও ম্যাবেজী পার্ক মায় পুষ্করণী ; জেমুয়ায় রামেন্দ্রসুন্দর পাঠশালা প্রভৃতি শত শত অনুষ্ঠান যোগীন্দ্রনারায়ণের সদাশয়তার পরিচয় দিতেছে।

তাঁহার দানের বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি যে কার্য্যের জন্য দান করিয়াছেন তাহা চিরকাল বজায় রাখিবার জন্য অর্থ সংস্থানও করিয়াছেন।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্॥১৭ অঃ-২০॥

যোগীন্দ্রনারায়ণ ধীরে ধীরে 'রায় বাহাদুর", "সি, আই, ই", "মহারাজা" "স্বর্ণপদক" প্রভৃতি যে সকল রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা তাঁহার অনাড়ম্বর, প্রাণময় দানেরই পুরস্কার স্বরূপ।

এক্ষণে মহারাজার এক পুত্র (কুমার হেমেন্দ্রনারায়ণ) পৌত্র (কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ) প্রপৌত্র (কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ) তিন প্রপৌত্রী, তিন দৌহিত্র (শ্রীমান্ নীরেন্দ্রনারায়ণ, জীবেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণ) বিদ্যমান। ইঁহাদেরও বহু সন্তানাদি আছে। পৌত্র কুমার ধীরেন্দ্রনারায়ণ সাহিত্যক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। প্রার্থনা মহারাজা পুত্রপৌত্রাদিসহ জয়যুক্ত হউন।